পরিষৎ-গ্রন্থাবলী—১৬

দর্শন-বিভাগ

গীতায় ঈশ্বরবাদ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌.এ, বিএল্ প্রণীত

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

প্রকাশিত

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১২

মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১।০, কাগজে ১৲ টাকা

গ্রন্থসূচী

গ্রন্থকারের নিবেদন।

এক বৎসরের অধিক কাল মুদ্রাযন্ত্রের কবলে থাকিয়া "গীতায় ঈশ্বরবাদ" এতদিনে প্রকাশিত হইল।

ইহার অনেকাংশ ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা কয়েক স্থলে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এখন গ্রন্থরূপে সঙ্কলিত হইল। "বেদান্ত ও গীতা" অধ্যায় নূতন।

গীতার কাল নির্ণয় সম্বন্ধে এ গ্রন্থে কিছু বলা হয় নাই। গীতা মূল মহাভারতের অন্তর্গত কি না, গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কতদূর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহারও এ গ্রন্থে কোন আলোচনা করি নাই। এসম্বন্ধে আমি একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতেছি। আশা আছে, কয়েক মাসের মধ্যে তাহা প্রকাশিত করিতে পারিব।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সূত্রযুগকে দর্শন শাস্ত্রের রচনাকাল বলা হইয়াছে এবং সেই যুগ গীতা রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী, এইরূপ বলিয়াছি। এই মতের কিছু সংশোধন করা আবশ্যক। আমরা এখন দর্শনসমূহকে যে আকারে পাইতেছি, তাহা বহু শতাব্দী ধরিয়া দর্শন-আলোচনার চরম ফল। তৎপূর্ব্বেও এই সকল দর্শন সংক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যমান ছিল। কারণ, সুপ্রাচীন উপনিষদ্ বৃহদারণ্যকে তদানীং প্রচলিত বিদ্যাভেদের উল্লেখ প্রসঙ্গে সূত্রসাহিত্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ

সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রানি * * * *।—বৃহদারণ্যক, ২।৪।১০।

বৃহদারণ্যকের অন্যত্রও (৪।১।২ ও ৪।৫।১১) "সূত্রাণি"র উল্লেখ আছে। কে বলিবে, এই 'সূত্রাণি' অধুনা প্রচলিত দর্শনসূত্র সমূহের পূর্ব্বরূপ নহে? অতএব, গীতাতে দর্শন সমূহের মতামতের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া গীতাকে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাকে সূত্রযুগ বলেন, সেই যুগে রচিত মনে করা সঙ্গত নহে। কারণ, সেই সেই দার্শনিক মত তাহার বহুপূর্ব্বেও ভারতীয় বিদ্বৎ-সমাজে প্রচলিত ছিল।* সূত্রযুগ সেই সকল পূর্ব্ব-প্রচলিত সূত্রাকার দর্শন সমূহের সংকলন কাল। অতএব, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমোদিত সূত্রযুগকে গীতা রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থ-রচনা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটি শাখা-সমিতি নিযুক্ত করেন। সমিতি আমার উপর দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ রচিত করিবার ভার দেন। তাহা হইতেই এই গ্রন্থের সূচনা। এক্ষণে গ্রন্থসমাপ্তি সময়ে পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয়ের অভিপ্রায়-অনুসারে এই গ্রন্থের সহিত সাহিত্য-পরিষদের নাম সংযুক্ত করিলাম।

১লা শ্রাবণ, ১৩১২।

---

* এ সম্বন্ধে পণ্ডিত ম্যাক্স্‌মুলার (Maxmuller) তাঁহার হিন্দু দর্শন গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

No one can suppose that those whose names are mentioned as the authors of these six philosophical systems, were more than the final editors or redactors of the Sutras as we now possess them.—Maxmuller's Indian Philosophy, page 111.

গীতায় ঈশ্বরবাদ।

ভূমিকা।

গীতা অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। জগতের সাহিত্যে এরূপ উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। গীতার আয়তন বৃহৎ নহে; ইহাতে মাত্র ৭০০ শ্লোক, তথাপি গীতা সর্ব্বধর্ম্মের সার, সকল শাস্ত্রের সারাৎ সার। যেমন সমুদ্রের মন্থনে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, তেমনি শাস্ত্রসমুদ্র মথিত হইয়া এই গীতামৃত উত্থিত হইয়াছে। সেইজন্যই প্রাচীনেরা বলেন—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।"

'গীতা সুগীতা করা উচিত; অন্য বিস্তর শাস্ত্রে প্রয়োজন কি?'

গীতার একটি বিশেষত্ব -ইহার সার্ব্বভৌমতা। গীতায় সাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই। সেইজন্য সকল শ্রেণীর দার্শনিক, সকল সম্প্রদায়ের সাধক গীতাকে সমান আদরের চক্ষে দেখেন। গীতা বিশ্বতোমুখ গ্রন্থ। কি জ্ঞানী, কি কর্ম্মী, কি যোগী, কি ভক্ত, সকলের পক্ষে গীতা তুল্য উপাদেয়।

এরূপ হইবার কারণ—গীতার ব্যঞ্জনা শক্তি।* গীতায় একাধারে সকল সার সত্যের সমাবেশ। গীতা সত্যের সূর্য্যস্বরূপ। সূর্য্যে যেমন সকল বর্ণের সমন্বয় আছে;† সেইজন্য যে ফুল যে বর্ণ প্রতিফলিত করিতে পারে, সূর্য্যকিরণে সে ফুল সেই বর্ণ ধারণ করে। সূর্য্য যদি

---

* ইংরাজীতে যাহাকে suggestiveness বলে।

† সূর্য্য সপ্তাশ্ব; নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি সপ্ত মূলবর্ণ (Prismatic colours) তাঁহার বাহন।

সকল বর্ণের সমন্বয় না হইয়া নীল, পীত বা হরিৎ হইতেন, তবে ভিন্ন রঙের পুষ্প সে আলোকে প্রকাশিত হইত কি? সেইরূপ গীতা যদি সকল সার সত্যের সমন্বয় না করিয়া সত্যের একদেশ বা অংশমাত্র প্রকটিত করিতেন, তবে ভিন্নমতাবলম্বী সাধক অথবা দার্শনিক, গীতা হইতে স্ব স্ব তৃপ্তিজনক বা পুষ্টিকর কোন উপাদানই সংগ্রহ করিতে পারিতেন না।

দেশে ও বিদেশে এই গীতাগ্রন্থ নানাভাবে, নানারূপে আলোচিত হইয়াছে; তথাপি গীতাসম্বন্ধে চরম কথা এখনও বলা হয় নাই। ফলতঃ, যে গ্রন্থসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা"

'ব্যাসদেব হয় ত জানেন, কিংবা তিনিও জানেন না,' সেই গ্রন্থের রহস্যোদ্ঘাটন মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ, গীতার শুভ্রজ্যোতিঃ আমরা দৃষ্টিগোচরে আনিতে পারি না। নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কারের বশে আমরা গীতাকে রঙিন কাচের মধ্য দিয়া দেখি; তাহার ফলে গীতার শুভ্রজ্যোতিঃ রঞ্জিত হইয়া আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। আমার চক্ষের উপরও সেই রঙিল কাচ রহিয়াছে; অতএব আমি যে গীতার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিব, সে দুরাশা করি না।

এ দেশে বহুদিন হইতে নানা দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে। ধীমান্ পণ্ডিতগণ বুদ্ধির দ্বারা সত্যনির্ণয় করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণও দৃঢ়তার সহিত ঐ পথেই চলিতেছেন। তাঁহারা কোন-কালে গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে পারিবেন কি না, সন্দেহের বিষয়। কারণ, সত্যনির্ণয়ের এ পথ নহে। দার্শনিকের সম্বল তর্ক তর্কের ফল বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, কলহ ইত্যাদি। তর্কের দ্বারা কখনও সত্যনির্ণয় হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।"

'তর্কের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না।'

ভগবান্ বাদরায়ণও ব্রহ্মসূত্রে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিয়াছেন।*

উহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্ক উত্থাপন করে, সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ, এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক, অপর বুদ্ধিমান্ নিরাস করেন। পক্ষান্তরে, তাঁহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান্ কর্ত্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায়? †

সেইজন্য শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ এই, অচিন্ত্য চরমতত্ত্বের বিচারস্থলে তর্কের প্রয়োগ করিবে না। ‡

ঋষিদিগের অনুমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী, দর্শনের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে প্রণালীর ক্রম শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। চরম সত্যসকল (যাহাদিগকে হার্বার্ট স্পেন্সার অজ্ঞেয়ের কোটাতে ফেলিয়াছেন) কখনও প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানের বিষয় হইতে পারে না। আমাদের এরূপ কোন ইন্দ্রিয় নাই, যাহার দ্বারা আমরা চরমসত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অনুমান প্রত্যক্ষমূলক। আমাদের সাধ্য কি যে, আমরা তর্ক ও যুক্তি দ্বারা চরমসত্যের অবধারণ করিব? অতএব, চরমসত্যনির্ণয়ের একমাত্র উপায় আপ্তবাক্য। আপ্ত অর্থে ভ্রমপ্রমাদশূন্য

---

* তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেযমিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।—ব্রহ্মসূত্র; ২।১।১১।

† নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি। উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথাহি—কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে। তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তস্ততোঽন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যমাশ্রয়িতুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ।—ঐ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।

‡ অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

পুরুষ, —যিনি তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা চরমসত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশই আপ্তবাক্য। ঋষিরা আপ্ত; সেইজন্য তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র চরমসত্যনির্ণয়ের একমাত্র প্রমাণ। সেই শাস্ত্রবাক্য 'শ্রবণ' করিতে হইবে, এবং সেই সকল বাক্যের পরস্পর সমন্বয় করিয়া 'মনন' করিতে হইবে; পরে তৎসম্বন্ধে একান্ত একাগ্রচিত্তে ধ্যান ('নিদিধ্যাসন') করিতে হইবে। তবেই সত্যনির্ণয় হইবে। ইহাই ঋষিদিগের অনুমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী।

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

'শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিবে। যুক্তির * দ্বারা মনন করিবে। পরে সতত ধ্যান করিবে। এইরূপে সত্যের দর্শনলাভ হয়।'

এই প্রস্তাবে আমি যথাসাধ্য ঐ প্রণালীরই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব। কারণ, আমার বিশ্বাস যে, গীতার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে কেবল তর্কযুক্তির দ্বারা হইবে না। গীতা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ মনন করিতে হইবে, এবং পরে একাগ্র ও নিবিষ্ট হইয়া তাহার মর্ম্ম নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। তবেই কথঞ্চিৎ গীতার সার সত্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

---

* যুক্তি অর্থে কেবল তর্ক নহে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" ১০৬। ১২শ অধ্যায়।

'যিনি শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দ্বারা শাস্ত্রোপদেশ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তিনিই সত্যনির্ণয় করিতে পারেন; অপরে পারে না।'

প্রথম অধ্যায়।

ষড়্‌দর্শনের স্থূলকথা।

এ দেশের মুখ্য দর্শন ছয়টি। ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা। এ সকল দর্শনশাস্ত্র কখন্ প্রথম সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিবার উপায় নাই। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যের যে যুগকে সূত্রযুগ বলিয়াছেন, সেই যুগই যে এই সকল দর্শনের সঙ্কলনকাল, তাহা একরূপ নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সূত্রযুগ গীতারচনার পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব যখন গীতা রচিত হয়, তখন ষড়্‌দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য লোকের অপরিজ্ঞাত ছিল না। দর্শনসকল এখন যে আকারে প্রচলিত রহিয়াছে, গীতারচনার সময়েও তাহাদের প্রত্যেকেরই যে সেই আকারই বিদ্যমান ছিল, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। কারণ, প্রথম সঙ্কলনের পর প্রত্যেক দর্শনই যে অল্পবিস্তর পরিবর্দ্ধিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কিন্তু তাহা হইলেও গীতারচনার সময় ষড়্‌দর্শনই যে সুধীসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

প্রত্যেক দর্শনেরই ভিত্তি—দুঃখবাদ। সকল দর্শনকারেরই মত এই যে, সংসার দুঃখের আলয়। এখানে যতটুকু সুখ আছে, তাহা শুধু যে ক্ষণস্থায়ী, এমন নহে; তাহা দুঃখের পূর্ব্বরূপমাত্র। সে সুখে জীব কখন সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তাই সে দুঃখনাশের জন্য নানা উপায় অন্বেষণ করে। কিন্তু সে যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন, তদ্দ্বারা সংসারদুঃখের আক্রমণ এড়াইতে পারে না। অথচ, দুঃখনাশ জীবের

একান্ত ঈপ্সিত। দুঃখহানিই জীবের পরম পুরুষার্থ। সেই দুঃখহানির উপায় উদ্ভাবনের জন্যই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন। অতএব দর্শনের আরম্ভ দুঃখবাদে এবং দর্শনের সমাপ্তি দুঃখনাশে। * সকল দর্শনই দুঃখবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সকলের নির্দ্ধারিত উপায় এক নহে। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার দুঃখহানির ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতা দুঃখবাদের সমর্থন করিয়াছেন। গীতার মতেও সংসার ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখের আলয়।

"পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্।" † গীতা ৮।১৫।

"অনিত্যম্ অসুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য।" গীতা ৯।৩৩।

'অনিত্য ও অসুখকর এই লোকে আসিয়া।'

"মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।" গীতা ১২।৭।

'মৃত্যুগ্রস্ত সংসারসমুদ্র।'

"মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।" গীতা ৯।৩।

'মৃত্যুপীড়িত সংসারপথে।'

"জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্।" গীতা ১৩।৮।

(জ্ঞানী সংসারকে) 'জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ দুঃখদোষে দুষ্ট উপলব্ধি করেন।'

---

* The aim of all Indian philosophy was the removal of suffering, which was caused by nescience, * * * * *. The principal systems of philosophy in India * * * start from the conviction that the world is full of suffering and that this suffering should be accounted for and removed.

[Max Muller's—The Six Systems of Indian Philosophy—p. 140.]

† অশাশ্বত = ক্ষণভঙ্গুর।

গীতায়ও দুঃখনাশের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। সে উপায়ের সহিত দর্শনোক্ত উপায়ের তুলনা করিলে একটি বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। সে প্রভেদের মূলসূত্র গীতার ঈশ্বরবাদ। গীতা দুঃখহানির উদ্দেশ্যে যে বিবিধ উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, সে সকলেরই কেন্দ্রস্থানে—ঈশ্বর। দর্শনশাস্ত্রোক্ত উপায়সমূহের সহিত গীতোক্ত উপায়ের ইহাই মর্ম্মান্তিক প্রভেদ।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এক উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন ভিন্ন, অন্যান্য দর্শনের উদ্ভাবিত দুঃখহানির প্রণালীর সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় নিকট নহে। সাংখ্য ও পূর্ব্বমীমাংসায় ত ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাতই হইয়াছেন। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন যদিও ঈশ্বরের প্রতিপাদন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত উপায়ের সহিত ঈশ্বরের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। আর পাতঞ্জলদর্শন যদিও ঈশ্বরকে যোগপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরই বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বটেন, তথাপি বেদান্তের প্রণালীতে এবং গীতার প্রণালীতে যে প্রভেদ, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ সকল প্রসঙ্গের ক্রমশঃ বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

দর্শনসমূহের সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমশঃ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, তাহাদের মধ্যে কি-একটা অসম্পূর্ণতা, কি একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে। আর গীতা সেই সকল দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য অঙ্গীকার করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে এমন একটি অপূর্ব্ববস্তুর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার ফলে সেই অভাবের মোচন, হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণতার পূরণ হইয়াছে। যেমন দেখা যায় যে, কোন রাসায়নিক দ্রবে (chemical solution) বহু পদার্থের সমাবেশ সত্ত্বেও বহুচেষ্টাতে কোনমতে দানা (crystal) বাঁধিতেছে না; কিন্তু যেমনি

কোন বিশেষজ্ঞ রসায়নবিৎ সেই রাসায়নিক দ্রবে একটি বিশেষ বস্তুর সংযোগ করিয়া দিলেন, অমনই অতিদ্রুত সুন্দর দানা বাঁধিয়া গেল; সেইরূপ দর্শনশাস্ত্রে অনেক চিন্তা, বিচার ও গবেষণা থাকিলেও তাহার অসম্পূর্ণতা দূর হয় নাই; কিন্তু গীতা ঈশ্বরবাদরূপ এক অপূর্ব্ববস্তুর সংযোগ করিয়া দিয়া অতি সহজে দর্শনশাস্ত্রকে সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন। এ কথা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ন্যায়দর্শন ও গীতা।

ন্যায় ও বৈশেষিক একশ্রেণীর দর্শন। ন্যায় প্রধানতঃ লজিক্ (Logic); ইহার বিশেষত্ব পঞ্চাবয়ব ন্যায় বা syllogismএর প্রতিপাদনে। বৈশেষিকের বিশেষত্ব পরমাণুবাদে। তাঁহার মতে পরমাণু নিত্যপদার্থ। পরমাণু কিন্তু বস্তুতঃ অনিত্য, ইহা সাংখ্য-দর্শনের তন্মাত্রমাত্র। যেখানে ন্যায়-বৈশেষিকের শেষ, সেখানেই প্রকৃত দর্শনের আরম্ভ। সেইজন্য বিদ্যারণ্যমুনি তৈত্তিরীয় উপনিষদের দীপিকায় লিখিয়াছেন, মূলকারণ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন আকাশ, কাল, দিক্ ও পরমাণু স্থাপিত হইবার পর, তাহাদের উত্তরকালীন যে সৃষ্টি, তাহাই গোতমাদির প্রদর্শিত প্রণালীতে স্থাপিত হইতে পারে।*

ন্যায়দর্শনের ভিত্তি মহর্ষিগোতমপ্রণীত ন্যায়সূত্র। ইহা পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের দুই পরিচ্ছেদ। ইহাদিগকে আহ্নিক বলে। ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়নপ্রণীত ভাষ্য আছে। তাহার উপর উদ্যোতকরের

---

* "মূলকারণাৎ পরব্রহ্মণ উৎপন্না আকাশকালদিশঃ পরমাণবশ্চ যদা ব্যবস্থিতাঃ, তদা তত আরভ্য উত্তরকালীনা সৃষ্টির্গোতমাদ্যুক্তপ্রকারেণ ব্যবতিষ্ঠতাম্।"

ভৃগুবল্লী, ১ম খণ্ড, "তস্মাদ্বা বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই অংশের দীপিকা।

ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতিমিশ্রের তাৎপর্য্যটীকা ও উদয়নাচার্য্যের তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি প্রচলিত আছে।

ন্যায়দর্শনের মতে সংসার দুঃখময়। সুখও দুঃখানুষক্ত, অতএব গৌণরূপে সুখকেও দুঃখ বলিয়া গণ্য করা যায়। জন্মিলেই দুঃখ। যদি দুঃখের নাশ করিতে হয়, তবে জন্মের বারণ করিতে হইবে। জন্মের হেতু প্রবৃত্তি। জীব প্রবৃত্তিরই বশে কর্ম্ম করে; তাহারই ফলে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রবৃত্তির হেতু কি? দোষ। দোষ ত্রিবিধ রাগ, দ্বেষ ও মোহ। আসক্তি, বিদ্বেষ বা প্রমাদ ভিন্ন কোন বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি হয় না। এই দোষ আবার মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। অতএব মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদসাধন করিতে না পারিলে দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইবে না।

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।—ন্যায়সূত্র; ১।১।২।*

তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই জীব নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ লাভ করে। অপবর্গ অর্থে আত্যন্তিক দুঃখনাশ। ন্যায়দর্শনের উদ্দেশ্য—এই তত্ত্বজ্ঞান জীবকে প্রদান করা। কিসের তত্ত্বজ্ঞান? ন্যায়দর্শনের উত্তর—(১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি ও (১৬) নিগ্রহ-স্থান, এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান। তন্মধ্যে প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃ এবং প্রমাণাদির তত্ত্বজ্ঞান পরতঃ অপবর্গের হেতু।

* ইহার ভাষ্যে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন—"যদা তু তত্ত্বজ্ঞানাৎ মিথ্যাজ্ঞানম্ অপৈতি, তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষা অপযন্তি, দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি, প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্ম অপৈতি, জন্মাপায়ে দুঃখম্ অপৈতি, দুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোঽপবর্গো নিঃশ্রেয়সমিতি।"

ন্যায়দর্শনের অভিমত এই ষোড়শ পদার্থের স্বরূপ কি? (১) প্রমাণ —প্রমার সাধনের নাম প্রমাণ (Means of knowledge)। প্রমাণ চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমান (Analogy) ও শব্দ (আপ্তবাক্য)। (২) প্রমেয়—প্রমাণের বিষয় (Objects of knowledge)। প্রমেয় দ্বাদশপ্রকার; আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি), অর্থ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশের সংযোগে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি (Activity), দোষ (রাগ, দ্বেষ, মোহ), প্রেত্যভাব (পুনর্জ্জন্ম), ফল (কর্ম্মফলভোগ), দুঃখ ও অপবর্গ। (৩) সংশয় (Doubt)। (৪) প্রয়োজন (Purpose)—যে উদ্দেশ্যে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রয়োজন। (৫) দৃষ্টান্ত (Instance)। (৬) সিদ্ধান্ত—বিষয়ের নিশ্চয়। (৭) অবয়ব—ন্যায়ের একদেশ (Premiss)। (৮) তর্ক (Reasoning)। (৯) নির্ণয়—পরপক্ষ-দূষণ ও স্বপক্ষস্থাপন দ্বারা অর্থের নিশ্চয় (Conclusion)। (১০) বাদ (Argumentation)। (১১) জল্প (Sophistry)। (১২) বিতণ্ডা (Wrangling)। (১৩) হেত্বাভাস (Fallacies)। (১৪) ছল (Quibble)। (১৫) জাতি (False Analogy)। (১৬) নিগ্রহস্থান—যদ্দ্বারা বিবাদীর বিপ্রতিপত্তি (mistake) বা অপ্রতিপত্তি (ignorance) প্রকাশ পায়।

এই যে ১৬ পদার্থ, যাহার তত্ত্বজ্ঞান হইলে দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি বা অপবর্গলাভ হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ বা উল্লেখ পাওয়া গেল না। ফলতঃ প্রোক্ত ১৬ পদার্থের বিচারেই সমগ্র ন্যায়দর্শন নিঃশেষিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—১ম ন্যায়াংশ (Logic), ২য় তর্কাংশ (Dialectic), এবং ৩য় দর্শনাংশ (Metaphysic)। ন্যায়াংশে প্রমাণের বিচার সহ

পঞ্চাবয়ব ন্যায়ের (Syllogism) গবেষণাপূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী কালে পণ্ডিত নৈয়ায়িকগণ প্রমাণের বিচারেই সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ঈশ্বরকেও ঐ syllogism-ভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। "ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ।"* ঘটের যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা কুম্ভকার আছে, জগতেরও সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন —ঈশ্বর। এরূপ ন্যায়ের তর্কে যদি কাহারও ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়, তবে উত্তম: কিন্তু অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে তর্কের বিষয়ীভূত না করিলেই ভাল হয়।†

ন্যায়দর্শনের তর্কাংশ—জল্প, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতির বিচারে নিযোজিত। ইহার সহিত প্রকৃত দর্শনের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ নহে। ন্যায়ের দর্শনাংশ আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত। ঐ অংশে প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি পঞ্চভূত, ও রূপ, রস প্রভৃতি গুণের বিচার এবং সংক্ষেপে পরমাণুবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আত্মা যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, ভোক্তা ও জ্ঞাতা, এবং নিত্যবস্তু, ন্যায়দর্শন যুক্তিদ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

ন্যায়দর্শন ঈশ্বর অস্বীকার করেন না; বরং চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিনিরাসপ্রসঙ্গে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনিই যে জীবের কর্ম্মফলদাতা, তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ।—ন্যায়সূত্র; ৪।১।১৯।

ইহার ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, "মানুষের কর্ম্মফলভোগ যাঁহার

* ন্যায়দর্শন, ৪।১।২১ সূত্রের বিশ্বনাথকৃত বৃত্তি।

† "আগমাচ্চ দ্রষ্টা বোদ্ধা সর্ব্বজ্ঞাতেশ্বর ইতি। বুদ্ধ্যাদিভিশ্চাত্মলিঙ্গৈর্নিরুপাখ্যম্ ঈশ্বরং প্রত্যক্ষানুমানাগমবিষয়াতীতং কঃ শক্ত উপপাদয়িতুম্।"—ন্যায়দর্শন ৪।১।২১ সূত্রের বাৎস্যায়ন-ভাষ্য। অতএব দেখা যায় যে, ঈশ্বরকে তর্কের বিষয় করা বাৎস্যায়নেরও অনুমত নহে।

অধীন, তিনিই ঈশ্বর।"* ইহা ভিন্ন ন্যায়দর্শনের আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না।

অতএব দেখা গেল যে, ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গৌণ। ন্যায়দর্শনকার দুঃখনাশ বা অপবর্গলাভের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হউক বা না হউক, তাহাতে ন্যায়দর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর কিছু যায়-আসে না। কারণ, ন্যায়দর্শনোক্ত ১৬ পদার্থের (ঈশ্বর তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহেন) প্রকৃষ্টজ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার এড়াইয়া অপবর্গলাভ করিবে। ইহাই ন্যায়প্রদর্শিত মুক্তিপথ। গীতার অনুমোদিত পথ ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে অবলম্বন না করিলে সে পথে একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এইজন্যই বোধ হয়, সমুদায় গীতাগ্রন্থে ন্যায়দর্শনের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত বা আভাস দেখিতে পাওয়া যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈশেষিকদর্শন ও গীতা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ন্যায় ও বৈশেষিক এক শ্রেণীর দর্শন। বৈশেষিকদর্শনের ভিত্তি মহর্ষি-কণাদ-প্রণীত বৈশেষিকসূত্র। ইহা দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের দুইটি পরিচ্ছেদ। ইহাদিগকেও আহ্নিক বলে। বৈশেষিকদর্শনের প্রাচীন ভাষ্য পাওয়া যায় না; তবে প্রশস্ত-

* পরাধীনং পুরুষস্ত কর্ম্মফলারাধনম্ ইতি যদধীনং স ঈশ্বরঃ। তস্মাৎ ঈশ্বরঃ কারণম্ ইতি।

পাদাচার্য্যের পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ গ্রন্থ ইহার ভাষ্যস্থানীয়। উদয়নাচার্য্যের কিরণাবলী ও শ্রীধরাচার্য্যের ন্যায়কন্দলী পদার্থধর্ম্মসংগ্রহের উৎকৃষ্ট টীকা। শঙ্করমিশ্রকৃত বৈশেষিকসূত্রোপস্কার নামে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষ্যও প্রচলিত আছে। বৈশেষিকদর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। সেই দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই নিঃশ্রেয়স।* বৈশেষিকমতেও নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান। বৈশেষিকদর্শনের উদ্দেশ্য জীবকে ঐ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করা। কিরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়সলাভ হয়? দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ছয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানজনিত তত্ত্বজ্ঞান।

"ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্‌দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্।" [বৈশেষিকদর্শন ১।১।৩]।†

বৈশেষিকদর্শনের এই ছয় পদার্থের সহিত গ্রীকদর্শনের categories-এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

(১) দ্রব্য (Substance) নয়প্রকার—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল (Time), দিক্ (Space), আত্মা ও মন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু, এই চারি ভূত নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ; পরমাণুরূপে নিত্য ও পরমাণুর সঙ্ঘাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় রূপে অনিত্য। বৈশেষিকমতে এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও আকাশাদি অপর পঞ্চদ্রব্য নিত্য। আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়; ইহার মানসপ্রত্যক্ষ হয়। আত্মা বিভু, অথচ অনেক—প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। বৈশেষিকমতে

---

* নিঃশ্রেয়সম্ আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ।—শঙ্করমিশ্রকৃত বৈশেষিকসূত্রোপস্কার, ১।১।২।

† পরবর্ত্তী গ্রন্থে অভাব নামে এক সপ্তম পদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রশস্তপাদাচার্য্যই এই মতের প্রবর্ত্তক। তিনি লিখিয়াছেন—"দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং ষণ্ণাং পদার্থানাম্ অভাবসপ্তমানাম্।"

মন অণু; মন,—আত্মা এবং সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষের করণ। দ্রব্য গুণের আশ্রয়; গুণবিরহিত হইয়া দ্রব্য থাকিতে পারে না।

(২) গুণ (Attributes); বৈশেষিকমতে গুণ ২৪প্রকার—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা (Number), পরিমাণ, পৃথক্ত্ব (Severalty), সংযোগ (Conjunction), বিভাগ (Disjunction), পরত্ব (Priority), অপরত্ব (Posteriority), বুদ্ধি (Thought), সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন (Effort), সূত্রোক্ত এই সপ্তদশ গুণ। প্রশস্তপাদ গুরুত্ব (Weight), দ্রবত্ব (Fluidity), স্নেহ (Vascidity), সংস্কার, অদৃষ্ট, (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম) ও শব্দ, এই সপ্ত গুণের যোগ করিয়া ২৪ সংখ্যা সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

(৩) কর্ম্ম পাঁচপ্রকার—উৎক্ষেপণ (ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ), অবক্ষেপণ (নিম্নে ক্ষেপণ), আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। আর আর যে কিছু কর্ম্ম আছে, সে সমস্ত গমনের অন্তর্গত।

(৪) সামান্য অর্থে জাতি (Genus)। জাতি দুই প্রকার—পরা ও অপরা। অধিকদেশবৃত্তি জাতিকে পরা, এবং অল্পদেশবৃত্তি জাতিকে অপরা বলে। যেমন মনুষ্যত্ব, অশ্বত্ব, গোত্ব প্রভৃতি অপরা জাতির তুলনায় প্রাণিত্বজাতি পরা।

(৫) বিশেষ—কেহ কেহ বিশেষ অর্থে ব্যক্তি (Individual) বুঝিয়াছেন। সামান্য = জাতি, বিশেষ = ব্যক্তি। এই মতই সমীচীন মনে হয়। কিন্তু বৈশেষিকমতাবলম্বীরা এ মত স্বীকার করেন না। যে অসাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা নিরবয়ব পদার্থের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হয়, তাঁহারা তাহাকেই বিশেষ বলেন। বৈশেষিকেরা বলেন, দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যের পরস্পর ভেদ স্ব স্ব অবয়ব-ভেদ দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু নিরবয়ব একজাতীয় পরমাণুদ্বয় পরস্পর ভিন্ন কিসে? যে ধর্ম্ম দ্বারা তাহাদের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হয়, তাহাই বিশেষ।

(৬) সমবায় Inhesion (Inseparability) = নিত্যসম্বন্ধ। তন্তুর সহিত বস্ত্রের যে সম্বন্ধ, গুণের সহিত গুণীর যে সম্বন্ধ, ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের যে সম্বন্ধ, জাতির সহিত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়।

(৭) অভাব দ্বিবিধ। (ক) সংসর্গাভাব, অর্থাৎ সম্বন্ধের অভাব; ইহার তিন ভেদ, ১ম প্রাগভাব, যেমন সূত্রে বস্ত্রের প্রাগভাব; ২য়, ধ্বংস অর্থাৎ নাশ, এবং ৩য় অত্যন্তাভাব, যেমন জড়ে চেতনের অত্যন্তাভাব। (খ) অন্যোন্যাভাব—অশ্ব গজ নহে, সুতরাং অশ্বে গজের যে অভাব, এবং গজে অশ্বের যে অভাব, তাহাই অন্যোন্যাভাব।

বৈশেষিকদর্শন ঈশ্বর অস্বীকার করেন না। বরং ২য় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে বায়ুর বিচারপ্রসঙ্গে ইঙ্গিতে ঈশ্বরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "সংজ্ঞা-কর্ম্ম ত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্" [বৈশেষিক; ২।১।১৮]। "প্রত্যক্ষ-প্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞা-কর্ম্মণঃ" [বৈশেষিক; ২।১।১৯]। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম, এবং কর্ম অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি কার্য্য, এই দুইটি আমাদিগের হইতে বিশিষ্ট (superior) ঈশ্বর, মহাষ প্রভৃতির অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। ঘট, পট ইত্যাদি নাম দ্বারা সেই সেই পদার্থ বুঝায় কিরূপে? ঈশ্বরের সঙ্কেত দ্বারা। ক্ষিতি, অপ্, ইহারা যখন কার্য্য, তখন অবশ্যই ইহাদের কর্ত্তা আছেন; তিনিই ঈশ্বর।*

ইহা ইঙ্গিতমাত্র। কতকটা অপ্রাসঙ্গিকও বলা যায়। ইহা ভিন্ন বৈশেষিকসূত্রে আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না।

নব্য নৈয়ায়িকদিগের রচিত বৈশেষিকদর্শনের গ্রন্থসমূহে মূলসূত্রোক্ত

---

* শঙ্করমিশ্র বৈশেষিকসূত্রোপস্কারে এইরূপ লিখিয়াছেন—"সংজ্ঞা নাম, কর্ম্ম কার্য্যং ক্ষিত্যাদি, তদুভয়ম্ অস্মদ্বিশিষ্টানাম্ ঈশ্বরমহর্ষীণাং সত্ত্বেঽপি লিঙ্গম্।" (২।১।১৮) "ঘটপটাদিসংজ্ঞানিবেশনমপি ঈশ্বরসঙ্কেতাধীনম্ এব। যঃ শব্দো যত্র ঈশ্বরেণ সঙ্কেতিতঃ স তত্র সাধুঃ। * * * * তথাচ সিদ্ধং সংজ্ঞায়া ঈশ্বরলিঙ্গত্বম্। এবং কর্ম্মাপি কার্য্যমপি ঈশ্বরে লিঙ্গম্। তথাহি ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ ইতি।" (২।১।১৯)

নব দ্রব্যের অন্যতম আত্মার বিচারস্থলে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা আত্মাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দ্বিবিধ বলেন। ভাষা-পরিচ্ছেদ গ্রন্থে আত্মার পরিবর্ত্তে "দেহিনৌ" (জীব ও ঈশ্বর) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মূল সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিরূপণ করা হইয়াছে। আত্মা যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে স্বতন্ত্র, তাহা যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে; কিন্তু সেস্থলে ত ঈশ্বরের কোনই প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না।*

নব্য বৈশেষিকগণ গণনাদ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বরে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, সংখ্যা প্রভৃতি ৮টি গুণের সমাবেশ আছে। "মহেশ্বরেহষ্টৌ।" বলা বাহুল্য যে, কণাদ-ঋষি মূলদর্শনে এরূপ গণনা করিতে সাহসী হন নাই।

প্রশস্তপাদাচার্য্য পদার্থসমূহের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, এই প্রসঙ্গে, "তচ্চ ঈশ্বরনোদনাভিব্যক্তাৎ ধর্ম্মাদেব" 'সেই তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বর-প্রেরণাজনিত ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়,' এইরূপ বলিয়াছেন। মূলসূত্রে কিন্তু "ধর্ম্মবিশেষপ্রসূত" এইমাত্র উপদেশ আছে। ইহার বোধ হয় উদ্দেশ্য এই যে, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বা নিষ্কামকর্ম্মোপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন † যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই মুক্তির সাধন।

প্রশস্তপাদাচার্য্য পরমাণুবাদের প্রসঙ্গেও ঈশ্বরের অবতারণা করিয়াছেন। মূলসূত্রে কিন্তু ঐ স্থলেও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। কণাদের মতে পরমাণু সৎ, নিত্য ও অ-কারণ। পরমাণুই ঘট-পট প্রভৃতির কারণ; তাহার কিন্তু কোনই কারণ নাই। যদি ঘট প্রভৃতি সাবয়ব

---

* বাৎস্যায়ন ন্যায়দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ২১ সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—"গুণবিশিষ্টম্. আত্মান্তরম্ ঈশ্বরঃ তস্য আত্মকল্পাৎ কল্পান্তরানুপপত্তিঃ।" ইহাই কি আত্মার জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপে ভেদস্বীকারের মূল ?

† মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দুদর্শন ; ১ম ভাগ, ১৪৬ পৃঃ।

দ্রব্যের অবয়ববিভাগ করিতে থাকা যায়, তবে আমরা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম অবয়বে উপনীত হইতে হইতে অবশেষে এরূপ অবয়বে পঁহুছিব, যাহার বিভাগ করা সম্ভবপর নহে। যাহার বিভাগ হইতে পারে না, যাহা পরম সূক্ষ্ম, তাহাই পরমাণু। পরমাণুর উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। অতএব পরমাণু নিত্য। দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক ও তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমে স্থূলাবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। *

প্রশস্তপাদাচার্য্য বলেন যে, সকলভুবনপতি মহেশ্বরের সংহার-ইচ্ছা হইলে পরমাণুপুঞ্জের সংঘাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ক্রমে ক্রমে বিশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন কেবল ভিন্নজাতীয় পরমাণুসমূহই অবশিষ্ট থাকে। প্রলয়কালের অবসানে প্রাণীদিগের ভোগসম্পাদনের জন্য মহেশ্বরের আবার সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। তখন অদৃষ্টের প্রেরণায় প্রথমতঃ বায়ু-পরমাণুতে স্পন্দন উৎপন্ন হয় এবং পরে ক্রমে বায়ু-পরমাণুসমূহের পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ বায়ু উৎপন্ন হইয়া আকাশে প্রবাহিত হইতে থাকে। পরে ঐ প্রণালীতে তৈজস পরমাণু হইতে বৃহৎ তেজঃ এবং জলীয় পরমাণু হইতে মহান্ সলিলরাশি উৎপন্ন হয়, এবং পার্থিবপরমাণুসংযোগে বিপুলা পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এইরূপে চারি মহাভূত উৎপন্ন হইবার পর মহেশ্বরেরই সঙ্কল্পে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ মত প্রশস্তপাদাচার্য্যের। মূল সূত্রে ইহার কোনও ইঙ্গিত বা আভাস পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এ কথা মানিতেই হয় যে, বৈশেষিকদর্শনেও ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গৌণ। বৈশেষিকদর্শনকার নিঃশ্রেয়স-

* বৈশেষিকদর্শন, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম আহ্নিক দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্তির যে প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অত্যল্প। ঈশ্বর যাউন বা থাকুন, জীবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হউক কিংবা না হউক, বৈশেষিকের তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সপ্ত পদার্থ (ঈশ্বর তাহার অন্তর্গত নহেন) ও তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকুক, তিনি সেই তত্ত্বজ্ঞানের বলে দুঃখের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করিবেন। ইহাই বৈশেষিকের অনুমোদিত মুক্তিপথ। গীতার প্রদর্শিত পথ ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঈশ্বরকে বাদ দিলে সে পথের পথিক হওয়া অসম্ভব। এইজন্যই বোধ হয়, সমুদয় গীতা-গ্রন্থে বৈশেষিকদর্শনেরও কিছুমাত্র প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত বা আভাস দৃষ্ট হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়।

পূর্ব্বমীমাংসা।

মীমাংসাদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বেদের দুই ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ লইয়া কর্ম্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ ভাগ লইয়া জ্ঞান-কাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড-বেদের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্যবিধানের জন্য মীমাংসা-দর্শনের উৎপত্তি। মীমাংসাদর্শনের ভিত্তি মহর্ষিজৈমিনিপ্রণীত পূর্ব্ব-মীমাংসাসূত্র। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। পূর্ব্বমীমাংসার শবর-স্বামীর কৃত প্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে। কুমারিলভট্ট এই ভাষ্যের উপর 'তন্ত্রবার্ত্তিক' নামে বিখ্যাত বার্ত্তিকের রচনা করিয়াছেন। মাধবা-চার্য্যের 'জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর' গ্রন্থে মীমাংসাদর্শনের অধিকরণ-

সমূহ বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আপোদেবের 'মীমাংসা-ন্যায়প্রকাশ' ও লৌগাক্ষিভাস্করের 'অর্থসংগ্রহ' মীমাংসাদর্শনসম্বন্ধে সুপ্রচলিত প্রকরণগ্রন্থ।

মীমাংসাদর্শনের মতে বেদের কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক। "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্" (মী° সূ° ১।২।১)। 'যেহেতু কর্ম্মই বেদের প্রতিপাদ্য, সেইজন্য তদ্ভিন্ন বেদে যে জ্ঞান-অংশ দৃষ্ট হয়, তাহা নিরর্থক।' অতএব, এ মতে উপনিষদের সমস্ত সার সত্যের উপদেশ অর্থবাদমাত্র। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য না থাকিলেও চলিত। বেদে যে আত্মার তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া জীবকে অদৃষ্টফল স্বর্গাদির সাধন যাগকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা।*

মীমাংসাদর্শনের মতে বেদ নিত্য,† অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয়। অর্থাৎ, বেদের কেহ রচয়িতা নাই। ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। বেদ চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে। বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, বেদের সত্যতা প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না।

বেদ জীবের হিতার্থ ধর্ম্মের প্রতিপাদন করেন। ধর্ম্ম কি? যাগাদি। "যজেত স্বর্গকামঃ"—'স্বর্গকামনায় যাগ করিবে', এইরূপ উপদেশ দ্বারা বেদ জীবকে প্রেরণা করেন। যাহা দৃষ্ট বিষয়, জীব নিজে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, যেমন জীব ক্ষুধাতৃষ্ণানিবারণের জন্য অন্ন-জল সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু যাহা অদৃষ্ট বিষয়, যেমন স্বর্গাদি, তাহা

---

* "শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাঽন্যেষু ইতি জৈমিনিঃ।"—ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।২

† বেদের নিত্যতাপ্রতিপাদন উপলক্ষে মীমাংসাদর্শনে বিশেষ গবেষণার সহিত শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অন্যত্র, প্রমাণের বিচারস্থলে মীমাংসকেরা সুযুক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

পাইবার উপায় সে কিরূপে আবিষ্কার করিবে? অথচ জীব দুঃখময় সংসার ছাড়িয়া সুখময় স্থান লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। লৌকিক উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য বেদ কৃপা করিয়া জীবকে উপদেশ দেন, "স্বর্গকামো যজেত"—'স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর', তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইবে। স্বর্গ সুখধাম; সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই; সেখানে চাহিলেই সুখ মিলে।

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥"

'যে সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে দুঃখে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হয়, স্বর্গ সেই সুখের আস্পদ।' যজ্ঞের দ্বারা এই স্বর্গলাভ হয়। কারণ, যজ্ঞের ফল অপূর্ব্ব (Transcendental); "যজতের্জাতম্ অপূর্ব্বম্।" যজ্ঞদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। "অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম" 'আমরা সোমপান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছি।'

বেদ বলিতেছেন, "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি"—'চাতুর্মাস্যযাগকারীর অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হয়।' "সর্ব্বান্ লোকান্ জয়তি মৃত্যুং তরতি পাপ্মানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং তরতি যোঽশ্বমেধেন যজতে"—'অশ্বমেধযজ্ঞের ফলে যজমান সকল লোক জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন, পাপ—ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হন।' তখন তিনি বলিতে পারেন—"কিং নূনম্ অস্মান্ কৃণবৎ অরাতিঃ"—'শত্রু আমাদের কি করিতে পারে?' "কিমু ধূর্ত্তিরমৃতমর্ত্তস্য"—'মর্ত্ত্য মানুষ—আমি অমর হইয়াছি; ধূর্ত্তি (জরা) আমার কি করিতে পারে!'

পূর্ব্বমীমাংসার মতে বেদ পঞ্চবিধ :—(১) বিধি, (২) মন্ত্র, (৩) নামধেয়, (৪) নিষেধ, ও (৫) অর্থবাদ।

১। বিধি—Injunction। যে বেদবাক্য দ্বারা অজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাকে বিধি বলে; যেমন, "স্বর্গকামো যজেত।" পূর্ব্বমীমাংসার মতে, বিধিবাক্যই বেদের সারভাগ।

এই বিধি আবার চতুর্ব্বিধ:—উৎপত্তিবিধি, বিনিয়োগবিধি, প্রয়োগবিধি ও অধিকারবিধি। যে বিধি কর্ম্মস্বরূপমাত্রের বিধান করে, তাহাকে উৎপত্তিবিধি বলে; যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি",—'অগ্নিহোত্র হোম করিবে।' হোমনির্ব্বাহের পক্ষে এইমাত্র জানিলেই যথেষ্ট হইল না। কিরূপে হোম করিতে হইবে (কাহার উদ্দেশে এবং কি দ্রব্যের উপচারে), তাহা জানা আবশ্যক। সেইজন্য বিনিয়োগবিধির উপদেশ। যেমন, "দধ্না জুহোতি"—'দধির দ্বারা হোম করিবে', "ইন্দ্রাগ্নী উদং হবিঃ" —'ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে এই হবিঃ।' যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য এতদূর জানিলেও পর্য্যাপ্ত নহে। পর পর কি ক্রমে যজ্ঞাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা জানা আবশ্যক। সেইজন্য প্রয়োগবিধির উপযোগিতা। যেমন, "অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগূং পচতি"—এখানে অগ্নিহোত্রহোম ও যবাগূর পাক, এই উভয় ক্রিয়ার উপদেশ রহিয়াছে। প্রয়োগবিধির সাহায্যে জানা যায় যে, কোন্ ক্রিয়াটি পূর্ব্বে ও কোন্‌টি পরে অনুষ্ঠেয়। কিন্তু ইহা জানিলেও যথেষ্ট হইল না। কারণ, কে কোন্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা না জানিলে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভবে না। সেইজন্য অধিকারবিধির প্রয়োজন। কারণ, যে যে কর্ম্মের অধিকারী, সে ভিন্ন অপরের সে কর্ম্ম সাজে না। যেমন, "রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত।" ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, রাজা ভিন্ন অপরে রাজসূয়যজ্ঞের অধিকারী নহে।

মীমাংসকেরা বিধির বিচারস্থলে নিয়ম ও পরিসংখ্যার উল্লেখ করেন। "শ্রাদ্ধে ভুঞ্জীত পিতৃসেবিতম্"—শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে। ইহা নিয়মবিধি। যে বিষয়ে মানুষ রাগবশে প্রবৃত্ত হইতেও পারে, না

হইতেও পারে, তাহাতে প্রবৃত্তি দিবার জন্য নিয়মবিধির প্রয়োজন। শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে, এরূপ বিধি না থাকিলে হয় ত কোনস্থলে শ্রাদ্ধকারী স্বতই ভোজন করিত; আবার কোনস্থলে হয় ত ভোজন হইতে নিবৃত্ত থাকিত। অথচ, শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করাই উচিত। তাহাতে প্রবৃত্তি দিবার জন্য এই বিধির অবতারণা। এইরূপ "ঋতৌ ভার্য্যাম্ উপেয়াৎ"—একটি নিয়মবিধি। যে বিষয়ে রাগবশে মনুষ্যের স্বতই প্রবৃত্তি আছে, পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা তাহার সঙ্কোচের বিধান করা হয়। যেমন, "প্রোক্ষিতং মাংসং ভুঞ্জীত"—'প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করিবে।' মাংসভক্ষণে মনুষ্যের স্বতই প্রবৃত্তি আছে; সে বিষয়ে তাহাকে প্রেরণা করিতে হয় না। এই পরিসংখ্যাবিধির দ্বারা ইহাই উপদেশ করা হইল যে, যদিই মাংসভক্ষণ কর, তবে যে-সে মাংস খাইও না, প্রোক্ষিত (মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত) মাংসই ভোজন করিও। *

২। মন্ত্র—"অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি বেদের সংহিতা-অংশ প্রধানতঃ এই মন্ত্র দ্বারা গঠিত। মীমাংসকদিগের মতে, যজ্ঞের উদ্দিষ্ট দেবতা প্রভৃতির স্মারকরূপে মন্ত্রের উপযোগিতা।

৩। নামধেয়—নামধেয়ের উদ্দেশ্য, বিধেয় বিষয়ের সঙ্কোচসাধন করা। যেমন, "উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ", "চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ।" এখানে উদ্ভিদ ও চিত্রা শব্দ দ্বারা সাধারণ যজ্ঞবিধির সঙ্কোচসাধন করা হইল। যজ্ঞমাত্রই কামনাসিদ্ধির উপায় নহে, কিন্তু উদ্ভিদ অথবা চিত্রা নামক যজ্ঞ দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; অন্যবিধ যজ্ঞ দ্বারা হইবে না।

৪। নিষেধ—নিষেধবাক্য দ্বারা পুরুষকে নিবৃত্ত করা হয়। যেমন, "কলঞ্জং ন ভক্ষয়েৎ",—'কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না', "মা দিবা স্বাপ্সীঃ",—

* "বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥"

'দিবসে নিদ্রা যাইবে না'; এই সকল বাক্য দ্বারা কলঞ্জভক্ষণ ও দিবানিদ্রার বারণ করা হইল।

৫। অর্থবাদ—যে বাক্যের দ্বারা বিধি বা নিষেধের সম্পর্কে প্রশংসা বা নিন্দা করা হয়, তাহাকে অর্থবাদ বলে। অর্থবাদ তিনপ্রকার:—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। গুণবাদের উদাহরণ,—"আদিত্যো যূপঃ।" সূর্য্য কখন যূপ (যজ্ঞকাষ্ঠ) হইতে পারে না; এ বাক্যের ইহাই বক্তব্য যে, যূপ সূর্য্যের মত উজ্জ্বল। অনুবাদ—যেমন, "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্", —'অগ্নি হিমের ঔষধ।' এ কথা আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম, অতএব ইহা বেদে না বলিলেও চলিত; সেইজন্য ইহা অর্থবাদ। ভূতার্থবাদ—যেমন, "ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রম্ উদযচ্ছৎ"—'ইন্দ্র বৃত্রের প্রতি বজ্র উত্তোলন করিয়াছেন।' এইরূপে মীমাংসকেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সমস্ত বেদই হয় সাক্ষাৎ, না হয় পরম্পরাভাবে, যজ্ঞরূপ ধর্ম্মেরই প্রতিপাদন করিতেছেন।

ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় বটে, কিন্তু যজ্ঞই মুখ্য। দেবতা গৌণমাত্র—প্রযোজক নহেন। * কারণ, মীমাংসার মতে দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। দেবতা মন্ত্রাত্মক। মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট-ক্রমে গ্রথিত শব্দসমূহ। সে ক্রমের বা শব্দের ব্যত্যয় ঘটিলে মন্ত্র নিষ্ফল হয়। "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্"—এই মন্ত্রে যদি অগ্নিশব্দের স্থলে বহ্নি-শব্দের প্রয়োগ করা যায়, অথবা "ঈলে অগ্নিং পুরোহিতম্"—এইরূপে নির্দ্দিষ্টক্রমের ব্যত্যয় করা যায়, তবে সে মন্ত্রে কিছুই ফল দর্শাইবে না।

মীমাংসকেরা নিরীশ্বরবাদী। তাঁহারা বেদকে নিত্য ও অভ্রান্ত বলেন বটে, কিন্তু বেদ যে ঈশ্বরবাক্য, তাহা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ,

---

* "দেবতা বা প্রযোজয়েৎ অতিথিবৎ ভোজনস্য তদর্থত্বাৎ।"—মীমাংসাদর্শন ৯।১।৬
"অপি বা শব্দপূর্ব্বত্বাৎ যজ্ঞকর্ম্ম প্রধানং স্যাৎ গুণত্বে দেবতাশ্রুতিঃ।" ঐ ৯।১।৯
"তস্মাৎ দেবতা ন প্রযোজিকা।" ইতি শবরভাষ্যম্।

মীমাংসাদর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ নাই। সেইজন্য 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'-গ্রন্থকার, মীমাংসকদিগের পরিচয়স্থলে বলিয়াছেন, "তাহারা ঈশ্বর মানে না, জগতের যে কেহ স্রষ্টা, পালয়িতা বা সংহর্ত্তা আছেন, এ কথা স্বীকার করে না। তাহাদের মতে জীব নিজকর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে, তাহাতে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নাই।"*

জ্ঞানবাদীরা কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী। তাঁহারা বলেন, কর্ম্মের দ্বারা শ্রেয়োলাভ হয় না। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"†—'অমরত্বলাভের উপায় কর্ম্ম নয়, সন্তান নয়, ধন নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায়।' তাঁহারা আরও বলেন যে, কর্ম্মের ফল চিরস্থায়ী নহে; ভোগের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইলে কর্ম্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব, যাহারা যাগাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকেই শ্রেয়োলাভের উপায় মনে করে, তাহারা মোহান্ধ।

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥"—মুণ্ডক, ১।২।৭
"অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।

---

* মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন স্বসম্পাদিত মীমাংসাদর্শনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"But though dealing so largely with the sacred scriptures of the Hindus and thus commanding a large share of their respect, oddly enough, it propounds a godless system of religion. The main drift of its arguments is to shew that if bliss be the fruit of good works, the interposition of a deity is simply superfluous."

† মহানারায়ণোপনিষদ্ ১০।৫

যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥”—মুণ্ডক, ১।২।৯

‘এই যে অষ্টাদশব্যক্তিনিষ্পাদ্য যজ্ঞরূপ কর্ম্ম, ইহা অদৃঢ় (ভঙ্গুর) ভেলা; যে মূঢ় ব্যক্তিরা শ্রেয়োবিবেচনায় ইহার প্রশংসা করে, তাহারা পুনরায় জরামৃত্যুগ্রস্ত হয়।’

‘নানারূপে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন অজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে; কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষানিবন্ধন তত্ত্বজ্ঞানলাভে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মক্ষয় হইবার পর তাহাকে দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বর্গচ্যুত হইতে হয়।’

তবেই বুঝা গেল, কর্ম্মফল স্থায়ী নহে; কর্ম্মীর পতন আছে। কর্ম্ম দ্বারা যে অমরত্বলাভের কথা বলা হয়, সে অমরত্ব আপেক্ষিকমাত্র, চির-স্থায়ী নহে। সে অমরত্বের পরমায়ু প্রলয় পর্য্যন্ত।

“আভূতসংপ্লবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।”—
বিষ্ণুপুরাণ, ২।৮।৯০

‘প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থানকে অমরত্ব বলে।’

কর্ম্মের ফল কেবল যে ভঙ্গুর, তাহা নহে। ইহার আবার তারতম্য আছে। কর্ম্মীরা কর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে উচ্চতর-নিম্নতর লোকের অধিকারী হয়।* অপরের উৎকর্ষ দেখিলে স্বর্গবাসীরও দুঃখানুভব হয়।+

কর্ম্মের আর একটি বিষম দোষ এই যে, কর্ম্ম বন্ধের কারণ। “কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ প্রমুচ্যতে”—‘জীব কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়, আর জ্ঞান

---

* বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন—“জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ স্বর্গমাত্রসাধনং বাজপেয়াদয়ঃ স্বারাজ্যস্যেত্যতিশয়যুক্তত্বম্ ইতি।” সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ২।

+ অতিশয়ো বিশেষবত্ত্বেন যুক্তঃ। বিশেষগুণদর্শনাৎ ইতরস্য দুঃখং স্যাৎ।
—সাংখ্যকারিকা, ২ গৌড়পাদভাষ্য।

দ্বারা মুক্ত হয়।' পুণ্য হউক, পাপ হউক, জীব যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে, তাহাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।"

'সুকৃত হউক, দুষ্কৃত হউক, ভোগ ভিন্ন কোন কর্ম্মেরই ক্ষয় হয় না।'

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।"

'ভোগ না হইলে, শতকোটি কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না।' আর যতদিন অল্পমাত্রায়ও কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে, ততদিন জীবকে কর্ম্মভোগের জন্য পুনঃপুনঃ সংসারে আসিতে হয়।

"পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপম্
উভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্।"—প্রশ্নোপনিষদ্, ৩।৭

'জীবকে পুণ্যের ফলভোগের জন্য পুণ্যলোকে, পাপের ফলভোগের জন্য পাপলোকে, এবং পাপপুণ্য উভয়ের ফলভোগের জন্য মনুষ্যলোকে গমন করিতে হয়।' অতএব, জ্ঞানবাদীর মতে, যে কর্ম্ম এত দোষের আকর, সেই কর্ম্মের সন্ন্যাস করাই উচিত। অর্থাৎ, সর্ব্ববিধকর্ম্মত্যাগই প্রকৃষ্ট পন্থা।

পঞ্চম অধ্যায়।

পূর্ব্বমীমাংসা।

মীমাংসাদর্শন ও গীতা।

কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মসন্ন্যাস, এই মতদ্বৈধস্থলে গীতার উপদেশ কি? গীতাও কর্ম্মাসক্তির নিন্দা করিয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ড-বেদকে লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুনকে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" ২।৪৫

'হে অর্জ্জুন! বেদের বিষয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ লইয়া; তুমি ত্রিগুণের অতীত হও।'

আর কর্ম্মবাদী মীমাংসকদিগকে ইঙ্গিত করিয়া গীতা নিন্দাবাক্যে বলিয়াছেন—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"
—গীতা, ২।৪২—৪৪

'বেদের ফলবাদে আসক্ত হইয়া যাহারা ঐ পুষ্পিতবাক্যের প্রশংসা করিয়া বলে "ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই", তাহারা অজ্ঞানী।'

'যাহারা কামাত্মা, স্বর্গপরায়ণ, ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সাধক ক্রিয়াবহুল কর্ম্মকাণ্ডে অনুরক্ত (যাহার ফলে সংসারে আসিতে হয়), ফলাসক্ত সেই সকল ব্যক্তির বুদ্ধি কখনও সমাধিতে একাগ্র হয় না।'

গীতাও স্পষ্টভাষায় কর্ম্মীর পতন প্রতিপাদন করিয়াছেন—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥"—গীতা, ৯।২০—২১

'কর্ম্মকাণ্ডী সোমপায়ী যাজ্ঞিকেরা পাপহীন হইয়া যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করে। তাহারা তাহার ফলে পুণ্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ ভোগ করে।'

'সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর তাহারা পুণ্যক্ষয় হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। এইরূপে সকাম সাধক কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে থাকে।'

কর্ম্ম যে বন্ধের কারণ, গীতা সে কথা বারবার বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।"—গীতা, ৩।৯

'ঈশ্বরোদ্দেশে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধের কারণ।'

"অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।"—গীতা, ৫।১২

'সকাম কর্ম্মী ফলে আসক্তিবশতঃ বন্ধনে পড়িয়া যায়।'

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, দেবতার উদ্দেশে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার ফল শ্রেয়স্কর নহে। কারণ, দেবতাকে ভজিলে দেবতাই মিলে, ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ভগবান্‌ই যখন সাধকের গম্যস্থান, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেবতার ভজনা করিলে বিপথে যাওয়া হয়।

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥"—
গীতা, ৯।২৫

'যাহারা দেবতার ভজনা করে, তাহারা দেবতাকে পায়; যাহারা পিতৃদিগের ভজনা করে, তাহারা পিতৃদিগকে পায়; যাহারা ভূতগণের

ভজনা করে, তাহারা ভূতগণকে পায় ; কিন্তু যাহারা আমাকে (ভগবান্‌কে) ভজনা করে, তাহার আমাকেই (ভগবান্‌কেই) পায়।'

"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।"—

গীতা, ৭।২৩

"দেবতার আরাধনা করিলে দেবতাকে পাওয়া যায় ; কিন্তু আমার যাহারা ভক্ত, তাহারা আমাকেই পায়।'

গীতা আরও বলিয়াছেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"—গীতা, ৯।২৩

'যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই (ভগবানেরই) উপাসনা করে, কিন্তু বিধিপূর্ব্বক নহে।'

বলা বাহুল্য যে, দেবতাকে পাওয়াতে এবং ভগবান্‌কে পাওয়াতে বিস্তর প্রভেদ। দেবতাকে পাওয়ার অর্থ এই যে, যে বিশেষ দেবতার উপাসনা করা যায়, তাঁহার সালোক্য এবং কখন কখন সাযুজ্য লাভ হয়। অর্থাৎ, যে সাধক ইন্দ্রের উপাসনা করিবেন, তাঁহার ইন্দ্রলোক-লাভ হইবে—হয় ত বা তিনি ইন্দ্রের সত্তায় নিজের সত্তা নিমজ্জিত করিবেন—ইহার অধিক নহে। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, দেবতাদিগেরও পতন আছে।

"বহূনীন্দ্রসহস্রাণি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে।
কালেন সমতীতানি কালো হি দুরতিক্রমঃ॥"

সাংখ্যকারিকা ২, গৌড়পাদভাষ্যধৃত বচন।

'যুগে যুগে বহু ইন্দ্র, বহু দেবতার কালবশে ক্ষয় হইয়াছে। কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।'

অতএব, দেবতার সালোক্য বা সাযুজ্য লাভ করিয়া বড় একটা ফল

নাই। কারণ, দেবতার পতনের সঙ্গে সেই দেব-উপাসকেরও পতন ঘটে। তখন তাহাকে আবার সংসারে আসিতে হয়। গীতাও এই কথাই বলিয়াছেন—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"—গীতা, ৮।১৭

"মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥"—গীতা, ৮।১৫

'হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের পতন আছে, কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।'

'মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করিলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, দুঃখের আবাস ক্ষণভঙ্গুর সংসারে আসিতে বাধ্য হয়েন না।'

তবে কি গীতা যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরোধী? গীতা সকাম যজ্ঞের বিরোধী বটেন, কিন্তু যজ্ঞমাত্রেরই বিরোধী নহেন; বরং জীবকে যজ্ঞে প্রবৃত্তি দিবার জন্য যজ্ঞের প্রশংসাবাদ করিয়াছেন।

"যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥"—গীতা, ৪।৩১

'যে যজ্ঞ করে না, তাহার ইহলোক নাই—পরলোক ত নাই-ই। আর যাঁহারা যজ্ঞের শেষ ভোজন করেন, তাঁহারা সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন।'

"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥"—গীতা, ৩।১৩

'যাহারা নিজের জন্য পাক করে, তাহারা পাপী,—পাপ ভোগ করে; আর যাঁহারা যজ্ঞের শেষ ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।'

এ সম্বন্ধে গীতার বক্তব্য এই যে, স্বর্গাদিলাভের জন্য সকাম যজ্ঞানুষ্ঠান নিন্দার্হ। কিন্তু দেবতাদিগের পোষণের জন্য এবং সংসারচক্রপ্রবর্ত্তনের জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান জীবের অবশ্যকর্ত্তব্য।

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ ॥"—

গীতা, ৩।১০—১২

'পূর্ব্বকালে প্রজাপতি যখন জীবসৃষ্টি করেন, তখনই যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এবং জীবদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমাদের প্রজাবৃদ্ধি হইবে, এই যজ্ঞই তোমাদের কামধেনুস্বরূপ হইবে। যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবতাদিগকে পোষণ কর; দেবতারাও তোমাদিগের প্রতিপোষণ করিবেন। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের পোষণ করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর। দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া তোমাদের অভিলষিত ভোগ দান করিবেন। তাঁহাদের দত্ত ভোগ তাঁহাদের উদ্দেশে অর্পণ না করিয়া যে সম্ভোগ করে, সে চোরের কার্য্য করে।'

এ কথার সার মর্ম্ম এই যে, দেবলোকে ও নরলোকে নিয়ত আদানপ্রদান চলিতেছে। দেবতারা নানাপ্রকারে—বর্ষণ করিয়া, উত্তাপ দিয়া, জল, স্থল, অন্তরিক্ষে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, জগতের হিতসাধন করিতেছেন। মানুষেরাও তাঁহাদের কৃত এই উপকারের কতক প্রত্যুপকার করিতে পারে। সেরূপ করিবার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান। কারণ, যজ্ঞের

ফলে যে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা দেবলোকের পুষ্টিসাধন করা যায়। অতএব, যাঁহাদের চিত্তে দেবতাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভব আছে, তাঁহাদের উচিত, যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবঋণ যথাসাধ্য পরিশোধ করা।

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥"—গীতা, ৩।১৪

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥"—গীতা, ৩।১৬

'প্রাণিসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন, অন্ন জন্মে সুবৃষ্টির ফলে, সুবৃষ্টি হয় যজ্ঞের ফলে, যজ্ঞ কর্ম্মসাধ্য।'

'এইরূপে প্রবর্ত্তিত সংসারচক্র, যাহারা না অনুবর্ত্তন করে, ইন্দ্রিয়সুখপর তাহারা বৃথাই পাপময় জীবনভার বহন করিতেছে।'

অতএব, গীতার মতে সুবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপার সুশৃঙ্খলে নিষ্পন্ন করিবার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান। আর সকলেরই উচিত, যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সেই বিষয় নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইবার পক্ষে সহায়তা করা। আর গীতার উপদেশ এই যে, সকলেই যেন এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করে।

এতদূর অবধি কর্ম্মবাদসম্বন্ধে গীতার উপদেশ আলোচিত হইল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে গীতার প্রবর্ত্তিত অপূর্ব্ব কর্ম্মযোগের যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ।

আমরা দেখিয়াছি যে, একশ্রেণীর জ্ঞানবাদী সাধক কর্ম্মফলের ভঙ্গুরতা, কর্ম্মীর পতন, কর্ম্মের বন্ধনযোগ্যতা প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া এককালে কর্ম্মবর্জ্জন উপদেশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সাধকেরা আপনাদিগকে কর্ম্মসন্ন্যাসী বলিয়া খ্যাপন করিতেন। তাঁহারা নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য,—কোনরূপ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেন না। কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, সকল কর্ম্মেরই বর্জ্জন করিতেন। ইঁহাদেরই লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিতেছেন—

"ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।"—

গীতা, ১৮।৩

'কোন কোন মনীষী কর্ম্ম দোষযুক্ত বিধায় বর্জ্জনীয় বলিয়া থাকেন।' গীতা কিন্তু এ মতের পক্ষপাতী নহেন। গীতা বলেন—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"—গীতা, ৩।৪

'কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেই "নৈষ্কর্ম্ম্য" লাভ করা যায় না। কেবল সন্ন্যাস করিলেই সিদ্ধি আয়ত্ত হয় না।'

কারণ, দেখা যায়, অনেক সময়ে জীব, দেহকে কর্ম্ম-বিরত রাখিয়া মনকে কর্ম্ম-নিরত করে। বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া, অন্তরে কামনার বস্তুকে ধ্যান করে। এরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসীকে গীতা মিথ্যাচার (কপটাচারী) বলিয়াছেন।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"—গীতা, ৩।৬

'যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সংযত রাখিয়া মনে মনে বিষয়ের স্মরণ করে, সেই মূঢ়কে মিথ্যাচার বলা যায়।' গীতার মতে যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, সেই অনাসক্ত কর্ম্মীই প্রশংসার্হ।

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥"—গীতা, ৩।৭

গীতা আরও বলেন যে, সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ কর্ম্ম না করিয়া জীব একক্ষণও থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণের তাড়নায় তাহাকে অনিচ্ছায়ও কর্ম্ম করিতে হয়।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"—
গীতা, ৩।৫

"ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।"—
গীতা, ১৮।১১

'দেহধারী জীব কখন নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না।'

গীতার মতে কর্ম্মাসক্তি যেমন দোষের, অকর্ম্মাসক্তিও সেইরূপ দোষের।

"মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।"—গীতা, ২।৪৭

'ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিও না, কিংবা কর্ম্মত্যাগে (অকর্ম্মে) আসক্ত হইও না।'

অতএব গীতার উপদেশ এই যে—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।"—গীতা, ৩।৮

'যেহেতু অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, অতএব তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর।'

গীতা বলেন যে, কর্ম্ম যে বন্ধের কারণ হয়, তাহার হেতু এই যে, জীব ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসক্তচিত্তে অহঙ্কারবুদ্ধিতে কর্ম্ম করে। কিন্তু জীব যদি ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া অনাসক্তচিত্তে কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় কর্ম্ম করিতে পারে, তবে আর কর্ম্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারিবে না।

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥"—গীতা, ৬।১

'কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যিনি কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী; কর্ম্মত্যাগী, অগ্নিহীন (অগ্নি যজ্ঞানুষ্ঠানের চিহ্ন) ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন।'

গীতা বলেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, যিনি দ্বন্দ্বাতীত; যাঁহার কর্ম্মবিষয়ে রাগ-দ্বেষ নাই।

"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥"—গীতা, ৫।৩

ফলত্যাগ, আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জন না করিলে সে কিসের সন্ন্যাস? গীতার মতে সন্ন্যাস অর্থে ফলসন্ন্যাস—কর্ম্মসন্ন্যাস নহে।

"যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥"—গীতা, ৬।২

'হে পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহা প্রকৃতপক্ষে যোগ। কারণ, সঙ্কল্পসন্ন্যাস না করিলে কেহই যোগী হইতে পারেন না।'

জলে কৃমি হইতে পারে এই ভয়ে জলপান ত্যাগ করা, বাতাসে কীটাণু থাকিতে পারে এই আশঙ্কায় শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধ করা এবং কর্ম্ম বন্ধের কারণ হইতে পারে এই ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করা তুল্য কথা। যদি জল বা বায়ু দোষযুক্ত হইয়া থাকে, কৌশলে সেই দোষের ক্ষালন কর; নতুবা আশঙ্কাতে নিশ্চেষ্ট হইয়া বায়ু ও জলের অভাবে আত্মহত্যা সমীচীন কার্য্য নহে। এইরূপ যদি কর্ম্ম বস্তুতঃ দোষের আকর হয়, তবে কৌশল অবলম্বন করিয়া সেই দোষের পরিহার কর; নতুবা কর্ম্মফলের ভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে জড়পদার্থে পরিণত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

সত্য বটে, কর্ম্ম সাধারণতঃ বন্ধের কারণ হয়, কিন্তু এরূপভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে যে, কর্ম্মও করা হইবে, অথচ কর্ম্মজনিত বন্ধন ঘটিবে না। এইরূপ কর্ম্মের কৌশলকে কর্ম্মযোগ বলে—

"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।"

"যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥"—গীতা, ৪।৪১

'হে ধনঞ্জয়! যিনি যোগের দ্বারা কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়াছেন, যাঁহার জ্ঞানের দ্বারা সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ আত্মবান্ ব্যক্তিকে কর্ম্ম কখনও বন্ধন করিতে পারে না।'

"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।"—গীতা, ৫।৭

'যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, সংযতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি,—যাঁহার আত্মা সকলভূতের আত্মার সহিত একীভূত হইয়াছে,—তিনি কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না।'

গীতা এই কর্ম্মযোগের প্রচার করিয়া, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মসন্ন্যাস, এই উভয়ের অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। গীতা বলেন, কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস, এ উভয়ই শ্রেয়ঃসাধন বটে; কিন্তু কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কারণ, কর্ম্মসন্ন্যাসের মূলে স্বার্থপরতা, আর কর্ম্মযোগের মূলে সর্ব্বজীবের হিতৈষণা।

"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥"—গীতা, ৫।২

যাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া জীবন্মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি জগতের হিতার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া বসিয়া থাকেন, নিজেদের মুক্তিলাভই সার করেন, তবে কি তাঁহারা আধ্যাত্মিক-স্বার্থপরতা-দোষে দূষিত হয়েন না? তাঁহারা যদি না কর্ম্ম করিতে স্বীকার করেন, তবে জগদ্ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে? মুক্তপুরুষেরাই ত জগতের স্থিতির জন্য বিশেষ বিশেষ অধিকারের ভার বহন করিয়া—কেহ মনু হইয়া, কেহ সপ্তর্ষি হইয়া, কেহ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতির কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া,—ভগবানের পালনকার্য্যে সহায়তা করেন। ভগবান্ নিজের কর্ম্মানুষ্ঠানসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ইঁহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়।

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্॥"—

গীতা, ৩।২২—২৪

'হে অর্জ্জুন! তিন লোকে আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই; এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমি পাই নাই, যাহা পাইবার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিব। তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি। কারণ, আমি যদি না অবহিত হইয়া সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করি, তবে অপরে আমার অনুকরণ করিবে, এবং তাহার ফলে সমস্ত লোক উৎসন্ন যাইবে।'

যাঁহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে, যিনি প্রকৃত কর্ম্মযোগী, তাঁহার পক্ষেও ঠিক ঐ কথা বলা যায়। জগতে তাঁহারও কোন-কিছু কর্ত্তব্য নাই—কিছুই অপ্রাপ্য নাই, কোনই কামনার বস্তু নাই, যাহার উদ্দেশে তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন।

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥"—

গীতা, ৩।১৭—১৮

'যিনি আত্মাতে রত, আত্মাতে তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কোনই কার্য্য নাই। তাঁহার কর্ম্মে অথবা অকর্ম্মে (কর্ম্মানুষ্ঠানে বা কর্ম্মত্যাগে) কোনই স্বার্থ নাই। কারণ, সমস্ত ভূতের মধ্যে তাঁহার কোনই কামনার বস্তু নাই।' সেইজন্য তিনি কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা করেন না অথবা কর্ম্মত্যাগের জন্য উৎসুক হন না।

"প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥"—

গীতা, ১৪।২২

'সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় প্রবৃত্ত হউক বা নিবৃত্ত হউক, তাহাতে তিনি সমচিত্ত—তিনি তাহাদের নিবৃত্তিরও কামনা করেন

না বা প্রবৃত্তিরও দ্বেষ করেন না।' কারণ তাঁহার নিজের কোন-কিছু স্বার্থ নাই।

কিন্তু না থাকিলেও তিনি ভগবানের অনুকরণে জগতের হিতার্থে সতত কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

তাঁহার পবিত্র আত্মা হইতে প্রসৃত শক্তির পুণ্য প্রস্রবণ ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবিত হয়। এবং ঐ শক্তি অধ্যাত্মশক্তিতে পরিণত হইয়া জগতের পালনকার্য্যে, জগদীশ্বরের সাহায্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে।

এই কর্ম্মযোগ আয়ত্ত করিবার প্রণালী কি? কর্ম্মযোগে উপনীত হইতে হইলে, পর-পর তিনটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। সে সোপান-কয়টি যথাক্রমে—১ম ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জন, ২য় কর্ত্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ এবং ৩য় ঈশ্বরার্পণ। প্রথম দুইটির উপদেশ শাস্ত্রান্তরেও দেখা যায়, কিন্তু ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ গীতার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

১ম। ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জন। গীতা বলিতেছেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"—গীতা, ২।৪৭

'কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলের সহিত সম্পর্ক রাখিও না।'

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।"—গীতা, ৩।১৯

'অতএব অনাসক্ত হইয়া ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।'

"এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥"—গীতা, ১৮।৬

'যজ্ঞ, তপঃ, দান প্রভৃতি কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে; কিন্তু আসক্তি-রহিত হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, ইহাদিগের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।'

এইভাবে যিনি কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্মী। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই কামনা ও সঙ্কল্প বিহীন। তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন বটে, কিন্তু সে কর্ম্ম তাঁহার দেহের ব্যাপারমাত্র। তাহার সহিত তাঁহার চিত্তের আসঙ্গ বা লেপ থাকে না। * এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মীকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥"—

গীতা, ৪।১৯—২১

'যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্প বর্জ্জিত, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাকে পণ্ডিত বলেন।'

'তিনি কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত ও নিরালম্ব হইয়াছেন। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি কিছুই করেন না।'

---

* গীতা ১৮শ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক কর্ত্তা ও সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া এই কথার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন—

"কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥"—গীতা, ১৮।৯
"মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
"সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥"—গীতা, ১৮।২৬

'হে অর্জ্জুন। আসক্তি এবং ফল ত্যাগ করিয়া নিয়ত কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ।'

'আসক্তিশূন্য, অভিমানরহিত, ধৈর্য্য ও উৎসাহশীল এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার যে কর্ত্তা, তিনিই সাত্ত্বিক।'

'কামনাশূন্য, সংযতচিত্ত, সর্ব্বত্যাগী (সাধক), কেবল শরীরেরই দ্বারা কর্ম্ম করেন ; অতএব, তাহাতে তাঁহার পাপ হয় না।'

"অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।"—

গীতা, ৩৷১৯

'অনাসক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীব পরমবস্তু লাভ করে।'

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন বলিয়া নিষ্কাম কর্ম্মীর পক্ষে সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয়-পরাজয়, সফলতা-নিষ্ফলতা তুল্য বোধ হয়। সেইজন্য অর্জ্জুনকে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছিলেন—

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥"—

গীতা, ২৷৩৮

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥"—

গীতা, ২৷৪৮

'সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও ; এরূপ করিলে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না।'

'আসক্তি পরিহার করিয়া, সিদ্ধি-অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া, যোগস্থ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর ; এইরূপ সমত্ববোধকে যোগ বলে।'

আমরা অনেকস্থলে, নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি, এই ভাবিয়া আত্মবঞ্চনা করি। কোন কর্ম্ম সকামভাবে অথবা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা জানিবার একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে। সে

পাথরটি এই—সেই কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি আমরা সমভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি কি না? অর্থাৎ, সেই কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিলে আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি কি না; এবং সেই কর্ম্মের অসিদ্ধিতে বিষাদে ম্রিয়মাণ হইতেছি কি না। যখন দেখিব, আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সফলতা-নিষ্ফলতা তুল্য জ্ঞান করিতেছি, তখনই বুঝিব যে, নিষ্কামকর্ম্মের প্রথম স্তর উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি।*

যাঁহার সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে তুল্যজ্ঞান, লাভালাভ যাঁহার পক্ষে সমান, গীতা এইরূপ সাধককে যোগারূঢ় বলিয়াছেন—

"যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥"—গীতা, ৬।৪

* ফলে-অনাসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যতার কথা শুনিয়া কেহ একপ ধারণা না করেন যে, বুঝি নিষ্কামকর্ম্ম উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম। অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, কর্ত্তা কোনরূপ উদ্দেশ্যের (motive) পরিচালনায় কর্ম্ম করেন না। কেহ কেহ এইরূপ ধারণার বশে নিষ্কামকর্ম্মকে একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে করেন। বাস্তবিক নিষ্কামকর্ম্ম উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্ম নহে। উদ্দেশ্য ভিন্ন কর্ম্ম হইতেই পারে না।

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ 'উদ্দেশ্য ভিন্ন মূঢ় ব্যক্তিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না।' নিষ্কাম কর্ম্মী ও সকাম কর্ম্মী, উভয়েই উদ্দেশ্যের প্রেরণায় কর্ম্ম করেন। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, নিষ্কাম কর্ম্মী ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, সেইজন্য সিদ্ধি-অসিদ্ধি তাঁহার নিকট তুল্য জ্ঞান হয়; সকাম কর্ম্মী ফলাসক্ত, সেইজন্য সফলতা তাঁহার নিকট পরম উপাদেয় এবং নিষ্ফলতা নিতান্ত হেয় বোধ হয়।

আর এক কথা। কর্ত্তব্যবুদ্ধির (duty) প্রেরণায় কর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ এক বস্তু নহে। কর্ত্তব্যপালনে একটা 'কঠোরতা আছে। এই কর্ম্ম আমার অনুষ্ঠেয়, অতএব অনিষ্ট বা প্রতিকূল হইলেও আমি ইহার অনুষ্ঠান করিব—এইরূপে ঔচিত্যজ্ঞানের প্রেরণায় কর্ম্মানুষ্ঠানকে কর্ত্তব্যপালন বলে। কর্ত্তব্যপালনে সকল স্থলে ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকুক—ফলের প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টিপাত থাকে এবং ইহার শেষফল অনেকসময় চিত্তপ্রসাদ না হইয়া অবসাদ বা নির্ব্বেদে পরিণত হয়।

কর্ম্মযোগে কিন্তু কঠোরতার লেশমাত্র নাই। ইহা অতীব রুচিকর হৃদ্যপদার্থ। দীন-দুঃখীর দুঃখবিমোচন করিয়া দাতার যে আনন্দ, শিশুকে স্তন্যপান করাইয়া জননীর যে আনন্দ, কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতার সেইজাতীয় আনন্দের অনুভব হয়।

'যখন সাধক সকল-সঙ্কল্প সন্ন্যাস করিয়া বিষয়ে বা কর্ম্মে আসক্ত হন না, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়।'

গীতার মতে ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস।

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥"—

গীতা, ১৮।২

'তত্ত্বদর্শীরা কাম্যকর্ম্মের বর্জ্জনকেই সন্ন্যাস বলিয়া জানেন; নিপুণ ব্যক্তিগণ সকল কর্ম্মফলের ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন।'

"যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥"—

গীতা, ১৮।১১

'যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যায়।'

এইরূপ যাঁহার লাভ-অলাভে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞান হইয়াছে, তিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও কর্ম্মপাশে বদ্ধ হন না।

"সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥"—

গীতা, ৪।২২

কর্ম্মযোগের ইহাই প্রথম সোপান.।

২য়। কর্ম্মযোগের দ্বিতীয় সোপান—কর্ত্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ।

কর্ম্ম যে পাশরূপে পরিণত হইয়া জীবকে বন্ধন করে, তাহার প্রধান কারণ জীবের অহঙ্কারবুদ্ধি। আমরা যে কর্ম্মই করি না কেন, তাহার সহিত আত্মার যোগ করিয়া দিই। আমরা ভাবি, ঐ কর্ম্ম আমরা করিলাম। তাহার ফলে কর্ম্ম আত্মার বন্ধনরূপে পরিণত হয় এবং তাহার ফলাফল জীবকে ভোগ করিতে হয়। সেইজন্য বলা হইয়াছে—

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥"

ভোগ ভিন্ন শতকোটি কল্পকালেও কর্ম্মক্ষয় হয় না। কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। এই ভোগের হেতু কর্ত্তৃত্বাভিমান—'আমি করিতেছি' এই অহঙ্কার। জীব অভিমানবশে মনে করে, 'আমিই কর্ত্তা'; বাস্তবিক কিন্তু জীব অকর্ত্তা। কায়িক অথবা মানসিক,—যাহা-কিছু কর্ম্ম, সমস্তই প্রকৃতির যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ, তাহাদিগেরই প্রেরণায় সিদ্ধ হয়। অতএব, বিবেকবুদ্ধিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা কর্ত্তা নহেন, তিনি স্বতন্ত্র, কেবল। নিষ্কাম কর্ম্মী তাহা বুঝেন। সেইজন্য তিনি আপনাকে কর্ত্তৃপদে অধিরূঢ় করেন না। তিনি জানেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"—গীতা, ৩।২৭

'প্রকৃতিরই গুণের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু যে অহঙ্কারে মূঢ়চিত্ত, সে নিজেকে কর্ত্তা মনে করে।'

"তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥"—গীতা, ১৮।১৬

'এরূপস্থলে যে অজ্ঞবুদ্ধিবশতঃ কেবল (স্বতন্ত্র) আত্মাকে কর্ত্তা মনে করে, সে দুর্ব্বুদ্ধি দেখিতে পায় না।'

এই অযথা কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিকেই যথার্থ কর্ত্তা এবং আপনাকে দ্রষ্টামাত্র অনুভব করিতে হইবে।

"নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥"—
গীতা, ১৪।১৯

'যখন জীব বুঝিতে পারে যে, গুণ ভিন্ন অন্য কর্ত্তা নাই, আত্মা দ্রষ্টা-মাত্র এবং গুণ হইতে স্বতন্ত্র, তখন সে ভগবদ্ভাব লাভ করে।'

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানম্ অকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥"—
গীতা, ১৩।২৯

'যিনি সকল কর্ম্মকে প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বুঝিতে পারেন এবং আত্মাকে অকর্ত্তা দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শী।'

"তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥"—গীতা, ৩।২৮

'গুণের ও কর্ম্মের বিভাগজ্ঞ ব্যক্তি, "গুণত্রয় (ইন্দ্রিয়রূপে) গুণত্রয়ে (বিষয়ে) প্রবৃত্ত হইতেছে," ইহা মনে করিয়া আসক্ত হন না।'

গীতা অন্যত্র বলিতেছেন -

"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশঞ্জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥"—গীতা, ৫।৮—৯

'তত্ত্বজ্ঞ কর্ম্মযোগী এইরূপ মনে করিবেন যে, আমি কিছুই করিতেছি না। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, অশন, গমন, নিদ্রা, নিশ্বাস, বচন, গ্রহণ, উৎসর্গ, নিমেষ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার ও কর্ম্মব্যাপারের অনুষ্ঠানকালে তিনি এই ধারণা করিবেন যে, ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছে মাত্র।'

গীতা আরও বলিতেছেন—

"যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥"—

গীতা, ১৮।১৭

'যাঁহার অহঙ্কারবুদ্ধি নাই, যাঁহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত, তিনি কর্ম্ম করিলেও বদ্ধ হন না।'

এইরূপ নিরভিমান নির্লিপ্ত ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী। এরূপ জ্ঞানীকে কর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

"যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে।"—ছান্দোগ্য, ৪।১৪।৩

'যেমন পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানীকে পাপ (ও পুণ্য) কর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না।'

জ্ঞানীকে কেবল যে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না, তাহা নহে; তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহার সমস্ত অতীত সঞ্চিতকর্ম্মও ভস্মীভূত হইয়া যায়।

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"—

গীতা, ৪।৩৭

'হে অর্জ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করে।'

"তদ্‌যথেষীকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।"—ছান্দোগ্য, ৫।২৪।৩

'যেমন ঈষিকাতৃণের অগ্রভাগ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়।'

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"—

মুণ্ডক, ২।২।৮

'সেই পরমবস্তু দর্শনগোচর হইলে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়।'*

স্তরাং, জ্ঞানীকে আর সংসারে আসিতে হয় না। জ্ঞানার্জ্জনের ফলে জীব নির্ব্বাণের অধিকারী হয়।

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি॥"—গীতা, ২।৭১

'যিনি সমস্ত কামনা বর্জ্জন করিয়া, নিরহঙ্কার ও (বিষয়ে) মমতা-হীন হইয়া স্পৃহাশূন্যভাবে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তির অধিকারী হন।'

কারণ, জ্ঞানী রাগদ্বেষবিহীন—সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার বশতাপন্ন; সেইজন্য বিষয়ভোগেও তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত হয় না।

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥"—গীতা, ২।৬৪

'রাগদ্বেষবিমুক্ত আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ভোগ করিয়া সংযতচিত্ত (কর্ম্মযোগী) প্রসাদ লাভ করেন।'

---

* ব্রহ্মসূত্রও এই বিষয়ের প্রতিপাদন করিয়াছেন—

"তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।'

"ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু।"—ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১৩ ১৪

কর্ম্ম ত্রিবিধ—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ। সাধারণতঃ ভোগের দ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হয়। কিন্তু জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সঞ্চিতের বিনাশ ও ক্রিয়মাণের অশ্লেষ হয়। অর্থাৎ, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত কর্ম্মরাশি (যাহার ভোগের জন্য জীবকে পুনঃপুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়) তাহা, বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং ইহজন্মে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাও বন্ধের হেতু হয় না।

যেমন অগাধ সমুদ্রে নানা নদীস্রোত প্রবাহিত হইলেও সমুদ্রের গাম্ভীর্য্যের হানি হয় না, সেইরূপ সমস্ত কামনার বিষয় কর্ম্মযোগীতে প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত ঘটে না।

ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মীর বিশেষত্ব। সকাম ব্যক্তি এ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে না।

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥" —গীতা, ২।৭০

কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিলেও কর্ম্মযোগের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান হইল না। কর্ম্মযোগীকে ইহার উপরও এক সোপান উঠিতে হয়। সেই তৃতীয় স্তর—

৩য়। ঈশ্বরার্পণ—ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ, যজ্ঞার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান।

মানুষ সাধারণতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান করে—নিজের জন্য, সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য, স্বার্থের প্রেরণায়। তাহার প্রত্যেক কর্ম্মের মূলে স্বার্থানুসন্ধান জড়িত থাকে। সে আপনাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। সেইজন্য তাহার কর্ম্ম সকাম হইয়া পড়ে। গীতার উপদেশ এই যে, সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। সর্ব্বতোভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তাঁহারই উদ্দেশে, তাঁহারই কার্য্য সাধন করিতেছি এইভাবে, জগতের হিতের জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সেইজন্য অর্জ্জুনকে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥"—গীতা, ৩।৩০

'আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া কামনা ও মমতাশূন্য হইয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠচিত্তে যুদ্ধ কর।'

"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥"—গীতা, ১৮।৫৭.

'চিত্তদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধি-যোগ আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও।'

যিনি এরূপভাবে কর্ম্ম করেন, তাঁহার উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্রীতি নহে। তাঁহার লক্ষ্য ঈশ্বরের কার্য্যসাধন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের করণমাত্র মনে করেন। ঈশ্বরে আপনার ক্ষুদ্র সত্তা ডুবাইয়া দিয়া সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করেন।

যিনি এইরূপ করিতে পারেন, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা থাকে না।

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥"—গীতা, ১৮।৫৬

'সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে সনাতন নিত্যপদ প্রাপ্ত হন।'

এইভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম আর বন্ধের হেতু হয় না। কারণ, তখন অনুষ্ঠাতার সহিত কর্ম্মের কোন যোগ সংঘটিত হয় না। সেরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের যোগ হয় ঈশ্বরের সহিত।

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥"—গীতা, ৫।১০.

'ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, আসক্তিরহিত হইয়া যিনি কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না; যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না।'

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।"—গীতা, ৩।৯

'যজ্ঞ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্ম বন্ধের কারণ হয়।'

"যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥"—গীতা, ৪।২৩

'যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করে, তাহার সে সমস্ত বিলীন হইয়া যায়।'

এই যজ্ঞের অর্থ কি? শঙ্করাচার্য্য "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"—'যজ্ঞই বিষ্ণু'—এই শ্রুতির প্রমাণে যজ্ঞ অর্থে ঈশ্বর স্থির করিয়াছেন। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করার অর্থ,—ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করা, ঈশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ করা। যজ্ঞশব্দের আর একপ্রকার অর্থও করা যাইতে পারে। যজ্ঞকে এখন আমরা 'যগ্‌গি'তে পরিণত করিয়াছি; একটা ধুমধাম হৈচৈ ব্যাপারই আমাদের দৃষ্টিতে যজ্ঞ। যজ্ঞের কিন্তু আদিম অর্থ এরূপ নহে। যজ্ঞের মর্ম্মভাব,—ত্যাগ (sacrifice); পূর্ব্বকালে যজ্ঞ বলিলে লোকের মনে ত্যাগের ভাবই ফুটিয়া উঠিত। বাস্তবিক যজ্ঞের প্রধান উপাদান ত্যাগ। প্রজাপতি যে বিরাট্ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, পুরুষসূক্তে তাহার ইঙ্গিত করা আছে। সে মহাযজ্ঞ আর কিছুই নহে জীবের হিতার্থে ভগবানের বিশাল আত্মত্যাগ। এইরূপ জগতের পোষণের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাকেই যজ্ঞ-নামে অভিহিত করিতেন। এইভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে প্রকৃত যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়। যজ্ঞের ইংরাজী অনুবাদ 'sacrifice'শব্দে এখনও সে ত্যাগের ভাব উজ্জ্বল রহিয়াছে। অতএব যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করার এরূপ অর্থও হইতে পারে যে, ত্যাগের ভাবে (as a sacrifice) কর্ম্মানুষ্ঠান করা। যে কর্ম্মে কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নাই, যে কর্ম্মের মূলে সঙ্কল্পলাভের প্রত্যাশা নাই, যে কর্ম্ম অহঙ্কাররহিত হইয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়, তাহাই যজ্ঞকর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মানবজীবন একটি মহাযজ্ঞের

আকার ধারণ করে। সে যজ্ঞের বেদী জগতের হিত, ত্যাগ আত্ম-বলিদান এবং যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ গীতাতে পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, মানুষ যাহা-কিছু করিবে, তাহা যেন তাঁহাকেই অর্পণ করে; তাহা হইলে আর তাহাকে কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে না।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥"

—গীতা, ৯।২৭—২৮

'যাহা-কিছু কর্ম্ম করিবে,—অশন, যজন, দান, তপস্যা,—সমস্তই আমাতে (ঈশ্বরে) অর্পণ করিবে। তাহা হইলে শুভ-অশুভ সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সন্ন্যাসযোগযুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।'

এ বিষয়ে ভাগবতে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে—

"এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৫।৩২—৩৩

'যে দ্রব্যের কারণে কোন রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দ্রব্য সেবন করিলে সে রোগের উপশম হয় না। কিন্তু যদি সেই দ্রব্যকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রণালীমতে দ্রব্যান্তরদ্বারা ভাবিত করিয়া লওয়া যায়,

তবেই তদ্দ্বারা রোগের শান্তি হয়। সেইরূপ, এই যে তাপত্রয়গ্রস্ত ভবরোগ, ইহার উৎপত্তি কর্ম্ম হইতে। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহার উপশম হয় না। কিন্তু সে কর্ম্ম যদি ভগবানে (ব্রহ্মে) সমর্পিত হয়, তবে ঈশ্বরদ্বারা ভাবিত সেই কর্ম্মদ্বারাই ত্রিতাপের উন্মূলন সাধিত হয়।' *

এইভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম আর বন্ধের হেতু হয় না। যিনি এরূপ করিতে পারেন, তাঁহার কর্ম্ম আর কর্ম্ম থাকে না, অকর্ম্ম হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মসন্ন্যাস তুল্য হইয়া দাঁড়ায়; কর্ম্মে ও অকর্ম্মে কোনই প্রভেদ থাকে না। তিনি সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন, অথচ কর্ম্মের ফল যে বন্ধন, তাহা হইতে মুক্ত থাকেন।

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥"

—গীতা, ৪।১৮

'যে কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখে, এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখে, সেই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, সেই কর্ম্মযোগী, সেই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে।' গীতার শিক্ষা এই যে, জীব এই কর্ম্মযোগ আয়ত্ত করিয়া জগতের হিতার্থ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক, তাহাতে সে-ও কর্ম্মপাশের বন্ধনে পড়িবে না,—জগদ্ব্যাপারও সুনিষ্পন্ন হইবে। ইহাই গীতার উপদিষ্ট কর্ম্মযোগ।

* মীমাংসাপ্রকরণগ্রন্থের রচয়িতা লৌগাক্ষি-ভাস্কর তাঁহার অর্থসংগ্রহেও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন—

"সোঽয়ং ধর্ম্মো যদুদ্দিশ্য বিহিতস্তদুদ্দেশেন ক্রিয়মাণস্তদ্ধেতুঃ। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্তু নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।" অর্থাৎ বেদোক্ত ধর্ম্ম স্বর্গাদিলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গাদিফলসাধক হয়; কিন্তু ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তির কারণ হয়। বস্তুতঃ মূলদর্শনে এ মতের কোন ভিত্তি নাই; কারণ, মূলদর্শন নিরীশ্বরবাদী।

সপ্তম অধ্যায়।

সাংখ্যদর্শন।

সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল। তাঁহার শিষ্য আসুরি; আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য। ইনি সাংখ্যদর্শনের বিবৃতি করিয়া বিবিধ গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন। সে সব গ্রন্থ এখন লুপ্ত হইয়াছে। কেবল পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাসভাষ্যে পঞ্চশিখের কতকগুলি বচন উদ্ধৃত দেখা যায়। অধুনা, সাংখ্যশাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে তত্ত্বসমাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কেহ কেহ ইহাকেই কপিলপ্রণীত মূল সাংখ্যদর্শন বিবেচনা করেন।* ইহা কিন্তু সমীচীন বোধ হয় না। তত্ত্বসমাসকে দর্শন না বলিয়া দর্শনের সূচীপত্র বা বিষয়তালিকা বলিলে সঙ্গত হয়। তত্ত্বসমাসের এক উপাদেয় ভাষ্য প্রচলিত আছে। কেহ কেহ তাহাকে আসুরিকৃত বলেন। সে মত সঙ্গত মনে হয় না। এক্ষণে সাংখ্য প্রবচন-সূত্র নামে যে ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত সাংখ্যদর্শন প্রচলিত আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ মনে করিবার যথেষ্ট

---

* মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দুদর্শন, ২৫৪ পৃষ্ঠা। বিজ্ঞানভিক্ষু এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। "নন্বেবমপি তত্ত্বসমাসাখ্যসূত্রৈঃ সহাস্যাঃ ষড়ধ্যায্যাঃ পৌনরুক্ত্যমিতি চেৎ; নৈবম্। সংক্ষেপবিস্তররূপেণ উভয়োরপ্যপৌনরুক্ত্যাৎ।" (সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্য, ভূমিকা)। এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলার লিখিয়াছেন—

"I venture to call the 'Tatwasamasa' the oldest record that has reached us of the Sankhya Philosophy. * * These Samasa Sutras, it is true, are hardly more than a table of contents."

—*Max Muller's—The Six Systems of Indian Philosophy. Page 318.*

কারণ আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র (ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক),—এমন কি, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লেখক মাধবাচার্য্যও এই গ্রন্থ হইতে কোনও সূত্র স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই। সাংখ্যপ্রবচন-সূত্র তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত থাকিলে এরূপ করিতেন কি? এই প্রবচনসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত এক উপাদেয় ভাষ্য প্রচলিত আছে। সাংখ্যদর্শনের অনিরুদ্ধকৃত সংক্ষিপ্ত বৃত্তিও উল্লেখযোগ্য।

সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে এই গ্রন্থ হইতেই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে এই কারিকারই অনুসরণ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই কারিকা চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্য্য এই কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্য অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। বাচস্পতিমিশ্রের কৃত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী এই কারিকারই * উৎকৃষ্ট টীকা। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যসার সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধে উপাদেয় গ্রন্থ।

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় সাংখ্যদর্শনেরও আরম্ভ দুঃখবাদে। জগতে জীবকে ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাত সহিতে হইতেছে। সে দুঃখত্রয় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ—রোগাদিজন্য শারীরিক দুঃখ, এবং কামক্রোধাদিজন্য মানসিক দুঃখ।

* প্রচলিত সাংখ্যদর্শন অপেক্ষা কারিকা যে প্রাচীনতর, তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ এই যে, দর্শনের কয়েকটি সূত্রে কারিকার ছন্দোনিবদ্ধ অংশবিশেষ অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখা যায়। ইহা সত্ত্বেও বিজ্ঞানভিক্ষু কি করিয়া প্রচলিত সাংখ্যদর্শনকে মহর্ষি-কপিল-প্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। তিনি ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত প্রচলিত সাংখ্যসূত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, কপিলমূর্ত্তি ভগবান্, ষড়ধ্যায়ীরূপ বিবেকশাস্ত্র দ্বারা শ্রুতির অবিরোধী যুক্তিসমূহের উপদেশ করিয়াছেন। "শ্রুত্যবিরোধিনীরুপপত্তীঃ ষড়ধ্যায়ীরূপেণ বিবেকশাস্ত্রেণ কপিলমূর্ত্তির্ভগবান্ উপদিদেশ।"

মনুষ্য, পশু, বা স্থাবর জনিত দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ। আর যক্ষ, রক্ষঃ প্রভৃতির আক্রমণে যে দুঃখ হয়, তাহার নাম আধিদৈবিক দুঃখ। যতদিন শরীর, ততদিন দুঃখের অভিঘাত। অথচ, দুঃখ আমাদের উপাদেয় নহে,—হেয়; অর্থাৎ, আমরা দুঃখ চাহি না, দুঃখের হানি ইচ্ছা করি। এ সম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

"তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥'—সাংখ্যকারিকা, ৫৫

'জীব যতদিন শরীর ধারণ করে, ততদিন তাহাকে জরামরণজন্য দুঃখ ভোগ করিতেই হয়; অতএব দুঃখভোগ জীবের স্বভাবসিদ্ধ।' *

জগতে সুখ আদৌ নাই, তাহা নহে। তবে সুখ কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে মিলে। সে সুখ আবার অতি অল্প ও দুঃখসংভিন্ন। তাহাও আবার স্থায়ী হয় না। অতএব, সে সুখ দুঃখপক্ষেই ধর্ত্তব্য। † তাই সূত্রকার বলিয়াছেন—

"কুত্রাপি কোঽপি সুখীতি। তদপি দুঃখশবলম্। ইতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ।"—সাংখ্যসূত্র, ৬।৭—৮

এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি সকলেরই অভিপ্রেত। কিন্তু সাময়িক

* "সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্।"—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৩
"ঊর্দ্ধাধোগতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং সর্ব্বেষাম্ এব জরামরণাদিজং দুঃখং সাধারণম্।"
—বিজ্ঞানভিক্ষু।

† পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গীতা এ মতের অনুমোদন করেন। ভগবান্ সংসারকে দুঃখের আলয় ও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন—
"পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।"
গীতায় অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—
"অনিত্যম্ অসুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।"
এই অনিত্য ও অসুখ সংসারে আসিয়া ভগবান্‌কে ভজনা কর।

নিবৃত্তিতে বিশেষ লাভ নাই। অতএব দুঃখনিবৃত্তি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক হওয়া আবশ্যক।

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।"—

সাংখ্যসূত্র, ১।১

কিসে এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি সিদ্ধ হইবে? দেখা যায়, লৌকিক উপায়ে সেই নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। কারণ, ঔষধসেবনে শারীরিক দুঃখের বা ইষ্টসাধনে মানসিক দুঃখের যে নিবৃত্তি ঘটে, তাহা সাময়িকমাত্র; স্থায়ী হয় না। আর, ঐ সকল উপায় অব্যভিচারী উপায় * নহে। অতএব, লৌকিক উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি দুরাশামাত্র। দুঃখনিবৃত্তির একটি বৈদিক উপায় প্রচলিত আছে বটে; বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ফলে, জীব সুখধাম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় বটে; কিন্তু, সে উপায়ও সমীচীন নহে। কারণ, তাহা ত্রিবিধ-দোষ-দুষ্ট। কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে অর্জ্জিত স্বর্গলোকেরও তারতম্য ঘটে। তাহার ফলে কেহ উচ্চতর, কেহ নিম্নতর স্বর্গের অধিকারী হয়। তাহাতে পরস্পরের উৎকর্ষ-অপকর্ষের ভেদে স্বর্গবাসীর দুঃখানুভব অপরিহার্য্য। দ্বিতীয় কথা, যজ্ঞসাধনের জন্য যাজ্ঞিককে অবশ্যই জীবহিংসা করিতে হয়। অতএব, হিংসাবহুল যজ্ঞানুষ্ঠানে যেমন পুণ্য আছে, তেমনি পাপের স্পর্শও সুনিশ্চিত। আর সেই পাপের ফলে দুঃখভোগ অনিবার্য্য। কিন্তু, বৈদিক উপায়ের মারাত্মক ত্রুটি এই যে, যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গাদিলাভ হয়, তাহার ভোগ স্থায়ী হয় না। পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগান্তে কর্ম্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব কর্ম্মীকে আবার দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। সেইজন্য সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, দুঃখনিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক উপায়

* Unfailing remedy.

যেমন যথেষ্ট নহে, বৈদিক উপায়ও তেমনই যথেষ্ট নহে। * তবে দুঃখ-নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় কি? সেই উপায় নির্দ্ধারণের জন্যই সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা।

সাংখ্যদর্শনের মতে, দুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় — জ্ঞান।

"জ্ঞানান্মুক্তিঃ।"—সাংখ্যসূত্র, ৩।২৩

কিসের জ্ঞান? প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য জ্ঞান। †

"তচ্চ (কৈবল্যং) সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিনিবন্ধনম্।"—

তত্ত্বকৌমুদী, ২১

ঈশ্বরকৃষ্ণও বলিয়াছেন—

"তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।"—

সাংখ্যকারিকা, ২

---

* "দুঃখত্রযাভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাঽপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ॥"—সাংখ্যকারিকা, ১
"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।"—ঐ, ২
"ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ।"—সাংখ্যসূত্র, ১।২
"উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্যশ্রুতেঃ।" ঐ, ৫
"অবিশেষশ্চোভয়োঃ।।" ঐ, ৬

† পতঞ্জলি যোগসূত্রে এ কথার অনুমোদন করিয়াছেন—"বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।" [সাধনপাদ ২৬] বিবেকখ্যাতিঃ=সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ঃ; অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান। এই জ্ঞান চিত্তে বদ্ধমূল হইলে দুঃখনিবৃত্তির উপায় হয়।

গীতাতে ভগবান্‌ও এই প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্যজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন—

"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম।" গীতা, ১৩।২

'ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের যে পার্থক্যজ্ঞান, তাহাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।'

"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥"—গীতা, ১৩।৩৫

'যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি ও মোক্ষ দেখিতে পান, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।'

অর্থাৎ, 'প্রকৃতি-পুরুষের ভেদসাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠতর উপায়। উহা ব্যক্ত (বিকৃতি), অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ), এই তিনের বিশেষ-জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়।'

"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাঽস্মি ন মে নাঽহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥"—
সাংখ্যকারিকা, ৬৪

'এইরূপে তত্ত্বের পুনঃপুনঃ চর্চ্চা করিলে সংশয় ও ভ্রম রহিত, বিশুদ্ধ, বিমল, নিঃশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তাহার ফলে, জীব জীবন্মুক্তির অধিকারী হইয়া প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় পর্য্যন্ত দেহধারণ করিয়া থাকে।' সে অবস্থায় জীব বুঝিতে পারে যে, আমি কর্ত্তা নই, ভোক্তা নই; আমার কোনও কিছুই ব্যাপার নাই। সেইরূপ নির্ম্মম, নিরহঙ্কার ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম আর জন্মাদি-রূপ ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—

"ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্মবীজান্যঙ্কুরং প্রসুবতে তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসকলসলিলায়ামূষরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানাম্ অঙ্কুরপ্রসবঃ।"

'জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; প্রখর সূর্য্যকরে যদি সে ক্ষেত্রের সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়া যায়, তবে সে উষরভূমিতে কি আর অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে? অজ্ঞানসিক্ত বুদ্ধিতেই সঞ্চিত কর্ম্ম ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়, কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত অবিবেক অপনীত করিয়া চিত্তকে উষর করিয়া দেয়, তখন সে ক্ষেত্রে কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে?'

এইরূপ বিবেকীকে লক্ষ্য করিয়া কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

"প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি॥"

—সাংখ্যকারিকা, ৬৮

'তাঁহার শরীরের নাশ হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, তিনি ঐকান্তিক (অবশ্যম্ভাবী) ও আত্যন্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য (দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি) লাভ করেন।' এ অবস্থায় সুখদুঃখ উভয়ই তিরোহিত হয়।

"নোভয়ঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে।"—সাংখ্যসূত্র, ১।১০৭

'তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে সুখদুঃখ উভয়ই থাকে না।' এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে গৌড়পাদাচার্য্য এই প্রাচীন বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ।
জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥"

'যাঁহার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তিনি যে আশ্রমেই বাস করুন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীই হউন, বা গৃহস্থই হউন, বা আরণ্যকই হউন, তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত।'

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কি কি? বিকারসহিত প্রকৃতি এবং পুরুষ।

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ॥"

—সাংখ্যসূত্র, ১।৬১

অর্থাৎ, 'মূলপ্রকৃতি, তাহার বিকার মহত্তত্ত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারের বিকার পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্রের বিকার পঞ্চমহাভূত, আর পুরুষ- এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।' তত্ত্বসমাসের ভাষায় বলিতে গেলে, অষ্ট প্রকৃতি * (অর্থাৎ, মূল-প্রকৃতি, এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, ইহারাও গৌণভাবে প্রকৃতি; যেহেতু ইন্দ্রিয় ও মহাভূতের উপাদান) এবং ষোড়শ বিকার (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ মহাভূত), আর পুরুষ (ইনি প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন)। ঈশ্বরকৃষ্ণ এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥"

—সাংখ্যকারিকা, ৩

এই পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, প্রকৃতি কি? জড়জগতের যে অপরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিশেষ, মূল উপাদান, তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি বা প্রধান নামে অভিহিত করা হইয়াছে। † প্রকৃতির আর একটি নাম অব্যক্ত। তাহার কারণ এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অব্যক্ত (unmanifest) অবস্থায় থাকে। অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থার নাম সৃষ্টি। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

---

* "অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ।" গর্ভোপনিষদ্, ৩।

† The mighty expanse of cosmic matter
T. Subba Rao's Lectures on the Bhagabadgita.

"পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্।"—সাংখ্যসূত্র, ১।৭৬
সমস্তের উপাদান প্রধান পরিচ্ছিন্ন নহে।—বিজ্ঞানভিক্ষু। "প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতা।"
—সাংখ্যসূত্র, ৬।৩২। প্রকৃতিই জগতের আদ্য উপাদান (Primary material)।

"অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥"
—গীতা, ৮।১৮

অর্থাৎ, 'প্রলয়ের অবসানে, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিরোভাব হয়।' তত্ত্বসমাসে এই অনুলোমক্রমে আবির্ভাবকে "সঞ্চর" ও বিলোমক্রমে তিরোভাবকে "প্রতিসঞ্চর" বলা হইয়াছে। *

প্রকৃতির একটি নাম "অজা"। তাহার কারণ এই যে, প্রকৃতির পরিণাম হইয়া রূপান্তর হয় মাত্র; প্রকৃতির আদি-অন্ত নাই। † কারণ, প্রকৃতি নিত্য, সৎ বস্তু। সাংখ্যমতে সতের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। সাংখ্যেরা বলেন

"নাসদুৎপদ্যতে ন সদ্‌বিনশ্যতি।"

'অসতের উৎপত্তি নাই; সতের বিনাশ নাই।'

গীতা এ মতের অনুমোদন করিয়াছেন—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"—
গীতা, ২।১৬

---

* সৃষ্টির ক্রম এইরূপ;—প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাব হয়। আর প্রলয়ের ক্রম ইহার বিপরীত;—প্রথম পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রে বিলীন হয়, পরে পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারতত্ত্বে বিলীন হয়, এবং অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হয়।

† "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌, ৪।৫
প্রকৃতি একা, প্রকৃতি অজা, প্রকৃতি লোহিতশুক্লকৃষ্ণা (ত্রিগুণময়ী); প্রকৃতি জাতীয় বিবিধ বিকারের সৃষ্টিকর্ত্রী।

'অসতের ভাব হয় না; সতের অভাব হয় না।'

"প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্।"—সাংখ্যসূত্র, ৫।৭২

'প্রকৃতিপুরুষই নিত্য, আর সমস্ত অনিত্য।'

বিজ্ঞানভিক্ষু এই কথার সমর্থন করিয়া এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"অব্যক্তং কারণং যৎ তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি যদাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ॥"

'জগতের যে অব্যক্ত কারণ, তাহা নিত্য, তাহা সৎ, অথচ অসৎ (যেহেতু তাহা অনাদি ও অনন্ত হইয়াও বিকারশীল); তত্ত্বজ্ঞানীরা তাহাকে প্রধান ও প্রকৃতি আখ্যা প্রদান করেন।' গীতাতে ভগবান্ এ কথার সমর্থন করিয়াছেন—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥"

—গীতা, ১৩।১৯

'প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে; সমস্ত বিকার ও গুণ, প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত জানিবে।'

এ কথা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানেরও অনুমোদিত। দার্শনিকপ্রবর হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) লিখিয়াছেন, "ম্যাটার-(matter)-এর উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না; কেবল অবস্থান্তর হয় মাত্র। *

* Matter never either comes into existence or ceases to exist. * * The seeming annihilations of matter turn out on close observation to be only changes of state.

পাশ্চাত্যবিজ্ঞান বহুদিন অবধি বিশ্বাস করিতেন যে, জড়জগৎ ৭০টি মূল ভূতের (elements) সংযোগে ও সংহননে রচিত। এই সকল মূল ভূতের পরমাণুকে তাঁহারা পরস্পর স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বরাবরই একটা আশা-কল্পনা ছিল যে, এই সমস্ত মূল ভূত এক অদ্বিতীয় উপাদানের, এক চরম ভূতের পরিণাম-মাত্র। মনীষী সার্ উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ (Sir William Crookes) এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করেন। † কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, মূল ভূতসমূহের পরমাণু, বস্তুতঃ স্বতন্ত্র বা নিত্য নহে। তাহারা এক চরম মহাভূতের বিশেষ-বিশেষ-সঙ্ঘাত-জনিত বিকারমাত্র। তিনি এই চরমভূতের নামকরণ করেন প্রোটাইল্ (Protyle)। এই প্রোটাইল্ ও প্রকৃতির অনেকটা সাদৃশ্য

It has grown into an axiom of Science, that whatever metamorphoses matter undergoes, its quantity is fixed. * * The annihilation of matter is unthinkable for the same reason that the creation of matter is unthinkable.

Herbert Spencer's First Principles. The indestructibility of matter.

† It is the dream of Science that all the recognised chemical elements will one day be found to be modifications of a single material element.

—*World Life.—Page 48.*

Crooke's chemistry admits that the primary constituents of all matters, of all atoms are identical in their nature and issue from one single basis called 'Protyle'; their difference of form and appearance, in molecules and compound bodies being only the result of a differ-

আছে। * ক্রুক্‌সের মত এখন বৈজ্ঞানিকসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন্ (Lord Kelvin) এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকশিরোমণি নিকোলা টেস্‌লা (Nikola Tesla) এই মতকে সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, সমস্ত জড়পদার্থ যে এক অদ্বিতীয়, নির্ব্বিশেষ, চরম উপাদানের বিকারে গঠিত, এ মত এখন বিজ্ঞানের একটি অবিসংবাদিত সত্যে পরিণত হইয়াছে। †

---

ence in distribution or position.—*Dr. Marque's Scientific corroborations.—Page 11.*

* কিন্তু Protyle ও প্রকৃতি এক পদার্থ নহে। Protyle স্থূলজগতের চরম উপাদান। বিজ্ঞান স্থূলজগতের অধিক আর কিছু মানে না; অতএব বৈজ্ঞানিকের চক্ষে Protyle ই প্রকৃতিস্থানীয়। বস্তুতঃ কিন্তু স্থূলজগতের উপর সূক্ষ্মজগৎ, এবং তাহারও উপর কারণজগৎ রহিয়াছে। স্থূলজগতের যাহা Protyle বা চরম উপাদান, সূক্ষ্ম-জগতের চরম উপাদানের তুলনায় তাহা মূল ভূত নহে; আবার সূক্ষ্মজগতের যাহা চরম উপাদান, কারণজগতের অতিসূক্ষ্ম উপাদানের তুলনায় তাহাও মূল ভূত নহে। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণজগতের যাহা চরম উপাদান, তাহার নির্ব্বিশেষ, অব্যাকৃত, অব্যক্ত চরম অবস্থার নাম প্রকৃতি। অতএব Protyleএ ও প্রকৃতিতে অনেক প্রভেদ।

† According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity, vaguely designated by the word 'Ether.' * * * All matter then is merely whirling Ether. By being set in movement, Ether becomes matter perceptible to our senses; the movement arrested, the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible.

—*Nikola Tesla.*

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা (state of equilibrium); এই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সাংখ্যেরা বলেন যে, যেমন জীবদেহে কফ, বাত ও পিত্ত, এই তিন বিরোধী বস্তু সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ জগতের মূল উপাদান প্রকৃতিতেও এই তিন বিরোধী গুণ একে অন্যকে পরাভব করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উদ্‌যুক্ত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে কখন সত্ত্ব বিজয়ী হইয়া প্রকাশ, বা সুখ, বা লঘুতা উৎপাদন করিতেছে; কখনও রজঃ প্রবল হইয়া প্রবৃত্তি, বা দুঃখ, বা চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে; আবার কখন বা তমঃ উৎকট হইয়া নিয়ম (জড়তা), বা মোহ, বা গুরুত্ব উৎপন্ন করিতেছে। ফলতঃ, এই তিন গুণ প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ তিনটি বিরোধী প্রবণতা (tendency)। তমঃ = resistance বা inertia; রজঃ = activity, এবং সত্ত্ব = harmony। প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে; অর্থাৎ, তিনটি প্রবণতা সমান বলে বলী হয়; কেহ কাহাকে অভিভব করিয়া উৎকট হইতে পারে না।

সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম। সেইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির একটি সার্থক বিশেষণ "প্রসবধর্ম্মী"। যেখানেই প্রকৃতি, সেইখানেই পরিণাম। পরিণামের সহিত প্রকৃতির নিত্য-সম্বন্ধ।* প্রকৃতি, একক্ষণও পরিণামগ্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।+

---

* "প্রসবধর্ম্মি প্রসবরূপো ধর্ম্মো যঃ সোঽস্যাস্তীতি প্রসবধর্ম্মি, প্রসবধর্ম্মেতি বক্তব্যে মত্বর্থীয় প্রসবধর্ম্মস্য নিত্যযোগমাখ্যাতুম্, সরূপ-বিরূপ-পরিণামাভ্যাং ন কদাচিদপি বিযুজ্যতে ইত্যর্থঃ।"—১১ কারিকার তত্ত্বকৌমুদী।

+ "পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে।"—
১৬ কারিকার তত্ত্বকৌমুদী।

প্রকৃতি যদি সর্ব্বদাই পরিণামশীল হয়, তবে প্রলয়কালে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির আবির্ভাব হয় না কেন? এ আপত্তির উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রকৃতির দ্বিবিধ পরিণাম হইয়া

সেইজন্য প্রকৃতির সাম্যাবস্থার স্বতই বিচ্যুতি ঘটে। প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিচ্যুত হইলে তাহার যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহার নাম মহত্তত্ত্ব। গীতাতে ইহাকে 'মহদ্‌ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। মহত্তত্ত্বও বিকারপ্রাপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। মহত্তত্ত্বের বিকারের নাম অহঙ্কার-তত্ত্ব। অহঙ্কারতত্ত্বও স্বতই পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তাহার ফলে, পঞ্চতন্মাত্র বা নির্ব্বিশেষ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র যথাক্রমে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একাদশ ইন্দ্রিয়েরও উৎপত্তি হয়।

"প্রকৃতের্মহান্ ততোঽহঙ্কারস্তস্মাৎ গণশ্চ ষোড়শকঃ।"—

সাংখ্যকারিকা, ২২

এই সপ্ত তত্ত্বই তন্ত্রোক্ত আদি, অনুপাদক, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতিতত্ত্ব। ইহারা যথাক্রমে জড়ের স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা। এ বিষয়ে ভাগবত এইরূপ বলিতেছেন—

"অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ॥"—

শ্রীমদ্ভাগবত, ২।১।২৫

অর্থাৎ, 'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাট্ পুরুষের শরীর। ইহার পর-পর

থাকে—সদৃশ পরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম। প্রলয়কালে সদৃশ পরিণাম হয়, অর্থাৎ সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে ও তমঃ তমোরূপে পরিণত হয়।

"প্রতিসর্গাবস্থায়াং সত্ত্বঞ্চ রজশ্চ তমশ্চ সদৃশপরিণামানি ভবন্তি তস্মাৎ সত্ত্বং সত্ত্বরূপতয়া, রজো রজোরূপতয়া, তমস্তমোরূপতয়া প্রতিসর্গাবস্থায়ামপি প্রবর্ত্ততে।"

১৬ কারিকার তত্ত্বকৌমুদী।

আর সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণাম হয়। তাহার ফলে, সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির আবির্ভাব হয়।

৭টি স্তর আছে। সেই স্তর-কয়টি যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব।*

সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তত্ত্বসমাসে ও কারিকায় ঈশ্বরের কোন-কিছু প্রসঙ্গ নাই। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে স্পষ্টতঃ ঈশ্বরের প্রতিষেধ করা হইয়াছে।† প্রকৃতির পরিণামে যে ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে, ইহা তাঁহারা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি স্বতই পরিণত হয়। সে পরিণামের জন্য প্রকৃতি কারণান্তরের অপেক্ষা করে না। প্রকৃতি জড় অচেতন হইলেও পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনের প্রয়োজনে জগৎ সৃষ্টি করে।

"প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ॥ ৫৮॥
অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবৎ চেষ্টিতং প্রধানস্য॥ ৫৯॥
কর্ম্মবদ্দৃষ্টের্বা কালাদেঃ॥ ৬০॥"

—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৩য় অধ্যায়।

---

* আধুনিককালে সাংখ্যেরা মহত্তত্ত্ব অর্থে সমষ্টিবুদ্ধি ও অহঙ্কার অর্থে সমষ্টি অভিমান বুঝেন। ইহা সঙ্গত মনে হয় না। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মুলার (Max Muller) সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু কোনও সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। *Buddhi* is generally taken in its subjective or psychological sense; but it is impossible that this should have been its original meaning in the mind of *Kapila*. * * The *Buddhi* or the *Mahat* must here be a phase in the cosmic growth of the *universe* * * We can hardly help taking this Great Principle, the *Mahat* in a cosmic sense. * * *Ahankara* is in the *Sankhya* something developed out of primordial matter, after that matter has passed through *Buddhi*.—*Max Muller's—The Six Systems of Indian Philosophy, pp.* 323—27.

† সেইজন্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্য সাংখ্যদর্শনের পরিচয় দিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—"এতদর্থে নিরীশ্বরসাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তককপিলানুসারিণাং মতমপন্যস্তম।"

অর্থাৎ, "প্রকৃতি স্বতই জগৎসৃষ্টি করে; কিন্তু সে সৃষ্টি নিজের জন্য নহে—পরের জন্য। ("প্রধানস্য স্বত এব সৃষ্টির্যদ্যপি তথাপি পরার্থম্ অন্যস্য ভোগাপবর্গার্থম্।"—বিজ্ঞানভিক্ষু) উষ্ট্রের কুঙ্কুমবহনের ন্যায়। তাহার উদ্দেশ্য জীবের ভোগ ও মোক্ষসাধন। আপত্তি হইতে পারে যে, অচেতন প্রকৃতি কিরূপে সৃষ্টিকার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবে? তদুত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, যেমন দুগ্ধ স্বতই দধিরূপে পরিণত হয়, অথবা যেমন এক ঋতুর পর আর এক ঋতু স্বতই প্রবর্ত্তিত হয়, প্রকৃতির পরিণামও সেইরূপ।

এ সম্বন্ধে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন—

'অচেতনা প্রকৃতি চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন মহদাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব প্রকৃতির কেহ চেতন অধিষ্ঠাতা অবশ্যই আছেন— তবেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের স্বীকার করিতে হয়? এরূপ আপত্তি (সাংখ্যমতে) অসঙ্গত; কারণ অচেতনা হইলেও প্রকৃতির প্রয়োজনবশে প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতেছে। যেহেতু চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্নও পুরুষার্থের জন্য অচেতনের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যেমন বৎস-পোষণের জন্য অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি, অথবা লোকের উপকারের জন্য অচেতন জলের প্রবৃত্তি; সেইরূপ অচেতনা হইলেও প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষসাধনের জন্য প্রবৃত্ত হয়। * * অতএব অচেতন হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান্ ভিন্ন প্রকৃতির মহদাদিরূপে পরিণাম হয়—সে পরিণামের উদ্দেশ্য পুরুষার্থসাধন—এবং তাহা প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগনিমিত্ত। যেমন নির্ব্যাপার অয়স্কান্তমণির (magnetএর) সন্নিধিবশতঃ লৌহের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ নির্ব্যাপার পুরুষের সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম হয়।'*

* "নম্বচেতনং প্রধানং চেতনানধিষ্ঠিতং মহদাদিকার্য্যে ন ব্যাপ্রিয়তে। অতঃ কেনচিৎ চেতনেনাধিষ্ঠাত্রা ভবিতব্যম্। তথাচ সর্ব্বার্থদর্শী পরমেশ্বরঃ স্বীকর্ত্তব্যঃ স্যাদিতি চেৎ,

এ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকা এইরূপ বলেন—

"বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥"—

সাংখ্যকারিকা, ৫৭

অর্থাৎ, 'বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত যেমন অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।' এই কারিকার টীকায় হোরেস্ উইল্‌সন্ (Horace Wilson) এ সম্বন্ধে সাংখ্যমত এইরূপে বিশদ করিয়াছেন,—প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ; তাহার জন্য প্রকৃতি কোন স্বতন্ত্র চেতন কর্ত্তা বা অধিষ্ঠাতার (ঈশ্বর বা ব্রহ্মাদির) অপেক্ষা রাখে না। বাস্তবিক, নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্ত্র সৃষ্টিব্যাপারে কোন বিধাতার হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না। সে মতে প্রকৃতির প্রবৃত্তি না হইয়া থাকিতেই পারে না।*

তদসঙ্গতম্। অচেতনস্যাপি প্রধানস্য প্রয়োজনবশেন প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। দৃষ্টঞ্চ অচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং পুরুষার্থায় প্রবর্ত্তমানং যথা বৎসবিবৃদ্ধ্যর্থম্ অচেতনং ক্ষীরং প্রবর্ত্ততে যথা জলমচেতনং লোকোপকারায় প্রবর্ত্ততে তথাচ প্রকৃতিরচেতনাপি পুরুষবিমোক্ষায় প্রবর্ত্স্যতি। * * তস্মাদচেতনস্যাপি চেতনানধিষ্ঠিতস্য প্রধানস্য মহদাদিরূপেণ পরিণামঃ পুরুষার্থপ্রযুক্তঃ প্রধানপুরুষসংযোগনিমিত্তঃ। যথা নির্ব্ব্যাপারস্যাপি অয়স্কান্তস্য সন্নিধানেন লোহস্য ব্যাপারঃ তথা নির্ব্যাপারস্য পুরুষস্য সন্নিধানেন প্রধানব্যাপারো যুজ্যতে।"
—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে সাংখ্যদর্শনম্।

* This (Nature's evolution) is the spontaneous act of Nature. It is not influenced by any external intelligent principle such as the Supreme Being or a subordinate agent as Brahma ; it is without (external) cause. * * The atheistical Sankhya, on the other hand, contends, that there is no occasion for a guiding Providence ; but that the activity of Nature for the purpose of accomplishing its end is an intuitive necessity.

The Sankhya Karika by Horace H. Wilson. M. A. F. R. S.

মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্রের কিছু পরিচয় দেওয়া হইল; অতঃপর, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূতের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

সাংখ্যেরা বলেন যে, অহঙ্কারতত্ত্বের বিকারে তমোগুণ প্রবল হইলে পঞ্চতন্মাত্র, এবং সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

"সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।"—
সাংখ্যকারিকা, ২৫

একাদশ ইন্দ্রিয় কি কি? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং মন। মন—উভয়াত্মক; জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই করণ।

পঞ্চতন্মাত্র (শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, এবং গন্ধতন্মাত্র) অবিশেষ (homogeneous)। তাহারা যথাক্রমে পঞ্চ স্থূলভূত, অর্থাৎ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবীর উৎপাদন করে। এই সকল স্থূলভূত অবিশেষ নহে, বিশেষ।*

"অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ।"—সাংখ্যসূত্র ৩।১
তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ॥"—
সাংখ্যকারিকা, ৩৮

এই পঞ্চমহাভূত স্থূলবিষয়রূপে ও জীবের শরীররূপে আমাদের উপভোগ্য হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ সুখকর, কেহ দুঃখকর, কেহ মোহকর। এই এই অবস্থায় ইহাদিগের পারিভাষিক নাম—শান্ত, ঘোর ও মূঢ়।

* প্রশ্নোপনিষদেও (৪।৮) স্থূলভূত ও সূক্ষ্মভূতের প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—"পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ" ইত্যাদি।

সাংখ্যমতে জগৎ ত্রিগুণাত্মক। জগতের প্রত্যেক বস্তুই ত্রিগুণের সমষ্টিতে গঠিত। গীতা এ মতের অনুমোদন করেন। গীতা বলেন—

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥"—
১৮।৪০

'পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোনই বস্তু নাই—যাহা প্রকৃতিসম্ভূত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত।'

সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রত্যেক বিষয়েই যখন ত্রিগুণের অধিষ্ঠান রহিয়াছে, তখন একই বিষয় অবস্থাভেদে কাহারও প্রতি সুখকর, কাহারও প্রতি দুঃখকর, এবং কাহারও প্রতি মোহকর হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, একই সুন্দরী রমণী প্রিয়জনের সুখের, সপত্নীর দুঃখের, এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু হইয়া থাকে।

উপরে প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সাংখ্যোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের* সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল: অতঃপর, পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষের কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

সাংখ্যমতে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, অনাদি ও অপরিচ্ছিন্ন, এবং নিষ্ক্রিয়; উভয়ই স্বতন্ত্র, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব। + প্রকৃতি জড়,

---

* গীতাও সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্ত্বের গণনা করিয়াছেন—

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ১৩।৫

+ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি ইহার ঠিক বিপরীত; অর্থাৎ, অনিত্য, সাদি, পরিচ্ছিন্ন ও সক্রিয়, এবং সাবয়ব, পরতন্ত্র ও লয়শীল।—সাংখ্যকারিকার ১০ম কারিকা দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বসমাস ৩।২৫ দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বসমাসের মতে ক্ষেত্রজ্ঞ ও প্রাণশব্দ পুরুষের একপর্য্যায়ভুক্ত।

কিন্তু পুরুষ চেতন ; প্রকৃতি পরিণামী, পুরুষ নির্ব্বিকার ; প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নির্গুণ (গুণাতীত)। প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা ; প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা ; প্রকৃতি বিষয় (Object), পুরুষ বিষয়ী (Subject)। প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, পুরুষ অকর্ত্তা—উদাসীন সাক্ষী মাত্র *। পুরুষ কূটস্থ, কেবল (সুখদুঃখের অতীত, নিত্যমুক্ত) এবং অসঙ্গ ("অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ"—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।১৫)। †

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।"—

শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৯

'আত্মা কলাহীন, ক্রিয়াহীন, শান্ত, নিষ্পাপ ও নিরঞ্জন।'

গীতাও এ মতের অনুমোদন করেন। গীতারও মতে আত্মা নির্গুণ ও নির্লেপ।

"অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥"—১৩।৩১

'হে অর্জ্জুন! অবিকারী এই পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ বিধায় দেহসংযুক্ত হইয়াও নিষ্ক্রিয় ও নির্লেপ।'

---

* গীতা এ মতের অনুমোদন করেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম্ ইতি মন্যতে॥"—ভগবদ্গীতা, ৩।২৭

'প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু অহঙ্কারে মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি আত্মাকে কর্ত্তা মনে করে।'

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥"—ভগবদ্গীতা, ১৩।২৯

'প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করে, আত্মা কিন্তু অকর্ত্তা ; যিনি এইরূপ দেখিতে পান, তিনিই যথার্থদর্শী।'

† "তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ।"—সাংখ্যকারিকা, ১৯

সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। সেইজন্য পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে, এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে উপচরিত হয়। সেই-জন্য, বস্তুত অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয়, এবং বস্তুত কর্ত্তা না হইলেও পুরুষকে কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়।*

"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্ত্তৃত্বেঽপি তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥"—
সাংখ্যকারিকা, ২০

গীতাও বলিয়াছেন—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।"—
ভগবদ্গীতা, ১৩।২১

'পুরুষ, প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া, প্রকৃতিসম্ভূত গুণ ভোগ করেন।'

প্রকৃতি-পুরুষের এই ভোগ্যভোক্তৃভাব কিরূপে সিদ্ধ হয়? এ সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্য্যদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, ইহা কর্ম্মনিমিত্ত,—কেহ বলেন, অবিবেকনিমিত্ত,—আবার কেহ বলেন, লিঙ্গশরীরনিমিত্ত (৬।৬৭, ৬৮ ও ৬৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে অবিবেকই ভোক্তৃভোগ্যভাবের প্রকৃত হেতু। "অবিবেক-নিমিত্তো বা স্বস্বামিভাব ইতি পঞ্চশিখ আহ। তন্মতেঽপি অনাদি-রিত্যর্থঃ। এতদেব স্বমতং প্রাগুক্তত্বাৎ।" প্রলয়েও এই অবিবেক

* "এবং মহদাদি লিঙ্গং পুরুষসংযোগাৎ চেতনাবদিব ভবতি। * * যদ্যপি লোকে পুরুষঃ কর্ত্তা গন্তেত্যাদি প্রযুজ্যতে তথাপি অকর্ত্তা পুরুষঃ।"—২০ কারিকার গৌড়পাদভাষ্য। "প্রধানেন সম্ভিন্নঃ পুরুষস্তদ্গতং দুঃখত্রয়ং স্বাত্মন্যভিমন্যমানঃ কৈবল্যং প্রার্থয়তে, তচ্চ সত্ত্ব-পুরুষান্যতাখ্যাতিনিবন্ধনম্।"—২১ কারিকার তত্ত্বকৌমুদী।

কেহ কেহ ইহাকে সৃষ্টিকালীন প্রতিবিম্বসংযোগ বলেন। ইহাই পাতঞ্জলের— "বৃত্তিসারূপ্যম্ ইতরত্র।"—১।৪

বাসনারূপে পুরুষে সংলগ্ন থাকে। পরে সৃষ্টিতে প্রকৃতির সহিত ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব নিষ্পন্ন করে। সাংখ্যেরা আরও বলেন যে, প্রকৃতি অচেতন, সুতরাং অন্ধস্থানীয়; পুরুষ অকর্ত্তা, অতএব পঙ্গুস্থানীয়। উভয়ে সংযুক্ত হইয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করে। তাহাদের সংযোগের ফলে সৃষ্টি সাধিত হয়। সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ-সাধন।

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥"—

সাংখ্যকারিকা, ২১

যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হইয়া এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃতির সহিত পুরুষ সংযুক্ত থাকিলেও আর সৃষ্টি হয় না। দগ্ধ-বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মাশয়ও সেইরূপ সংসার উৎ-পন্ন করে না।

"দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য॥"—

সাংখ্যকারিকা, ৬৬

"প্রকৃতের্দ্বিবিধং প্রয়োজনং শব্দবিষয়োপলব্ধির্গুণপুরুষান্ত-রোপলব্ধিশ্চ। উভয়ত্রাপি চরিতার্থত্বাৎ সর্গস্য নাস্তি প্রয়ো-জনম্।"—ঐ কারিকার গৌড়পাদভাষ্য। *

---

* "বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে।"—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৩
"বিমুক্তবোধাৎ ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ।"—ঐ সূত্র, ৩।৪৩
অর্থাৎ, 'পাক নিষ্পন্ন হইলে যেমন পাচক নিবৃত্ত হয়; সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের পৃথক্ত্বজ্ঞান হইলে প্রকৃতির সৃষ্টিব্যাপার নিবৃত্ত হয়।'
"নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ।"—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৯
"দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ।"—ঐ সূত্র, ৩।৭০

'প্রকৃতির পরিণামের দুই প্রয়োজন ;—প্রথম ভোগ, দ্বিতীয় প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান। যাহার পক্ষে এই উভয় প্রয়োজনই চরিতার্থ হইয়াছে, তাহার পক্ষে সৃষ্টির আবশ্যকতা কি ?' * গৌড়পাদ আর এক স্থলে লিখিয়াছেন—'যেমন পঙ্গু ও অন্ধ সাময়িক প্রয়োজনে সংযুক্ত হইলেও সেই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবার পর বিযুক্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষসাধন করিয়া নিবৃত্ত হয় এবং পুরুষও প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। তখন উভয়ের সংযোগ-প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়াতে বিয়োগ ঘটে। +

এতদূর পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার সহিত যে যে বিষয়ে সাংখ্যমতের ঐক্য আছে, তাহা প্রদর্শিত হইল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে গীতার সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রভেদ ও অনৈক্য প্রদর্শিত হইবে।

---

* এই মর্ম্মে কারিকা বলিতেছেন—

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥"—সাংখ্যকারিকা, ৫৯
"প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাঽস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥"—ঐ, ৬১

অর্থাৎ, 'নর্ত্তকী যেমন দর্শকদিগকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষকে আপনার রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতির অপেক্ষা অধিক সুকুমার আর কিছুই নাই ; কারণ, পুরুষ তাহাকে একবার দেখিলে আর সে পুরুষের দর্শনপথবর্ত্তিনী হয় না।'

+ "যথা যানয়োঃ পঙ্গ্বন্ধয়োঃ কৃতার্থয়োর্বিভাগো ভবিষ্যতীপ্সিতস্থানপ্রাপ্তয়োরেবং প্রধানমপি পুরুষস্য মোক্ষং কৃত্বা নিবর্ত্ততে, পুরুষোঽপি প্রধানং দৃষ্ট্বা কৈবল্যং গচ্ছতি ; তয়োঃ কৃতার্থয়োর্বিভাগো ভবিষ্যতি।"—২১ কারিকার গৌড়পাদভাষ্য।

অষ্টম অধ্যায়।

সাংখ্যদর্শন।

সাংখ্যদর্শন ও গীতা।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার সহিত সাংখ্যমতের যে যে বিষয়ে ঐকমত্য আছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অতঃপর গীতার সহিত সাংখ্যের প্রভেদ ও অনৈক্য প্রদর্শিত হইবে।

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের মতে জ্ঞানের ফলে মুক্তি। সাংখ্য-মতে এই জ্ঞান ২৫ তত্ত্বের বিচার ও প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক হইতে উৎপন্ন হয়।

গীতা জ্ঞানের বিরোধী নহেন; বরং, জ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"—গীতা, ৪।৩৮

'জ্ঞানের সমান পবিত্র জগতে আর কিছুই নাই।'

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"—গীতা, ৪।৩৩

'নিখিল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি—জ্ঞানে।'

"সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।"—গীতা, ৪।৩৬

'জ্ঞানরূপ ভেলায় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়।'

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"—গীতা, ৪।৩৭

'হে অর্জ্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করে।'

"জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।"—গীতা, ৪।৩৯

'জ্ঞানলাভ হইলে অচিরে পরম শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

কিন্তু যে জ্ঞান গীতার অভিপ্রেত, তাহা তত্ত্বজ্ঞান—যাহাকে পরা বিদ্যা বলা যায়—অপরা বিদ্যা বা অবর-জ্ঞান নহে। * পরা বিদ্যা কাহাকে বলে?—যে বিদ্যাদ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায়।

"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"—মুণ্ডকোপনিষদ্, ১।১।৫

তত্ত্বজ্ঞান অর্থে 'তৎ'এর জ্ঞান। তৎ=তিনি; ওঁ তৎ সৎ—সেই সচ্চিদানন্দ ভগবান্। গীতা বলেন যে, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়, যদ্দ্বারা জীব সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করে।

"যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।"—গীতা, ৪।৩৫

অতএব তত্ত্বজ্ঞানী ভগবদ্ভক্ত না হইয়া থাকিতেই পারেন না। কারণ, তাঁহাকে জানিলেই তাঁহার প্রতি পরা অনুরক্তি বা পরম-প্রেমের উদয় হয়। অতএব, জ্ঞানীকে ভক্ত হইতেই হয়। † সেইজন্য গীতায়

---

* Madame Blavatsky তিব্বতীয়ভাষায় প্রচলিত Book of Golden Precepts নামক গ্রন্থ হইতে যে অপূর্ব্ব সারসংগ্রহ ("Voice of the Silence") প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেও এই অবর-জ্ঞান (Head-learning) ও তত্ত্বজ্ঞান (Soul-wisdom), এই উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

"Learn to discern the real from the false, the ever-fleeting from the ever-lasting. Learn, above all, to separate Head-learning from Soul-wisdom, the 'Eye' from the 'Heart' doctrine."—Voice of the Silence.

† সেইজন্য গীতা জ্ঞানের লক্ষণনির্দ্দেশস্থলে ভগবানে একান্ত-একাগ্র ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

"ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।"—গীতা, ১৩।১০

ভগবান্ চারিশ্রেণীর ভক্তের উল্লেখ করিয়া জ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠভক্ত বলিয়াছেন। এই চারিশ্রেণীর ভক্ত যথাক্রমে (১) আর্ত্ত (যেমন কুরু-সভায় দ্রৌপদী); (২) অর্থার্থী (যেমন উত্তম স্থানের আকাঙ্ক্ষী ধ্রুব); (৩) জিজ্ঞাসু (যেমন উদ্ধব ও অর্জ্জুন) এবং (৪) জ্ঞানী (যেমন প্রহ্লাদ, শুক, নারদ প্রভৃতি)। ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, জ্ঞানীর ভগবান্ই প্রিয়তম বস্তু। সেইজন্য ভগবান্ও জ্ঞানীর প্রতি প্রীতিমান্।

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥"—

গীতা, ৭।১৬—১৮

চারি শ্রেণীর ভক্তই উৎকৃষ্ট বটে। কিন্তু গীতা বলিতেছেন, জ্ঞানী ভগবানের যেন আত্মা। তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবান্কেই পরম গতি জানিয়া আশ্রয় করেন। অবশ্য এরূপ তত্ত্বজ্ঞানী জগতে বিরল। কিন্তু বহুজন্মের সাধনার ফলে যাঁহারা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা জগতের সর্ব্বত্র ভগবানের সত্তা প্রত্যক্ষ করেন, এবং শেষপরে ভগবান্কে প্রাপ্ত হন।

এবং জ্ঞানীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন—
"জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।"—গীতা, ৯।১৫

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"—গীতা, ৭।১৯

'বহু বহু জন্মের অন্তে জ্ঞানবান্ আমাকে প্রাপ্ত হন; এবং "বাসুদেবই সব" এইরূপ অনুভব করেন। সেইরূপ মহাত্মা ব্যক্তি অতিশয় দুর্লভ।'

প্রচলিত সাংখ্যমতে প্রধান বা প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু; অথচ প্রত্যেক পুরুষই বিশ্বব্যাপী।*

"জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্।"—সাংখ্যসূত্র, ১।১৪৯
"পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ।"—ঐ, ৬।৪৫

'বহুপুরুষ স্বীকার না করিলে জন্মাদির ব্যবস্থা হয় না।'

"জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব।"—
সাংখ্যকারিকা, ১৮

'সকল জীবের এক সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়ের বিকলতা হয় না; সকলের এককালে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না; কোন পুরুষে এক গুণ প্রবল, অপরে অন্য গুণ প্রবল। অতএব, পুরুষ বহু।'

---

* এ মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার (Max-muller) লিখিয়াছেন—

"If the *Purusha* was meant as absolute, as eternal, immortal and unconditioned, it ought to have been clear to *Kapila*, that the plurality of such a *Purusha*, would involve its being limited, determined or conditioned, and would render the character of it self-contradictory. * * * Many *Purushas*, from a metaphysical point of view, necessitate the admission of one *Purusha*. * * Because, if the Purushas were supposed to be many, they would not be *Purushas*, and being *Purusha* they would by necessity cease to be many.—*Max Muller's—The Six Systems of Indian Philosophy*. Page 375.

গৌড়পাদও এই মতাবলম্বী। অন্তত উক্ত কারিকার ভাষ্যে পুরুষের বহুত্ব মতের প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু একাদশ কারিকার ভাষ্যে পুরুষ যে এক, ইহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। "অনেকং ব্যক্তম্ একমব্যক্তং তথাচ পুমানপ্যেকঃ"—'ব্যক্ত (বিকৃতি) বহু, কিন্তু অব্যক্ত (প্রকৃতি) এক, এবং পুরুষও এক।' প্রাচীনকালে সম্ভবত এই মতই প্রচলিত ছিল। কারণ, সাংখ্যেরা যে শ্রুতিকে সাংখ্য-শাস্ত্রের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাতে পুরুষের একত্ব স্পষ্টত বিজ্ঞাপিত হইয়াছে—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"—

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৪।৫

'প্রকৃতি অজা (নিত্যা), একা (অদ্বিতীয়া), লোহিতশুক্লকৃষ্ণা (ত্রিগুণময়ী), নানা বিকারের জননী; পুরুষ অজ (নিত্য), এক (অদ্বিতীয়)। পুরুষ ভোগের জন্য এই প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করেন; পরে ভোগ শেষ হইলে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র থাকেন।'

গীতা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন না। গীতা বলেন যে, যেমন একমাত্র সূর্য্য সমস্ত লোক প্রকাশিত করে, সেইরূপ একমাত্র পুরুষ সমস্ত ক্ষেত্র (প্রকৃতি) প্রকাশিত করেন।

"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥"—

ভগবদ্গীতা, ১৩।৩৩

ক্ষেত্রী = ক্ষেত্রজ্ঞ = পুরুষ।

গীতার মতে ভগবান্‌ই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজিত আছেন। তিনি এক বই বহু হইবেন কিরূপে?

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।"—গীতা, ১৩।২।

ভগবান্ বলিতেছেন, 'সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে।' তিনি সর্ব্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ও অবিভক্ত; অথচ উপাধি-ভেদে তাঁহাকে বিভক্ত বলিয়া—বহু বলিয়া, মনে হয়।

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।"—গীতা, ১৩।১৬।

'তিনি অবিভক্ত হইয়াও, ভূতসমূহে বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।' শাস্ত্রে অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—

"একং বহুধা নিহিতং গুহায়াম্।"

'তিনি এক, অথচ গুহাভেদে বহু হইয়া অবস্থিত।' গীতা অন্যত্র আত্মার পরিচয়স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন—

"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥"
"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০॥"
"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥"
"অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ২৫ ॥"—
গীতা, ২য় অধ্যায় ॥

'যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরমাত্মার বিনাশ নাই; সেই অব্যয় বস্তুকে কে বিনাশ করিতে পারে?'

'তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তাঁহার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই।

তিনি অনাদি, তিনি নিত্য, তিনি চিরন্তন, তিনি পুরাণ। শরীরের নাশে তাঁহার নাশ হয় না।'

'তিনি অনন্ত, সর্ব্বগত, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, এবং নির্ব্বিকার।'

এই বাক্যে গীতা, সাংখ্যেরা পুরুষকে যে ষড়্‌ভাববিকারবর্জ্জিত * বলিয়া উল্লেখ করেন, সে মতের অনুমোদন করিলেন। অধিকন্তু, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার, সাংখ্যোক্ত পুরুষের সহিত পুরুষোত্তমের, অভেদেরও নির্দ্দেশ করিলেন।

অন্যত্র, গীতাতে এ বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ আছে।

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। ১০।২০।
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥" ১৫।১৫।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, 'সকলের বুদ্ধিতে আমি আত্মারূপে বিরাজিত রহিয়াছি, সকলের হৃদয়েতে আমি অধিষ্ঠিত আছি।'

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম। অর্থাৎ, প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার (equilibrium) স্বতই বিচ্যুতি ঘটে। অতএব প্রকৃতির বিকারের জন্য কারণান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না।

সাংখ্যেরা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সাধন জন্যই প্রকৃতির পরিণাম ঘটে। ইহাকে প্রকৃতির পরিণামের উদ্দেশ্য,

---

* সাংখ্যেরা বলেন, পুরুষ ষড়্‌ভাববিকারবর্জ্জিত। এই ছয় বিকার কি কি? "জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি"—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ। সাংখ্যমতে পুরুষকে এই ছয় বিকারের কোন বিকারই স্পর্শ করিতে পারে না।

অভিপ্রায় বা ফল বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির পরিণামের ফলে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাকে পরিণামের কারণমধ্যে গণ্য করা যায় না।

প্রকৃতির পরিণাম যে স্বতঃসিদ্ধ, গীতা এ মতের অনুমোদন করেন না। গীতা বলেন, প্রকৃতির যে পরিণাম হয়, তাহা পুরুষের অধিষ্ঠান জন্য।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ [গীতা ৯।১০]

'ভগবানের অধিষ্ঠানবশতই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে। আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম (বিকার) সংঘটিত হয়।'

যাবৎ সন্দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ [গীতা—১৩।২৬]

'জগতে স্থাবর জঙ্গম যে কিছু বস্তু আছে, সে সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের সংযোগজনিত জানিবে।' *

এখানে ক্ষেত্র অর্থে প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থে পুরুষ (ঈশ্বর)। সাংখ্যশাস্ত্রেও এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাংখ্যেরাও বলেন যে, সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফল (তৎকৃতঃ সর্গঃ)। প্রচলিত সাংখ্যশাস্ত্রে যখন ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত, তখন অবশ্য সাংখ্যেরা এ স্থলে পুরুষ অর্থে ঈশ্বর বুঝেন না, জীব বুঝেন। অতএব মূলতত্ত্ব বিকৃত হইয়া সাংখ্যমতে এইরূপ আকার ধরিয়াছে যে, জীব ও প্রকৃতির সংযোগ দ্বারা সৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়। তাহাই যদি হইল, তবে প্রকৃতির স্বতঃ

* 'স ঐক্ষত', 'স ঈক্ষাঞ্চক্রে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এ মতের পোষকতা করিতেছে।

পরিণাম-বাদের কি গতি হইবে? দ্বিতীয় কথা, সাংখ্যমতে যখন পুরুষ বহু, এবং প্রত্যেক পুরুষই সর্ব্বব্যাপী, তখন যতদিন না সমস্ত পুরুষের মুক্তি সিদ্ধ হইবে, ততদিন প্রকৃতির পরিণাম নিবৃত্ত হইতে পারে না। অথচ, সাংখ্যেরা বলিতেছেন যে, কোন জীব বিবেকজ্ঞান লাভ করিলে প্রকৃতির পরিণাম নিবৃত্ত হইয়া যায়। (৬৫ কারিকার "নিবৃত্তপ্রসবা" ও ৬৮ কারিকায় "প্রধানবিনিবৃত্তৌ" শব্দ দ্রষ্টব্য)। তখনও ত প্রকৃতির সহিত কোন না কোন পুরুষের সংযোগ থাকে। তথাপি এরূপ হয় কেন? সাংখ্যেরা হয় ত বলিবেন যে, তত্ত্বজ্ঞানীর সম্বন্ধে যে প্রকৃতির পরিণাম নিরুদ্ধ হয়, তাহা সমষ্টি প্রকৃতি নহে, "ব্যষ্টি" প্রকৃতি। অর্থাৎ, প্রকৃতির যে ভগ্নাংশ সেই তত্ত্বজ্ঞানীর লিঙ্গশরীর-রূপে প্রবিভক্ত ছিল, তাহারই পরিণাম নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু অখণ্ড প্রকৃতির পূর্ব্বাপর যে পরিণাম প্রচলিত ছিল, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে। জ্ঞানীর মোক্ষ প্রসঙ্গে যদি প্রকৃতির এইরূপ সংকীর্ণ অর্থ ধরা হয়, তবে যে স্থলে 'প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগকে সৃষ্টির হেতু বলা হইয়াছে, সে স্থলেও এইরূপ সংকীর্ণ অর্থ কেন না গৃহীত হইবে? পুরুষ বা জীবের সহিত সংযুক্ত হইলে যে প্রকৃতির পরিণাম হয়, তাহা অখণ্ড প্রকৃতি নহে—তাহার ভগ্নাংশ জীবের কারণ-শরীর-রূপী ব্যষ্টিপ্রকৃতি মাত্র। এই সংযোগকে লক্ষ্য করিয়া সাংখ্যেরা জীবকে সন্নিধিমাত্রে উপকারী অয়স্কান্ত মণিতুল্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অয়স্কান্ত মণি যেমন সাক্ষাৎসম্বন্ধে লৌহের সংস্রবে না আসিয়াও লৌহকে গতিশীল করে, সেইরূপ পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইলেও সন্নিধিমাত্রেই প্রকৃতিকে পরিণামশীল করেন।* কিন্তু যে

* সাংখ্যদিগের অয়স্কান্ত মণির দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে। সাংখ্য মতে পুরুষ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্যাপার। অয়স্কান্ত-মণি কি তাহাই? আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিয়াছি যে, অয়স্কান্ত-মণি ক্রিয়াশীল চৌম্বক শক্তির কেন্দ্রস্থল। সাংখ্যোক্ত পুরুষ যিনি চিন্মাত্র,

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়, সে প্রকৃতি অখণ্ড প্রকৃতি, সে পুরুষ পুরুষোত্তম।* বস্তুত, ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টিরূপে পরিণামের যথার্থ কারণ। প্রলয়ে ঐ অধিষ্ঠান্ থাকে না, সেই জন্যই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা থাকে। প্রলয়ে প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম সাংখ্যদিগের কল্পনামাত্র। সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবান্ প্রকৃতিকে "ঈক্ষণ" করেন। তাহারই ফলে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিয়া প্রকৃতির পরিণাম আরব্ধ হয়। ভগবান্ গীতাতে ইহাকেই প্রকৃতিতে গর্ভাধান বলিয়াছেন।

মমযোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ব্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ [গীতা, ১৪-৪।৫]

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, 'প্রকৃতিতে আমি যে গর্ত্তাধান করি, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়। জগতে যে কিছু মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহার যোনি (মাতৃস্থানীয়া), এবং ভগবান্ তাহার বীজপ্রদ পিতা।'

(true monad) তিনি নিষ্ক্রিয় বটেন। কিন্তু যিনি সন্নিধিমাত্রে উপকারী—যাঁহার অধিষ্ঠান ও ঈক্ষণ জন্ত প্রকৃতির পরিণাম হয়, তিনি পুরুষ নহেন, পুরুষোত্তম। তিনি নিষ্ক্রিয় নহেন।

* পুরুষের সন্নিধি ভিন্ন যদি প্রকৃতির পরিণাম সিদ্ধ না হয়, তবে সাংখ্যেরা প্রলয়কালে যখন পুরুষের সহিত প্রকৃতির কোন সংযোগই থাকে না, সে সময়ে প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ সদৃশ পরিণাম কিরূপে সিদ্ধ করিবেন? হয়, উক্ত পরিণাম কাল্পনিকমাত্র, অথবা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ পরিণামের প্রকৃত কারণ নহে।

মহদ্‌ব্রহ্ম = অচেতনা প্রকৃতি।

গর্ভ = চেতনাপ্রকৃতি, পুরুষ। *

ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজম্ অবাসৃজৎ।—মনুসংহিতা।

'ভগবান্ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমত আপ্ (প্রকৃতি) সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীজের আধান করিলেন।'

উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্। ২।৬।১

অনেন জীবেন আত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬।৩।২]

'ভগবান্ জীবরূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের বিকার সিদ্ধ করিলেন।'

---

* মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিঃ—শঙ্কর। প্রকৃতিরিত্যর্থঃ—শ্রীধর।

অব্যাকৃতম্ প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া।—মধুসূদন।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-প্রকৃতিদ্বয় শক্তিমান্ ঈশ্বরোঽহম্ **ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামি[শঙ্কর]

জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগযোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামি।

[শ্রীধর]

ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ কার্য্য-কারণ-সংঘাতেন সংযোজয়িতুম্ চিদাভাসাখ্য রেতঃ-সেকপূর্ব্বকং মায়াবৃত্তিরূপং গর্ভম্ অহং আদধামি।—[মধুসূদন]

"ইতস্ত্বন্যাম্ প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং জীবভূতাম্" ইতি চেতনপুঞ্জরূপা যা প্রকৃতিঃ নির্দ্দিষ্টা সেহ সকল প্রাণিবীজতয়া গর্ভশব্দেন উচ্যতে। তস্মিন্নচেতনে যোনিভূতে মহতি ব্রহ্মণি চেতনপুঞ্জরূপং গর্ভং দধামি।—রামানুজ।

সেই জন্য গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি।

প্রকৃতির পরিণাম যে পুরুষের অধিষ্ঠান জন্য, তাহা ভাগবতেও স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে।

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥
ততোভবৎ মহত্তত্ত্বং।—ভাগবত, ৩।৫।২৬-৭

'কাল প্রাপ্ত হইলে অতীন্দ্রিয় শক্তিমান্ পরমাত্মা গুণময়ী মায়াতে আত্মভূত পুরুষ রূপে বীর্য্যাধান করিলেন। তাহা হইতেই মহৎতত্ত্ব আবির্ভূত হইল।'

কালাৎ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদ্ অভূৎ॥ [ভাগবত ২।৫।২২]

অর্থাৎ, সৃষ্টির পক্ষে তিনটি কারণ ;—কাল, কর্ম্ম ও প্রকৃতি। প্রলয়ের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে, পূর্ব্ব কল্পের অভুক্ত কর্ম্মের ভোগের জন্য প্রকৃতির পরিণাম হয়।

অর্থাৎ, সৃষ্টির উপাদানকারণ প্রকৃতি, এবং নিমিত্তকারণের অন্যতম জীবের অদৃষ্ট। জীবের পূর্ব্বকল্পীয় অভুক্ত কর্ম্ম যে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ, তত্ত্বসমাসে বা সাংখ্যকারিকায় তাহার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কিন্তু পৌরাণিক মত স্মরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাংখ্যপ্রবচনসূত্র স্থানে স্থানে ঐ মতের সমাবেশ করিয়াছেন।

ন কর্ম্মণ উপাদানব্যায়োগাৎ। [সাংখ্যসূত্র, ১।৮১]
কর্ম্মণোঽপি ন বস্তুসিদ্ধির্নিমিত্তকারণস্য কর্ম্মণো ন মূল-

কারণত্বং গুণানাং দ্রব্যোপাদানব্যায়োগাৎ ॥

[ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য]

ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ। [সাংখ্যসূত্র, ৩।১০]

অত্র বিশেষবচনাৎ সমষ্টিসৃষ্টির্জীবানাং সাধারণৈঃ কর্ম্মভির্ভবতীত্যায়াতম্। [ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য]

কর্ম্মাকৃষ্টের্বানাদিতঃ—৩।৬২ সূত্র।

যতঃ কর্ম্মানাদি অতঃ কর্ম্মভিরাকর্ষণাদপি প্রধানস্যাবশ্যকী ব্যবস্থিতা চ প্রবৃত্তিঃ (বিজ্ঞানভিক্ষু)।

যে হেতু কর্ম্ম অনাদি, অতএব প্রকৃতির প্রবৃত্তি কর্ম্মের আকর্ষণেও সিদ্ধ হইতে পারে।

কর্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভাবোঽপ্যনাদির্বীজাঙ্কুরবৎ॥*

[সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৭]

এখানে কর্ম্মকে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বলা হইল। অন্যত্র কিন্তু প্রকৃতির পরিণাম কারণান্তরের অপেক্ষা করে না, এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে।

কর্ম্মবৎ দৃষ্টের্বা কালাদেঃ—৩।৬০ সূত্র।

কালাদেঃ কর্ম্মবদ্বা স্বতঃ প্রধানস্য চেষ্টিতং সিদ্ধ্যতি।

(বিজ্ঞানভিক্ষু।)

---

* যেষাং সাংখ্যৈকদেশিনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ স্বস্বামিভাবো ভোগ্য-ভোক্তৃ-ভাবঃ কর্ম্মনিমিত্তকস্তন্মতেঽপি স প্রবাহরূপে নানাদিরেব।

[সাংখ্যসূত্র ১৩।৬৭ সূত্রের—বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্য।]

অর্থাৎ প্রধানের ব্যাপার স্বতই সিদ্ধ হয়—যেমন ঋতুর পরিবর্তন রূপ কালাদি কর্ম।

অদৃষ্টোদ্ভূতিবৎ সমানত্বম্। [সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৫]

যথা সর্গাদিষু প্রকৃতিক্ষোভককর্ম্মাভিব্যক্তিঃ কালবিশেষমাত্রাদ্ভবতি তদুদ্বোধককর্ম্মান্তরস্য কল্পনেঽনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ তথৈবাহঙ্কারঃ কালমাত্রনিমিত্তাদেব জায়তে ন তু তস্যাপি কর্ত্রন্তরমস্তীতি সমানত্বমাবয়োরিত্যর্থঃ।

[ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য]

অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রারম্ভে যে প্রকৃতির ক্ষোভ বা পরিণাম অভিব্যক্ত হয়, তাহা কালবশেই সিদ্ধ হয়; তজ্জন্য কর্ম্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না।

অন্যত্র সূত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন—

প্রধানসৃষ্টিঃপরার্থং স্বতঃ। [সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৮]

'প্রধানের পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ।' তাহার প্রয়োজন—অপরের (পুরুষের) অর্থ সিদ্ধি (ভোগ ও মোক্ষ সাধন)।' *

---

* সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম যে কারণান্তরনিরপেক্ষ ও স্বতঃসিদ্ধ, ইহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও মতানুযায়ী। বেদান্তভাষ্যে তিনি সাংখ্যমতের এইরূপ বিবরণ করিয়াছেন—"যথা তৃণপল্লবোদকাদি নিমিত্তান্তর-নিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে,এবং প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণংস্যত ইতি * * যথা ক্ষীরমচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিবৃদ্ধ্যর্থং প্রবর্ত্ততে, যথা চ জলমচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্যন্দতে, এবং প্রধানম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্ত্তিষ্যত ইতি ** সাংখ্যানাং ত্রয়ো গুণাঃ সাম্যেনাবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানং, নতু তদ্‌ব্যতিরেকেন প্রধানস্য প্রবর্ত্তকং নিবর্ত্তকং বা কিঞ্চিৎ বাহ্যম্ অপেক্ষ্যম্ অবস্থিতমস্তি।—২।২।৩-৫ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য।

আবার অন্যত্র অবিবেক বা তৃষ্ণাকেই সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে।—

সৃষ্টের্মুখ্যং নিমিত্তকারণমাহ—

রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ॥ [সাংখ্যসূত্র, ২।৯]

রাগে সৃষ্টিঃ বৈরাগ্যে চ যোগঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।

[ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য]

অর্থাৎ 'সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্ত কারণ—রাগ বা তৃষ্ণা।'

অবিবেকনিমিত্তো বা পঞ্চশিখঃ। [সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৮]

অবিবেকনিমিত্তো বা স্বস্বাভিভাব ইতি পঞ্চশিখ আহ। তন্মতেঽপ্যনাদিরিত্যর্থঃ। এতদেব স্বমতং প্রাগুক্তত্বাৎ।

[ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য]

অর্থাৎ, পুরুষ অবিবেক-বশে নিজেকে প্রকৃতির সহিত সরূপ জ্ঞান করেন। তাহার ফলে সৃষ্টি সিদ্ধ হয়। এইরূপে দেখা যায় যে, সাংখ্য-প্রবচনসূত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী মতের সমাবেশ করাতে স্থানে স্থানে অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। সে যাহা হউক, প্রকৃতির পরিণাম যে পুরুষের অধিষ্ঠান ভিন্ন সিদ্ধ হয় না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

জাতক্ষোভাদ্ ভগবতো মহান্ আসীৎ গুণত্রয়াৎ।—

ভাগবত, ৩।২০।১২।

'ভগবান্ হইতে প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে মহানের প্রাদুর্ভাব হয়।'

সম্ভবতঃ ইহাই প্রাচীন সাংখ্য মত।* কোন কোন সাংখ্যগ্রন্থে

* অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার (Max Muller) তাঁহার হিন্দুদর্শন গ্রন্থে তত্ত্বসমাসের যে সারসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে এ কথার সমর্থন হয়।

এ শ্রুতিটি উদ্ধৃত দেখা যায়—'অগ্রে তম আসন্, তদ্বৈ পরেণেরিতং বিষমত্বং প্রায়াৎ তদ্বৈ রজোরূপং। তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রায়াৎ। তদ্বৈ সত্ত্বরূপম্।' সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে এই মতের অনুসরণ করা হইয়াছে।

সাংখ্যাদিযোগশাস্ত্রেষু শ্রুতিপুরাণেষু চাদিসর্গে যথোদিতং তদত্রোচ্যতে। তত্র প্রকৃতির্নামাব্যক্তমব্যাকৃতং গুণসাম্যং কারণম্ ইত্যাদয়ঃ প্রকৃতেঃ পর্য্যায়াঃ। তস্যাঃ প্রকৃতেরন্তর্ভগবান্ সর্ব্বব্যাপকঃ পুরুষোঽস্তি।—সিদ্ধান্তশিরোমণি ; গোলাধ্যায় ; ভুবনকোশ।

'অর্থাৎ সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্রে এবং শ্রুতিপুরাণ প্রভৃতিতে আদি সৃষ্টির প্রকার যেরূপে উক্ত হইয়াছে, তাহা লিখিত হইতেছে। প্রকৃতিই মূল কারণ; অব্যক্ত, অব্যাকৃত, গুণসাম্য প্রভৃতি প্রকৃতির নামান্তর। সেই প্রকৃতির অভ্যন্তরে ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ অধিষ্ঠান করেন। তাহারই ফলে সৃষ্টি হয়।'

গৌড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন—যথা স্ত্রীপুরুষসংযোগাৎ সুতোৎপত্তিস্তথা প্রধানপুরুষসংযোগাৎ সর্গস্য উৎপত্তিঃ। [২১ কারিকার ভাষ্য]

"From the *Abyakta* undeveloped *Prakriti*, when superintended by the high and omnipresent *Purusa* (spirit), *Buddhi* arises ; and this of eight 8 kinds."

Max Muller's Indian Philosophy, pages 345. 346,

এই high and omnipresent পুরুষ, সর্ব্বব্যাপী পুরুষোত্তম ভগবান্ ভিন্ন আর কে হইতে পারেন?

তাহাই যদি হয়, তবে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, সন্নিধিমাত্রে উপকারী,—এ সকল মতের স্থল কোথায়?

প্রকৃতির পরিণাম যে স্বভাবসিদ্ধ নহে, তাহা যুক্তি দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। প্রকৃতি জগতের নির্ব্বিশেষ উপাদান (homogeneous root matter)। যাহা নির্ব্বিশেষ (homogeneous) তাহার যে সাম্যাবস্থা, সে সাম্যাবস্থা ভঙ্গুর (unstable equilibrium)। ভঙ্গুর সাম্যাবস্থা বলিলে ইহাই বুঝায় যে, সে অবস্থায় শক্তিসমূহের সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু যদি বাহিরের কোন শক্তি (সে শক্তি যতই সামান্য হউক না কেন) তাহার মধ্যে আপতিত হয়, তবেই সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, এবং সেই নির্ব্বিশেষ উপাদান পরিণামোন্মুখ হইয়া বিকার-গ্রস্ত হয়। আর তাহার ফলে ক্রমশঃ অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হয় (অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ); এবং সেই বিশেষভাবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং বিশেষ পর পর সবিশেষে পরিণত হয়।*

এ সম্বন্ধে হার্‌বার্ট স্পেন্‌সার (Herbert Spencer) যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

The condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium. The phrase unstable equilibrium is one used in mechanics to express a balance of forces of such kind that the interference of any further force, however minute, will destroy the arrangement previously subsisting and bring about a totally different arrangement.

It is clear that not only the homogeneous must lapse into the non-homogeneous but that the more homogeneous must tend ever to become less homogeneous,—*Herbert Spencer's First Principles : the instability of the Homogeneous, p. 358.*

এই যে অতিরিক্ত শক্তি (further force), যাহার আগমন ভিন্ন নির্ব্বিশেষ সবিশেষে পরিণত হইতে পারে না, সে শক্তি কোথা. হইতে আইসে ? গীতা বলিতেছেন, ঈশ্বর হইতে।

"যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।"

'ভগবান হইতেই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রসৃত হয়'।*

সাংখ্যেরা ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন না। সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বর শাস্ত্র। তত্ত্বসমাস অথবা কারিকায় ঈশ্বরের কোনই প্রসঙ্গ নাই। প্রবচনসূত্রে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই; পরন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। সেই জন্য পাতঞ্জলদর্শন হইতে (যে দর্শনে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হইয়াছেন) কাপিল দর্শনকে পৃথক্ করিয়া ইহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, সূত্রকার "অভ্যুপগমবাদ" অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অর্থাৎ যদিই বা তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন না, তাহাতেও মুক্তির কোনও বাধা হইতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। মাধবাচার্য্যও "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে"

---

* এ সম্বন্ধে শ্রীমতী অ্যানি বেসেণ্ট তাঁহার 'Esoteric Christianity' গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন (২৩১ পৃষ্ঠা)—

When the three qualities are in equilibrium there is the one, the virgin matter, unproductive; when the power of the Highest overshadows Her and the breath of the spirit comes upon Her, the qualities are thrown out of equilibrium and She becomes the Divine Mother of the worlds.

বাচস্পতি মিশ্রের মতের অনুমোদন করিয়াছেন।* এ সম্বন্ধে সাংখ্য-সূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সন্দেহমাত্র থাকে না।

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। [সাংখ্যসূত্র ১।৯২]।
মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ। [ঐ১।৯৩]
উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্। [ঐ ১।৯৪]
প্রমাণাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ। [ঐ ৫।১০]
অহঙ্কারকর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধিঃ। [ঐ ৫।১১]
নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ। [ঐ ৬।৬৪]

* মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার স্বকৃত হিন্দুদর্শনে এই মতেরই পোষকতা করিয়াছেন। হিন্দুদর্শন—২৫৪ পৃষ্ঠা।

প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীরও ঐ মত। গীতার ১৪।১ শ্লোকের টীকায় তাঁহারা লিখিয়াছেন—

'স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছয়ৈব।' শ্রীধর। 'তত্র নিরীশ্বরসাংখ্যমতনিরাকরণেন ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগস্য ঈশ্বরাধীনত্বং বক্তব্যম্'। মধুসূদন। অর্থাৎ নিরীশ্বর সাংখ্যেরা প্রকৃতি পুরুষের সংযোগকে যে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাহা সঙ্গত নহে;—সে সংযোগ ঈশ্বর-পরতন্ত্র।

ম্যাক্সমূলার, কিন্তু, বিজ্ঞানভিক্ষুর মতের অনুসরণ করিয়াছেন।

It is true that the Shankhya Philosophy was accused of atheism, but that atheism was very different from what we mean by it. It was the negation of the necessity of admitting an active or limited personal god.—*Indian Philosophy—p. 865.*

Nor does he enter on any arguments to disprove the existence of one only God. He simply says—and in that respect he does not differ much from Kant that there are no logical proofs to establish that existence, but neither does he offer any such proofs for denying it. *Max-Muller*, Indian Philosophy---p. 397.

• অর্থাৎ ঈশ্বরকে সিদ্ধ করিবার কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহার কোনরূপ ক্রিয়া বা ব্যাপার নাই। আর জগৎসৃষ্টির প্রতি তাঁহার প্রবৃত্তিই বা হইবে কিরূপে? যদি তাঁহাকে বদ্ধ বল, তবেই তাঁহার প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয়; কিন্তু বদ্ধ হইলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। অতএব এ বিষয়ে তাঁহার অক্ষমতা আসিয়া পড়ে। আর যদি তাঁহাকে মুক্ত বল, তবেই ত তিনি পরিপূর্ণ, আপ্তকাম হইলেন; তাঁহার কোনই প্রয়োজন—কিছুরই অপেক্ষা থাকিতে পারে না। তিনি কেন সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? যদি বল, পরদুঃখপ্রহরণের জন্যই তাঁহার প্রবৃত্তি, তাহাও সঙ্গত নহে। তিনি যদি করুণাময়, তবে দুঃখের সৃষ্টি করিলেন কেন? জীবকৃত কর্ম্মের বৈচিত্র্য-অনুসারে বিচিত্র প্রাণিসমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন—এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, কর্ম্ম ত অচেতন; চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন কর্ম্ম কিরূপে ফল জন্মাইতে পারে? ইত্যাদি।*

---

* সাংখ্যেরা নিত্য-ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়া জন্য-ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। (নিত্যেশ্বরস্যৈব বিবাদাস্পদত্বাৎ—৩।৫৭ সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু) তাঁহারা বলেন যে, যে জীব পূর্ব্বকল্পে প্রকৃতি-লয়প্রাপ্ত হন, তিনিই পরবর্ত্তী কল্পে সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বকর্ত্তা আদি-পুরুষরূপে আবির্ভূত হন। এইরূপ জন্য-ঈশ্বর প্রমাণসিদ্ধ।

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা। স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা। [সাংখ্যসূত্র ৩।৫৬,৫৭]

তাঁহারা বলেন, বেদে যে ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহাতে এইরূপ মুক্তপুরুষেরই (জন্য-ঈশ্বরেরই) প্রশংসা বা উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা। [সাংখ্যসূত্র—১।৯৫]

বিজ্ঞানভিক্ষু আবার কোন কোন সূত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। 'অহঙ্কারকর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধিঃ নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ' (৬।৬৪) এই সূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—'অনেন সূত্রেণ অহঙ্কারোপাধিকং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ সৃষ্টিসংহারকর্তৃত্বং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমপি প্রতিপাদিতম্'। আবার 'মহতোঽন্যৎ' তিনি এই

এই সকল দুর্ব্বল ও অসার যুক্তির অবতারণা করিয়া সাংখ্যেরা ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অবশ্য, এ সকল যুক্তি তাঁহাদের নিকট সমীচীন বোধ হইয়াছে। অপরে কিন্তু, ইহার সারবত্তা ততটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারগ নহেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গীতা ঈশ্বরবাদে সমুজ্জ্বল। ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়া গীতা একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না। সাংখ্যশাস্ত্রে কৈবল্য-লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছু-মাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর ত নাই-ই; যদি বা থাকিতেন, তাহা হইলেও সাংখ্যদর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহার সহিত জীবের কোনও রূপ সম্বন্ধস্থাপনের প্রয়োজন হইত না।† কারণ সাংখ্যদর্শনোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের (ঈশ্বর যাহার অন্তর্ভূত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্য লাভ করিবে। ইহাই সাংখ্য-প্রদর্শিত মুক্তিপথ।

সূত্রের (৬।৬৬) ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'অনেন চ সূত্রেণ মহৎতত্ত্বোপাধিকং বিষ্ণোঃ পালকত্বমুপপাদিতম্'। অতএব তাঁহার মতে প্রবচনসূত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই ত্রিমূর্ত্তিরই উপদেশ রহিয়াছে। সূত্র কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার আলোকে আলোকিত না হইলে আমরা এ সকল উপদেশের সাক্ষাৎ পাইতাম কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে।

† এ সম্বন্ধে Max Muller এইরূপ লিখিয়াছেন,—

There is a place in his system for any number of subordinate Devas, but there is none for God, whether as the creator or as the ruler of all things. There is no direct denial of such a being, no outspoken atheism in that sense, but there is simply no place left for him in the system of the world, as elaborated by the old Philosopher.---*Indian Philosophy. Atheism of Kapila*—page *397*.

বলা বাহুল্য, গীতার অনুমোদিত পথ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া, সে পথে পর্য্যটন করিতে হয়।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত (ultimate duality)। প্রকৃতি জড়—জগতের অমূল মূল, * এবং পুরুষ জড়ের বিপরীত—চেতন। এই প্রকৃতি পুরুষের মহা দ্বৈতে সাংখ্য শাস্ত্রের পর্য্যবসান। এই উভয়ের সমন্বয়ে (synthesis) যে চরম একত্বে উপনীত হওয়া যায়, সাংখ্যদর্শনে তাহার আভাস নাই। গীতা, কিন্তু, সে চরম একত্বের সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। গীতার মতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ, ভগবানের দুইটি বিভাব (aspect) মাত্র। গীতা বলেন, ভগবানের দুই প্রকৃতি; অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি= সাংখ্যোক্ত প্রধান; পরা প্রকৃতি=সাংখ্যোক্ত পুরুষ। ইহারা গীতার মতে চরম তত্ত্ব নহে; কিন্তু ভগবানের বিলাসমাত্র।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

---

* মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলং। [সাংখ্যসূত্র, ১।৬৭]
অমূল মূল – Rootless root.
সমানপ্রকৃতের্দ্বয়োঃ। (১।৬৯ সূত্র)

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ [গীতা ৭।৪—৭]

ভগবান্ বলিতেছেন, 'আমার দুই প্রকৃতি, অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি,—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত। আর পরা প্রকৃতি—জীবভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃত্তি। আমিই চরম তত্ত্ব, আমার পরে আর কিছুই নাই। যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।'

অর্থাৎ, গীতার মতে ভগবানই চরম তত্ত্ব; প্রকৃতি পুরুষ চরম নহে। তাহারা স্বতন্ত্র নহে—ঈশ্বরপরতন্ত্র*। জড়বর্গের উপাদান তাঁহার অপরা প্রকৃতি, এবং জীবরূপী পুরুষ তাঁহার পরা প্রকৃতি। আধুনিক সাংখ্যেরা পুরুষ অর্থে কেবল চিন্মাত্র (Monad) বুঝেন। গীতা যাহাকে পরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন, যাহা জগৎ ধারণ করিয়া আছে, জীব (monad) তাহার ভগ্নাংশমাত্র। ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে চরাচর সমস্ত বিশ্বে অনুস্যূত রহিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্‌সার যে ভাবে বিশ্বব্যাপী পাওয়ারের (power) পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, গীতোক্ত পরা প্রকৃতির যেন তিনি কতকটা আভাষ পাইয়াছিলেন।†

* অথবা ঈশ্বরপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্জগৎকারণত্বং ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োঃ—
গীতার শাঙ্কর ভাষ্য।

† The Power which manifests itself in Consciousness is but a differently conditioned form of the power which manifests itself beyond consciousness.

—H. Spencer's Ecclesiastical Institutions, page 838.

অন্যত্র গীতা এই অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতিকে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষর পুরুষ=প্রধান, এবং অক্ষর পুরুষ=ক্ষেত্রজ্ঞ।* এবং ভগবানকে ক্ষরের অতীত ও অক্ষরের উত্তম পরমাত্মা পুরুষোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

The power which manifests throughout the universe distinguished as material is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness.—*Ibid* page 839,

* ক্ষরং জড়বর্গং অতিক্রান্তোহং নিত্যমুক্তত্বাৎ। অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ। ১৫।১৮ শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর টীকা।

'আত্মত্বেন ক্ষরাদ্ অচেতনাদ্ বিলক্ষণঃ পরমত্বেন অক্ষরাচ্ চেতনাদ্ ভোক্তুর্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ'। ১৫।১৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর। 'তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্ব্বানি ভূতানি ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তানি শরীরাণি * * কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা। স তু অক্ষরঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে বিবেকিভিঃ' ১৫।১৬ শ্লোকের শ্রীধরকৃত টীকা। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন সরস্বতী কিন্তু ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষের ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অক্ষর পুরুষ=ভগবানের মায়াশক্তি এবং ক্ষর পুরুষ=তাহার বিকার বা বিবর্ত্ত—সমস্ত কার্য্যরাশি। তবে মধুসূদন এ মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। 'কেচিত্তু ক্ষরশব্দেন অচেতনবর্গমুক্ত্বা কূটস্থোঽক্ষর উচ্যত ইত্যনেন জীবমাহুঃ। তন্ন সম্যক্।' অর্থাৎ, 'কেহ কেহ ক্ষর শব্দে জড়বর্গ বুঝিয়াছেন, এবং কূটস্থ অক্ষর শব্দে জীব বুঝিয়াছেন। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে।' আর ইহাও বক্তব্য যে, শঙ্করাচার্য্য 'ক্ষরং প্রধানম্ অমৃতাক্ষরং হরঃ' এই শ্রুতির ভাষ্যে ক্ষরাক্ষরের অর্থ প্রধান ও পুরুষ বুঝিয়াছেন। অতএব, শ্রীধরস্বামীর মত অগ্রাহ্য করিবার নহে।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

[গীতা, ১৫।১৬-১৮]

"ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। ইহা ভিন্ন আর এক জন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি পরমাত্মা। সেই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোক-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত, এবং অক্ষরেরও উত্তম, সেই জন্য তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত।" অতএব গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ চরম তত্ত্ব নহে।

অন্যান্য শাস্ত্রও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপ-নিষদে ভগবান্‌কে "প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতি" এই বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। ভাগবত তাঁহাকে "প্রধানপুরুষেশ্বরঃ" বলিয়াছেন। বিষ্ণু-পুরাণে দেখিতে পাই যে, প্রহ্লাদ ভগবান্‌কে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন, "যতঃ প্রধানপুরুষৌ"—যাঁহা হইতে প্রধান ও পুরুষের আবির্ভাব হয়।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তাঁহার প্রকৃতি, পরা ও অপরা রূপে বিভিন্না হন।

যা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিস্তে সিসৃক্ষয়া।—

[উৎকলখণ্ড, ২।২৯।]

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে পরাশর বলিতেছেন—

একঃ শুদ্ধঃ ক্ষরো নিত্যঃ সর্ব্বব্যাপী পুরাতনঃ।
সোঽপ্যংশঃ সর্ব্বভূতস্য মৈত্রেয় পরমাত্মনঃ॥

প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।

পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি॥ ৬।৪।৩৫, ৩৮।

'পুরুষ এক,* শুদ্ধ, অক্ষর, নিত্য, ও সর্ব্বব্যাপী; তিনি সর্ব্বভূতময় পরমাত্মার অংশ। আমি তোমাকে যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপা প্রকৃতির কথা বলিয়াছি, সেই প্রকৃতি ও এই পুরুষ উভয়ই পরমাত্মাতে বিলীন হন।'†

অতএব দেখা গেল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ চরম দ্বৈত নহে। এ উভয় পরমাত্মারই বিভাব বা প্রকার মাত্র।

শ্রুতিও এই উপদেশের সমর্থন করিতেছেন,—

ক্ষরং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ

ক্ষরাত্মনৌ ঈশতে দেব একঃ।—[শ্বেতাশ্বতর ১।১০।]

'ক্ষরই প্রধান, অক্ষর অমৃত‡; যে অদ্বিতীয় দেব ক্ষর ও আত্মার প্রভু, তিনিই ভগবান্ হর।'

এই প্রকৃতি পুরুষকে শাস্ত্র নানা স্থানে নানা সংজ্ঞায় পরিচিত করিয়াছেন। কোথাও ইহাদিগের নাম দিয়াছেন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ; কোথাও বলিয়াছেন মূল প্রকৃতি ও প্রত্যগাত্মা; কোথাও বলিয়াছেন, অন্ন ও অন্নাদ; কোথাও বলিয়াছেন স্বধা ও প্রযতি; কোথাও বলিয়াছেন, রয়ি ও প্রাণ; আবার কোথাও অপ্ ও মাতরিশ্বা। কিন্তু যেখানেই দে

---

* পুরুষ যে বহু নন্—এক, বিষ্ণুপুরাণও ঐ মতের অনুমোদন করিতেছেন।

† সেই জন্য বিষ্ণুপুরাণের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ।

স সংকোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ॥

‡ স ঈশ্বরঃ ক্ষরাত্মনৌ প্রধানপুরুষৌ ঈশতে ঈষ্টেদেব একশ্চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা।—শঙ্করভাষ্য।

ভাবে উল্লেখ করুন, শাস্ত্র কোথাও এ দোঁহাকে চরম তত্ত্ব বলিয়া প্রকাশ করেন নাই।

প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ।

*   *   *   *

সমিথুনমুৎপাদয়তে * * রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি।
এতৌ মে বহুধা প্রজা করিষ্যত ইতি।—[প্রশ্ন ১।৪।]

'প্রজাপতি প্রজাকামনা করিয়া রয়ি ও প্রাণ এই যুগ্ম উৎপাদন করিলেন। ইহারাই আমার নিমিত্ত বহুবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে।'

এতাবদ্ বা ইদং সর্ব্বম্। অন্নং চৈবান্নাদশ্চ। সোম এবান্নং অগ্নিরন্নাদঃ—[বৃহদারণ্যক ১।৪।৬]

'অন্ন ও অন্নাদ—এই উভয়ে মিলিয়া সমস্ত জগৎ। সোম হন্—অন্ন, এবং অগ্নি—অন্নাদ'।

তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি।—[ঈশ, ৪।]

'মাতরিশ্বা (প্রাণ) ভগবানে অপ্ নিহিত করেন।' অপ্= কারণার্ণব=অব্যক্ত প্রকৃতি। মাতরিশ্বা=প্রাণ=পুরুষ। প্রলয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই ভগবানে বিলীন হয়।

'অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একী ভবতি'—শ্রুতি। অর্থাৎ অক্ষর তমসেতে লীন হয়, তমঃ পরমেশ্বরে একীভূত হয়। তমঃ প্রকৃতিরই একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা।* প্রলয়ে প্রকৃতি পুরুষ মহেশ্বরে

---

* আসীদিদং তমোভূতম্ (মনু); তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে (ঋগ্বেদ নাসৎ সূক্ত); 'অগ্রে তম আসন্' প্রভৃতি বাক্য এ কথা সপ্রমাণ করিতেছে। আরও দেখা যায়, তত্ত্ব-সমাসে তমঃ শব্দ প্রকৃতির একপর্য্যায়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিলীন হয়, শ্রুতি ইহারই উপদেশ করিলেন। এই জন্যই ভগবানের একটি নাম নারায়ণ। নারায়ণ=নারের অয়ন বা আশ্রয়। নার অর্থে অপ্ বা কারণার্ণব। (আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ—মনু)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এ সম্বন্ধে গীতার মতই সর্ব্বশাস্ত্রের অনুমোদিত।

নবম অধ্যায়

পাতঞ্জলদর্শন।

পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পাতঞ্জলদর্শনের প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি। পাতঞ্জলদর্শনে সর্ব্ব-সমেত ১৯৫ সূত্র আছে। এই দর্শন চারি পাদে বিভক্ত; ইহাদিগের নাম যথাক্রমে—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। পাতঞ্জল দর্শনের এক প্রাচীন ও প্রামাণিক ভাষ্য প্রচলিত আছে। দার্শনিক-সমাজে ইহা "ব্যাসভাষ্য" নামে পরিচিত। বাচস্পতি মিশ্র, "তত্ত্ববৈশারদী" নামে এবং বিজ্ঞানভিক্ষু "যোগবার্ত্তিক" নামে ঐ ব্যাসভাষ্যের টীকা রচনা করিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের ভোজরাজ-কৃত এক সংক্ষিপ্ত ও উপাদেয় বৃত্তি প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্ষুর "যোগসার-সংগ্রহ"ও উল্লেখযোগ্য।

পাতঞ্জলদর্শনের একটি নাম সাংখ্যপ্রবচন। তাহার কারণ এই যে, ভগবান্ পতঞ্জলি সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিলের দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও অঙ্গীকার করিয়াছেন। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব (পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত) এ দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে *। কিন্তু পতঞ্জলি এই

---

* "পাতঞ্জলদর্শনে সাংখ্যদর্শনোক্ত পদার্থাবলী অবলম্বিত হইয়াছে। অধিকন্তু সাংখ্য-দিগের অনঙ্গীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত ঈশ্বর পাতঞ্জলদর্শনে অঙ্গীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছেন।"—মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারকৃত হিন্দুদর্শন; প্রথম ভাগ, ৩২১ পৃষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যমতের নিরাস করিয়া সূত্রকার লিখিয়াছেন,—অনেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ, অর্থাৎ, ইহার দ্বারা যোগদর্শনও নিরাকৃত হইল। এরূপ বলার

পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপর আর একটি অধিক তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন। সে তত্ত্ব ঈশ্বর। ঈশ্বর সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন *; তিনি পুরুষবিশেষ। সেই জন্য নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে পৃথক্ করিবার জন্য ইহাকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। বস্তুতঃ, পাতঞ্জলদর্শন হইতে ঈশ্বর-তত্ত্ব ও চিত্তনিরোধের উপায়ের প্রসঙ্গ উঠাইয়া লইলে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে বিশেষিত করিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। †

তাৎপর্য্য এই যে, যোগদর্শনে যখন সাংখ্যোক্ত পদার্থাবলীই অবলম্বিত হইয়াছে, তখন সাংখ্যনিরাস দ্বারাই, পাতঞ্জলও নিরাকৃত হইল। এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যা ইত্যতি-দিশতি তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহদাদীনি চ কার্য্যানি অলোক-বেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যন্তে। এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলর লিখিয়াছেন,—The Sankhya is always pre-supposed by the Yoga and Yoga is indeed, as the Brahmans say, sankhya, only modified, particularly in one point, namely in its attempt to develop and systematise an ascetic discipline by which concentration of thought could be attained and by admitting devotion to the Lord as part of that discipline —

[Indian Philosophy p. 409 and p. 417.]

* ব্যাসভাষ্যে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এইরূপে উত্থাপিত হইয়াছে,—"অথ প্রধানপুরুষব্যতি-রিক্তঃ কোঽয়ং ঈশ্বরো নাম।" অর্থাৎ, এই যে ঈশ্বর, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র, তিনি কে?

† If we took away these two characteristic features of the Yoga, the wish to establish the existence of an Isvara against all comers, and to teach the means of restraining the affections and passions of the soul, as a preparation for true knowledge, such as taught by the Sankhya Philosophy, little would seem to remain that is peculiar to Patanjali.—[Max Muller's Indian Philosophy. pp, 412-13.]

এই ঈশ্বরতত্ত্ব কি? পতঞ্জলি ঈশ্বরের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। [১।২৪]
তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং। [১।২৬]
স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। [১।২৬]

'যে পুরুষ-বিশেষ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কশূন্য, তিনিই ঈশ্বর।'

'তাঁহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ।'

'তিনি (ব্রহ্মাদি) পূর্ব্ব আচার্য্যগণেরও গুরু; কারণ, তিনি কালের অতীত।'

সাধারণ পুরুষ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কযুক্ত। ক্লেশ পাঁচ প্রকার;—অবিদ্যা (মিথ্যা জ্ঞান), অস্মিতা, (বিভিন্ন বস্তুতে অভেদ-প্রতীতি), রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মরণভয়)। কর্ম্ম=সুকৃত ও দুষ্কৃত (পাপ ও পুণ্য); বিপাক=কর্ম্মফল। কর্ম্মের ফল ত্রিবিধ; জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ। আশয়=বিপাকের অনুরূপ সংস্কার। সাধারণ পুরুষ এই সকলের সংস্রব এড়াইতে পারে না। অবশ্য মুক্ত পুরুষে ক্লেশাদির কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না; কিন্তু মুক্তির পূর্ব্বে তিনিও ক্লেশাদির অধীন ছিলেন। কিন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরে কোনকালেও ক্লেশাদির সংস্পর্শ ছিল না। কারণ, তিনি নিত্যমুক্ত। পুরুষ (জীব) যেমন বহু, পুরুষবিশেষ (ঈশ্বর) সেরূপ বহু নহেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—তিনি ত্রিকালেরই অতীত। ব্রহ্মা, মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি যে, কল্প মন্বন্তরের প্রারম্ভে শাস্ত্রাদির উপদেশ বা প্রচার করেন,

তাঁহারা সে শাস্ত্রজ্ঞান কোথা হইতে প্রাপ্ত হন্? ঈশ্বরের নিকট হইতে। এই জন্য তাঁহাকে পূর্ব্বগুরুগণেরও গুরু বলা হইয়াছে।

জগতে পরিমাণের তারতম্য দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র জলাশয় অপেক্ষা নদীর পরিমাণ বৃহৎ, আবার নদীর অপেক্ষা সমুদ্রের পরিমাণ বৃহৎ। এইরূপ জ্ঞানেরও কমবেশী আছে। মূর্খের অপেক্ষা পণ্ডিতের, এবং পণ্ডিতের অপেক্ষা সুপণ্ডিতের জ্ঞান অধিকতর। যাঁহাতে জ্ঞান পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহাতে জ্ঞানের মাত্রা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই ঈশ্বর।

অতএব, পাতঞ্জলদর্শনের মতে, তত্ত্ব ২৫টি নহে, ২৬টি। কিন্তু ঐ সকল তত্ত্বের আলোচনা এ দর্শনের মুখ্য বিষয় নহে—ইহারা গৌণ প্রতিপাদ্য মাত্র, আনুষঙ্গিক বা অবান্তর কথা। যোগই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য বিষয়; সেই জন্যই ইহার অপর নাম যোগদর্শন। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—"ন চৈতানি প্রধানাদিসদ্ভাবপরাণি কিন্তু যোগ-স্বরূপ তৎসাধন-তদবান্তরফলবিভূতি-তৎপরমফলকৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি।" অর্থাৎ প্রধানাদির প্রতিপাদন যোগশাস্ত্রের মুখ্য বিষয় নহে; কিন্তু যোগের স্বরূপ, সাধন, গৌণ ফল বিভূতি ও মুখ্য ফল কৈবল্যের নিরূপণই যোগ-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয়।

যোগশাস্ত্রের চারি পর্ব্ব,—হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় পাতঞ্জলদর্শনেরও মতে সংসার দুঃখময়; অতএব হেয়। (দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ। হেয়ং দুঃখম্ অনাগতম্। ২।১৫—১৬)। এই হেয় সংসারের নিদান বা হেতু কি? প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ; (দৃগ্‌ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ)। কিন্তু এই সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবপর, এই হেয়ের নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে; ইহারই নাম হান। (তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানঃ তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্। ২—২৫)। এই

হানের উপায় কি? প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান (বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ—২।২৬) *

এই যে প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান, যাহা পাতঞ্জলমতে মোক্ষলাভের অদ্বিতীয় পন্থা, সে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার উপায় কি? সাংখ্যেরা বলেন যে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইতে পারিলেই সেই সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করা যায়। পাতঞ্জলের মতে কিন্তু সে পরিচয় যথেষ্ট নহে। সেই জন্যই যোগশাস্ত্রের অবতারণা। কারণ পতঞ্জলির মতে প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়—যোগ †। এই যোগ কি?

---

* যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগঃ রোগহেতুঃ আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্ যথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলো সংসারঃ হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগ্দর্শনম্।—২।১৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।

অর্থাৎ, "যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র রোগ, নিদান, আরোগ্য ও ঔষধ, এই চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত; যথা সংসার, সংসারের হেতু, মুক্তি ও মুক্তির উপায়। দুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ সংসারহেতু, সংযোগের অত্যন্তনিবৃত্তি হান, হানের উপায় সম্যগ্দর্শন।" ভগবান্ বুদ্ধদেব যে আর্য্য-সত্য-চতুষ্টয়ের প্রচার করিয়াছেন, যাহা বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ভিত্তি, তাহা এই মতেরই প্রতিধ্বনি।

† Granted that this discrimination, this subduing and drawing away of the Self from all that is not-Self is the highest object of Philosophy. How it is to be reached? And even when reached, how is it to be maintained? By knowledge chiefly would be the answer of Kapila. By ascetic exercises delivering the Self from the fetters of the body and the bodily senses, adds Patanjali,—Maxmuller's Indian Philosophy. p. 407.

"The chief object it (Yoga) had in view was to realize the

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

'চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ'। চিত্তের পাঁচটি অবস্থা লক্ষিত হয়। (১) ক্ষিপ্ত (যখন রজোগুণের আধিক্যে চিত্ত বিশেষ চঞ্চল থাকে), (২) মূঢ় (যখন তমোগুণের আধিক্যে চিত্ত মোহাচ্ছন্ন থাকে), (৩) বিক্ষিপ্ত (যখন সত্ত্বগুণের উদ্রেকে চিত্ত কখনও স্থির, আবার কখনও অস্থির হয়), (৪) একাগ্র (যখন ধ্যেয়বস্তুতে চিত্তের একতান প্রবাহ হয়) এবং (৫) নিরুদ্ধ (যখন বৃত্তির নিরোধ হইয়া বৃত্তিজনিত সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে)। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিত্তে যোগ অসম্ভব। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে "ক্রিয়াযোগের"* দ্বারা একাগ্র করিতে হয়। তখন সাধক প্রকৃত যোগের অধিকারী হন্। কারণ, একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্তই যোগের উপযোগী।

চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার,—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। (১।৬ সূত্র)। প্রমাণ, ত্রিবিধ,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। বিপর্য্যয়= মিথ্যাজ্ঞান। বিষয় না থাকিলেও শব্দজ্ঞানের প্রভাবে যে বৃত্তি উৎপন্ন

---

distinction between the experiencer and the experienced, or as we should call it between the subjet and the object.—Max-Muller's Indian Philosophy. p. p. 465—66.

* তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। [সাধনপাদ ১]

'তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলে।' স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান= ওঙ্কারাদি মন্ত্রজপ, বা মোক্ষশাস্ত্র-অধ্যয়ন। ঈশ্বরপ্রণিধান=ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্মের অর্পণ (ফল সন্ন্যাস)। সাধককে ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিতে হয় কেন? সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ (২।২ সূত্র) স হি আসেব্যমানঃ সমাধিং ভাবয়তি ক্লেশাংশ্চ প্রতনূকরোতি (ব্যাসভাষ্য)। 'সেই ক্রিয়াযোগ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে সমাধি আনয়ন করে, এবং অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশকে হীনবল করে।'

হয়, তাহার নাম বিকল্প, যেমন আকাশকুসুম, নরশৃঙ্গ। নিদ্রা=সুষুপ্তি। স্মৃতি=অনুভূত বিষয়ের স্মরণ। এই পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত আর চিত্ত-বৃত্তি নাই। এই চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধ করিতে হইবে। কারণ, চিত্তের সহিত পুরুষের সংযোগ হেতু চিত্তের সমস্ত বৃত্তি পুরুষে উপচরিত হয়। পুরুষ স্বচ্ছ, কেবল, নির্গুণ। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে রক্ত জবা আনিলে স্ফটিক রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার নীল অপরাজিতা আনিলে স্ফটিক নীলবর্ণ ধারণ করে; বাস্তবিক স্ফটিকের কোনই বর্ণ নাই, তবে উপাধির বর্ণ তাহাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র। সেইরূপ, কেবল নির্ম্মল পুরুষে সুখ দুঃখ মোহ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হইলে, পুরুষ তাহাদের সহিত সারূপ্য (identification) লাভ করিয়া নিজেকে সুখী দুঃখী মনে করে। বাস্তবিক পুরুষের সুখ দুঃখ কিছুই নাই। ইহা কেবল বৃত্তির উপরাগমাত্র। যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে আর পুরুষে বৃত্তির ছায়া নিপতিত হয় না। তখন পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন।

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং বৃত্তিসারূপ্যম্ ইতরত্র।"

[১।৩,৪ সূত্র।]

এই চিত্তবৃত্তিনিরোধের প্রণালী কি? পতঞ্জলি ভিন্ন ভিন্ন আট প্রকার প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যে কোনটির অনু-সরণ করিলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা যাইতে পারে।

১। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ। [১।১২ সূত্র]

'অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত বৃত্তির নিরোধ হইতে পারে।'*

* ভগবান্ গীতাতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে চঞ্চল মনের স্থৈর্য্যসম্পাদনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। (গীতা ৬।৩৫)

২। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা।—১।২৩ সূত্র।

অথবা, ঈশ্বরের প্রণিধান হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। এই সূত্রের ব্যাসভাষ্য এইরূপ ;—কিম্ এতস্মাৎ এবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি। অথাস্য লাভে ভবতি অন্যোঽপি কশ্চিৎ উপায়ো ন বেতি। ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা। প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্লাতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি। (১।২৩ সূত্রের ব্যাসভাষ্য)

অর্থাৎ 'এই অভ্যাস বৈরাগ্য হইতেই কি অচিরে সমাধিলাভ হয়, অথবা ইহার প্রাপ্তির পক্ষে আরও কোন উপায় আছে? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, বিশেষ ভক্তিসহকারে আরাধিত হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া "ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক" এই প্রকার সঙ্কল্পসহকারে যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। ঈশ্বরের তাদৃশী ইচ্ছা হইলে যোগীর সমাধিলাভ সুলভ হয়।'

৩। প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।—১।৩৪ সূত্র।

'অথবা প্রাণের নিঃসারণ ও বিধারণ দ্বারাও চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে।' অর্থাৎ, প্রাণায়ামও সমাধিলাভের অন্যতম উপায়।

৪। বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী—
[১।৩৫ সূত্র।]

'অথবা, ইন্দ্রিয়বিশেষে ধারণা দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইলেও চিত্ত স্থির হয়।' অর্থাৎ, নাসাগ্র, জিহ্বামূল প্রভৃতিতে ধারণা করিলে যোগী অলৌকিক গন্ধ রূপ রস স্পর্শ শব্দ প্রভৃতির অনুভব করেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া যায়। অতএব, চিত্তস্থৈর্য্যের ইহাও অন্যতম উপায়।

৫। বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।—১।৩৬ সূত্র।

'(হৃৎপদ্মে ধারণা করিলে) যে শোক-রহিত জ্যোতির প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারাও চিত্তের স্থিরতা হইতে পারে।' অর্থাৎ, এই জ্যোতির সাক্ষাৎকারও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

৬। বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্।—১।৩৭ সূত্র।

'অথবা, যাঁহারা বীতরাগ, (বিষয়বিরক্ত) তাঁহাদের বিষয়ে ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়' ; অর্থাৎ, নিষ্কাম মহাত্মার ধ্যানও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

৭। স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা।—১।৩৮ সূত্র।

'অথবা, স্বপ্নজ্ঞান কিংবা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিলেও চিত্ত স্থির হয়।' অর্থাৎ, স্বপ্নে মূর্ত্তিবিশেষ কিংবা সাত্ত্বিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াও চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করা যাইতে পারে।

৮। যথাভিমতধ্যানাৎ বা।—১।৩৯ সূত্র।

অথবা, অভিমত যে কোন বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়। অর্থাৎ, অভিমতধ্যানও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

সাধনাবস্থায়, যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর কতকগুলি অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হয় ; ইহাদিগকে বিভূতি বা সিদ্ধি বলে। পাতঞ্জলদর্শনের তৃতীয় পাদে এই সকল সিদ্ধির সবিস্তার উল্লেখ আছে। প্রকৃত যোগ-সাধনার পক্ষে কিন্তু ইহারা সহায় নহে—অন্তরায়।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।—৩।৩২ সূত্র।

'অর্থাৎ, সমাধিরহিতের পক্ষে এই সকল বিভূতি বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে ইহারা উপসর্গমাত্র।

এই যোগ অষ্টাঙ্গ।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টা-
বঙ্গানি।—২।২৯ সূত্র।

"যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—যোগের এই অষ্টাঙ্গ।" ইহাদের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—ইহারা বহিরঙ্গ; এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ইহারা অন্তরঙ্গ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্য্যের অভাব), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (বিষয়ের অগ্রহণ)—ইহাদের নাম যম। শৌচ (বহিঃ ও অন্তঃশুদ্ধি), সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—ইহাদের নাম নিয়ম। পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি আসন (স্থিরসুখমাসনম্—২।৪৬ সূত্র)। প্রাণবায়ুর সংযম—প্রাণায়াম (শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ—২।৪৯ সূত্র) ইন্দ্রিয়নিরোধের নাম প্রত্যাহার। একদেশে চিত্তের ধারণ বা বন্ধনকে ধারণা বলে (দেশ-বন্ধঃ চিত্তস্য ধারণা—৩।১ সূত্র)। চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহের নাম ধ্যান।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।—৩।২ সূত্র।

ধ্যান পরিপক্ক হইয়া যখন ধ্যেয়াকারেই পরিণত হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার ন্যায় ভাসমান হয়, সেই অবস্থার নাম সমাধি।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।—৩।৩ সূত্র।

এই সমাধি দ্বিবিধ; সবীজ ও নির্ব্বীজ। সবীজ সমাধিতে চিত্তের আলম্বন থাকে; সে অবস্থায় চিত্তের সূক্ষ্ম সাত্বিক বৃত্তি তিরোহিত হয় না। সেই জন্য সবীজ সমাধির আর একটি নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

নির্ব্বীজ সমাধিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; সেই জন্য এই সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ [সূত্র ১।১৭]
বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥ [সূত্র—১।১৮]

ব্যাসভাষ্যে সমাধির এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে,—

ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্য-মিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন,—"যোগ দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। একাগ্র চিত্তের যোগ সম্প্রজ্ঞাত। কেন না, তৎকালে ধ্যেয় বস্তু সম্যকরূপে প্রজ্ঞাত হয়। নিরুদ্ধচিত্তের যোগের নাম অসম্প্রজ্ঞাত। কেন না, তৎকালে ধ্যেয়-বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না। এই দ্বিবিধ যোগের সাধারণ নাম সমাধিযোগ।" [হিন্দুদর্শন—৩০।৩১ পৃষ্ঠা]

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুর্ব্বিধ ;—সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার ; ইহাদিগকে সবীজ বলে।

"তা এব সবীজঃ সমাধিঃ"।—১।৪৬ সূত্র।
তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ।—১।৫১ সূত্র।

'তাহারও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে নির্ব্বীজ সমাধি হয়।' এই নির্ব্বীজ সমাধিই পাতঞ্জলের অনুমোদিত যোগ। এই সমাধিসিদ্ধির জন্যই পাতঞ্জলদর্শনের অবতারণা।

এই নির্ব্বীজ সমাধি বা যোগ অভ্যস্ত হইলে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান

হয়। তখন পুরুষকে শুদ্ধ মুক্ত বলে। * ইহারই নাম কৈবল্যসিদ্ধি। ইহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি। † [৩।৫৫—সূত্র]
তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্‌জ্ঞেয়মল্পম্।
[৪।৩১—সূত্র]

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং
স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি। [৪।৩৪—সূত্র]

অর্থাৎ, সেই সমাধিযোগের অবস্থায় অবিদ্যাদি সমস্ত ক্লেশ ও কর্ম্ম-রূপ আবরণ হইতে চিত্ত-সত্ত্ব মুক্ত হইলে তাহারি সর্ব্বত্র প্রসার হয়। তখন তাহার জ্যোতিঃ সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। সে অবস্থায় যোগীর অজ্ঞাত বিষয় কিছুই থাকে না। যে যোগসিদ্ধের এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি আর পরিণত হইয়া ভোগ বা

---

* তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে। ১।৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।

† এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে,—

"জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ত্ততে, তস্মিন্নিবৃত্তে ন সন্ত্যুত্তরে ক্লেশাঃ. ক্লেশাভাবাৎ কর্ম্মবিপাকাভাবঃ, চরিতাধিকারাশ্চৈতস্যামবস্থায়াং গুণা ন পুরুষস্য পুনর্দৃশ্যত্বেনোপতিষ্ঠন্তে, তৎপুরুষস্য কৈবল্যম্, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী ভবতি। [৩।৫৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।]

অর্থাৎ, জ্ঞান জন্মিলে অদর্শনের (অবিদ্যার) নিবৃত্তি হয়; অদর্শনের নিবৃত্তি হইলে পঞ্চ ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, ক্লেশের নিবৃত্তি হইলে কর্ম্ম পরিপক্ক হইয়া আর ফল জন্মাইতে পারে না। এই অবস্থায় প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ায় প্রকৃতি আর পুরুষের দৃশ্য হয় না। পুরুষ তখন কেবল (স্বতন্ত্র) হন, এবং নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থান করেন।

অপবর্গ জন্মায় না। ইহাই কৈবল্য। ইহাই পাতঞ্জলদর্শনোক্ত মুক্তি। এ অবস্থায় চিতিশক্তির (পুরুষের) স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়। *

এ পর্য্যন্ত পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ আলোচিত হইবে।

---

* Kaivalya, from Kevala, alone, means the isolation of the soul from the universe and its return to itself, and not any other being, whether Isvara, Brahma, or any one else.—

Max Muller's Indian Philosophy. p. 438.

দশম অধ্যায়।

পাতঞ্জলদর্শন।

পাতঞ্জল ও গীতা।

পাতঞ্জলদর্শনের উপদিষ্ট যোগপ্রণালী সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি? গীতা যোগপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন। এমন কি, যোগীকে তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মীর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।—

• তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ [গীতা, ৬।৪৬]

'যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও।'

গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগের সবিস্তার উপদেশ আছে। তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভগবান্ পাতঞ্জল-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ যোগের সাধারণতঃ অনুমোদন করিয়াছেন।—

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ [গীতা; ৬।১০-১৪]

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ। [গীতা; ৬।৪-৬]

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ [গীতা; ৫।৭-২৮]

'যোগী একাকী নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া সংযতচিত্তে সতত আত্মার যোগসাধন করিবেন।'

'তিনি পবিত্র দেশে, নাতি-উচ্চ নাতি-নিম্ন স্থানে, কুশ অজিন ও বস্ত্র বিছাইয়া আপনার স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন।'

'সেখানে তিনি মন একাগ্র করিয়া এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত, আসনে উপবেশন করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন।'

'শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ করিয়া এবং দৃষ্টিকে সকল

দিক্ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া, স্থির-ভাবে অবস্থান কবিবেন।'

'যোগী প্রশান্ত, নির্ভয়, ব্রহ্মচারি-ব্রতধারী ও সংযতচিত্ত হইয়া ভগবান্‌কে সার করিয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিবেন।'

'সংকল্পজ সমস্ত কামনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সমূহকে সকল বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন।'

'ধারণার দ্বারা বুদ্ধিকে বশীভূত করিয়া ধীরে ধীরে উপরত হইবেন। মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিয়া কিছুই চিন্তা করিবেন না।'

'চঞ্চল অস্থির মন, যথা যথা ধাবিত হইবে, সেখান হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে নিবিষ্ট করিবেন।'

'যে মোক্ষপরায়ণ মুনি বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যে চক্ষু সংস্থাপিত করিয়া নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিয়া, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযত করত, ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ পরিহার করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।'

উল্লিখিত শ্লোকে গীতা সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ করিলেন। 'শুচি দেশে স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন';—ইহা আসনের উপদেশ। 'নাসার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিবেন',—ইহা প্রাণায়ামের উপদেশ। 'বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবেন',—ইহা প্রত্যাহারের উপদেশ। 'ব্রহ্মচারি-ব্রতগ্রহণ, পরিগ্রহপরিত্যাগ' ইত্যাদি যমের উপদেশ। 'ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ, চঞ্চল মনের সংযম, আশা-পরিত্যাগ' ইত্যাদি নিয়মের উপদেশ। 'নাসিকাগ্রে দৃষ্টিধারণ, মনকে আত্মাতে সংস্থাপন' ইত্যাদি ধারণার উপদেশ। 'ভগবানে চিত্তস্থাপন, মনের একাগ্রতাসাধন' ইত্যাদি ধ্যানের উপদেশ। 'কিছুই চিন্তা করিবে না, মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিবে,'—ইত্যাদি সমাধির উপদেশ।

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জলমতে যোগের চরম অবস্থায় পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। পুরুষ চিৎস্বরূপ (দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ)। এ মতে তিনি আনন্দঘন নহেন, অতএব পাতঞ্জলোক্ত মুক্তি—সুখ দুঃখের অতীত কৈবল্য অবস্থা। ইহাতে দুঃখের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু সুখের প্রাপ্তি ঘটে না। গীতা কিন্তু যোগের ফল অন্যরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতা বলেন,—

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা॥

[গীতা ; ৬—২১।২৩]

'যে অবস্থায় বুদ্ধিবেদ্য, অতীন্দ্রিয় নিরতিশয় সুখের উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে তত্ত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বোধ হয় না, এবং যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না,—দুঃখের সংস্পর্শশূন্য এই অবস্থার নামই যোগ। নির্ব্বেদশূন্যচিত্তে সেই যোগ নিশ্চয়ের সহিত অভ্যাস করিবে।' অতএব গীতার মতে যোগের অবস্থায় নিরতিশয় সুখলাভ হয়। যোগসিদ্ধ হইলে এই সুখ আরও ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়।—

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ [গীতা ; ৬—২৭।২৮]

'প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মপ্রাপ্ত যোগী উত্তম সুখ অনুভব করেন।'

'নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে নিয়ত আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-রূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।'

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ [গীতা ; ৫—২১]

'যাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, তিনি আত্মাতে যে সুখ, সেই সুখ অনুভব করেন ; এবং ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন।'

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জল মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন ; যোগের যে চরম অবস্থা নির্ব্বীজ সমাধি, তাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার হয় মাত্র ; ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয় না। গীতার মতে কিন্তু যোগের দ্বারা ভগবানের সঙ্গ বা সাক্ষাৎলাভ হয়।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ [গীতা ; ৬—১৫]

'সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে আত্মাকে সমাহিত করিয়া আমাতে (ভগবানে) স্থিতিরূপ মোক্ষপ্রধান শান্তি লাভ করেন।'

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ [গীতা ৬-২]

'সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিশীল, সমাহিতচিত্ত যোগী সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং

সমস্ত ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন'। সমস্ত ভূতে যে আত্মা বিরাজিত, তিনি পরমাত্মা (ভগবান্) ভিন্ন আর কে ?

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জল-প্রদর্শিত যোগ অর্থে সংযোগ নহে—বরং বিয়োগ বা উদ্‌যোগ। ভোজবৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে,—

পুংপ্রকৃত্যোর্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া।

'অর্থাৎ, প্রকৃতি পুরুষের যে বিয়োগ বা বিবেক (পার্থক্যজ্ঞান), পাতঞ্জল শাস্ত্রে তাহাকেই যোগ বলে।' স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই প্রসঙ্গের আলোচনায় লিখিয়াছেন যে, পাতঞ্জল শাস্ত্রে যোগ শব্দে ঈশ্বরের সহিত জীবের সংযোগ বুঝায় না, কিন্তু চিত্তনিরোধের উদ্‌যোগ বা ব্যাপারমাত্র বুঝায় *।

পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে কিন্তু যোগ শব্দের সংযোগ অর্থই অনুমোদিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ।

'জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহারই নাম যোগ।' বলা বাহুল্য সে সংযোগ, প্রযত্ন বা উদ্‌যোগ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না।

---

* "Yoga in the Philosophy of Patanjali does not mean union with God or anything but effort (udyoga), pulling oneself together, exertion, concentration. The idea of absorptiou into the Supreme Godhood forms no part of the Yoga theory. Patanjali like Kapila rests satisfied with the Soul and does not pry into the how and where the Soul abides after separation."

"The highest object of the Yogin was freedom, aloneness, aloofness or self-centeredness"—Max Muller's Indian Philosophy. p. 426.

আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥—
বিষ্ণুপুরাণ ; ৬। ৭। ৩১।

অর্থাৎ, 'আত্মার চেষ্টাসাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগ্-বানে সংযোগকেই যোগ বলে।' গীতায় ভগবান্ যোগের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই মতই গীতার অনুমোদিত। কারণ, গীতা যোগীকে মনঃসংযম করিয়া চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।—গীতা ; ৬।১৪।

গীতা আরও বলিতেছেন যে, "যোগের ফলে যে শান্তিলাভ করা যায়, তাহা ভগবানে স্থিতির ফল।"

শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎ সংস্থামধিগচ্ছতি।—গীতা ; ৬।১৫।

আমরা দেখিয়াছি যে, যোগসিদ্ধির জন্য পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, "ঈশ্বর-প্রণিধান" তাহাদিগের অন্যতম। * এই উপায়ই যে অদ্বিতীয় উপায়, কিংবা মুখ্য উপায়, পতঞ্জলি তাহা স্বীকার করেন না। যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্য যেমন অন্যান্য উপায়ের

* 'ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা'—এই "বা"র উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধানই যোগসিদ্ধির মুখ্য উপায় ; পতঞ্জলি আর আর যে সকল উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারা গৌণ উপায়মাত্র। ইহাই চরম মুখ্য উপায়। এ মত সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ, পতঞ্জলি অন্যান্য উপায়ের নির্দ্দেশস্থলেও "বা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। 'প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাম্ বা প্রাণস্য' 'যথাভিমত-ধ্যানাদ্ বা'—এ সকল স্থলেও কি "বা" শব্দে মুখ্য উপায় সূচিত হইতেছে ? বস্তুতঃ "বা" শব্দের অর্থ—বিকল্প ; ইহাতে গৌণ মুখ্যের কোন কথা নাই।

অনুসরণ করিতে পারেন, সেইরূপ ইচ্ছা হইলে ঈশ্বর-প্রণিধানও করিতে পারেন। †

বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য পতঞ্জলি সাধককে 'ক্রিয়া-যোগের' অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান, ইহাদের নাম ক্রিয়াযোগ। [যোগসূত্র ;—২।১]। ক্রিয়াযোগ আয়ত্ত হইলে চিত্ত সমাধির অনুকূল হয়। পতঞ্জলি যে অষ্টাঙ্গ যোগের প্রচার করিয়াছেন, তাহার একটি অঙ্গ হইতেছে নিয়ম। পতঞ্জলির মতে, নিয়ম—যোগের বহিরঙ্গ সাধন। নিয়ম পাঁচ প্রকার ;—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।

[যোগসূত্র ;—২।৩২]

অতএব, পতঞ্জলির মতে, ঈশ্বর-প্রণিধান অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ পঞ্চবিধ নিয়মের অন্যতম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এ মতে যোগসিদ্ধির

† I have given this extract in order to show how subordinate a position is occupied in Patanjali's mind by the devotion to Isvara. It is but one of the means (not even the most efficacious of all—p. 426) for steadying the mind, and thus realising that *Viveka* or discrimination between the true man (*Purusha*) and the objective world (*Prakriti*). This remains in the *Yoga* as it was in the *Samkhya*, the Summum Bonum of mankind. I do not think, therefore, that Rajendralal Mittra was right when in his abstract of the *Yoga* (p. iii) he represented this belief in one Supreme God as the first and most important tenet of *Patanjali's Philosophy*.—Max Muller's Indian Philosophy, pp. 424-5.

কোনও বিশেষ বাধা হয় না। কারণ, ঈশ্বরপ্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের অন্যতম উপায়মাত্র।

আর ইহাও বক্তব্য যে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে চিত্তের আধান নহে—ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণমাত্র। * ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়া পতঞ্জলি যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাঁহাতে কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে বলিয়াছেন মাত্র।

ইহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে বলিয়াছেন,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। [গীতা, ২।৪৭]

'কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, ফলে অধিকার নহে।'

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ [গীতা, ৯।২৭]

'যাহা কিছু করিবে—অশন, যজন, দান, তপস্যা—সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।'

পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধান সেই ধরণের কথা। ধ্যানযোগ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। পতঞ্জলির মতে যে কোনও বিষয়ে চিত্তের একতান প্রবাহই ধ্যান। ভগবান্‌ই যে ধ্যেয় (ধ্যানের বিষয়) হইবেন, তাঁহাকেই যে ধ্যান করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। † আমরা আরও

* ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দের প্রকৃত অর্থ এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে আলোচিত হইয়াছে।

† পাতঞ্জলোক্ত ধ্যান ধারণার সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক যে অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহা বিজ্ঞানভিক্ষুও লক্ষ্য করিয়াছেন। "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (যোগসূত্র, ৩।১) এই সূত্রের বার্ত্তিকে তিনি লিখিয়াছেন, "ইদং চ ধারণালক্ষণং প্রাথমিকপরিচ্ছিন্ন যোগাভিপ্রায়েণ সূচিতং যত্র প্রথমত এবেশ্বরানুগ্রহাদ্ অপরিচ্ছিন্নতয়া জীবব্রহ্মযোগো ভবতি তত্র দেশালম্বন-ধারণানুপযোগাৎ। অতো ধারণায়া অন্যদপি লক্ষণং গারুড়াদাবপ্যুক্তম্। যথা গারুড়ে—

দেখিয়াছি, যে ব্যাসভাষ্যের মতে ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে ঈশ্বর অভিমুখ হইয়া যোগীকে অনুগ্রহ করেন, এবং ইচ্ছা করেন যে, ইহার সমাধিলাভ হউক। তাহার ফলে, যোগীর শীঘ্র সমাধি লাভ হয় [প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনগৃহ্ণাত্যভিধ্যানমাত্রেণ, তদ্ অভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি—যোগসূত্রের ১।২৩ সূত্রের ভাষ্য]। অর্থাৎ, পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রণালী, ভগবানে চিত্তার্পণ নহে ; অথবা, তাহার ফল ঈশ্বর-প্রাপ্তি নহে। যোগী যদি ঈশ্বর-প্রণিধান করেন, অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যাস করেন, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান তাঁহার পক্ষে সুলভ করিয়া দেন। তাহার ফলে, যোগীর আত্মা ভগবানে সংযুক্ত হয় না—বিবেকজ্ঞান নিশ্চল হয় মাত্র। ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপি অন্তরায়াভাবশ্চ' (১।২৯ সূত্র)। অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে ব্যাধি প্রভৃতি বিঘ্ন দূর হয় এবং আত্ম-সাক্ষাৎকার

প্রাণায়ামৈর্দ্বাদশভির্যাবৎকালঃ কৃতো ভবেৎ।
স তাবৎ কালপর্য্যন্তং মনো ব্রহ্মণি ধারয়েৎ॥"

ধ্যানের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণকে লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন, "ইদমপি ধ্যানলক্ষণং প্রাথমিকৌৎসর্গিকধ্যানাভিপ্রায়েণ সর্ব্বত্র ধ্যানে দেশানিয়মাৎ। অতোস্য গারুড়ে লক্ষণান্তরমুক্তং তস্যৈব ব্রহ্মণি প্রোক্তং ধ্যানং দ্বাদশধারণেত্যনেন। তস্যৈব দ্বাদশ প্রাণায়ামকালেন ধারিতচিত্তস্য দ্বাদশ ধারণাকালাবচ্ছিন্নং চিন্তনং ধ্যানং প্রোক্তমিত্যর্থঃ। অনেন চ পূর্ব্ববৎ সূত্রোক্তং ; বিশেষলক্ষণং বিশেষণীয়ম্।"

ইহার ফলিতার্থ এই যে, পাতঞ্জলে ধ্যান ধারণার যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহাতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ উপদিষ্ট হয় নাই। অতএব তাহা অসম্পূর্ণ। পুরাণে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-সাধক ভগবানে যে চিত্তার্পণ উপদিষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা পতঞ্জলির লক্ষণের পূর্ত্তিসাধন করিতে হইবে।

লাভ হয়। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয় না। (প্রত্যাসত্তিস্তু স্বাত্মনি সাক্ষাৎ-কারহেতুর্ন পরাত্মনি—বাচস্পতি মিশ্র, ঐ সূত্রের টীকায়—)।

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ। অতএব, এ মতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ একেবারেই অসম্ভব। সেই জন্য গীতাতে যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ, সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ। গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠযোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ভজনা করেন।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

[গীতা, ৬। ৪৭।]

গীতা আরও বলেন,—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

[গীতা, ৬—৩০। ৩১।]

'যে আমাকে (ঈশ্বরকে) সকলেতে দেখে, এবং সকলকে আমাতে দেখে, আমি কখনও তাহার অদৃশ্য হই না, এবং সেও আমার অদৃশ্য হয় না।'

'যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়া সর্ব্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করে, সে যে ভাবেই থাকুক না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করে।'

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, যোগী যদি দেহত্যাগকালে ওঁকাররূপ

ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, তবেই পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

ওঁম্ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ্ মামনুস্মরণ্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

সেই জন্য ভগবান্ গীতাতে এইরূপে চরম যোগের উপদেশ দিয়াছেন,—

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈ্বং আত্মানং মৎপরায়ণঃ। [গীতা, ৯।৩৪]

অর্থাৎ, 'আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এইরূপে আত্মাকে যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে।'

ভগবানে চিত্তার্পণই যে শ্রেয়োলাভের উপায়, তাহা শাস্ত্রের অন্যত্রও উপদিষ্ট হইয়াছে।—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরং॥

[ভাগবত, ৩।২৫।৪১]

'তীব্রভক্তিসহকারে ভগবানে স্থির চিত্তার্পণই ইহলোকে মুক্তির উপায়।'

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥

[ভাগবত ; ৩।২৫।১৮]

'বিশ্বাধার ভগবানে ভক্তিযোগ অপেক্ষা যোগীর ব্রহ্মসিদ্ধির পক্ষে শুভ পন্থা আর নাই।' সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ।
ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্যা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ॥

'জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাম্যাবস্থাকে সমাধি বলে; জীবাত্মার ব্রহ্মে যে স্থিতি, তাহাই সমাধি।'

অষ্টাঙ্গযোগ কিরূপে ভগবানে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার সবিশেষ উপদেশ বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে খাণ্ডিক্য-জনক-সংবাদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বহিরঙ্গসাধন দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল ও বাহ্যার্থ-বিনিবৃত্ত করিয়া একাগ্রভাবে ভগবানের ধ্যান করিতে হইবে।—

প্রাণায়ামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বশীকৃতৈস্ততঃ কুর্য্যাৎ স্থিরং চেতঃ শুভাশ্রয়ে॥

[বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৪৫]

'প্রাণায়াম দ্বারা পবন, প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত করিয়া, অনন্তর শুভাশ্রয় ভগবানে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিবে।'

শুভাশ্রয় কে?

শুভাশ্রয়ঃ স্বচিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ॥
ত্রিভাবভাবনাতীতো মুক্তয়ে যোগিনাং নৃপ॥

[বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৭৫]

অর্থাৎ, 'চিত্তের শুভাশ্রয় একমাত্র শ্রীভগবান্; তিনি ত্রিগুণাতীত, তাঁহার ভাবনা দ্বারা জীব মুক্তিলাভ করে।'

ভাগবতও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

নিযচ্ছেদ্বিষয়েভ্যোঽক্ষান্মনসা বুদ্ধিসারথিঃ।
মনঃ কর্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া॥

তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা।
মনো নির্ব্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ।
পদং তৎপরমং বিষ্ণোর্ম্মনো যত্র প্রসীদতি॥

[ভাগবত ; ২।১।১৮-১৯]

'বুদ্ধির সহায়ে মনের দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে প্রত্যাহার করিয়া কর্ম্মাক্ষিপ্ত চিত্তের শুভার্থে ধারণা করিবে।' (শুভার্থে=ভগবদ্রূপে—শ্রীধরস্বামী)

'ধারণার অভ্যাসার্থ প্রথমতঃ ভগবানের মূর্ত্তির এক এক অবয়ব চিন্তা করিয়া দৃঢ়তাসহকারে সমস্ত মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির করিতে হইবে; পরে মন হইতে ভগবানের মূর্ত্তিও পরিহার করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না। সেই বিষ্ণুর পরম পদ, তাহাতেই চিত্তের প্রশান্তি।'

যোগীর এই চরম অবস্থা ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।—

আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেকম্
অন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ।
সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসোনিবৃত্ত্যা
তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে॥ [৩।২৮।৩৫-৬]

'সে অবস্থায় প্রকৃতির প্রবাহ নিবৃত্ত হইলে, পুরুষ অখণ্ড অব্যবধান (ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের ভেদহীন) আত্মাকে দর্শন করে; এবং চিত্তবৃত্তির চরম নিবৃত্তিতে সুখদুঃখের অতীত মহিমাতে (ব্রহ্মস্বরূপে) প্রতিষ্ঠিত হয়।'

দশম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

পতঞ্জলি "ঈশ্বর-প্রণিধান" ঠিক্ কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দ চারিটি সূত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা (১) "তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ"—২।১; (২) "শৌচ-সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ"—২।৩২; (৩) "সমাধি-সিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ"—২।৪৫ এবং (৪) "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা"—১।২৩। প্রথম তিন স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধানের অর্থ যে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ঈশ্বর প্রণিধানম্="সর্ব্বক্রিয়াণাম্ পরমগুরৌ অর্পণম্ তৎফলসন্ন্যাসো বা"—(২।১ সূত্রের ব্যাসভাষ্য); ঈশ্বর-প্রণিধানম্= "তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পণম্"—(২।৩২ সূত্রের ব্যাসভাষ্য); "ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবস্য সমাধিসিদ্ধিঃ, যয়া সর্ব্বম্ ইপ্সিততমম্ অবিতথং জানাতি"—(২।৪৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য)। এখানে ভাব অর্থে ব্যাপার। এই তিন স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে যে ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ, ইহা বিজ্ঞান-ভিক্ষুও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা"—এই স্থলে ঈশ্বরপ্রণিধান শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "প্রথমপাদোক্ত প্রণিধানাৎ আহ। সর্ব্বক্রিয়াণাম্ ইতি। লৌকিক-বৈদিকাসাধারণ্যেন সর্ব্বকর্ম্মণাং পরমেশ্বরেঽন্তর্যামিণি অর্পণম্ ইত্যর্থঃ"—(২।১ সূত্রের যোগবার্ত্তিক); "তজ্জপস্তদর্থভাবনমিতি প্রথমপাদোক্ত-প্রণিধানব্যাবৃত্ত্যর্থং দ্বিতীয়পাদাস্থসূত্রবাক্যার্থমেব প্রণিধানশব্দার্থং ব্যাচষ্টে। তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পণমিতি"—(২।৩২ সূত্রের যোগবার্ত্তিক); ঈশ্বরেঽর্পিতঃ সর্ব্বভাবঃ সর্ব্বব্যাপারো যেন তস্য সমাধি-সিদ্ধির্যোগনিষ্পত্তির্যথা যেন প্রকারেণ ঈশ্বরানুগ্রহতো ভবতি

তদুচ্যতে * * ততোঽস্য যোগিনঃ প্রজ্ঞা সমাধিকালেঽপি যথার্থমেব সাক্ষাৎকরোতি ইত্যর্থঃ * * ন চ ঈশ্বরপ্রণিধানাদেব যোগনিষ্পত্তৌ ইতরাঙ্গবৈয়র্থ্যং ইতি বাচ্যম্ ঈশ্বরপ্রণিধানস্য মোহমাত্রনিবৃত্তিদ্বারত্ব বচনাৎ—(২।৪৫ সূত্রের যোগবার্ত্তিক)। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার পাতঞ্জলদর্শনের পরিচয়স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দের এই অর্থই করিয়াছেন—"ঈশ্বর-প্রণিধানং নামাভিহিতানামনভিহিতানাঞ্চ সর্ব্বাসাং ক্রিয়াণাং পরমেশ্বরে পরমগুরৌ ফলানপেক্ষয়া সমর্পণম্।" কিন্তু "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা" এই সূত্রের বার্ত্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ লিখিয়াছেন,—"প্রণিধানম্ অত্র ন দ্বিতীয়পাদবক্ষ্যমাণং, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাতকারণীভূতসমাধির্ভাবনাবিশেষ এব। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ইত্যাগামিসূত্রেণৈব আত্মপ্রণিধানস্য অত্র লক্ষণীয়ত্বাৎ। * * ব্রহ্মাত্মনা চিন্তনরূপতয়া প্রেমলক্ষণভক্তিরূপাদ্বক্ষ্যমাণাৎ প্রণিধানাদাবর্জ্জিতোঽভিমুখীকৃত ঈশ্বরস্তং ধ্যায়িনমভিধ্যাণমাত্রেণ অস্য সমাধিমোক্ষৌ আসন্নতমৌ ভবেতামিতীচ্ছামাত্রেণ রোগাশক্ত্যাদিভিরুপায়ানুষ্ঠানমান্দ্যেঽপ্যনুগৃহ্লাতি আনুকূল্যং ভজতে অতস্তস্মাদাভিধ্যানাদপি প্রণিধানানিষ্পত্ত্যাদিদ্বারা যোগিনাম্ আসন্নতমৌ সমাধিমোক্ষৌ ভবতঃ"—(১।২৩ সূত্রের যোগবার্ত্তিক)। অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এই সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ নহে—ঈশ্বরে চিত্তার্পণ বা ভাবনা বিশেষ—ভক্তিসহকৃত ব্রহ্মচিন্তন। একই শব্দ যোগদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা কত দূর সঙ্গত, তাহা বিবেচ্য। বরং ইহাই সঙ্গত যে, দার্শনিক পতঞ্জলি ঈশ্বরপ্রণিধান শব্দ পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সেই শব্দ সকল স্থলেই একই অর্থের সূচনা করিতেছে। সে অর্থ ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ। আর ইহাও বক্তব্য যে, ব্যাসভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বিজ্ঞানভিক্ষুর মত সমর্থিত হয় না। ব্যাসভাষ্যে এইমাত্র

আছে যে, "প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তম্ অনুগৃহ্লাতি"—'ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বর যোগীকে অনুগ্রহ করেন।' ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, যোগী ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা বা ঈশ্বরে চিত্ত সংলগ্ন করেন। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাসভাষ্যের টীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—"প্রণিধানাৎ=ভক্তিবিশেষান্মানসাদ্বাচিকাৎ কায়িকাদ্ বা।"

কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, অন্যত্র যে ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ব্যুত্থিতচিত্ত নিম্নাধিকারীর পক্ষে। নিম্নাধিকারী যোগী প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে কর্ম্মসন্ন্যাস করিবে। এইরূপ সাধনার ফলে যখন সে সমাহিত হইবে, সেই অবস্থায় তাহার প্রতি উপদেশ—ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা। সে অবস্থায় যোগী প্রণবজপ ও তাহার অর্থভাবনা দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপচিন্তা ও ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণরূপ ধ্যানযোগ আশ্রয় করিবেন। এই সাধনপ্রণালী যে সুসঙ্গত, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে এই প্রণালীই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, পতঞ্জলি যে 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্' বা—এই সূত্র দ্বারা উক্ত প্রণালীর উপদেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা যোগসিদ্ধির জন্য পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, ঈশ্বর-প্রণিধান তাহাদিগের অন্যতম—মুখ্যতম নহে। তিনি ঈশ্বর-প্রণিধানকে প্রাণায়াম, যথাভিমতধ্যান, অভ্যাস-বৈরাগ্য, অলৌকিক-গন্ধাদির অনুভব প্রভৃতি উপায়ের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। অতএব তাহার মতে ঈশ্বর-প্রণিধান, এই সকলের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত।

একাদশ অধ্যায়।

বেদান্তদর্শন।

বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বেদের দুই ভাগ; কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়া কর্ম্মকাণ্ড, এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডই বেদের অন্ত বা চরম ভাগ। সেই জন্য ইহার সাধারণ নাম বেদান্ত।

পূর্ব্ব-মীমাংসা যেমন কর্ম্মকাণ্ড বেদের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্য-বিধানে নিয়োজিত, সেইরূপ বেদান্তদর্শন জ্ঞানকাণ্ড বেদের (বেদান্তের) সমন্বয়-সাধনে ও অবিরোধ-স্থাপনে ব্যাপৃত। সেই জন্য এ দর্শনের অপর নাম উত্তর-মীমাংসা। ব্রহ্মই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য। সেই-জন্য ইহাকে ব্রহ্মসূত্রও বলা হয়।

বেদান্তদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণ। এ দেশের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, ইনিই পরাশর-তনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, বাদরায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পাণিনির ৪।৩।১১০ সূত্রে পারাশর্য্য-রচিত এক ভিক্ষু-সূত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পারাশর্য্য যে পরাশরতনয় বেদ-ব্যাসেরই সংজ্ঞা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কারণ, তৈত্তি-রীয় ব্রাহ্মণে স্পষ্টতঃ ব্যাস পারাশর্য্যের উল্লেখ আছে। বাচস্পতি মিশ্রের মতে ভিক্ষু-সূত্র, বেদান্তদর্শনেরই নামান্তর। কারণ, প্রাচীন কালে বেদান্তদর্শন সংসার ত্যাগী চতুর্থাশ্রমীরই আলোচ্য ছিল। চতুর্থাশ্রমীর পারিভাষিক নাম ভিক্ষু। অতএব, বেদান্তদর্শনকে ভিক্ষু-সূত্র বলা

অসঙ্গত নহে। এখনও দেখা যায়, দণ্ডী বৈদান্তিকেরা সংসারীকে বেদান্তদর্শন অধ্যাপনা করিতে অনিচ্ছুক। অতএব, বেদান্তদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণকে বেদব্যাস মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বেদান্তদর্শনে সর্ব্বসমেত ৫৫৬টি সূত্র আছে। এই দর্শন চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায় আবার চতুষ্পাদ। প্রথম অধ্যায়ের সাধারণ বিষয়—সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের—অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ের—সাধন ও চতুর্থ অধ্যায়ের—ফল। প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ শ্রুতিবাক্যসমূহের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য দার্শনিক মতের দোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক যুক্তি ও শাস্ত্রের সহিত বেদান্ত মতের অবিরোধ স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জীব ও ব্রহ্মের (সগুণ ও নির্গুণের) লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মুক্তির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। এবং চতুর্থ অধ্যায়ে জীবন্মুক্তি, জীবের উৎক্রান্তি এবং সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার ফলের তারতম্য বিবেচিত হইয়াছে।

বেদান্ত দর্শনের বহুবিধ ভাষ্য প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্য, রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য এবং মধ্বাচার্য্যের পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্যই যথাক্রমে অদ্বৈত-বাদী, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী ও দ্বৈত-বাদীর নিকট আদরণীয়। শারীরক ভাষ্যের উপর আনন্দগিরি ও বাচস্পতি মিশ্র টীকা রচনা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের টীকা 'ভামতী' দার্শনিকসমাজে সমাদৃত। সুদর্শনের 'শ্রুতপ্রকাশিকা' শ্রীভাষ্যের সুপ্রচলিত টীকা। বেদান্তদর্শনের অন্যান্য ভাষ্যকারদিগের মধ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু, ভাস্কর, যাদব মিশ্র, নিম্বার্ক, বল্লভ ও শ্রীকণ্ঠের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার উপর বেদান্তদর্শনের সাম্প্রদায়িক ভাষ্যেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠের 'শৈবভাষ্য', 'বেদান্তপারিজাত' নামক সৌরভাষ্য ও বলদেবের 'গোবিন্দ' (বৈষ্ণব) ভাষ্যের এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বেদান্তদর্শনের যত প্রকার ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে অদ্বৈত মত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতই প্রধান্। অদ্বৈত মতের প্রধান আচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য, এবং বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রধান আচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য্য। কিন্তু প্রধান হইলেও তাঁহারা ঐ ঐ মতের প্রবর্ত্তক নহেন। শঙ্করাচার্য্য সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর লোক; কিন্তু শঙ্করের পূর্ব্বেও অদ্বৈত মত সুপ্রচলিত ছিল। তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের যে কারিকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈত মতের পরিণত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য ঐ কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শারীরক ভাষ্যে তিনি আত্মমতসমর্থনের জন্য ভগবান্ উপবর্ষকে প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবর্ষেরও পূর্ব্ববর্ত্তী যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে এবং সূতসংহিতায় অদ্বৈত মতের সুস্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে।*

এইরূপ, রামানুজকেও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তক মনে করা সঙ্গত নয়। কারণ, তিনি স্বয়ংই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহার "শ্রীভাষ্য" যে বোধায়নের প্রাচীন ভাষ্যের অনুসরণ, তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। রামানুজের পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, ভারুচি, কপর্দ্দী ও যমুনাচার্য্য বিশিষ্টা-দ্বৈত মতের বিবরণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল গ্রন্থ এখন প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে।† তবে যমুনাচার্য্য-কৃত সিদ্ধিত্রয় সম্প্রতি

---

* Shankara's is one only of the many traditional interpretations of the Sutras which prevailed at different times in different parts of India and in different schools.

[Max Muller's Indian Philosophy—page 284.]

† In former times there existed the following works bearing on the doctrines of Visishtadwaita:—a vritti by the great Rishi Bodhayana, a vasya of the Brahma sutras by Dramiracharjya and

মুদ্রিত হওয়াতে আশা হয় যে, কালে হয় ত অন্যান্য গ্রন্থেরও উদ্ধার-সাধন হইতে পারে। এইরূপ আচার্য্যপরম্পরাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রবাহিত ছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রামানুজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইলেও, বিশিষ্টাদ্বৈত মত অতি সুপ্রাচীন। *

বিশিষ্টাদ্বৈত মত সুগম করিবার জন্য রামানুজ বেদার্থ-সংগ্রহ,বেদান্ত-

---

a vartika by Tankacharjya. There were besides other works by Bharuchi,Guhadeva and other Acharjyas; but these too having perished through the destroying agency of time, the Siddhitraya &c. were composed by the venerable Yamunacharjya in order to explain the purport of the lost treatises. In these, viz. Siddhitraya &c, were controverted the vashya & other writings of Bhartri × ×. Subsequently the illustrious commentator & holy sage Sri Ramanujacharjya × × advanced the knowledge of the Vishistadwaita in the world by the composition of his great work called the Shree-bhashya——M. M. Ram Misra Shastri's preface to his edition of Vedartha Sangraha.

* There is evidence to shew that it (the Vishistadaita school) must have come down in the form of an unbroken tradition from very ancient times.

[Preface to Rungacharyar's Translation of Shree-bhasya)

যথোদিত-ক্রম-পরিণতঃ ভক্তৈকলভ্য এব ভগবদ্-বোধায়ন-টঙ্ক-দ্রমিড়-গুহদেব-কপর্দ্দি-ভারুচি-প্রভৃতিভিরবগীতঃ * * * শ্রুতিনিকরনিদর্শিতোঽয়ং পন্থাঃ।

[রামানুজ-কৃত বেদার্থ-সংগ্রহ ।]

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যাহা বলিয়াছেন,তাহা আমাদিগের প্রণিধান-যোগ্য।

The individual philosopher is the mouthpiece of tradition and that tradition goes back further and further the more we try to fix it chronologically.

[Max Muller's Indian Philosophy,—page 245]

দীপ, বেদান্ত-সার, গদ্য-ত্রয় প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ এখনও বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর উপজীব্য রহিয়াছে। এ সম্পর্কে রামানুজের নামে প্রচলিত বেদান্ত-তত্ত্ব-সার গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

অদ্বৈত মত বিশদ করিবার জন্য অদ্বৈতমতাবলম্বিগণ শঙ্করাচার্য্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহুবিধ প্রকরণ গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশী, অদ্বৈত-ব্রহ্ম-সিদ্ধি, চিৎসুখী বা তত্ত্ব-প্রদীপিকা, পঞ্চ-পাদিকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, বেদান্ত-পরিভাষা, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী ও বেদান্ত-সার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে কয়েক বিষয়ে মারাত্মক প্রভেদ আছে; অথচ উভয় মতই একই বেদান্ত-সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয়েই প্রমাণস্থলে উপনিষৎসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্যদিগের এই মত-দ্বৈধে, মূল-সূত্র অদ্বৈত অথবা বিশিষ্টাদ্বৈত বাদের অনুকূল, তাহা স্থির করা দুরূহ। সেই জন্য বেদান্তদর্শনের বিবরণ স্থলে উভয় মতেরই পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

অদ্বৈত মত।

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় বেদান্ত-দর্শনেরও ভিত্তি দুঃখবাদ। বেদান্তদর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। শঙ্করাচার্য্য সংসারকে উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল আবর্ত্ত-বহুল নক্র-কুম্ভীর-ভীষণ সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া জীব হাবুডুবু খাইতেছে। * ইহা হইতে তাহার উদ্ধারের কি উপায় নাই?

অদ্বৈত মতে জীবই ব্রহ্ম;—

* 'অয়মধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তোদ্দীপ্তশিরা জলরাশিমিব উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি।'—বেদান্ত-সার ১১।

জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

জীব শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাব।

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাবং প্রত্যক্‌চৈতন্যমেব আত্মতত্ত্বম্।

[বেদান্ত-সার]

শঙ্করাচার্য্য শারীরক-ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, বাক্য ও মনের অতীত, বিষয়ের বিরোধী, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থিত।*

এই মতের সমর্থনের জন্য শঙ্করাচার্য্য নানা শ্রুতি-বাক্যের উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত দুইটি শ্রুতি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥—ব্রহ্মবিন্দু, ১২।

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্
অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো
দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবম্ অজোঽয়ম্ আত্মা॥

'একই ভূতাত্মা ভূতে ভূতে বিরাজিত; তিনি জলে চন্দ্রবৎ একরূপে ও বহুরূপে দৃষ্ট হন।'

'যেমন জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে বহুরূপে প্রকাশিত হন (উপাধি-কৃত তাঁহার এই ভেদ), সেইরূপ দ্যুতিমান্ অনাদি পরমাত্মা ক্ষেত্রভেদে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হন।'

---

* বাঙ্‌মনসাতীতম্ অবিষয়ান্তঃপাতিপ্রত্যগাত্মভূতং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবং ব্রহ্ম।

The true Self, according to the Vedanta is all the time free from all conditions, free from names and forms.—Max Muller's Indian Philosophy. p. 207.

সেই জন্যই বেদের মহাবাক্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিতেছে। 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সোঽহম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—— 'তুমি হও তিনি','এই আত্মা ব্রহ্ম','আমিই তিনি', 'আমি হই ব্রহ্ম'—— ইত্যাদি। অর্থাৎ, জীব কেবল যে ব্রহ্মের সমজাতীয় পদার্থ, তাহা নহে,——জীবই ব্রহ্ম।* জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য-কারিকায় লিখিয়াছেন;—

জীবাত্মনোরনন্যত্বম্ অভেদেন প্রশস্যতে।
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেব হি সমঞ্জসম্॥

মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৩।১৩

মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতৎ ন তথাজং কথঞ্চন।
তত্ত্বতো ভিদ্যমানো হি মর্ত্ততাম্ অমৃতো ব্রজেৎ॥—ঐ ৩।১৯।

---

* অদ্বৈতবাদীরা স্থানে স্থানে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীব নিঃসৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যোগবাসিষ্ঠের উপদেশ এইরূপ ঃ—

স্বমরীচিবলোদ্ভূতা জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব।
সর্ব্বা এবোত্থিতা রাম! ব্রহ্মণো জীবরাশয়ঃ॥—

যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তি, ৯৪।২২।

মেরুমন্দরসঙ্কাশা বহবো জীবরাশয়ঃ।
উৎপত্যোৎপত্যসংলীনাস্তস্মিন্নেব পরে পদে॥—ঐ, ঐ, ৯৫।৮।

গৌড়পাদ কিন্তু এ মতের অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন যে, যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের বিকার অথবা অংশ নহে (যেহেতু আকাশ অখণ্ড বস্তু), সেইরূপ জীবও ব্রহ্মের বিকার বা অবয়ব নহে।

নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা।
নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা॥—মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৩।৭।

[অজম্ অব্যয়ম্ আত্মতত্ত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে,

ন পরমার্থতঃ ; তস্মান্ন পরমার্থসৎ দ্বৈতম্।—শঙ্কর।]

অর্থাৎ 'জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; উভয়ের ভেদবুদ্ধি নিন্দার্হ। তবে যে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বোধ হয়, তাহা বাস্তবিক নহে, মায়িক মাত্র। ভেদ যদি বাস্তব হইত, তবে যিনি অমৃত, তিনি মর্ত্ত্য হইতেন।' তবে যে ভেদের প্রতীতি হয়, তাহা উপাধি-কৃত। * কোষরূপ উপাধিকে অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকেই জীব বলা হয়।

কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।

[পঞ্চদশী—৩।৪১।] †

কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরুপাধি ; অর্থাৎ সর্ব্ববিধ উপাধি-মুক্ত। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ।

অবেদ্যোঽপ্যপরোক্ষোঽতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ং।

সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণং ॥—পঞ্চদশী ; ৩।২৮।

'জীব স্ব-প্রকাশ ; অজ্ঞেয় অথচ অপরোক্ষ ; "সত্য, জ্ঞান, অনন্ত" এই

---

* Shankara, as we said, was uncompromising on that point. With him and, as he thinks, with Badarayana also, no reality is allowed to the soul (Atman) as an individual (Jiva). * * With him the soul's reality is Brahman, and Brahman is one only,

[Max Muller's Indian Philosophy, page 244].

† এই মর্ম্মে গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য-কারিকায় লিখিয়াছেন ;—

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা।

আকাশে সংপ্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি ॥—মাণ্ডুক্য-কারিকা ; ৩।৪।

[দেহাদিসংঘাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিস্তৎপ্রলয়ে চ

জীবানাম্ ইহাত্মনি প্রলয়ঃ।—শঙ্কর।]

ব্রহ্ম-লক্ষণ জীবেও বিদ্যমান'। কারণ, জীব ও ব্রহ্মে নাম মাত্র প্রভেদ; যেমন অভিন্ন ঘটাকাশ ও মহাকাশের প্রভেদ।

কূটস্থব্রহ্মণোর্ভেদো নামমাত্রাদৃতে ন হি।
ঘটাকাশমহাকাশৌ বিযুজ্যেতে নহি ক্বচিৎ ॥—

[পঞ্চদশী ; ৬।২৩৬—৭।]

জীব যদি ব্রহ্ম, তবে তাহার সংসার-দুঃখ কেন? কিসের জন্য সে সংসার-সাগরের তরঙ্গ-আঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়? কেন সে সংসার-অনলের দাব-দহনে সন্তপ্ত হয়? অদ্বৈত-বাদীরা ইহার উত্তরে বলেন যে, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত হইলেও অবিদ্যাবশে জীবে দেহাদি উপাধির ধর্ম্ম সংক্রামিত হয়।

এবং পরমার্থতোঽবিকৃতম্ একরূপমপি সদ্‌ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যন্তর্ভাবাদ্ ভজত ইব উপাধিধর্ম্মান্ বৃদ্ধিহ্রাসাদীন্।

[৩।২।২০ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।]

সুখ দুঃখ, কাম ক্রোধ, রোগ শোক, এ সকল দেহ মনঃ প্রভৃতির ধর্ম্ম;—জীব (আত্মার) ধর্ম্ম নহে। কিন্তু জীব দেহ-সংযোগ হেতু নিজেকে সুখী দুঃখী, রোগী শোকী মনে করে।

গৌড়পাদ বলিয়াছেন;—

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানাং আত্মাঽপি মলিনং মলৈঃ॥

'যেমন বালকেরা আকাশকে মল-মলিন ভাবে, সেইরূপ জ্ঞানান্ধেরা আত্মাকে মল-মলিন ভাবে'।

সেই জন্য পঞ্চদশী-কার বলিয়াছেন যে, মহেশ্বরের যে মায়া, তাহার মোহ-শক্তি-বলে জীব মোহিত হয়; এবং সেই মোহের বশে ঈশ্বর-ভাব হারাইয়া দেহ-সংলগ্ন জীব শোকের অধীন হয়।

মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যা নির্ম্মাণশক্তিবৎ।
বিদ্যতে মোহশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ॥
মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি।

[পঞ্চদশী, ৪।১১-২।]

'এই অবিদ্যার আবরণে আবৃত হইলে জীব আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা, সুখী দুঃখী ইত্যাদি সংসার-জড়িত মনে করে; বাস্তবিক কিন্তু ইহা ভ্রম। রজ্জুতে যেরূপ সর্পভ্রম, সেইরূপ মর্ম্মান্তিক ভ্রম।'

অনয়াবৃতস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি-সংসার-সম্ভাবনাপি ভবতি যথা স্বাজ্ঞানেনাবৃতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্বসম্ভাবনা।

[বেদান্ত-সার।]

এই ভ্রমাপনোদনের উপায় কি? অবিদ্যাই যখন ভ্রমের জননী, তখন অবিদ্যার বারণ করিতে পারিলেই এই ভ্রম অপনীত হইবে।*

---

* জীব আত্মবিস্মৃত। সে নিজেকে নিজে জানে না। যোগবাসিষ্ঠ বলিতেছেন;—

হেতুর্বিহরণে তেষামাত্মবিস্মরণাদৃতে।
ন কশ্চিল্লক্ষ্যতে সাধো জন্মান্তরফলপ্রদঃ॥—উৎপত্তি-প্রকরণ; ৯৫।৮।

'জীবগণ যে জন্মান্তরপরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের আত্মবিস্মৃতি।'

This is indeed the real object of the Vedanta philosophy to overcome all Nescience, to become once more what the Atman always has been, namely Brahman.—Max Muller's Indian philosophy, page 236.

This primeval Avidya is left un-explained; it is to be accounted for as little as Brahman can be accounted for. Like Brahman it has to be accepted as existent but it differs from

জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হইলেই অবিদ্যা নিবৃত্ত হইবে। অতএব, অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই মুক্তির উপায়।

গৌড়পাদ বলিতেছেন ;—

অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥

[মাণ্ডুক্য-কারিকা, ১।১৬।]

'অনাদি মায়া-বশে সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, তখন সে বুঝিতে পারে যে, সেই—স্বয়ং জন্মহীন, নিদ্রাহীন, স্বপ্নহীন, অদ্বৈত ব্রহ্ম বস্তু।'

জীব মুক্ত-স্বভাব—পূর্ব্বাপর মুক্ত। তাহার যে বন্ধ মনে হয়, তাহা কল্পনা মাত্র, বাস্তব নহে। সেই জন্য গৌড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন ;—

ন নিরোধো নচোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্নবৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥

'বস্তুতঃ পক্ষে আত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই; বন্ধ নাই, মোক্ষ নাই; সাধনা নাই, মুমুক্ষাও নাই।'

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চদশী-কার লিখিয়াছেন,—

বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতির্ন সহতেতরাং।—

[পঞ্চদশী, ৬।২৩৪।]

'জীবের যে বন্ধ বা মোক্ষ বাস্তবিক, এ কথা শ্রুতি-সিদ্ধ নহে'। সেই জন্য অদ্বৈত মতে মুক্তি সাধ্য নহে, সিদ্ধ বস্তু। জীব স্বতঃই মুক্ত। তাহার পক্ষে মুক্তির অন্বেষণ বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, জীব সর্ব্বদাই মুক্ত।

Brahman in so far as it can be destroyed by Vidya.—Max Muller's Indian Philosophy. p. 225.

এ কথা বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতবাদীরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন—"কণ্ঠচামীকরবৎ"। তাঁহারা বলেন, এক শিশুর কণ্ঠে একটি স্বর্ণহার ছিল। একদা শিশুর ভ্রম উপস্থিত হইল যে, তাহার হার কে চুরি করিয়াছে। সে ব্যাকুল হইয়া সর্বস্থানে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইল। কিন্তু কোথাও হারের সন্ধান পাইল না। তখন তাহার এক আত্মীয় বলিয়া দিলেন যে, যে হারের অন্বেষণে তুমি পণ্ডশ্রম করিয়াছ, তাহা তোমার কণ্ঠেই লম্বিত রহিয়াছে। তখন সেই অতি নিকটস্থ বস্তু, যাহাকে সে অতি দূরস্থ মনে করিয়াছিল, তাহা লাভ করিয়া সে শিশু কৃতার্থ হইল। মুক্তিও এইরূপ। মুক্ত জীবের স্বভাব-সিদ্ধ। অথচ জীব নিজেকে সংসার-জালে আবদ্ধ ভাবিয়া হাহাকার করে। তখন সদ্-গুরু কৃপা করিয়া তাহাকে প্রকৃত তত্ত্বের উপদেশ দেন। তাহার ফলে তাহার অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, এবং সে নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব উপলব্ধি করে।

অদ্বৈতবাদীরা এই তত্ত্ব একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদ-ভাবে বুঝাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এক সিংহ-শিশু ঘটনা-ক্রমে এক মেষের দলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সে মেষ-সাহচর্য্য ভ্রান্তি-বশে নিজেকেও মেষ কল্পনা করিল, এবং মেষের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হস্তী ব্যাঘ্রের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। একদা কেহ করুণা করিয়া তাহাকে জলাশয়ের ধারে লইয়া গেল, এবং জলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, সে মেষ নহে, সিংহ। তখন সে নিজের স্বরূপ বুঝিয়া সিংহ-বিক্রমে হস্তী ব্যাঘ্রের সহিত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইল।

জীবের ঘটনাও ঠিক এইরূপ। জীব উপাধি-সংযোগে মোহ-গ্রস্ত হইয়া নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ বিস্মৃত হয়, এবং "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" —ঈশ্বরভাব হারাইয়া শোক মোহের অধীন হয়। যদি কখন সদ্-গুরু

তাহাকে বলিয়া দেন যে, 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', এবং সে যদি বুঝিতে পারে, 'সোঽহম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', তবেই তাহার অবিদ্যার আবরণ অপসৃত হয়, এবং সে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—

তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

[মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।২।১২।]

'সেই জ্ঞান লাভের জন্য শিষ্য সমিৎ হস্তে লইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপস্থ হইবে।'

এই ব্রহ্ম, যাঁহার সহিত জীব ঐক্য উপলব্ধি করিবে, তাঁহার স্বরূপ কি? উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রুতি ব্রহ্মের দুইটি বিভাবের (aspect) উপদেশ দিয়াছেন। একটি—নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ভাব, অপরটি—সবিশেষ সগুণ ভাব। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাবের স্বরূপ এই যে, সে ভাবের কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায় না। কোন চিহ্নেরই পরিচয় দেওয়া যায় না, যদ্দ্বারা তাহাকে চিনিতে পারা যায়; কোন গুণেরই উল্লেখ করা যায় না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে ধারণা করা যায়। সেই জন্য এই ভাবকে নির্ব্বিকল্প নিরুপাধি বলা হয়। এই ভাবের পরিচয় স্থলে শ্রুতি 'নেতি 'নেতি'—তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন,—এইমাত্র বলিতে পারিয়াছেন, এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশস্থলে নঞের অত্যন্ত ছড়াছড়ি করিয়াছেন।

অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্।—বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম।—কঠ, ৩।১৫।

তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্। [বৃহদারণ্যক,২।৫।১৯]

'তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন; হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন।' 'তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই।' 'ব্রহ্মের পূর্ব্বে বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে অন্য কিছুই নাই।'

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ
শ্রোত্রং তদপাণি পাদম্।—মুণ্ডক, ১।১।৬।

'যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ; যাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই।'

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং
ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্।
অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্য
মব্যপদেশ্যমেকাত্ম প্রত্যয়সারং
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্
চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।—মাণ্ডুক্য, ৭।

'যাঁহার প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখও নহে, অন্তর্ম্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে; যিনি প্রজ্ঞান-ঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন; যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দ্দেশের অতীত; আত্ম-প্রত্যয়মাত্র-সিদ্ধ, প্রপঞ্চাতীত (নিরুপাধি), শান্ত, শিব, অদ্বৈত;—তাঁহাকে তুরীয় বলে।'

সেই জন্য তাঁহাকে অনির্দ্দেশ্য, অনিরুক্ত, অবাচ্য ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়।

এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তে।—তৈত্তিরীয়, ২।৭।
নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।—কঠ, ৬।১২।

'তিনি বাক্যের মনের ইন্দ্রিয়ের অতীত।' তিনি বিদিত ও অবিদিত সমস্ত পদার্থ হইতে বিভিন্ন ;—

অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।—কেন ; ১।৩।

তাঁহার উদ্দেশে ইহাও বলা হইয়াছে,

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ
কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।—কঠ ; ২।১৪।

'তিনি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন ; কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র, কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত ; অতীত হইতে বিভিন্ন, এবং ভবিষ্যৎ হইতে অন্য।' সেই জন্য গৌড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন ;—

অজমনিদ্রমস্বপ্নমনামকমরূপকম্।
সকৃদ্ বিভাতং সর্ব্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন ॥

[মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৩।৩৬।]

[উপচার—ভাষান্তর দ্বারা ঈদৃশত্ব-নিরূপণ।]

শ্রীশঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত মতের বিবরণস্থলে এই সকল ও অন্যান্য শ্রুতির উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাব বিশদ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, উপনিষদে যেমন ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ-ভাব-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সবিশেষ-ভাব-প্রতিপাদক শ্রুতিরও অভাব নাই।

সন্তি উভয়লিঙ্গা শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। 'অস্থূলম্ অনণু, অহ্রস্বমদীর্ঘম্' ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ।

'ব্রহ্ম বিষয়ে দুই প্রকারের শ্রুতি দৃষ্ট হয়; এক সবিশেষ-লিঙ্গ শ্রুতি; যেমন তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস। অন্য, নির্ব্বিশেষ-লিঙ্গ শ্রুতি, যেমন তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন; হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন।'

কিন্তু তথাপি শঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষ (নির্গুণ) ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য, এই মত স্থাপন করিয়া, সবিশেষ (সগুণ) ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্। সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে।

[ব্রহ্ম-সূত্রের শঙ্করভাষ্য, ৩।২।১১।]

'অতএব, উভয়-লিঙ্গ-নির্দ্দেশ থাকিলেও, সমস্ত-বিশেষ রহিত, নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য; তদ্বিপরীত (সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম) নহেন। কারণ, উপনিষদ্-বাক্যে যেখানেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে (যেমন অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি) সেখানেই ব্রহ্ম যে সমুদয়-বিশেষ-রহিত, এইরূপ উপদেশই দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহা বচনের, লক্ষণের, নির্দ্দেশের অতীত। কিন্তু শ্রুতি-বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার যে সবিশেষ ভাব, তাহা ইহার বিপরীত। সবিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষণে লক্ষিত, বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নে চিহ্নিত করা যায়। তিনি নির্ব্বিশেষের মত মন বুদ্ধির অগোচর, অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য নহেন।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োহত্মা ন প্রকাশতে।

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ [কঠোপনিষদ্, ৩।১২।]

'এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইঁহাকে সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।'

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং

মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।—কঠ, ২।১২।

'অধ্যাত্ম যোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ দুঃখ অতিক্রম করেন।'

হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো

য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।—কঠ, ৬।৯।

'তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়েন; তাঁহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয়।'

এই সগুণ ব্রহ্মের পরিচয়স্থলে উপনিষদ্ নানা সুন্দর গম্ভীর মন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং।—বৃহদারণ্যক, ৫।১৩।

'তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন।'

'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।'

'তিনি অণু অপেক্ষাও অণু, মহতের অপেক্ষাও মহান্।'

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।

[বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২।]

'ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি; সাধুকর্ম্মের দ্বারা ইঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্ম্মের দ্বারা অপচয় হয় না; ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি ভূত-পাল; ইনি লোকসমূহের বিভাজক, ধারক-সেতু।'

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ, এষোহন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।—মাণ্ডুক্য, ৬।

'ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি বিশ্বের কারণ; ইনিই ভূত সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান।'

অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥—শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৯।

'তাঁহার হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন; পদ নাই, অথচ গমন করেন; চক্ষু নাই, অথচ দর্শন করেন; কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অথচ তাঁহাকে কেহ জানে না; তাঁহাকেই মহান্ পরমপুরুষ বলে।'

এষ আত্মাহপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৫।

'এই আত্মা অপাপ-বিদ্ধ, জরা-হীন, মৃত্যু-হীন, শোক-হীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হীন; ইনি সত্য-কাম, সত্য-সঙ্কল্প।'

এই সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মকে উপনিষদে মহেশ্বর বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী-দিগের মতে এই সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর মায়ার বিজৃম্ভণমাত্র,—

ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। ইনি উপাধির কাল্পনিক বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন।* সেই জন্য পঞ্চদশী-কার বলিয়াছেন,—

মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরা বুভৌ।
যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বং ত্বদ্বৈতমেব হি॥

[পঞ্চদশী, ৬।২৩৬।]

'মায়া-রূপা কামধেনুর বৎস জীব ও ঈশ্বর, অর্থাৎ উভয়ই মায়িক অবস্থা। তদ্দ্বারা দ্বৈত সিদ্ধ হয় হউক, অদ্বৈতই কিন্তু তত্ত্ব।'

যেমন ব্রহ্ম মায়া-উপাধিতে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হন, সেইরূপ তিনি অবিদ্যা উপাধিতে জীব বলিয়া প্রতীয়মান হন। এ প্রতীতিও অলীক।

সত্যং জ্ঞান মনন্তং যৎ ব্রহ্ম তদ্‌বস্তু তস্য তৎ।
ঈশ্বরত্বস্তু জীবত্বম্ উপাধি দ্বয় কল্পিতম্।—পঞ্চদশী, ৩।৩।

'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই বস্তু, ঈশ্বর ও জীব উপাধি-কল্পিত (অবস্থা)। উপাধির পরিহার করিলে আর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই থাকে না।

মায়া বিদ্যে বিহায়ৈবং উপাধী পর জীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে।—পঞ্চদশী, ১।৪৭।

ব্রহ্ম, বস্তুতঃ, নিরুপাধিক। যখন তাঁহাতে মায়া-শক্তির উপাধি

---

* The Lord as creator, as Lord or Isvara, depends upon the limiting conditions or the Upadhis of name and form and these, even in the Lord, are represented as products of Nescience.

[Max Muller's Indian Philosophy, p, 207.]

সংযুক্ত হয়, তখন তিনি ঈশ্বর, এবং যখন কোষ-উপাধির যোগ হয়, তখন তিনি জীব-পদ-বাচ্য হয়েন।

শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা ॥

*   *   *

তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥

কোষোপাধি বিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্ ॥

[পঞ্চদশী, ৩।৩৮, ৪০, ৪১।]

এই যে মায়া—ইহা ব্রহ্মের শক্তি। যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি, সেইরূপ ব্রহ্মের মায়া-শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—"শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ"—শঙ্কর। অতএব, মায়া ও ব্রহ্ম অভিন্ন; কারণ, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অদ্বৈত-বাদীরা মায়ার পরিচয়-স্থলে বলেন,—

সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী।

'মায়া সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে,—সৎও নহে, অসৎও নহে। ইহার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়।' ইহার স্বরূপ নিরাকরণ করা যায় না। সেই জন্য বেদান্ত-সার বলিতেছেন,—

সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং

জ্ঞানবিরোধি-ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।

'মায়া ভাব-রূপী কোন কিছু; ইহা ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী। ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে। *

*It sometimes seems as if Shankara * * admitted two Brahmans also; Saguna and Nirguna; with or without quality; but this would again apply to a state of Nescience or Avidya only * * The

অদ্বৈতবাদীরা আরও বলেন যে, শ্রুতিতে ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২।১।১।

বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম।—বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮।

—ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের নির্দ্দেশ করিতেছে। আর তাঁহাকে যে "তজ্জলান্" (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১) বলা হয়, ইহা তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। "তজ্জলান্" অর্থে—তজ্জ, তল্ল, তদন ;—তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, তাঁহাতেই জগৎ লীন।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।১।

'যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তকালে যাঁহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।'

---

true Brahman, however, remains always Nirguna or unqualified,* * In full reality Brahman is as little affected by qualities, as our true self is by Upadhis (conditions). Having no qualities, this highest Brahman cannot be known by predicates. It is subjective and not liable to any objective attribute. This Isvara exists just as everything else exists, as phenomenally only, not as absolutely real. When personified by the power of Avidya or Nescience he rules the world, though it is a phenomenal world and determines though he does not cause rewards and punishments.

[Max Muller's Indian Philosophy, p. 220 to 228]

যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—বৃহদারণ্যক, ২।১।২০।

'যেমন ঊর্ণনাভ তন্তু উদ্গীরণ করে, যেমন অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করে, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে।"

জন্মাদ্যস্য যতঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২।

—এই সূত্র দ্বারা বেদান্তদর্শন তটস্থ লক্ষণেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি কারণ হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম।" বলা বাহুল্য, ইহা সগুণ ব্রহ্মের লক্ষণ। কারণ, পর-ব্রহ্ম যখন শক্তিযুক্ত হয়েন, তখনই তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ইত্যাদি লক্ষণের লক্ষণীয় হন।

তবে কি অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ বলিয়া কোন কিছু বস্তু আছে, যাহার সৃষ্টি স্থিতি লয় কথিত হইতেছে? অদ্বৈতবাদীরা জগতের সত্যতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু;—আর সমস্তই অসৎ, অবস্তু। ব্রহ্মই আছেন, আর কোন কিছু নাই।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন,—কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমি অর্দ্ধ শ্লোক দ্বারা বলিতেছি; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; জীব ব্রহ্মই— অন্য কিছু নহেন।' কারণ, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই।

ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, ব্রহ্ম ব্যতীত আর যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমস্তই অসৎ। বাস্তবপক্ষে তাহাদের সত্তা নাই। যাহা আজ আছে, তাহা কাল ছিল না, পরশ্বও থাকিবে না। যাহা গত কল্য ছিল, তাহা আজ নাই। এইরূপ, যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় আছে, তাহা স্বপ্নাবস্থায় থাকে না। স্বপ্নে যাহা দেখি, জাগ্রতে তাহা ছিল না, সুষুপ্তিতেও থাকিবে না। অতএব, তাহা অসৎ বই আর কি? কিন্তু ব্রহ্ম সকল অবস্থায় বিদ্যমান আছেন, ছিলেন, এবং থাকিবেন। অতএব, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

সদেব সোম্যইদমগ্র আসীৎ।
একমেবাদ্বিতীয়ম্।—ছান্দোগ্য, ৬।২।১।

'আদিতে এক অদ্বিতীয় সৎই বিদ্যমান ছিলেন।'

আত্মা বা ইদম্ এক এবাগ্র আসীৎ।—ঐতরেয়, ১।১।

'আদিতে এক আত্মাই ছিলেন।'

ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্।—নৃসিংহ-তাপনী, ৭।

'ব্রহ্মই সকল।'

আত্মৈবেদং সর্ব্বম্।—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২।

'আত্মাই এই সমস্ত।'

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৯।

'এখানে ভেদ নাই, সবই এক।'

যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ।—শ্বেতাশ্বতর, ৩।৯।

'যাঁহার পর অপর কিছুই নাই।'

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। স এবেদং সর্ব্বম্ * *। আত্মৈবাধস্তাদ্ আত্মা পশ্চাদ্ আত্মা পুরস্তাদ্ আত্মা দক্ষিণত আত্মা উত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বম্।—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১-২।

'তিনিই অধে, তিনিই উর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে; তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে; এ সমস্তই তিনিই। আত্মাই অধে, আত্মাই উর্দ্ধে; আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই পশ্চাতে; আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে; যাহা কিছু, সমস্তই আত্মা।'

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলাতে ইহাই বুঝায় যে, তিনি সমস্ত-ভেদ-রহিত। বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত,—এই ত্রিবিধ ভেদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিরুপাধি,—অর্থাৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ত,—এই ত্রিবিধ উপাধির সম্পর্কশূন্য।*

সেই জন্য যোগবাসিষ্ঠ (উৎপত্তি প্রকরণে) বলিয়াছেন,—"দেশ কাল, নিমিত্ত, যখন তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর দ্বৈতই বা কি, আর অদ্বৈতই বা কি? ব্রহ্ম দ্বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন,; জাতও নহেন, অজাতও নহেন; সৎও নহেন, অসৎও নহেন; ক্ষুব্ধও নহেন, প্রশান্তও নহেন।" তাঁহাতে সমস্ত দ্বন্দ্বের চির-সমন্বয়, সকল দ্বৈতের একান্ত-অবসান।

---

* The three ultimate categories of time, space and causality. Time=কাল, Space=দেশ এবং Causality=নিমিত্ত, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ।

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় বস্তু—আর যাহা কিছু সকলই অবস্তু। তাহাই যদি হইল, যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছু নাই ইহাই স্থির হইল, তবে যে এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ প্রতিক্ষণ আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহা আসিল কোথা হইতে? এ জগৎ মিথ্যা কিরূপে ধারণা করি? তদুত্তরে অদ্বৈত-বাদীরা দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন। তাঁহারা বলেন—রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, মরীচিতে (সূর্য্যকিরণে) যেমন মরীচিকা-ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগদ্‌-ভ্রম হইতেছে। ইহা ভ্রম মাত্র—এতদ্দ্বারা জগতের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।* রজ্জুতে সর্প-ভ্রমে আমরা সন্ত্রস্ত হই, শুক্তিতে রজত-ভ্রমে আমরা প্রলুব্ধ হই, মরীচিতে মরীচিকা-ভ্রমে আমরা আশ্বস্ত হই;

* এ সম্বন্ধে যোগবাসিষ্ঠের উপদেশ এইরূপ,—

স্বপ্নে জাগ্রদসদ্রূপঃ স্বপ্নো জাগ্রত্য সম্ময়ঃ।
মৃতির্জন্মন্যসদ্রূপা মৃত্যাং জন্মাপ্যসন্ময়ং॥ (যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্রকরণ, ৪৪।২৫)
ন কদাচন যন্নাস্তি তদ্ ব্রহ্মৈবাস্তে তজ্জগৎ।
তস্মিন্মধ্যে পচন্তীমা ভ্রান্তয়ঃ সৃষ্টিনামিকাঃ॥ (ঐ। ঐ। ঐ। ২৮)
যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেমাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে।
উৎপত্ত্যোৎপত্ত্য লীয়ন্তে রজাংসীব মহানিলে॥
তস্মাদ্ ভ্রান্তিময়াভাসে মিথ্যাত্বম্ অহমাত্মনি।
মৃগতৃষ্ণা জলচয়ে কৈবাস্থা সর্গ ভস্মনি॥
ভ্রান্তয়শ্চ ন তত্রাস্থাস্তা স্তদেব পরং পদম্। (ঐ। ঐ। ঐ। ২৯-৩১)

অন্যত্র কিন্তু যোগবাসিষ্ঠ বহু ব্রহ্মাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন,—

যথা সূর্য্যোদয়ে গেহে ভ্রমন্তি ত্রাসরেণবঃ।
তথেমে পরমাকাশে ব্রহ্মাণ্ড ত্রাসরেণবঃ॥ (যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তি, ২৯।৩৭)

কিন্তু তা' বলিয়া সে ভ্রম, ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কারণ যে আধারে সেই ভ্রমের 'অধ্যাস', সেই আধারের জ্ঞান হইলেই ভ্রম বাধিত হয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে সর্প, রজত, মরীচিকা—ইহারা ভ্রমের বিজৃম্ভণ মাত্র ; রজ্জু, শুক্তি, মরীচিই সত্য পদার্থ। এইরূপ যখনই জীবের ব্রহ্ম-জ্ঞান আয়ত্ত হয়, তখনই ব্রহ্মে অধ্যস্ত জগদ্-ভ্রম বাধিত হয়। তখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুরই প্রতীতি হয় না।* সেই জন্য প্রবোধ-চন্দ্রোদয়-কার বলিয়াছেন,—

জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডুক্যকারিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্ বস্তু জায়তে।

সদসৎ সদসদ্বাপি ন কিঞ্চিদ্ বস্তু জায়তে॥ (মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৪।২২)

আদৌ অন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা। (ঐ, ৪।৩১)

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।

মায়া মাত্রমিদং দ্বৈতম্ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥ (ঐ, ১। ১৭)

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তৎ তথা।

বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতা। (ঐ, ২। ৬)

[বিতথৈঃ = মৃগতৃষ্ণিকাদিভিঃ সদৃশত্বাৎ—শঙ্কর।]

অনিশ্চিতা যথা রজ্জু রন্ধকারে বিকল্পিতা।

সর্পধারাদিভির্ভাবৈ স্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ॥

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে।

রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ। (ঐ, ২। ১৭-১৮)

স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।

তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥ (ঐ, ২। ৩১)

* All this is not real but phenomenal ; it belongs to the realm of Avidya Nescience and vanishes as soon as true wisdom or Vidya has been obtained, * * It has been called a general cosmical Ne-

যৎ তত্ত্বং বিদুষাং নিমীলতি জগৎ স্রগ্‌ভোগি ভোগোপমম্।

'যেমন রজ্জু-জ্ঞানের বলে সর্প-ভ্রম তিরোহিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে জগদ্‌ভ্রম বাধিত হয়।'

তবেই দেখা যাইতেছে যে জগৎ না থাকিয়াও আছে—এইরূপ প্রতীতি হইতেছে। কিসে এরূপ হয়? তদুত্তরে অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে ব্রহ্মের যে মায়া-শক্তি সেই শক্তির দুইটী সামর্থ্য আছে, আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ শক্তির ফলে জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র মনে করে, এবং বিক্ষেপ শক্তির বলে এই জগদ্‌-ভ্রম-রূপ অঘটন-ঘটন সাধিত হয়। সেই জন্য তাঁহারা মায়াকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী এই সংজ্ঞায় অভি-হিত করিয়াছেন। জগৎ নাই অথচ জগৎ আছে, এইরূপ ঘটাইতেছে—মায়ার এতই সামর্থ্য। অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, ইন্দ্রজালক্রীড়ায়ও এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঐন্দ্রজালিক যখন দর্শকের নিকট ভেল্কির বিস্তার করে, তখন ত দর্শকের মনেও প্রতীতি হয়, যেন সে কত কি দেখিতেছে, শুনিতেছে। অথচ, দৃষ্ট শ্রুত—সমস্তটাই ভ্রম; বস্তুতঃ, সেখানে দেখিবার বা শুনিবার কিছুই নাই।*

science. * * Shankara looks upon the whole objective world as the result of Nescience, he nevertheless allows it to be real for all practical purposes (Vyabaharatham). But apart from this concession, the fundamental doctrine of Shankara always remains the same. There is Brahman and nothing else.—Max Muller's Indian Philosophy, pages, 199, 201, 202 & 209.

* সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে ইন্দ্রজালের উল্লেখ আছে। রামায়ণে রাবণ ইন্দ্রজাল-শক্তি-প্রভাবে রামের মায়া-মুণ্ড ও ধনুকের ভ্রম উৎপাদন করিয়া সীতাকে প্রলোভিত করিবার

এই কথা বিশদ করিবার জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইন্দ্রজালের এক চমৎকার ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন—শূন্যমার্গে সূত্রক্রীড়া।*

চেষ্টা করিয়াছিল। রত্নাবলীতে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মিত্র জনৈক ঐন্দ্রজালিক আকাশের শূন্যে সিংহাসন-সমাসীন ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেখাইয়া দর্শককে মোহিত করতঃ অবশেষে কাল্পনিক অগ্নি-ভয় উৎপাদন করিয়া কারাবদ্ধ নায়িকার উদ্ধার সাধন করিয়াছিল।

* এ বাজী এখনও প্রচলিত আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন সাহেব এই খেলার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া ইংরাজী সাময়িক পত্রে ইহার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইন্দ্রজালের যে কিরূপ অঘটন-ঘটন-পটুতা—তাহা ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইবে।

Many stories have been printed of the marvellous magic of the Indian *fakir*, but the *Express* publishes one which it would be difficult to beat. It is interesting to note that the writer says he saw the trick performed. The narrative is as follows :—We have all heard of the wonderful trick of the Indian *fakirs* whereby a person appears to climb up into the sky on a piece of rope or twine. Yet comparatively few of us have read detailed accounts of the manner in which it is performed. This is probably the greatest trick ever invented, for it is performed in the open—in any field or square. * *

The *fakir's* paraphernalia usually consists of a small boy and a dirty bag filled with a promiscuous jumble of nuts, shells, and what not.

Having selected his site the *fakir* begins operations by producing a ball of string apparently from no-where, and, after tossing it about for a while, throws it high into the air, retaining the free end of the string in his hand. Then up and up goes the ball growing smaller and smaller the higher it goes, until it disappears from observation. To all appearances it has sailed up until it

অঘটন-ঘটনের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর নাই।

পাশ্চাত্য-দেশে কিছুদিন হইতে হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ বিদ্যার আলোচনা হইতেছে। ইহা আমাদের সেই প্রচলিত যাদু-বিদ্যারই রূপান্তর।

---

reached the nearest stratum of clouds, vanishing behind them. No sooner has the ball disappeared than the *fakir* lets go the free end of the string, so that you have a line of twine extending from about five feet off the ground to Heaven knows where.

The old man will then begin a very clever little pantomime. He sets to work by yelling and gesticulating wildly, and apparently being much annoyed that the cord, at which he tugs and tugs remains steadfastly in space. As a last resort he calls the boy, telling him to climb the cord and bring the ball down.

Then you will see the spectacle of a lad of twelve or fourteen summers climbing hand over hand up a line of cotton twine about the thickness of a large pin. Up and up, higher and higher, he goes, until he also appears to vanish behind the clouds which hid the ball. When last seen he looks to be just about the size of the ball when it disappeared. Then you have a sample of splendid rage that would make a name for any tragedian, the old man working himself into a perfect fury by yelling, dancing, and gesticulating. "Am I to be made an idiot of by a ball of string and a fool by a broth of a boy ? Allah fordid ! I will teach them both ; they may not trifle with one so old and wise." That is the substance of what he says.

Then he will thrust his arm into his filthy old bag and draw forth the most murderous-looking knife you ever saw, and, placing it between his teeth and grasping the twine in both hands, he deliberately begins to climb up the cord, hand over hand, even as the boy had done before him. And presently

হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে অনেকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তদ্দ্বারাও মায়ায় অঘটন-ঘটন-পটুত্ব সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

কোন ব্যক্তিকে 'হিপনটাইজ' করিয়া যদি যাদুকর সংকল্প দ্বারা

---

he, too, disappears. By that time his audience, European as well as Native, are gaping skywards like so many idiots: There is half a minute's absolute silence, followed by an agonising yell so piercing that it makes one's flesh creep merely to think of it. A second after—though it seems an age—a dark object comes hurtling down from the sky, until, with a sickening thud, it lands on the ground a few feet in front of the audience.

When the writer last saw this feat performed an army surgeon formed one of the party, and the medical man cooly examined the mass, which proved to be the head of the boy who had climbed the cord. It was severed from the body at about the middle of the neck. A closer scrutiny showed that the face wore a horrible expression, while blood poured from the divided arteries and veins. The twitching of the newly-cut muscles and the wind pipe, and the cleanly severed joints of the cervical vertebrae were quite plain to the army surgeon and to the rest of the party, all of whom knew a little of anatomy from the field hospital. Presently down came an arm, cut off through the shoulder joint. A moment later the other arm dropped.

The doctor said the *Fakir* carved cleverly enough to have been a Surgeon at the Royal College. Then came one leg, then the other, and finally the trunk. A moment later the old man was seen coming down the string, and when he dropped to the ground from the end of it, it was seen that he was literally covered with gore from head to foot. The knife, still held between his teeth, was fairly dripping with blood. His eyes appeared

তাহার ভ্রম উৎপাদনের ইচ্ছা করেন, তবে সহজেই তাহাকে সে ভ্রম সত্য বলিয়া প্রতীতি করান যায়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যাদুকর হিপ্‌নটিক নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার সম্মুখে সিংহ বা সর্প

wilder than ever, his features drawn and he paced back and forth for a few seconds like a chained tiger.

Then he collected the head, limbs, and trunk and tossed them into the old bag. While watching this action his audience lost sight of the string and the knife, and never saw them again. Slinging the bag over his shoulder, he walked away. This was only a bluff ; he had not yet received any *bakshîsh* and he never would depart without that. He had moved off only a few paces when it was plain that something was moving inside the bag.

The old man stopped, assumed a surprised expression, put the bag down on the ground and in a moment out crawled the boy as sound in wind and limb as he had ever been. The boy began to smile, and the old man smiling and *salaaming* came forward for his money. This he got in very liberal amount and off he went, leaving his late audience, standing mystified, confused, flabbergasted.

On looking for traces of the recently commited tragedy, the party became aware that where the ground had been red with blood a moment ago no trace was left. Yet the doctor had picked up and handled the different members of the boy's body as they had come tumbling down from the sky, had examined them, and was perfectly positive that the cutting had been the work of a skilful surgeon or student of anatomy.

There is, as far as the writer is aware only one way in which people who have witnessed these genuine Hindu *fakir's* tricks account for them. The *fakirs* must mesmerise or hypnotise their

রহিয়াছে, সে অমনি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অতি গ্রীষ্মের সময় বলিলেন, আজ বড় শীত; সঙ্কল্প-মাত্রে সে অমনি শীতে কম্পিত-কলেবর হইল। কোথাও কিছু নাই, বলিলেন, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; সে অমনি ধারাহতের অভিনয় করিতে লাগিল। এইরূপ নানা অঘটন-ঘটন হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ দ্বারা ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, এমনই সংকল্প-বলে ব্রহ্ম মায়া-শক্তি দ্বারা জীবের জগদ্‌-ভ্রম উৎপন্ন করিতেছেন। তিনি ঐন্দ্রজালিক-চূড়ামণি; ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া জীবকে মোহিত করিতেছেন।

য একো জালবান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ।
সর্ব্বান্‌ লোকান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ॥—শ্বেতাশ্বতর, ৩।১।

'যিনি এক মায়াবী সর্ব্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর; সমস্ত লোক শক্তি দ্বারা পালন করেন।'

ইহাই দার্শনিকের পরিচিত Idealism—বিজ্ঞানবাদ। ইংলণ্ডে বার্‌-কৃলি প্রথম এই মতের প্রচার করেন; পরে হিউম, মিল প্রভৃতি এ মতের বিস্তার করিয়া মাধ্যমিক বৌদ্ধের অনুরূপ শূন্য-বাদে উপনীত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত-বাদ কিন্তু শূন্য-বাদ নহে। এ মতে জগদ্‌-ভ্রমের আধার শূন্য নহে,—ব্রহ্ম। অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, ব্রহ্মই জগদ্‌-রূপে বিবর্ত্তিত হন। দুগ্ধ যেরূপ দধি-রূপে বিকার প্রাপ্ত হইয়া পরিণত হয়,

---

audience, placing them in such a mental state that they imagine the whole performance—even the doctor, for instance, being befuddled into believing that he had handled the dismembered limbs. How it is done does not matter. It is the acme of conjuring.

এ সেরূপ নহে। ব্রহ্মের নিজের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে, তিনি কোনরূপে বিকৃত বা পরিণাম-গ্রস্ত হন না। তাঁহার কূটস্থ অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা ব্যত্যয় হয় না; অথচ, তিনি জগদ্-রূপে বিবর্ত্তিত হন। ইহারই নাম বিবর্ত্ত *।

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথাবিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥

সেই জন্য শঙ্করাচার্য্য শূন্য-বাদ পরিহারের উদ্দেশে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

ন তাবদ্ উভয়প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চিৎ হি পরমার্থম্ আলম্ব্য অপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ।

অথাতো আদেশো নেতি নেতি ইতি তত্র কল্পিতরূপ-প্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপবেদনমিদম্ ইতি নির্ণীয়তে। তদাস্পদং, হীদং সমস্তকার্য্যং 'নেতি নেতি' ইতি প্রতিষিদ্ধম্। যুক্তঞ্চ কার্য্যস্য বাচারম্ভণ শব্দাদিভ্যোঽসত্ত্বমিতি নেতি নেতীতি প্রতিষেধনম্ ন তু ব্রহ্মণঃ, সর্ব্বকল্পনামূলত্বাৎ * * তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ।

অর্থাৎ, 'জগৎ ও জগতের আধার উভয়েরই প্রতিষেধ উপপন্ন নহে;

* As the rope is to the snake, so Brahman is to the world. There is no idea of claiming for the rope a real change into a snake and in the same way, no real change can be claimed for the Brahman when perceived as the world.

(Max Muller's Indian Philosophy, p. 209.)

কারণ, তাহা হইলে শূন্য-বাদের প্রসঙ্গ হয়। কোন পরমার্থ আছেনই। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই অপরমার্থ বাধিত হইতেছে। "নেতি নেতি" দ্বারা কার্য্যেরই প্রতিষেধ সুসঙ্গত; কারণ, কার্য্য অসৎ, কল্পিত, কথা-মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতিষেধ হয়। নেতি নেতি—"ইহা নয়, ইহা নয়"—এইরূপ উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত অবস্তুর প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই সমস্ত কার্য্য,—ব্রহ্ম যাহার আস্পদ বা আধার,—সেই কার্য্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম কখন প্রতিষিদ্ধ হইতে পারেন না*। যেহেতু, তিনি সকল

* বিবর্ত্তবাদ যে শূন্যবাদ নহে, তাহা শঙ্করাচার্য্য ব্র,সূ,৩।১।৩ ও ব্র,সূ,২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্যেও প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

Creation is not real in the highest sense in which Brahman is real, but it is real in so far as it is phenomenal, for nothing can be phenonenal except as the phenomenon of something that is real * * All that we should call phenomenal, comprehending the phenomena of our inward as well as of our outward experience, was unreal. But as the phenomenal was considered impossible without the noumenal, that is without the real Brahman, it was in that sense real also, that is, it exists and can only exist, with Brahman behind it. * * It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman. * * The danger with Shankara's Vedantism was that what to him was simply phenomenal should be taken for purely fictitious, * * Maya is the cause of a phenomenal, not of a fictitious world.

(Max Muller's Indian Philosophy, pages 211, 214,215 & 243.)

Even the apparent and illusory existence of a material world requires a real substratum which is Brahman just as the appearance of the snake in the simile requires the real substratum of a rope * * Buddhist philosophers held that everything is empty and unreal and that all we have and know are our perceptions only, * * Shankara himself argues most strongly against this extreme idealism and * * enters into a full argument against the nihilism of the Buddhists. * * The Vedantist answers that though we

কল্পনার মূল। অতএব, ইহাই স্থির যে, ব্রহ্মে কল্পিত এই (অসৎ) প্রপঞ্চই বাধিত হইতেছে ;—ব্রহ্ম (যিনি সৎ বস্তু) অবশিষ্ট থাকিতেছেন।'

তবে কি জগৎ স্বপ্নের মত অলীক ? এ কথাও শঙ্কর স্বীকার করেন না। তিনি ৩।২।১ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেঽপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোস্বিন্ মায়ামযীতি। * * তস্মাৎ তথ্যরূপৈব সংধ্যে সৃষ্টিরিতি। এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ মায়ামাত্রং তু কাৎস্ন্যের্নানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ (ব্র, সূ, ৩।২।৩)। মায়ৈব সংধ্যে সৃষ্টির্ন পরমার্থগন্ধোপ্যস্তি * * তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনম্। * * পারমার্থিকস্তু নায়ং সংধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদিসর্গবদ্ ইত্যেতাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ন চ বিয়দাদি সর্গস্যাপি আত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তি। প্রতিপাদিতং হি "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ" (ব্র, সূ, ২।১।১৪) ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বং। প্রাক্ তু ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনাদ্ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি। সংধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইতি। অতো বৈশেষিকমিদং সংধ্যস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্।—৩।২।৪ সূত্রের ভাষ্য।

'জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় স্বপ্নেও কি পারমার্থিক সৃষ্টি অথবা মায়া-ময় সৃষ্টি ? "স্বপ্নেও সত্য সৃষ্টি" এই মতের নিরাস করিয়া সূত্রকার বলিতেছেন, "মায়ামাত্রন্তু" ইত্যাদি (৩।২।৩ সূত্র)। স্বপ্নে যে সৃষ্টি, তাহা মায়িক

---

perceive perceptions only, these perceptions are always perceived as perceptions of something.

(Max Muller's Indian philosophy, p. 209-11)

মাত্র; তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই। অতএব, স্বপ্নদর্শন মায়া মাত্র। সুতরাং, যে সৃষ্টি স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক নহে; ইহাও প্রতিপন্ন হইল।' পাছে এই মাত্র বলিলে জগতের সত্যতা স্বীকার করা হয়, এই আশঙ্কায় শঙ্করাচার্য্য সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন, 'কিন্তু আকাশাদি সৃষ্টি যে আত্যন্তিক সত্য, তাহা নহে। ২।১।১৪ সূত্রে সমস্ত প্রপঞ্চই যে মায়ামাত্র, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে স্বপ্ন-সৃষ্টি ও জাগ্রৎ-সৃষ্টির প্রভেদ এই যে, স্বপ্ন-দৃষ্ট প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত হয়; কিন্তু আকাশাদি প্রপঞ্চ, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বের অনুভব না হইলে বাধিত হয় না। অতএব স্বপ্ন-সৃষ্টি বিশেষ ভাবে মায়িক।'

শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদ কিন্তু জগৎকে স্বপ্নসৃষ্টির ন্যায় মিথ্যা বলিয়াছেন।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ ন সংশয়ঃ॥
মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্॥
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥*

'স্বপ্নে যে দ্বৈত ভাণ হয়, তাহা যে মনঃ-কল্পিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। জাগ্রতে দ্বৈতভাণও নিশ্চয়ই ঐ রূপ। চরাচর যাহা কিছু দ্বৈত, তাহা সমস্তই মনঃ-কল্পিত। মন যদি অমনঃ হয়, তবে আর দ্বৈত থাকিতে পারে না।' ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—

নহি স্বপ্নে হস্ত্যাদি গ্রাহ্যং গ্রাহকং চক্ষুরাদি দ্বয়ং বিজ্ঞান

* গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকা,—৪।৩০, ৩১।

ব্যতিরেকনাস্তি। জাগ্রদপি তথৈব। পরমার্থসদ্‌বিজ্ঞান-মাত্রাবিশেষাৎ।

অর্থাৎ 'স্বপ্নে গ্রাহ্য গ্রাহক—বিষয় ইন্দ্রিয়, এ দ্বৈতের বাস্তবিক সত্তা নাই; কেবল বিজ্ঞান (Idea) মাত্র থাকে। জাগ্রতেও ঐরূপ। উভয় অবস্থাতে বিজ্ঞানমাত্রই সৃষ্টিরূপে প্রতীত হয়। এই বিজ্ঞান পরমার্থ সৎ—আত্যন্তিক সত্য।' তবেই জগতে বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত আর কোনরূপ সত্তা নাই। বিজ্ঞানই জগদ্-রূপে প্রতিভাত হইতেছে! গৌড়পাদ এই মর্ম্মে বলিতেছেন,—

জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্য মেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তমিষ্যতে।

[গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্যকারিকা, ৪।৬৬]

'জগৎ জাগ্রৎ অবস্থায় চিত্তের অনুভবের বিষয়। তাহার চিত্ত হইতে পৃথক্ সত্তা নাই। এই যে সমস্ত দৃশ্য (বিষয়), ইহা জাগ্রৎ দ্রষ্টার চিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে।' যোগবাসিষ্ঠও অনেক স্থলে এই-রূপ মতেরই উপদেশ করিয়াছেন,—

যস্য চিত্তময়ী লীলা জগদেতচ্চরাচরম্।
মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণ্যো যথা ভাস্করতেজসঃ।
সর্ব্বা দৃশ্য দৃশোর্দ্রষ্টুর্ব্যতিরিক্তা ন রূপতঃ॥

[যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তি, ৯৪।২৯]

যথা স্থিতম্ ইদং বিশ্বং নিজভাবক্রমোদিতম্।
ন তৎ সত্যং ন চাসত্যং রজ্জু সর্পভ্রমো যথা॥
মিথ্যানুভূতিতঃ সত্যম্ অসত্যং সৎপরীক্ষিতম্॥ [ঐ,ঐ,৪০।৪১]

'এই চরাচর জগৎ ব্রহ্মের চিত্তময়ী লীলা (সঙ্কল্প) মাত্র। * * যেমন মরীচিকা সৌর-কর ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ সমস্ত দৃশ্য-দর্শন, দ্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই নিখিল বিশ্ব, দ্রষ্টার ভাব মাত্রে উদিত। ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে; যেমন রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। মিথ্যার যখন অনুভূতি হইতেছে, তখন সত্য; কিন্তু সত্যের পরীক্ষায় অবশ্য অসত্য।'

এই মর্ম্মে প্রকাশানন্দ সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীতে লিখিয়াছেন,—

প্রতীতিমাত্রমেবৈতদ্ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্।
জ্ঞান জ্ঞেয় প্রভেদেন যথা স্বাপ্নং প্রতীয়তে।
বিজ্ঞানমাত্রমেবৈতৎ তথা জাগ্রচ্চরাচরম্॥
রজ্জুর্যথা ভ্রান্ত দৃষ্ট্যা সর্পরূপা প্রকাশতে।
আত্মা তথা মূঢ়বুদ্ধ্যা জগদ্রূপঃ প্রকাশতে॥

'এই যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে—ইহা প্রতীতি মাত্র *। যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট জগৎ—জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভেদে ভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে, সেইরূপ জাগ্রদ্-দৃষ্ট চরাচর জগৎও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে। যেমন রজ্জু দৃষ্টি-ভ্রমে সর্প বলিয়া প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মাও বুদ্ধি-মোহে জগদ্-রূপে প্রতীত হয়।'

অবশ্য অদ্বৈত-বাদীরা জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন। ব্যবহার-ভাবে যে জগৎ সত্য, এ কথায় তাঁহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু জগৎ যে পরমার্থতঃ সৎ, ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি†। "প্রাক্

* Its essi is percipi.

† ব্যবহার ও পরমার্থের ভেদ জার্ম্মান দর্শনের noumenon ও phenomenon এর প্রভেদের অনেকটা অনুরূপ।

ব্রহ্মাত্মতাপ্রতিবোধাদ্ উপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ";—শঙ্কর। 'জীব ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান পর্য্যন্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার উপপন্ন হইতেছে।' কিন্তু তা বলিয়া জগৎ পরমার্থ নহে। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে "একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ।" 'যে বস্তু সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এক রূপেই অবস্থিত, তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ'; অর্থাৎ, যাহার কোন কালে কোন অবস্থায় বাধ হয় না, তাহাই পরমার্থ। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি পরমার্থ হইতে পারে? তিনিই সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থলে নির্ব্বাধ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই পরমার্থ। "একত্বমেব এবং পারমার্থিকং দর্শয়তি"—শঙ্কর। 'একত্বই পারমার্থিক, নানাত্ব ব্যবহারিক।' পঞ্চদশী বলিয়াছেন,—

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্ত মায়াতি সংবিদেষা স্বয়ং প্রভা॥

'এই স্ব-প্রকাশ সম্বিৎ (ব্রহ্ম) কোন কালে—মাস, বৎসর, যুগ, কল্প, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—কোনকালে উদিত বা অস্তমিত হন না।' অতএব তিনিই একমাত্র পরমার্থ।

অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে,—সত্য মিথ্যার লক্ষণ কি? কি চিহ্ন দেখিয়া আমরা চিনিয়া লইব যে, এ পদার্থ সত্য, এ পদার্থ মিথ্যা? তাঁহাদের মতে যাহার বাধ আছে সেই মিথ্যা; যাহার বাধ নাই, সেই সত্য*। পথের ধারে এক গাছা রজ্জু পড়িয়া আছে। অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে আমি সেটাকে ভাবিলাম সর্প; এবং ভয়ে চকিত হইয়া পলাইতে উদ্যত হইলাম। এমন সময় একজন পথিক দীপ-হস্তে সেই পথে

* পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্‌বার্ট স্পেন্‌সরও তাঁহার First Principles গ্রন্থে সত্য মিথ্যার এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। যাহা persistent (নির্ব্বাধ), তাহাই সত্য।

উপস্থিত হইল। সেই দীপালোকে দেখিতে পাইলাম, যে আমি যাহাকে সর্প মনে করিয়াছিলাম, সেটা সর্প নহে—রজ্জু মাত্র। তখন আমি নিরুদ্বেগ হইলাম। এইরূপে আমার সর্প-ভ্রম রজ্জু-জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইল। অতএব, এস্থলে আমার সর্পানুভূতি মিথ্যা বুঝিতে হইবে।

আর একদিন পথ চলিতে দেখিলাম, যে একটী অজগর ফণা বিস্তার করিয়া ভেক কুলের অতিবৃদ্ধি নিবারণ করিতেছে। কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। কতক্ষণ দেখিলাম;—সর্পরাজ তন্ময় হইয়া স্বকার্য্য সাধনে নিরত রহিয়াছেন। অবশেষে তিনি আমার প্রতি কটাক্ষ করিলেন। আমার হাতে লাঠি ছিল। আমি তদ্দারা তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলাম। তিনি গতিক বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। এস্থলে আমার সর্প-জ্ঞান কোনরূপে বাধিত হইল না। অতএব, ইহাকে সত্য বুঝিতে হইবে।

সত্য মিথ্যার এই সাধারণ পরিচয়। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে। আমরা বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের সহিত পরিচিত। কোন বস্তু আজ আছে, কিন্তু যদি কাল না থাকে, তবে কি তাহাকে সত্য বলিব? কোন বস্তু একমাস পূর্ব্বে ছিল না, আজ হইয়াছে, তাহা-কেই বা কি সত্য বলিব? এই আমার দেহ; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা ছিল না, আমার কয়েক বৎসর পরেও ইহা থাকিবে না; ইহা সত্য না মিথ্যা? আগ্রার তাজমহল, যাহা আজ আমার নয়ন বিনোদন করিতেছে, আকবর বাদসাহের সময় তাহা ছিল না, বোধ হয় এক সহস্র বৎসর পরে কোন ভবিষ্যৎ নৃপতির সময়েও তাহা থাকিবেনা; ঐ তাজমহলকে কি সত্য বলিব? অদ্বৈত-বাদীর মতে যাহা ত্রিকালে নির্ব্বাধ নহে, অর্থাৎ যে পদার্থের বর্ত্তমানে, অতীতে কিম্বা ভবিষ্যতে বাধ্ আছে, ছিল বা হইবে, তাহা সত্য নহে, মিথ্যা।

আরও কথা আছে। মানুষের চারিটী অবস্থা আছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। যাহা আমার জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত হইতেছে, স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে ত তাহার অনুভূতি হয় না। আবার স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, জাগ্রৎ বা সুষুপ্তিকালে ত তাহা অনুভূত হয় না। অদ্বৈত-বাদীরা বলেন, যে বস্তু জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারি অবস্থাতেই নির্ব্বাধ—কোন কালে, কোন অবস্থাতে যাহার বাধ হয় না,—তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ। এক ব্রহ্ম-বস্তুতেই সত্যের এই লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব, ব্রহ্মই সত্য;—অন্য সমস্ত মিথ্যা।

জগৎ যখন মায়া-মাত্র, কাল্পনিক, অসত্য, তখন অদ্বৈত মতে সৃষ্টির কথাই উঠিতে পারে না। কারণ, যাহার মাথা নাই, তাহার আবার মাথা-ব্যথা হইবে কিরূপে? অতএব, জগতের সৃষ্টি অনেকটা "রাহোঃ শিরঃ"—শিরোহীন রাহুর শিরঃ—এই ধরণের কথা*।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্যাভাবঃ। বিকারজাতস্যানৃতাভিধানাৎ * * মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিত নানাত্বম্।

[২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্য।]

'ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। কার্য্য, বিকার,—অসত্য; মিথ্যাজ্ঞানের বিজৃম্ভণ।' তথাপি ব্যবহারিক ভাবে শাস্ত্রে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে। এ ভাবে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও

* The fact being that strictly speaking there is with the Vedantists no matter at all in our sense of the word. Creation in our sense can not exist for the Vedantist. The effeet is always supposed to be latent in the cause. Hence Brahman is every thing and nothing exists besides Brahman.—Max Muller's Indian Philosophy.

নিমিত্ত কারণ। সাংখ্যেরা যে স্বাধীন প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলেন, তাহা সঙ্গত নহে*।

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহা জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে,তাহাতে ও ব্রহ্মে মাত্র নামরূপের ভেদ। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে†। যেমন কুণ্ডল, বলয়, হার প্রভৃতি বাহ্য দৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও রসায়নের চক্ষে এক সুবর্ণ বই আর কিছুই নহে, সেইরূপ এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে। কেবল নাম রূপের প্রভেদ মাত্র। কাহারও নাম হার,কাহারও নাম বলয়; কাহারও নাম পর্ব্বত, কাহারও নাম নদী। হারের রূপ এক প্রকার, বলয়ের রূপ আর এক প্রকার, পর্ব্বতের রূপ এক প্রকার, নদীর রূপ আর এক প্রকার;—কেবল এই মাত্র ভেদ। নাম ও রূপের ভেদ, বস্তুগত কোনও ভেদ নাই। যেমন হারে ও বলয়ে নামের ও রূপের প্রভেদ থাকিলেও উভয়ই বস্তুতঃ সুবর্ণ, সেইরূপ জাগতিক পদার্থ-সমূহের মধ্যেও নাম ও রূপের প্রভেদ। কাহারও নাম নদী, কাহারও নাম পর্ব্বত; কাহারও রূপ মনুষ্যোচিত, কাহার ও রূপ বৃক্ষোচিত হইলেও সকলেই ব্রহ্ম। কারণ, জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই জন্য বলা হইয়াছে,—

বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্।

[ছান্দোগ্য, ৬।১।৪]

* "ঈক্ষ্যতে র্নাশব্দং" এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ও ২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ের বিস্তার করিয়াছেন। 'নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তে রীশ্বরাৎ জগজ্জনিস্থিতিপ্রলয়া নাচেতনাৎ প্রধানাদ্ অন্যস্মাদ্বা।'

† The substance of the world can be nothing but Brahman—It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman.

[Max Muller's Indian Philosophy.]

'বাক্যের যোজনা, নামের প্রভেদ। মৃত্তিকা—ইহাই সত্য।'

অনেনৈব জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।

[ছান্দোগ্য, ৬।৩।৩]

'তিনি জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের ভেদ সাধন করিলেন।'

তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত।—বৃহদারণ্যক, ১।৪।৭।

'তাহা নাম রূপের দ্বারা বিভিন্ন করিলেন।'

আকাশোঽহবৈ নামরূপয়োর্নিবহিতা। ছান্দোগ্য, ৮।১৪।১।

'আকাশই (ব্রহ্ম) নাম রূপের নির্ব্বাহক।'

অতএব দেখা যাইতেছে, যে অদ্বৈত মতে জীব ও জড় উভয়ই অসত্য। উভয়ের অবিদ্যা-জনিত ব্যবহারিক (Phenomenal) সত্তা আছে মাত্র—পারমার্থিক (Real) সত্তা নাই।* শঙ্করাচার্য্য বলেন যে সূত্রকারের ইহাই অভিপ্রায়, সেই জন্য তিনি পারমার্থিক ভাবে জীব ও জড়ের অসত্তা এবং ব্যবহারিক ভাবে উভয়ের সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। "সূত্রকারোপি পরমার্থাভিপ্রায়েন 'তদনন্যত্বম্' ইত্যাহ। ব্যবহারাভিপ্রায়েন তু 'স্যাল্লোকবদ্' ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি।"—২।১।১৪ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য।

---

* The soul and the world both belong to the realm of things which are not real and have little if anything to do with the true Vedanta. It rests chiefly on the tremendous synthesis of subject and object, the identification of cause and effect, of the I and the It.

If there is but one Brahman and nothing beside it * how then are we to account for the manifold Thus, the many individuals and the immense variety of the objective world? * * It can therefore be due only to what is called Avidya, Nescience.

[Max Muller's Indian philosophy, p. 223.]

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত মতে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মেরও পারমার্থিক সত্তা নাই। তিনিও ব্যবহারিক (Phenomenal) মাত্র।*

অদ্বৈত বেদান্ত মতে যখন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন,—যেই জীব সেই ব্রহ্ম,—তখন তাহাতে ভক্তির স্থান নাই। কারণ, ভক্ত ও ভজনীয় স্বতন্ত্র না হইলে ভক্তির উন্মেষ হইবে কিরূপে? সেই জন্য দেখা যায়, অদ্বৈতী নিশ্চলদাস স্বকৃত "বিচার-সাগর" গ্রন্থের প্রারম্ভে শিষ্ট প্রণালী নমস্কার-প্রথা রক্ষা করিতে গিয়া মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। তিনি বলেন, যখন আমিই তিনি—"সোহং আপে আপ", যখন,—

অব্ধি অপার স্বরূপ মম, লহরী বিষ্ণু মহেশ।
বিধি রবি চন্দা বরুণ যম, শক্তি ধনেশ গণেশ॥

'যে সমুদ্রের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর, সূর্য্য, চন্দ্র, বরুণ, যম, শক্তি, কুবের, গণেশ প্রভৃতি লহরী মাত্র, আমি স্বয়ং সেই অপার সমুদ্র',—তখন "কাকু করু প্রণাম"—'কাহাকে প্রণাম করিব?' যদি বল, জীব ও ঈশ্বরে ত ব্যবহারিক ভেদ আছে, সেই ভেদ আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরকে না হয় প্রণাম কর; তাহাও সম্ভবে না। কারণ,—

* শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন (২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্যে),—

এবমবিদ্যাকৃত নামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি, ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি। স চ স্বাত্মভূতান্ এব ঘটাকাশস্থানীয়ান্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণ-সংঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবম্ অবিদ্যাত্মকোপাধি পরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ; ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপ আত্মনি ঈশিত্রীশিতব্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে * * পরমার্থাবস্থায়াম্ ঈশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবহারাবস্থায়াং তুক্তঃ শ্রুতাবপি ঈশ্বরাদিব্যবহারঃ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিঃ ইত্যাদি।

জা কৃপালু সর্ব্বজ্ঞকো হিয় ধারত মুনি ধ্যান।
তাকো হোত উপাধিতেঁ মোমেঁ মিথ্যা ভাণ॥

'মুনিরা এক জন কৃপালু সর্ব্বজ্ঞ (ঈশ্বরকে) চিত্তে ধ্যান করেন বটে, কিন্তু তিনি ত উপাধির উপঘাত মাত্র—অলীক পদার্থ ; মিথ্যা-জ্ঞানের সৃষ্টি ; তাঁহাকে কিরূপে প্রণাম করা যায় ? সেই সব ভাবিয়া নিশ্চল দাসের আর প্রণাম করা হয় নাই।

কিন্তু ভক্তির অবসর না থাকিলেও অদ্বৈত-বাদে উপাসনার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। তবে আমরা এখন উপাসনা অর্থে যাহা বুঝি, সে উপাসনা নহে। অদ্বৈত-বাদীর উপাসনা,—"বিশিষ্ট-চিন্তন-প্রচার"। এই উপাসনা ত্রিবিধ,—অঙ্গাববদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ উপাসনা। সাধক যজ্ঞের অঙ্গ-সমূহে ব্রহ্ম ভাবনা করিতে পারেন। "ইদং উদ্গীথং ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" 'এই উদ্গীথকে (যজ্ঞের অঙ্গবিশেষকে) ব্রহ্ম ভাবনায় উপাসনা করিবে'—ইহা অঙ্গাববদ্ধ উপাসনার উপদেশ। এইরূপ—"লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত" (ছান্দোগ্য, ২।২।১), "বাচি সপ্তবিধং সামো-পাসীত" (ছান্দোগ্য ২।৮।১) ইত্যাদি বহু উপদেশ উপনিষদে দৃষ্ট হয়। গীতা এইরূপ উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা॥

'অর্পণ (হাতা) ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, কর্ম্ম ব্রহ্ম,—সাধক এইরূপে সমাধি করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।'

দ্বিতীয়—প্রতীক উপাসনা। "মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" "আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত",—'মনকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে,' 'সূর্য্যকে

ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে',—ইত্যাদি প্রতীক উপাসনার উপদেশ, ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ে বহুশঃ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতীক উপাসনার মর্ম্ম এই—যে ব্রহ্ম নহে, তাহাকে ব্রহ্ম ভাবনা করা।

অদ্বৈত-বাদীরা বলেন, ইহা সঙ্গত নহে। তাঁহাদের মতে প্রকৃত উপাসনা অহংগ্রহ উপাসনা। আত্মা যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন,—"সোঽহং" "অহং ব্রহ্মাস্মি"—ইত্যাদি ভাব-সাধনই আত্ম-গ্রহ উপাসনা। "তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।

ন প্রতীকে ন হি সঃ।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।

আদিত্যাদি মতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৩-৬ ॥

সেই জন্য ন্যায়-মালায় উক্ত হইয়াছে,—

বাস্তব বিরোধাভাবাদ্ আত্মত্বেনৈব ব্রহ্ম গৃহ্যতাম্।

'যে হেতু আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন,অতএব আত্মাই ব্রহ্ম,এই ভাবনা কর।'

শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ। যত্তূক্তম্ ন বিরুদ্ধ-গুণয়োরন্যোন্যাত্মত্বসংভব ইতি। নায়ং দোষঃ। বিরুদ্ধ-গুণতায়া মিথ্যাত্বোপপত্তেঃ।—[৪।১।৩ সূত্রের ভাষ্য।]

'আত্মাকে পরমেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিবে। যদি বল, ঈশ্বরে ও জীবে বিরুদ্ধগুণবশতঃ একত্ব সম্ভব নহে, তাহার উত্তর এই যে, বিরুদ্ধ-গুণ-ভাব মিথ্যা (মায়িক মাত্র)।'

এই ভাবনা যখন অভ্যাসের বলে দৃঢ় ও নিশ্চল ভাব ধারণ করে, তখন জীব, ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতির ফলে, জীবন্মুক্তির অধিকারী হন। কারণ,

তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।

শ্রুতি বলিতেছেন,'যে যাহাকে উপাসনা করে,সে তাহাই হয়।' অতএব ব্রহ্ম-ভাবনারূপ চিন্তার ফলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে ব্রহ্ম অধিগত হইলে তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্তের সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ এবং ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অশ্লেষ হয়।* তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন,—

যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবং বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে।

তদ্ যথা ঈষিকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।

সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে। উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি।

'যেমন পদ্মপত্রে জল স্পর্শ করে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীতে পাপ স্পর্শ করে না।'

'যেমন ঈষিকা (নল) তুলা অগ্নিতে দিলে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হয়।'

'তত্ত্বজ্ঞানী পাপ পুণ্য উভয়কেই উত্তীর্ণ হন।'

কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগের জন্য জীবন্মুক্ত দেহ ধারণ করিয়া

* তদধিগম উত্তরপূর্ব্বোঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।

ইতরস্যাপ্যেবম্ অসংশ্লেষঃ পাতে তু।

অনারব্ধ কার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ।—ব্রহ্ম সূত্র, ৪।১।১৩-১৫ সূত্র।

থাকেন। কারণ, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ ভিন্ন ক্ষয় হয় না। ঐ ভোগান্তে যখন তাঁহার দেহ-পাত হয়, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন।

তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ ন বিমোক্ষ্যেঽথ সংপৎস্যে।

'জীবন্মুক্তের ততদিন বিলম্ব হয়, যত দিন না তাঁহার প্রারব্ধ ক্ষয় হয়; পরেই তিনি ব্রহ্মে সংযুক্ত হন।'

সাধারণ জীবের দেহান্তে উৎক্রান্তি হয়। অর্থাৎ, সে সূক্ষ্ম-দেহ অবলম্বন করিয়া লোকান্তরে গমন করে। বেদান্ত দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে এই উৎক্রান্তির প্রণালী ও প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণ কর্ম্মী দক্ষিণ মার্গে ধূম-যানে গমন করে। কর্ম্মানুসারে লোকান্তরে পুণ্য পাপ ভোগ করিয়া তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা উচ্চ সাধক, সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা উত্তর মার্গে দেব-যান দিয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপনীত হন। পরে সেখান হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন। তাঁহাদের আর আবর্ত্তন করিতে হয় না,—আর মানব-আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

সত্যলোকে অবস্থানকালে তাঁহারা স্বারাজ্য সিদ্ধির অধিকারী হইয়া নানা ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন।

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ আপ্নোতি মনসম্পতিং সর্ব্বে দেবা স্তস্মৈ বলিম্ আহরন্তি।

সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুৎতিষ্ঠন্তে। সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে। একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা ভবতি।

'তিনি স্বরাট্ হন, তিনি মনের অধিপতি হন। সমস্ত দেবগণ তাঁহাকে বলি প্রদান করেন।'

'সংকল্প মাত্রেই পিতৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন।'

'তাঁহার সমস্ত লোকে কাম-চার (ইচ্ছা-বিহার) হয়।'

'ব্রহ্মলোকে ইচ্ছামাত্রে সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইয়া রমণ করেন, এবং স্বেচ্ছাক্রমে কায়-ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া এক বা একাধিক রূপে বিরাজ করেন।'

ঐ সত্যলোকে সগুণ ব্রহ্মোপাসক ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, এবং মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মার দিবার অবসান হয়, তখন ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হন। ইহার নাম ক্রম-মুক্তি।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতি সঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

'যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ দ্বারা কৃতার্থ হইয়া ব্রহ্মার সহিত কল্পের অবসানে পরম পদে লীন হন।

কিন্তু যিনি জীবন্মুক্ত—নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক,—প্রাণাত্যয় হইলে তাঁহার উৎক্রান্তি হয় না।

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্তে।

'তাঁহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না; এখানেই বিলীন হইয়া যায়।' তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

---

* তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়—কেবল সৃষ্টি স্থিতি সংহারে স্বাধিকার হয় না।
জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদ্ অসন্নিহিতত্বাচ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭।

এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ-সংপদ্য স্বেন রূপেনাভি নিষ্পদ্যতে।

'ঐ জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ লাভ করিয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিত হন।'

শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপে সগুণ ও নিগু'ণ সাধনার ফলের তারতম্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'যে সগুণ ব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসা ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি * * জগদুৎপত্তিব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বাঽন্যদ্ অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি।

'সাধকগণ সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার ফলে মনের সহিত ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেন; মুক্তদিগের অণিমাদি সমস্ত ঐশ্বর্য্য সিদ্ধ হয়, কেবল জগদ্ব্যাপারে (জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-কার্য্যে) অধিকার জন্মে না।'

ঐরূপ সাধকের উল্লিখিত ক্রমে ক্রম-মুক্তি হয়।

কিন্তু—

বিদুষ ঐকান্তিকী কৈবল্যসিদ্ধিঃ।—৩।৩।৩৩ সূত্র।

'ব্রহ্মজ্ঞানীর কিন্তু কৈবল্যসিদ্ধি (বিদেহ-মুক্তি) হয়।'

অতএব বিদ্যাই এক মাত্র পুরুষার্থ।

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ॥—৩।৪।১ সূত্র।

অর্থাৎ, অদ্বৈতমতে নিগু'ণ উপাসনা—যদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়—তাঁহাই শ্রেষ্ঠ।

কারণ, এইরূপ নির্গুণ সাধকের ক্রম-মুক্তি হয় না ; জীবন্মুক্তির পর দেহপাত হইলে তিনি একবারে বিদেহমুক্তি লাভ করেন। তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হন।

অবিভাগো লোকবৎ।—ব্র, সূ, ৪।২।১৬।
অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।—ব্র, সূ, ৪।৪।২।

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম (কঠ, ৪।১৫) ইতি চৈবমাদীনি মুক্তস্বরূপনিরূপণপরাণি বাক্যানি অবিভাগমেব দর্শয়ন্তি। নদী সমুদ্রাদি নিদর্শনানি চ।

'যেমন স্বচ্ছ সলিল স্বচ্ছ আধারে নিষিক্ত হইয়া স্বচ্ছই হয়, হে গৌতম! তত্ত্বজ্ঞানী মুনির আত্মাও ঐরূপ হইয়া থাকে। কঠ উপনিষদের এই বাক্য এবং অন্যান্য শ্রুতি বাক্য (যাহাতে মুক্ত আত্মার স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে) মুক্ত-জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত (নদী সমুদ্রে মিলিত হইলে যেরূপ সমুদ্রের সহিত একীভূত হয়) এই তত্ত্বেরই উপদেশ দিতেছে।'

অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষ অকলোঽমৃতো ভবতি।—প্রশ্ন, ৬।৫।

'মুক্ত জীব ব্রহ্মে মিলিত হইলে তাহার নামরূপ বিলীন হইয়া যায় ;

তখন সেই (মিলনের আস্পদ) পুরুষ, এইরূপে বর্ণিত হন। সেই জীব অকল (কলা—অবয়ব-হীন), অমৃত (মৃত্যু-হীন) হন।'

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

'যে ব্রহ্ম জানে, সে ব্রহ্ম হয়।'*

ইহাই অদ্বৈত-বাদীর মুক্তি।

বিশিষ্টাদ্বৈত মত।

বিশিষ্টাদ্বৈত মত অনেক বিষয়ে অদ্বৈত মতের বিরোধী। আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে ব্রহ্মের স্বরূপ—নির্ব্বিকল্প, নির্গুণ, সমস্ত-বিশেষ-রহিত। শ্রীরামানুজাচার্য্য এই মতকে পূর্ব্ব-পক্ষ রূপে নিরাস করিয়া আপন মত এইরূপে প্রচার করিয়াছেন—যে, শ্রুতি স্মৃতি, সর্ব্বত্র, যিনি সমস্ত-দোষ-রহিত এবং সমস্ত কল্যাণ গুণের আকর, সেই সগুণ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

যতঃ সর্ববত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গং উভয়লক্ষণ-মভিধীয়তে; নিরস্ত-নিখিল-দোষত্ব কল্যাণ-গুণাকরত্ব লক্ষণো-পেতমিত্যর্থঃ।—শ্রীভাষ্য, ৩।২।১১।

রামানুজ এই ভাবে পূর্ব্ব-পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন,—

মুক্তস্বরূপং ব্রহ্মাভিন্নম্।—ন্যায়-মালা, ৪।৪।৪ ॥

নতু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।—বৃহ, ৪।৪।২৩।

'মুক্তের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।'

'তাহা ভিন্ন—ব্রহ্ম হইতে অন্য, দ্বিতীয় কিছু নাই, যাহার কামনা করিবে।'

নন্থ চ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিভি র্নির্ব্বিশেষপ্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে, অন্যত্তু সর্ব্বজ্ঞত্বসত্যকামত্বাদিকং নেতি নেতীত্যাদিভিঃ প্রতিসিধ্যমানত্বেন মিথ্যাভূতমিত্যবগন্তব্যং, তৎকথং কল্যাণ-গুণাকরত্বনিরস্তনিখিলদোষত্বরূপোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণ ইতি তত্রাহ।—শ্রীভাষ্য, ৩।২।১৪-১৭।

কেহ কেহ বলেন যে, 'ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত' ইত্যাদি বাক্যে নির্ব্বিশেষ স্ব-প্রকাশ ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। আর শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে "নেতি নেতি" এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ইহার দ্বারা, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্য-সংকল্পত্ব, জগৎ-কারণত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব, সত্য-কামত্ব—ইত্যাদি সগুণ ভাবের নিষেধ করিয়াছেন, তখন সে ভাব অবাস্তব ইহাই বুঝিতে হইবে। তবে আর তিনি কল্যাণ গুণের আকর এবং সমস্ত-দোষ-রহিত, তাঁহার এই উভয়-লিঙ্গত্ব কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে?'

এই পূর্ব্ব-পক্ষের নিরাস করিয়া রামানুজাচার্য্য স্ব-মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে উভয়-লিঙ্গ রূপে (তিনি সমস্ত-দোষ-রহিত এবং কল্যাণ গুণের আকর এই উভয় লক্ষণে) লক্ষিত করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য—সগুণ নহেন, এবং রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য—নির্গুণ নহেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতীরা বলেন যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রমাণাভাব; সবিশেষ ব্রহ্মই প্রামাণিক।* ব্রহ্ম সর্ব্বদাই মায়া-বিশিষ্ট।

---

* কিঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণস্য সবিশেষবিষয়তয়া নির্ব্বিশেষবস্তুনি ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি, নির্ব্বিকল্পকপ্রত্যক্ষেঽপি সবিশেষমেব প্রতীয়তে।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।

এই মায়া অর্থে অদ্বৈত-বাদীর অনির্ব্বচনীয় অনাদি ভাব-রূপ অজ্ঞান নহে, কিন্তু বিচিত্রার্থ সৃষ্টিকর্ত্রী গুণাত্মিকা প্রকৃতি।

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।

রামানুজের ভাষায় ব্রহ্ম "নিখিল-হেয়-প্রত্যনীক" ও "কল্যাণ-গুণ-গণাকর।" তবে যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাতে প্রাকৃত হেয় গুণের লেশমাত্র নাই।*

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥

ইত্যাদিভি র্নিখিল হেয় প্রত্যনীকত্বং কল্যাণগুণগণাকরত্বঞ্চ অবগম্যতে। * *

সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। * *
সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুর্জ্ঞানগম্যো হ্যসৌ স্মৃতঃ॥
ন হি তস্য গুণাঃ সর্ব্বেঃ সর্ব্বৈর্মুনিগণৈরপি।
বক্তুং শক্যা বিযুক্তস্য সত্ত্বাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ॥

"এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা", "পরাঽস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে", "তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিভি-র্নারায়ণস্যৈব পরতত্ত্বং দিব্যকল্যাণগুণযোগেন সগুণত্বং

অগ্রেঽপি মায়াশবলমেব ব্রহ্ম, অতশ্চ সর্ব্বদা বিশিষ্টমেব ইতি সিদ্ধম্।* * তর্হি সর্ব্বদা সবিশেষমেব ইতি সিদ্ধম্।—বেদান্ততত্ত্বসার।

* নির্গুণবাদাশ্চ প্রাকৃতহেয়গুণনিষেধবিষয়তয়া ব্যবস্থিতাঃ।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

প্রাকৃত হেয় গুণরহিতত্বেন নির্গুণত্বমিতি বিষয়ভেদ-বর্ণনে-নৈকস্যৈবাবগমাদ্ ব্রহ্মদ্বৈবিধ্যং দুর্বচনমিতি দিক্ ॥

[বেদান্ততত্ত্বসার।]

"'কল্যাণ-গুণ-যুক্ত বাসুদেবই পর-ব্রহ্ম—মুক্তিদাতা সনাতন বিষ্ণুই পর-ব্রহ্ম';—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্ হেয় গুণের বিপরীত ও কল্যাণ গুণের আধার—ইহাই জানা যায়। এবং নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতি বচন দ্বারা নারায়ণই পরতত্ত্ব, তিনিই দিব্য কল্যাণগুণ-সংযোগে সগুণ, ও প্রাকৃত হেয়গুণ-বিয়োগে নির্গুণ; অর্থাৎ—সেই একই ব্রহ্ম-বস্তু সগুণ ও নির্গুণ, ইহাই সূচিত হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্ম দ্বিবিধ,—ইহা বলা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য, যথা,—"বিষ্ণুই সগুণ ও নির্গুণ, তিনি জ্ঞানগম্য।" "তিনি সত্বাদি অখিল গুণ বিযুক্ত। তাঁহার সমস্ত গুণের বর্ণনা মুনিগণও করিতে পারেন না।" "এই পরমাত্মা পাপ-স্পর্শ-হীন"। "ইহার বিবিধ পরা শক্তি শ্রুত হয়।" "নারায়ণই পরতত্ত্ব"—ইত্যাদি।*

* With Ramanuja also, Brahman is the highest reality, omnipotent, omniscient; but this Brahman is at the same time full of compassion or love. ** According to Ramanuja, Brahman is not Nirguna—without quality. Such qualities as intelligence, power and mercy are ascribed to him; while with Shankara, even intelligence was not a quality of Brahman, but Brahman was pure thought and pure being. Besides these qualities Brahman is supposed to possess as constituent elements, the material world and the individual souls, and to act as the inward ruler (Antaryamin) of them. Hence neither the world nor the individual souls will ever cease to exist. All that Rama-

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ব্রহ্মই জগতের কর্ত্তা ও উপাদান।

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ॥

'কল্যাণগুণান্বিত বাসুদেবই পর-ব্রহ্ম। তিনি ভুবন সকলের উপাদান, কর্ত্তা ও অন্তর্য্যামী রূপে জীবের নিয়ামক।'

অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই জগতের স্থিতি, এবং তাঁহাতেই জগতের লয়।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।

অর্থাৎ, 'যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় নিষ্পন্ন হয়, তাঁহাকে জানিতে হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।' ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। সেই জন্য সূত্রকার বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

---

nuja admits is that they pass through different stages as Abyakta and Byakta. * * Brahman is to be looked on and worshipped as a personal God, the creator and ruler of a real world. Thus, Isvara, the Lord, is not to be taken as a phenomenal God and the difference between Brahman and Isvara vanishes, as much as the difference between a qualified and an unqualified Brahman.

[Max Muller's Indian Philosophy, pp. 245, 247-248]

Ramanuja's Brahman is always one and the same, and, according to him, the knowledge of Brahman is likewise but one; but his Brahman is in consequence hardly more than an exalted Isvara. He is able to perform the work of creation without any help from Maya or Avidya.—Ibid, p, 251.

জন্মাদ্যস্য যতঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২।

'যাঁহা হইতে জগতের জন্মাদি সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম।'

যতো যস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ নিখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাদ্যনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ পুংসঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে ইতি সূত্রার্থঃ।

[সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।]

ঐ সূত্রের অর্থ এই,—'যে সর্ব্বেশ্বর, সকল হেয় গুণের বিপরীত, সত্য-সংকল্পাদি নিরতিশয় অনেক কল্যাণ গুণের আকর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, (তিনিই পর-ব্রহ্ম)'।

অদ্বৈত-বাদীরা ইহাকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিয়াছেন, এবং "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম", ইহাই তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর, জীব ও জড়—এই তিন পদার্থ।

দ্রব্যং দ্বেধা বিভক্তং জড়মজড়মিতি * * তত্র জীবেশভেদাৎ।

দ্রব্য দ্বিবিধ—জড় ও অজড়। অজড় বা চিতের—জীব ও ঈশ্বর—এই দুই বিভাগ।

অদ্বৈত-বাদীরা যে বলেন, ব্রহ্ম একমাত্র পরমার্থ, এবং জীব ও জগৎ-প্রপঞ্চ রজ্জুসর্পের ন্যায় অবিদ্যার পরিকল্পনা মাত্র; ইহা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর অনুমোদিত নহে।

এষো হি তস্য সিদ্ধান্তঃ চিদচিদ্ ঈশ্বরভেদেন ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ামক-ভেদেন ব্যবস্থিতাস্ত্রয়ঃ পদার্থা ইতি। তদুক্তম্,

ঈশ্বর শ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনরিতি॥
[সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শন]

'রামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর,—পদার্থ এই তিনটী। চিৎ=ভোক্তা, অচিৎ=ভোগ্য ও ঈশ্বর=নিয়ামক; ইহার সমর্থন জন্য তিনি নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ—পদার্থ এই তিনটী; হরি হন ঈশ্বর, জীব চিৎ ও দৃশ্য (জড়) অচিৎ।'

এ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ এইরূপ বলিতেছেন,—

উদ্গীত মেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিন্ ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।

'এই যে পর-ব্রহ্ম, ইনি অক্ষর; ইঁহাতে তিনটী সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, এইরূপ উদ্গীত হইয়াছে।'

এই তিনটী কি কি? ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জড়) ও প্রেরিতা (ঈশ্বর)। কারণ, অন্যত্র শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন,—

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা।
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন,—

ভোক্তা জীবঃ ভোগ্যং ইতরৎ সর্ব্বম্, প্রেরিতা অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মৈব ইতি।

অর্থাৎ, 'পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর, ব্রহ্মের এই তিন ভাব।'

কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে

তাহারা সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীন। কারণ, ঈশ্বরই ভোক্তা ও ভোগ্য—পুরুষ ও প্রকৃতি—উভয়েতেই অন্তর্য্যামী রূপে অবস্থিত আছেন।

পরমেশ্বরস্যৈব ভোক্তৃভোগ্যয়ো রুভয়োরন্তর্য্যামিরূপেণাবস্থানম্।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

'পরমেশ্বরই ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়েই অন্তর্য্যামী রূপে অবস্থান করিতেছেন।' অর্থাৎ, তিনি জীব ও জড়—উভয়েরই অন্তর্য্যামী। সেই জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা এই উভয়কে তাঁহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।*

তদেতৎ কার্য্যাবস্থস্য চ কারণাবস্থস্য চ চিদচিদ্বস্তুনঃ সকলস্য স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ পরব্রহ্মশরীরত্বম্।

[২।১।১৫ সূত্রের শ্রীভাষ্য]

'কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থাপন্ন চিৎ ও অচিৎ—স্থূল ও সূক্ষ্ম, সমস্ত বস্তুই পর-ব্রহ্মের শরীর।'

এ কথার সমর্থনের জন্য শ্রীরামানুজ নিম্নলিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ * * যস্য পৃথিবী শরীরং * * যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ * * যস্য বিজ্ঞানং শরীরং য আত্মনি তিষ্ঠন্ যস্যাত্মা শরীরম্ ইত্যাদি।—অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ।

'জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে', 'যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়ঃ' 'তৎ

---

* Chit and Achit, what perceives and what does not perceive—soul and matter, form, as it were, the body of Brahman, are in fact modes (Prakara) of Brahman.—Max Muller's Indian Philosophy.

সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ' ; 'তানি সর্ব্বাণি তদ্ বপুঃ' ; 'সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ'।

'যিনি (অন্তর্য্যামী রূপে) পৃথিবীতে রহিয়াছেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর ; যিনি বিজ্ঞানে রহিয়াছেন, বিজ্ঞান যাঁহার শরীর ; যিনি আত্মাতে রহিয়াছেন, আত্মা যাঁহার শরীর।'

'সমস্ত জগৎ তোমার শরীর ;' 'যে অম্বু (কারণার্ণব) বিষ্ণুর শরীর'। 'সে সমস্তই শ্রীহরির তনু ;' 'সে সমস্তই তাঁহার বপু।' 'তিনি অনুধ্যান করিয়া নিজের শরীর হইতে (প্রজা) সৃষ্টি করিলেন।'

তাহাই যদি হইল,—যদি পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর এই তিন পদার্থ স্বীকার্য্য হইল, তবে যে শ্রুতি—

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। আত্মা বা ইদমেকাগ্র আসীৎ।

"এখানে নানা (বহুত্ব) নাই," "ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়," "অগ্রে এই পরমাত্মাই ছিলেন" ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি ? ঐ সকল একত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্যের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা বলেন, যে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই নানাত্ব-নিষেধের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, এই জড় ও জীব মিথ্যাকল্পনা মাত্র ; কিন্তু এই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ভগবানেরই প্রকার বা বিধা (aspect) মাত্র।

একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিৎপ্রকারং নানাত্বেনাবস্থিতম্।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

'একই ব্রহ্মের নানাভূত চিৎ অচিৎ প্রকার ভেদ। তিনি নানারূপে অবস্থিত।'

একস্যৈব ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতং সর্ব্বং চেতনা চেতনাত্মকং বস্তু।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

'চিৎ ও জড়, এক ব্রহ্ম পদার্থেরই শরীর, অতএব তাঁহারই প্রকার মাত্র।'

শ্রুতি যে, ব্রহ্মকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর অন্য বস্তু নাই। সেই শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, প্রলয়ে প্রকৃতি পুরুষ নাম-রূপের ভেদ-রহিত হইয়া অনির্দ্দেশ্য ভাবে যখন ব্রহ্মে বিলীন থাকে, সেই অব্যাকৃত অবস্থায় তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্।

তদ্ধেতৎ তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ। নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে।

'প্রলয়ে জগৎ অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে; পরে (সৃষ্টিতে) তাহা নাম-রূপের দ্বারা ব্যাকৃত (ব্যক্ত) হয়।'

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা বলেন,—

বস্তুস্তুর বিশিষ্টস্যৈব অদ্বিতীয়ত্বং শ্রুত্যভিপ্রায়ঃ।

এবং তাঁহারা এই কথার সমর্থনের জন্য এই সকল শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত করেন;—

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টিং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ॥

এক এবাদ্বিতীয়োহভূদাত্মাধারোহখিলাশ্রয়ঃ।

* * * *

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।

ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥

অক্ষরং তমসি লীয়তে। তমঃ পরে দেবে একীভবতি।

ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে।

আভূতসংপ্লবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতৌ মহান্॥

একস্তিষ্ঠতি সর্ব্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভু॥

'নারায়ণ দেব এক ও অদ্বিতীয়। তিনি মায়াবলে পূর্ব্ব-সৃষ্ট জগৎ কালকলার দ্বারা কল্পান্তে সংহার করিয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর-রূপে বিরাজিত থাকেন। সমস্ত আত্মা তাঁহাতে নিহিত থাকে, এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতে বিলীন থাকে।'

'আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, আমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমাতেই সমস্ত বিলীন হয়; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমিই।'

'অক্ষর প্রকৃতিতে লীন হয়, প্রকৃতি পরমেশ্বরে একীভূত হয়।'

'যখন ব্রহ্মাদি লয় প্রাপ্ত হন, যখন চরাচর বিনষ্ট হইয়া যায়, যখন ভূত সকলের প্রলয় উপস্থিত হয়, যখন মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, তখন সর্ব্বাত্মা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর বিরাজিত থাকেন; তিনিই নারায়ণ প্রভু।'

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতির এইরূপ অর্থ করেন,—

তদানীং সূক্ষ্ম চিদচিদ্‌বিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ সিদ্ধত্বাদ্ বিশিষ্ট-

স্যৈব অদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধম্। * * তদনাদিত্বেঽপি অবিভাগ উপপদ্যতে, যতস্তৎ ক্ষেত্রজ্ঞবস্তু তদানীং পরিত্যক্ত নামরূপং ব্রহ্মশরীরতয়াপি পৃথগ্ ব্যপদেশানর্হমতিসূক্ষ্মম্।—বেদান্ততত্ত্বসার।

'প্রলয়ে সূক্ষ্মভাবাপন্ন জীব ও জড় ব্রহ্মে বিলীন থাকে। তদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। সেই জন্য তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলা হয়। যদিও জগৎ অনাদি, কিন্তু প্রলয়ে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়া যায়। কারণ, তখন ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া অতি সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করে, ব্রহ্মের শরীর হইলেও তাহার পৃথক্ উপলব্ধি হয় না।'

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা ব্রহ্মের দুই অবস্থা,—কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা—স্বীকার করেন। যখন প্রলয়ে জীব ও জড়াত্মক জগৎ ব্রহ্মে প্রলীন হইয়া যায়, যখন সেই সূক্ষ্ম দশাতে তাহাদের নাম-রূপের বিভাগ তিরোহিত হয়, তখন ব্রহ্মের কারণাবস্থা। আবার যখন সৃষ্টিতে চিৎ ও জড় নাম-রূপের বিভাগে বিভক্ত হইয়া ব্যক্ত স্থূল অবস্থা ধারণ করে, তখন ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা। সে অবস্থায় অচিৎ (দৃশ্য জড় জগৎ),—ভোগ্য (বিষয়), ভোগোপকরণ (ইন্দ্রিয়) ও ভোগায়তন (দেহ)—এই ত্রিবিধ আকার ধারণ করে।

নামরূপ-বিভাগানর্হ-সূক্ষ্ম-দশাবৎ প্রকৃতিপুরুষশরীরং ব্রহ্ম কারণাবস্থং জগতস্তদাপত্তিরেব প্রলয়ঃ নামরূপবিভাগ-বিভক্ত-স্থূল-চিদচিদ্-বস্তু-শরীরং ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থং ব্রহ্মণস্তথাবিধ-স্থূল-ভাবশ্চ সৃষ্টিরিত্যভিধীয়তে।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

'কারণাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নাম-রূপের ভেদ-রহিত সূক্ষ্ম-দশাপন্ন প্রকৃতি

ও পুরুষ শরীর ; জগতের ব্রহ্মে লীন হওয়ার নামই প্রলয়। আর কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নাম-রূপের ভেদে ভিন্ন, স্থূল-দশা-প্রাপ্ত চিৎ ও অচিৎ (জীব ও জড়) শরীর ; ব্রহ্মের সেইরূপ স্থূলভাবকেই সৃষ্টি বলে।'

পরব্রহ্ম হি কারণাবস্থং কার্য্যাবস্থং সূক্ষ্মস্থূলচিদচিদ্ বস্তু শরীরতয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মভূতম্।—১।২।১ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।

'পর ব্রহ্মের দুই অবস্থা,—কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম-ভাবাপন্ন প্রকৃতি পুরুষ তাঁহার শরীর ; এবং কার্য্যাবস্থায় স্থূল-ভাব-প্রাপ্ত প্রকৃতি পুরুষ তাঁহার শরীর। অতএব, তিনি সর্ব্বদাই সকলের আত্মা-রূপে অবস্থিত।'

অতএব,—

আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ।

'আদিতে আত্মা ভিন্ন আর কিছু ছিল না'—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য, এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে, প্রলয়ে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে লীন ছিল—একীভূত ছিল ; ইহা দ্বারা স্বরূপ-নিবৃত্তি বুঝাইতেছে না। জগৎ স্থূল-রূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম-রূপে ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল—ইহাই বুঝাইতেছে। অতএব, সূক্ষ্ম চিৎ ও জড় বিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের কারণ।*

---

* নম্বু 'আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ, ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ কথং সূক্ষ্ম চিদচিদ্ বিশিষ্টস্য নারায়ণস্য কারণত্বম্। উচ্যতে। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি' ইতি পরিত্যক্ত স্থূলাকারাণাং সূক্ষ্মাকারাপত্ত্যা ব্রহ্মণি বৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে, নতু স্বরূপনিবৃত্তিঃ। 'অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি' ইতি তমঃশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্মন্যেকীভাবশ্রবণাৎ। পৃথগ্ গ্রহণরহিতত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ।

তবে যে জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হয় (তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৫), এবং ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত বিজ্ঞাত হইল, এইরূপ বলা হয়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জগৎ যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তাঁহারই প্রকার বা বিধা, তখন তাঁহাকে জানিলে কি আর অজ্ঞাত থাকিতে পারে ?

কার্যামপি সর্ব্বং ব্রহ্মৈব ইতি কারণভূতব্রহ্মাত্মজ্ঞানাদেব সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতীতি এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ব বিজ্ঞানস্য উপপন্নতরত্বাৎ। [সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজ দর্শন]

'সমস্ত কার্য্যই ব্রহ্ম ; তাহাদিগের কারণভূত ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই কার্য্যেরও জ্ঞান হয়। শ্রুতি যে এক বস্তু জানিলেই, সকলই জ্ঞাত হইবে—এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাও এই ভাবে সঙ্গত হইতেছে।'

অত্রেদং তত্ত্বং চিদচিদ্‌বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সর্ব্বদা সর্ব্বশব্দাভিধেয়ং। তৎ কদাচিৎ স্বস্মাৎ স্বশরীরতয়াঽপি

' "আদিতে এ জগৎ আত্মাই ছিল" এই শ্রুতির দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আত্মাই ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে কিরূপে সূক্ষ্ম চিদচিৎ-বিশিষ্ট নারায়ণের কারণত্ব উপপন্ন হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—"যাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, যাঁহাতে স্থিতি, এবং যাঁহার দ্বারা প্রলয় সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম"—এই শ্রুতি-বাক্যে জগৎ স্থূল অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন থাকে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, জগতের অত্যন্ত নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইতেছে না। "তমঃ পরমেশ্বরে একীভূত হয়,"—এই বাক্যে তমঃ শব্দবাচ্য প্রকৃতি পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া একীভূত হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে। একীভাব অর্থে—সেই অবস্থা, যে অবস্থায় বস্তুর পৃথক্-রূপে গ্রহণ করা যায় না।'

পৃথগ্ ব্যপদেশানর্হ সূক্ষ্মদশাপন্ন চিদচিদ্‌বস্তুশরীরং তৎ কারণাবস্থং ব্রহ্ম। কদাচিদ্ চ বিভক্তনামরূপ ব্যবহারার্হ স্থূল-দশাপন্ন চিদচিদ্‌বস্তুশরীরং, তচ্চ কার্য্যাবস্থমিতি কারণাৎ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপং জগদনন্যৎ।

[২।১।১৫ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য]

অতঃ সর্ব্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্ বস্তু শরীরমিতি সূক্ষ্মচিদচিদ্‌-বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণং তদেব ব্রহ্ম স্থূলচিদচিদ্‌বস্তুশরীরং জগদাখ্যং কার্য্যমিতি জগদ্ ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ।

[২।১।২৩ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য]

'এ বিষয়ে তত্ত্ব এইরূপ। ব্রহ্মই সর্ব্বদা "সর্ব্ব" শব্দের বাচ্য; কারণ, চিৎ ও জড় তাঁহার শরীররূপে তাঁহারই প্রকার। তাঁহার কখনও কারণাবস্থা, কখনও কার্য্যাবস্থা। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম-দশাপন্ন, নাম-রূপের স্বাতন্ত্র্যরহিত জীব ও জড় তাঁহার শরীর, এবং কার্য্যাবস্থায় স্থূল-দশাপন্ন নাম-রূপের ভেদে ভিন্ন জীব ও জড় তাঁহার শরীর। কারণ, পরব্রহ্ম হইতে তৎকার্য্য জগৎ অভিন্ন।'

'অতএব সকল অবস্থাতেই জীব ও জড় ব্রহ্মের শরীর। কারণ-ব্রহ্মের সূক্ষ্ম জীব ও জড় শরীর; কার্য্য-ব্রহ্মের (যাঁহার নাম জগৎ) স্থূল জীব ও জড় শরীর। এই ভাবে জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নতা উপ-পন্ন হইতেছে।'

শাস্ত্রে অনেক স্থলে জগৎকে অসৎ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, জগৎ বিজ্ঞান মাত্র—মায়িক অবস্তু। জগৎকে অসৎ বলার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, জগৎ যখন পরিণামী

ও বিকারশীল, যখন একরূপে অবস্থান করে না, তখন নির্ব্বিকার ব্রহ্মের তুলনায় ইহা অবস্তু বই আর কি?

"বিকারজননীমজ্ঞাম্", "নিত্যং সতত বিক্রিয়ামি"ত্যাদি-ভিরস্যাঃ সবিকারত্বেন সততপরিণামিত্বেন চৈকরূপাভাবান্ন ব্রহ্মসমানসত্তাকত্বম্। অত এবেয়মনৃতাদিপদৈরুপচর্য্যতে।

[বেদান্ততত্ত্বসার]

'জগৎকে যে মিথ্যা বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি যখন বিকারী জড় বস্তু, প্রকৃতি যখন নিয়তই পরিণামী, যখন প্রকৃতি এক-রূপে অবস্থান করিতেই পারে না (ব্রহ্ম যেরূপ অবস্থান করেন),—তখন তাহার ব্রহ্মের সমান সত্তা কিরূপে হইবে?

জগৎ যে ভ্রম নহে—মায়ার বিজৃম্ভণ, বিজ্ঞান মাত্র নহে, এ কথা প্রতিপাদন করিবার জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা অনেক যুক্তি তর্কের অব-তারণা করিয়াছেন।

অতো বিজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্ ন বাহ্যার্থোঽস্তিইত্যেবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে নাভাব উপলব্ধেরিতি। [ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৭]

জ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অভাবো ব্যক্তুং ন শক্যতে কুতঃ উপ-লব্ধেঃ জ্ঞাতুরাত্মনোঽর্থবিশেষব্যবহারযোগ্যতাঽপাদনরূপেণ জ্ঞান-স্যোপলব্ধেঃ * * জ্ঞানবৈচিত্র্যমপ্যর্থবৈচিত্র্যকৃতমেব * * যৎ পরৈঃ স্বপ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগরিতজ্ঞানানামপি নিরালম্বনত্ব মুক্তং তত্রাহ * * বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ। [ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৮]

স্বপ্নজ্ঞানবৈধর্ম্যাজ্জাগরিতজ্ঞানানাম্ অর্থশূন্যত্বং ন যুজ্যতে বক্তুং— * * ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৯।

ন কেবলস্যার্থশূন্যস্য জ্ঞানস্য ভাবঃ সম্ভবতি, কুতঃ ক্বচিদপ্যনুপলব্ধেঃ।

'যদি কেহ বলেন যে বাহ্যার্থ (External world) নাই—বিজ্ঞান মাত্রই আছে, তাহার উত্তরে আমরা বলি—"নাভাবঃ" এই ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে, তখন বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত পদার্থের সত্তা নাই, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ— বিষয়কে জ্ঞাতার ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। বিষয় না থাকিলে এরূপ হয় কিরূপে? * * আর বিষয় বিচিত্র বলিয়াই জ্ঞানও বিচিত্র হয়। * * বিরুদ্ধ-বাদীরা যে বলেন যে, যখন স্বপ্ন-জ্ঞান নিরালম্বন—তখন জাগরিত-জ্ঞানও আলম্বন-শূন্য, তাহার উত্তর—"বৈধর্ম্যাচ্চ" সূত্র (২।২।২৮)। স্বপ্ন-জ্ঞান ও জাগরিত-জ্ঞান এক ধর্ম্মাক্রান্ত নহে। অতএব, স্বপ্ন-জ্ঞানের দৃষ্টান্তে জাগরিত-জ্ঞানকেও অর্থশূন্য (নিরালম্বন) বলা সঙ্গত নহে। * * কেবল অর্থশূন্য জ্ঞানের "ভাব" সম্ভব নহে। কারণ, কোথায় না কোথায় তাহার বাধ হইবেই।'*

অদ্বৈত-বাদীর মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। বিশিষ্টাদ্বৈত-

---

ভাবে চ উপলব্ধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৬;

অসদিতি চেৎ ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৭;

তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৫;

ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার মত আরও বিশদ করিয়াছেন।

বাদীরা এ মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু। * *

জীবপরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মনোরিব ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে * * অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা ইত্যাদ্যাঃ। "ভেদব্যপদেশাৎ, উভয়েঽপি ভেদেনৈনমধীয়তে, ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ, অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদিষু সূত্রেষু চ 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং,য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি' 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনাঽন্বারূঢ়ঃ ইত্যাদিভিরুভয়োরন্যোন্য প্রত্যনীকাকারেণ স্বরূপনির্ণয়াৎ।*

[১।১।১ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য]

অর্থাৎ, 'দেহ ও আত্মার যেরূপ স্বরূপতঃ ঐক্য সম্ভবে না, জীব ও

* * The souls as individuals possess reality.
The human spirit is distinct from the Divine spirit.
[Max Muller's Indian Philosophy]

* জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু—এই মতের সমর্থন জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা নিম্নোক্ত সূত্রের উপরও নির্ভর করেন।

ইতরব্যপদেশাদ্ হিতাকারণাদিদোষপ্রসক্তিঃ।—২।১।২০ ব্রহ্ম সূত্র।

প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ।—২।৩।৪৬ সূত্র।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন।—১।৩।৪৩ সূত্র।

পত্যাদি শব্দেভ্যশ্চ।—১।৩।৪৪ সূত্র।

ব্রহ্মেরও সেইরূপ। কারণ, নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতি স্মৃতি ও সূত্রসমূহ জীব ও ব্রহ্মের যেরূপ স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উভয়ে পরস্পরের বিপরীত। শ্রুতি স্মৃতি যথা—সহযোগী সখ্যশালী দুইটী পক্ষী এক বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে এক জন স্বাদু ভক্ষ্য আহার করে—অপর আহার না করিয়া কেবল দৃষ্টি করে। লোকে, সুকৃতের "ঋত"-পানকারী দুই জন পরম পরাৎপর স্থানে গুহা প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি সর্ব্বাত্মা জনগণের শাস্তা অন্তর্য্যামী। ভেদব্যপদেশহেতু উভয়েই উপদেশ দিতেছেন। ভেদব্যপদেশ হেতু ভিন্ন। ভেদনির্দ্দেশহেতু অধিক ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র। "যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তরে—যাঁহাকে আত্মা জ্ঞাত নহে—আত্মা যাঁহার শরীর—যিনি আত্মার অন্তর্য্যামী।" "প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত, প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত" ইত্যাদি। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা জীব ব্রহ্মের ভেদ সমর্থন জন্য নিম্নোক্ত শাস্ত্র সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং" "আত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ"—বিশ্বের পতি, আত্মার ঈশ্বর, আত্মার আধার, অখিলের আশ্রয়।'

অন্যত্র, রামানুজাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—

আধ্যাত্মিকাদিদুঃখযোগার্হাৎ প্রত্যগাত্মনোঽধিকম্ অর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম কুতঃ ভেদনির্দ্দেশাৎ প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দ্দিশ্যতে পর ব্রহ্ম * 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ * * য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি স ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ' 'পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা' 'স কারণং করণাধিপাধিপঃ' * 'জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ * * 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ' * * 'যোঽব্যক্ত-

মন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাব্যক্তং শরীরং যম্ অব্যক্তং ন বেদ, যোঽক্ষরম্ অন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ ইত্যাদিভিঃ।*

অর্থাৎ 'ব্রহ্ম জীব হইতে স্বতন্ত্র। জীব আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক দুঃখত্রয়ের অধীন। সে ও ব্রহ্ম কিরূপে এক বস্তু হইতে পারে? সেই জন্য শ্রুতিতে পর-ব্রহ্মের জীব হইতে ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তর, যিনি আত্মাকে অন্তরে যমন করেন, সেই অন্তর্য্যামী অমৃত তোমার আত্মা; জীব ও নিয়ামক (ঈশ্বর) পৃথক্ মনন করিয়া; তিনিই কারণ এবং করণাধিপতির (জীবের) অধিপতি; দুইটি অজ ঈশ ও অনীশ, প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞ। তিনি প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ (প্রকৃতি ও পুরুষের) অধিপতি—গুণের প্রভু। যিনি প্রকৃতির অন্তরে সঞ্চরণ করেন, প্রকৃতি যাঁহার শরীর, প্রকৃতি যাঁহাকে জানে না; যিনি অক্ষরের (জীবের) অন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অক্ষর যাঁহাকে জানে না; তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পাপস্পর্শশূন্য একমাত্র দিব্য দেব (অদ্বিতীয় ঈশ্বর) নারায়ণ।'

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা আরও বলেন যে, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড বস্তু, তখন

---

* এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বেদান্ত-তত্ত্বসার-কর্ত্তা লিখিয়াছেন—"নৈবং পর" ইতি যথাভূতোজীবস্তথাভূতো ন পরঃ; যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্যথাভূতস্তথা প্রভাস্থানীয় তদংশাৎ জীবাদ্ অংশী পরোপ্যর্থান্তরভূতঃ। "নৈবং পরঃ" ইহা দ্বারা বলা হইল যে, জীব যেরূপ, পরমেশ্বর সেরূপ নহেন। যেমন প্রভা ও প্রভাবানের প্রভেদ। প্রভাস্থানীয় জীব অংশ এবং পরমাত্মা অংশী, সুতরাং ভিন্ন তত্ত্ব।

জীব ব্রহ্ম-খণ্ডও হইতে পারে না। ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীবঃ—(বেদান্ত-তত্ত্ব-সার)। তবে যে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪২।

ইহার এই অর্থ যে জীব ব্রহ্মের বিভূতি। যেমন প্রভাকে অগ্নির অংশ বলা যায়, যেমন দেহকে দেহীর অংশ বলা যায়, জীব সেই ভাবে ব্রহ্মের অংশ।*

শ্রুতি স্থানে স্থানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে; যেমন সোঽহং তত্ত্বমসি ইত্যাদি। এ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে জীব ব্রহ্ম-ব্যাপ্য, ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্মাত্মক।

ততশ্চ জীবব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যতে।—বেদান্ত-তত্ত্ব-সার।†

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ-কার রামানুজদর্শনের পরিচয়স্থলে এ প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

তথাহি তৎপদং নিরস্তসমস্তদোষমনবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়-কল্যাণগুণাস্পদং জগদুদয়বিভবলয়লীলং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েত্যাদিষু তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ সমানাধি-

---

* প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ (২।৩।৪৫) সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ এইরূপ লিখিয়াছেন, প্রকাশাদিবৎ জীবঃ পরমাত্মনোঽংশঃ। যথাগ্ন্যাদিত্যাদ র্ভাস্বতো ভারূপঃ প্রকাশোঽংশো ভবতি * যথা বা দেহিনো দেবমনুষ্যাদের্দেহোঽংশস্তদ্বৎ। * * এবং জীবপরয়োর্বিশেষ্যবিশেষণয়োরংশাংশিত্বং স্বভাববেদশ্চোপপদ্যতে।

† তত্ত্বমসি অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদিষু তচ্ছব্দব্রহ্মশব্দবৎ 'ত্বম্' 'অয়ম্' 'আত্মা' শব্দোঽপি জীবশরীরকব্রহ্মবাচকত্বেন একার্থাভিধায়িত্বাৎ।

করণ্যং ; ত্বং পদং বা চিদ্‌বিশিষ্টং জীবশরীরং ব্রহ্মাচষ্টে প্রকার-দ্বয়বিশিষ্টৈকবস্তুপরত্বাৎ সমানাধিকরণ্যস্য।

অর্থাৎ, 'তত্ত্বমসি—এই বাক্যে তৎ পদে, যিনি সমস্ত দোষহীন, অসংখ্য অনধিক কল্যাণ গুণের আধার, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহার লীলা-বিলাস, সেই ব্রহ্মকে বুঝায়। কারণ, তৎ ঐক্ষত—এখানে তৎপদে ব্রহ্ম-কেই বুঝাইতেছে। তত্ত্বমসি স্থলেও তৎ পদে সেই একই বস্তুকে বুঝায়। ত্বং পদ দ্বারা যিনি চিদ্‌বিশিষ্ট, জীব যাঁহার শরীর সেই ব্রহ্মকেই বুঝায়। একই বস্তু অথচ তাঁহার প্রকারের ভেদ আছে—সমানাধিকরণ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়া থাকে।'

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে, অবশ্য, জীব নিত্যবস্তু।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।

'জীব জন্মেও না, মরেও না'।

এই শ্রুতির বলে তাঁহারা বলেন জীবের জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। এ সম্বন্ধে অদ্বৈত-বাদী-দিগের সহিত তাঁহাদের এক মত। কিন্তু অদ্বৈত-বাদীরা যে জীবকে বিভু (সর্ব্ব-ব্যাপী) বলেন, ইহাঁরা সে সম্বন্ধে ভিন্নমত। তাঁহারা বলেন, জীব অণু ; এবং প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন ;—

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।

'সেই অণু আত্মাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হয়।'

বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ।

ভোগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পত ইতি।

আরাগ্রভাবঃ পুরুষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য ইতি চ।

'কেশের অগ্রভাগকে শত খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে যদি আবার শত ভাগ করা যায়, তবে তাহাই জীবের পরিমাণ। সেই জীবকে জানিলে অমর হওয়া যায়।'

'জীব আরাগ্রমাত্র—অণু-পরিমাণ, ইহাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হইবে।'

জীব যখন অণু, তখন এক জীব কখনও বহু শরীরে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। অতএব জীব বহু, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বরকে লাভ করাই জীবের পরম-পুরুষার্থ। জীব যদি পুরুষোত্তমকে লাভ করিতে পারে, তবে তাহার পরম-সিদ্ধি লাভ হয়। সে সিদ্ধি পুনরাবৃত্তি-রহিত ভগবৎ-পদ-লাভ।

স্ব ভক্তং বাসুদেবোঽপি সংপ্রাপ্যানন্দমক্ষয়ম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বীয়ং ধামং প্রযচ্ছতি ॥

'বাসুদেব স্বভক্তকে অক্ষয় আনন্দ প্রদান করিয়া পুনরাবৃত্তি-রহিত নিজ ধাম প্রদান করেন।'

তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় কি? ইহার উত্তরে শ্রীরামানুজাচার্য্য বেদার্থ-সংগ্রহে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

সোঽয়ং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমো নিরতিশয়পুণ্যসঞ্চয়ক্ষীণা-শেষজন্মোপচিতপাপরাশেঃ পরমপুরুষচরণারবিন্দশরণাগতিজনিত-তদাভিমুখ্যস্য সদাচার্য্যোপদেশোপবৃংহিতশাস্ত্রাধিগততত্ত্বযাথাত্ম্যাব-বোধপূর্ব্বকাহরহরুপচীয়মানশমদমতপঃশৌচক্ষমার্জ্জবভয়াভয়স্থান-বিবেকদয়াঽহিংসাদ্যাত্মগুণোপেতস্য বর্ণাশ্রমোচিতপরমপুরুষারাধ-নবেষনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মোপসংহৃতিনিষিদ্ধপরিহারনিষ্ঠস্য পরম-

পুরুষচরণারবিন্দযুগলন্যস্তাত্মাত্মীয়স্য তদ্‌ভক্তিকারিতানবরতস্তুতি—স্মৃতি—নমস্কৃতি—বন্দন—যতন—কীর্ত্তন—গুণশ্রবণ—বচন—প্রণামাদিপ্রীতপরমকারুণিক—পুরুষোত্তমপ্রসাদ—বিধ্বস্তস্বান্ত—ধ্বান্তস্যানন্যপ্রয়োজনানবরত--নিরতিশয়প্রিয়বিশদতম--প্রত্যক্ষতাপন্নানুধ্যানরূপভক্ত্যেকলভ্যঃ। তদুক্তং পরমগুরুভির্ভগবদ্‌-যামুনাচার্য্যপাদৈঃ — উভয়পরিকর্ম্মিতস্বান্তস্যৈকান্তিকাত্যন্তিক-ভক্তিযোগলভ্য ইতি ॥

'সেই পরব্রহ্ম-রূপী পুরুষোত্তম, নিম্নোক্তরূপ সাধকের পক্ষে অন্য-প্রয়োজন-রহিত, বিরাম-রহিত, অতিশয়-রহিত, প্রিয়, সুবিশদ, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, অনুধ্যানরূপ যে ভক্তি, তদ্দ্বারাই লভ্য (তাঁহাকে লাভের অন্য উপায় নাই)। কিরূপ সাধক? যাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ-রাশি (ইহ জন্মে) অশেষ পুণ্য-পুঞ্জের দ্বারা ক্ষয়িত হইয়াছে; যিনি পরম পুরুষের চরণারবিন্দে শরণাগতি বশতঃ তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন; সর্ব্বদা আচার্য্যের উপদেশে বিশদীকৃত শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ববোধের ফলে শম, দম, তপঃ, শৌচ, ভয়, অভয়, বিবেক, দয়া অহিংসাদি সদ্‌গুণ যাঁহার নিত্য উপচিত হইতেছে; যিনি বর্ণাশ্রমের উপযোগী পরম-পুরুষের আরাধনা করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের উপসংহার এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিহারে নিযুক্ত হইয়াছেন; যিনি পুরুষোত্তমের চরণ-কমলে আপনাকে ও আপনার সর্ব্বস্বকে ন্যস্ত করিয়াছেন; ভগবদ্‌-ভক্তি-প্রণোদিত অবারিত স্তব, শরণ, নমস্কার, বন্দন, যতন, কীর্ত্তন, গুণ-শ্রবণ, বচন, ধ্যান, অর্চ্চন, প্রণামাদি দ্বারা প্রীত পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে যাঁহার হৃদয়ের

* উভয়পরিকর্ম্মিতস্বান্তস্য = জ্ঞানকর্ম্মযোগসংস্কৃতান্তঃকরণস্য।

সমস্ত অন্ধকার বিধ্বস্ত হইয়াছে,—এইরূপ সাধক হওয়া চাই।' এই মর্ম্মে ভগবান্ যামুনাচার্য্য বলিয়াছেন—যে সাধকের অন্তঃকরণ, জ্ঞান কর্ম্ম উভয়-বিধ যোগ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ংসহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥

'যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই জানেন, তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন'—এই শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, অবিদ্যা (কর্ম্ম) ও বিদ্যা (ভক্তিরূপাপন্ন ধ্যান)—এই উভয়ের সমুচ্চয়ই মুক্তির সাধন। তাঁহারা বলেন,—

উপাসনা কর্ম্মসমুচ্চিতেন বিজ্ঞানেন দ্রষ্টৃদর্শনে নষ্টে ভগবদ্‌ভক্তস্য তন্নিষ্ঠস্য ভক্তবৎসলঃ পরমকারুণিকঃ পুরুষোত্তমঃ স্বযাথাত্ম্যানুভবানুগুণনিরবধিকানন্তরূপং পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বপদং প্রযচ্ছতি।

'উপাসনা-রূপ কর্ম্ম সহকৃত যে বিজ্ঞান, তদ্দ্বারা যে ভগবদ্-ভক্তের দ্রষ্টৃ-দর্শন বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকেই ভক্ত-বৎসল, পরম-কারুণিক পুরুষোত্তম, অনন্তকালস্থায়ী, পুনরাবৃত্তি-রহিত স্বপদ প্রদান করেন।' তখন সেই ভক্ত ভগবানের স্বরূপ অনুভব করেন।

এই জ্ঞান বাক্য-জন্য আপাত-জ্ঞান নহে। ইহা ধ্যান-উপাসনাদি-শব্দ-বাচ্য বেদন বা সাক্ষাৎকার। এই কথার সমর্থনের জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি।

'এই আত্মা, শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা প্রাপ্য নহেন ; ইনি যাহাকে বরণ করেন, তাহারই লভ্য —তাহাকেই আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন।' অর্থাৎ, রামানুজের ভাষায়—

যোঽয়ং মুমুক্ষুর্বেদান্তবিহিতবেদনরূপধ্যানাদিবিশিষ্টঃ যদা তস্য তস্মিন্নেবানুধ্যানে নিরবধিকাতিশয়া প্রীতির্জায়তে তদৈব তেন লভ্যতে পরঃ পুরুষ ইতি।

'যখন বেদান্ত-বিহিত বিজ্ঞান রূপ ধ্যানাদির অনুষ্ঠাতা মুমুক্ষুর সেই অনুধ্যানে সুমহতী নিরতিশয় প্রীতির অনুভব হয়, তখনই তিনি সেই পরম পুরুষকে লাভ করেন।'

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে এই পরম-পুরুষ পরম-কারুণিক ও ভক্ত-বৎসল। তিনি লীলাবশে অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্য্যামী এই পঞ্চ রূপে অবস্থান করিতেছেন। অর্চ্চা = প্রতিমাদি ; বিভব = রামাদি অবতার ; ব্যূহ = বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ ; সূক্ষ্ম = সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণ * পরব্রহ্ম ; এবং অন্তর্য্যামী = সকল জীবের নিয়ামক।

---

* ষড়্‌গুণম্—গুণাঃ অপহত পাপ্মত্বাদয়ঃ। সোঽপহতপাপ্মা বিরজোবিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইতি শ্রুতেঃ।

'ষড়্‌গুণ কি কি ? পাপহীনতা, রজোশূন্যতা, অমরত্ব, বিশোকত্ব, অক্ষরত্ব ও সত্য-কাম-সত্যসংকল্পত্ব।'

সাধক, অর্চ্চাদি নিম্নতর স্তর অতিক্রম করিয়া অন্তর্য্যামী-উপাসনায় অধিকারী হয়।

অর্চ্চোপাসনয়াক্ষিপ্তে কল্মষেঽধি ততো ভবেৎ ॥
বিভবোপাসনে পশ্চাদ্ ব্যূহোপাস্তৌ ততঃ পরম্।
সূক্ষ্মে তদনু শক্তঃ স্যাদন্তর্য্যামিণমীক্ষিতুমিতি ॥
[সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।]

সাধক, 'অর্চ্চার উপাসনার দ্বারা পাপক্ষয় হইলে বিভবের উপাসনায় অধিকারী হয়; তদনন্তর ব্যূহ উপাসনার অধিকারী হয়; তাহার পর সূক্ষ্ম উপাসনায় নিরত হয়; শেষ উপাসনা——অন্তর্য্যামীর।'

অদ্বৈত-বাদীরা যেরূপ সগুণ ও নির্গুণ—উপাসনার এইরূপ দ্বৈবিধ্য ও ফলের তারতম্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর তাহা অনুমোদিত নহে। সেই জন্য রামানুজাচার্য্য প্রথম সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

পরবিদ্যাসু সর্ব্বাসু সগুণমেব ব্রহ্ম উপাস্যম্। ফলঞ্চ একরূপমেব।

অর্থাৎ, 'সর্ব্বত্র পরাবিদ্যায় সগুণ ব্রহ্মই উপাসনার বিষয়, এবং উপাসনার ফল একরূপই কথিত হইয়াছে।' এবং তিনি প্রমাণ স্বরূপ প্রাচীন ভাষ্য-কার বোধায়ন এবং বাক্য-কার টঙ্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর অনুমোদিত মুক্তির স্বরূপ কি? মুক্ত পুরুষ কখন ব্রহ্মের স্বরূপৈক্য লাভ করেন না। তিনি ব্রহ্মের স্বভাব প্রাপ্ত হন বটে,

ব্রহ্মোচিত গুণ (সত্যসংকল্প, সর্ব্বজ্ঞত্ব) লাভ করেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন না।

এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্মুক্তানামীশ্বরস্য চ।
সর্ব্ব কর্ত্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে ॥

'মুক্ত পুরুষদিগের ঈশ্বরের সহিত সমান গুণ হয়; কিন্তু বিশেষ এই যে, একমাত্র ঈশ্বরেই সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সম্ভবে।'

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরস্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ, অবিদ্যাশ্রয়ত্বযোগ্যস্য তদনন্যত্বাসম্ভবাৎ—১ সূত্রের শ্রীভাষ্য।

'এইরূপ সাধন-অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা বাধিত হইলেও পরমেশ্বরের সহিত সাধকের স্বরূপৈক্য সম্ভবে না; অবিদ্যার আধারের পক্ষে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কি?'

তাঁহারা বলেন, শাস্ত্রে যে মুক্তের আত্ম-ভাব বা ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্তির কথা আছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্ম বা আত্মার স্বভাব প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। মুক্তের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক যে সকল শ্রুতি আছে, তদ্দ্বারা তিনি স্বরাট্, অনন্যাধিপতি, সংকল্প-সিদ্ধ হয়েন ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।* কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ব্যাপারে তাঁহার অধিকার জন্মে না। বেদান্তের "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" সূত্রে (৪।৪।১৭) এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

সর্ব্বং হপশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ। স বা এষ দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে। স

* সংকল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ॥—ব্রহ্মসূত্র,—৪।৪।৮।

অতএব চানন্যাধিপতিঃ।—ব্রহ্মসূত্র,—৪।৪।৯।

যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুৎতিষ্ঠন্তি সর্ব্বে অস্মৈ দেবাঃ বলিম্ আহরন্তি।

'পশ্য (মুক্তপুরুষ) সকল বিষয় দর্শন করেন, সকল বিষয় প্রাপ্ত হন, তিনি ব্রহ্মলোকে দিব্য চক্ষু দ্বারা এ সমস্ত কামনার বস্তু দর্শন করিয়া রমণ করেন। যদি তিনি পিতৃগণের কামনা করেন, সংকল্পমাত্রই পিতৃগণ উপস্থিত হন; সমস্ত দেবগণ তাঁহার জন্য বলি উপহার দেন।'

ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর মুক্তি*; অদ্বৈত-বাদীর কথিত মুক্তি হইতে ইহা বিভিন্ন। কারণ, সে মতে মুক্তের ব্রহ্মের সহিত একত্ব হয়।

গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যং।—৩।৩।২৮ সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য।

'ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যই (মুমুক্ষুর) লক্ষ্য।'

---

* The Souls of the departed, if only their life has been pure and holy, are able to approach this Brahman, sitting on his throne, and to enjoy their rewards in a heavenly paradise.

[Max Muller's Indian Philosophy, page 251]

While the very idea of an approach of the souls of the departed to the throne of Brahman, or of their souls being merged in Brahman, was incompatible with the fundamental tenet that the two were and always remain, one and the same, never separated except by Nescience. The idea of an approach of the soul to Brahman, nay, even of the individual soul being a separate part of Brahman, to be again joined to Brahman after death, runs counter to the conception of Brahman, as explained by Shamkara, however prominent it may be in the Upanishads and in the system of Ramanuja.—Ibid, page 252.

দ্বাদশ অধ্যায়।

বেদান্ত দর্শন।

বেদান্ত ও গীতা।

উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র এই তিনকে প্রস্থান-ত্রয় বলে। প্রস্থান বলিবার মর্ম্ম এই যে, এই তিনটী ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া সংসার-সমুদ্র-যাত্রী "গম্যস্থান সুখধাম" (বিষ্ণোর্যৎ পরমং ধাম) অভিমুখে মহাপথে প্রস্থান করে। গীতা উপনিষদের সারোদ্ধার।

সর্ব্বোপনিষদো গাবোদোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

'উপনিষদ্-রূপ গাভী-সমূহের অমৃতময় দুগ্ধ—এই গীতা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পার্থরূপ বৎসকে উপলক্ষ্য করিয়া সুধীজনের ভোগের জন্য এই দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।'

অতএব, উপনিষদে ও গীতায় কোন বিরোধ হইতে পারে না। উপনিষদ্ বেদের চরম বা শিরোভাগ—প্রকৃত বেদান্ত বা ব্রহ্ম-বিদ্যা। অতএব বেদান্তের সহিত গীতার কোন ভেদ হওয়া উচিত নহে। কারণ, গীতা নিজেই উপনিষদ্, নিজেই ব্রহ্ম-বিদ্যা। সেই জন্য গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয় :—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ ইত্যাদি।

ব্রহ্মসূত্র গৌণভাবে বেদান্ত।* মুখ্য বেদান্তের উপকারক বলিয়াই ইহার নাম বেদান্ত দর্শন। বেদান্ত দর্শন ও গীতা উভয়ই যদি পরাশর-তনয় বেদব্যাসের সংকলিত হয়, তবে পরস্পরের সহিত অবিরোধ হওয়া উচিত। কিন্তু মূল দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপণ করা দুরূহ বিধায় এবং ভাষ্যকার আচার্য্যদিগের পরস্পরের মধ্যে মর্ম্মান্তিক মত-ভেদ থাকায়, প্রচলিত বেদান্তদর্শনের সহিত গীতার অনেক বিষয়ে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান প্রস্তাবে সেই বিষয়ই আলোচিত হইবে। সেই আলোচনার ফলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন বিষয়ে গীতা অদ্বৈত মতের সমর্থন করিয়াছেন; এবং কোন কোন বিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈত মতের অনুমোদন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অদ্বৈতমত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মত যথাক্রমে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে উজ্জ্বলিত হইলেও তাঁহাদিগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সুপ্রাচীন। গীতা সঙ্কলনের সময়ে এ উভয় মতই প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, গীতা বেদান্ত দর্শনের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। তাঁহাদের নির্ভরের শ্লোক এই—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥—গীতা, ১৩।৪।

---

* বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্। তদুপকারীণি শারীরক সূত্রাদীনি চ।—বেদান্তসার, ২।

বেদান্ত বাক্য কুসুমগ্রথনার্থত্বাৎ সূত্রাণাম্। বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈরুদাহৃত্য বিচার্য্যন্তে।—১।১।২ সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য

'ঋষিগণ এই তত্ত্ব বিবিধ ছন্দে বহু প্রকারে এবং যুক্তিযুক্ত অসন্দিগ্ধ ব্রহ্মসূত্র-পদে নিরূপণ করিয়াছেন।'

এই "ব্রহ্মসূত্র-পদ" পাশ্চাত্যদিগের মতে বেদান্ত দর্শনকেই লক্ষ্য করিতেছে; অতএব তাঁহারা বলেন, গীতা নিশ্চয় বেদান্ত দর্শনের উত্তরকালিক।

এ মত একেবারে অমূলক নহে। শঙ্করাচার্য্য "ব্রহ্মসূত্র-পদ" শব্দে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য বুঝিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য ও টীকাকার আনন্দ-গিরি কিন্তু বিকল্পে বেদান্ত দর্শনকেও বুঝিয়াছেন। শ্রীধরস্বামীরও ঐরূপ মত।*

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গীতাতে যেমন ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, ব্রহ্মসূত্রেও অন্ততঃ একস্থলে, সুস্পষ্ট গীতার শ্লোক বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। সে সূত্র এই—

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে।

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে॥

[ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।২০-২১]

শেষোক্ত সূত্রে, গীতার—

নৈতেসৃতী পার্থজানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥—গীতা, ৮।২৭।

---

* "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" ইত্যাদীন্যপি সূত্রাণ্যত্র গৃহীতানি। অন্যথা ছন্দো-ভিরিত্যাদিনা পৌনরুক্ত্যাৎ।—আনন্দগিরি। যদ্বা "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে। তান্যেব, ব্রহ্মপদ্যতে নিশ্চীয়তে এভিঃ ইতি পদানি। তৈঃ হেতুমদ্ভিঃ "ঈক্ষতে র্নাশব্দং" আনন্দোময়োঽভ্যাসাৎ।" ইত্যাদিভি র্যুক্তিমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতার্থৈঃ—শ্রীধর।

—এই শ্লোকের প্রতি যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত*। অতএব, এ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বেদান্তসূত্র গীতার পরবর্ত্তী গ্রন্থ †।

এরূপ স্থলে সিদ্ধান্ত কি? গীতা পরে, না বেদান্ত দর্শন পরে? প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ঐ জাতীয় প্রমাণ দ্বারা এ কথার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, কি গীতা কি ব্রহ্মসূত্র, উভয়ই কাল-সহকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মসূত্রে পরবর্ত্তীকালে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ নূতন নূতন সূত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এইরূপ বেদব্যাস-রচিত প্রাচীন ভারত-সংহিতাব অন্তর্গত গীতাও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত এবং নূতন শ্লোক সংযোজন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

---

* এ প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—ননু চ

"যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥"—গীতা, ৮।২৩।

ইতি কালপ্রাধান্যেনোপক্রম্যাহরাদিকালবিশেষঃ স্মৃতাবনাবৃত্তয়ে নিয়তঃ কথং রাত্রৌ দক্ষিণায়নে বা প্রয়াতোঽনাবৃত্তিং যায়াদিতি। অত্রোচ্যতে—

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে।—২১।

যোগিনঃ প্রতি চায়মহরাদিকালবিনিয়োগোঽনাবৃত্তয়ে স্মর্য্যতে। স্মার্ত্তে চৈতে যোগসাংখ্যে ন শ্রৌতে। অতো বিষয়ভেদাৎ প্রমাণবিশেষাচ্চ নাস্য স্মার্ত্তস্য কালবিনিয়োগস্য শ্রৌতেষু বিজ্ঞানেষু অবতারঃ।

† স্বর্গীয় কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ মহোদয় স্বকৃত গীতার ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় (Sacred Books of the East Series), ব্রহ্মসূত্র গীতার পরবর্ত্তী——এই মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, নিম্নোদ্ধৃত ব্রহ্মসূত্রেও গীতার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। স্মৃতেশ্চ—১।২।৬; অপি চ স্মর্য্যতে—১।৩।২৩; অপি চ স্মর্য্যতে—২।৩।৪৫; স্মরন্তি চ—৪।১।১০; নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহ ভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ—৪।২।১৯।

অদ্বৈত মত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বিবরণস্থলে আমরা দেখিয়াছি যে, আচার্য্যগণ প্রধানতঃ নিম্নোক্ত পাঁচটী বিষয়ের আলোচন ও নিরূপণ করিয়াছেন ;—

১। জগৎ সত্য না মিথ্যা ; বাস্তবিক না কাল্পনিক ?

২। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন ; জীব এক না বহু ?

৩। ব্রহ্মের স্বরূপ কি ? তিনি কি নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি, নির্গুণ ; না সবিশেষ, সোপাধি, সগুণ ? এবং তাঁহার সাধনা সগুণ না নির্গুণ, কোন্ ভাবে হওয়া উচিত ?

৪। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় কি ? কর্ম্ম, না জ্ঞান, না ধ্যান, না ভক্তি ?

৫। ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল কি ? ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য (একীভাব), না ব্রহ্মের সমান ঐশ্বর্য্যলাভ ?

আমরা দেখিয়াছি যে, উপরোক্ত পাঁচ প্রসঙ্গের প্রত্যেক বিষয়েই অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ আছে। ঐ ঐ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি, অতঃপর তাহারই আলোচনা করিব।

১। জগৎ সত্য, না মিথ্যা ?

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু ; আর সমস্তই অসৎ, অবস্তু। কেবল একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মই আছেন, আর কোন কিছু নাই। অতএব, এ মতে জগৎ অসত্য, কাল্পনিক, মায়ার বিজৃম্ভণমাত্র ; রজ্জু সর্পের ন্যায়, শুক্তি-রজতের ন্যায়, মরীচি-জলের ন্যায় মিথ্যা ; "একমেবাদ্বিতীয়" ব্রহ্ম বস্তুর মায়া-জন্য বিবর্ত্ত, ইন্দ্রজালের মত ব্রহ্ম-সত্যে অধ্যস্ত ভ্রমমাত্র ; ব্রহ্মেরই চিত্তময়ী লীলার বিলাস ; সংকল্প-মাত্র-সিদ্ধ অবস্তু। বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তাহার কোন সত্তা নাই। পক্ষান্তরে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জগৎ সৎ বস্তু। জগৎ ব্রহ্ম-পরতন্ত্র বটে,

জগৎ ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্মের প্রকারমাত্র বটে; কিন্তু জগৎ মিথ্যা, কাল্পনিক নহে। জগৎ প্রকৃতির পরিণামে গঠিত, বিকার-জনিত বাস্তব পদার্থ। নির্বিকার ব্রহ্মের তুলনায় অসৎ হইলেও জগৎ বিজ্ঞানমাত্র নহে। জগতের প্রকৃত সত্তা আছে। এই মতদ্বৈধ স্থলে গীতা কোন্ মতের অনুমোদন করিয়াছেন?

আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান্ গীতাতে বলিতেছেন যে, তিনি সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।—গীতা,৭।১০।

এই বীজ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়; আবার বৃক্ষ বীজে বিলীন হয়। আবার বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, আবার বীজে বৃক্ষ বিলীন হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে বীজ হইতে বৃক্ষের আবির্ভাব ও বীজে বৃক্ষের তিরোভাব সংঘটিত হইতেছে। অতএব, ভগবান্ জগতের বীজ এরূপ বলাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাঁহা হইতে পুনঃ পুনঃ জগতের আবির্ভাব ও তাঁহাতে বারবার জগতের তিরোভাব হইতেছে। ইহারই নাম সৃষ্টি ও প্রলয়। পর্য্যায়ক্রমে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় সাধিত হইতেছে। সৃষ্টির সময় জগৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইতেছে, এবং প্রলয়ের সময় জগৎ ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হইতেছে*। সেই জন্য ভগবান বলিয়াছেন যে, তিনিই জগতের—

---

* গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন,—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥—গীতা, ২।২৮।

'ভূত সকলের আদি ও অন্ত অব্যক্ত; কেবল মধ্য ব্যক্ত। অতএব, তাহাতে আবার শোক কি?'

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।—গীতা ৯।১৮।

অর্থাৎ, 'তিনি জগতের অক্ষয় বীজ ; জগতের তাঁহা হইতে উৎপত্তি, তাঁহার দ্বারা স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয় হইতেছে ; তিনিই জগতের নিধান—আধার ও আশ্রয়*।'

এই মর্ম্মেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।
যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।
[তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।১]

---

* গীতা অন্যত্রও ভগবান্ হইতে সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন,—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।—গীতা, ১০।৮।

'আমি সকলের উৎপত্তি স্থান ; আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়।'

গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন,—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসা স্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥—গীতা, ৭।১২।

ভাবাঃ=পদার্থাঃ——শঙ্কর।

অর্থাৎ, 'সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সমস্ত পদার্থ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমাতে আছে, আমি কিন্তু সে সকলে নাই।'

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থ মনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥—গীতা, ১৩।৩০।
বিস্তারম্=উৎপত্তিং বিকাশম্—শঙ্কর।
একস্থম্=একস্মিন্ আত্মনি স্থিতম্—শঙ্কর।

'যখন জীব, ভুতগণের পৃথক্ ভাবকে একমাত্র ব্রহ্মে স্থিত দেখেন, এবং ব্রহ্ম হইতে ভুতগণের বিস্তার লক্ষ্য করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হয়েন।'

'যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তঃকালে যাঁহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।' "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২) এই ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে ভগবান্‌কে "তজ্জলান্"—এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি।—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১।

তজ্জলান্ অর্থে তজ্জ, তল্ল, তদন; তাঁহা হইতে জগৎ জাত; তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত; তাঁহাতেই জগৎ লীন। অন্যত্র শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যতো ভূতানি জায়ন্তে যেন জীবন্তি সর্ব্বতঃ।
যস্মিংশ্চ বিলয়ং যান্তি নমস্তস্মৈ পরাত্মনে॥

'যাঁহা হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি, যদ্দ্বারা স্থিতি, যাঁহাতে লয়, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার।'

জগতের এই আবির্ভাবকালকে পুরাণের ভাষায় ব্রহ্মার দিবা এবং জগতের তিরোভাবকালকে—যে কালে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে—সেই কালকে ব্রহ্মার রাত্রি বলা হয়। ব্রহ্মার রাত্রিতে জগতের প্রলয় এবং ব্রহ্মার দিবাতে জগতের সৃষ্টি। গীতা এই মতের অনুমোদন করিয়া বলিতেছেন,—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥

[গীতা, ৮।১৮-১৯]

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামম্ ইমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥—গীতা, ৯।৭-৮।

'প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত* প্রকৃতিতে তিরোভাব হয়। সেই ভূতসমূহ বারংবার উৎপন্ন হইয়া রাত্রিসমাগমে অস্বতন্ত্র-ভাবে বিলীন হয়, এবং বিলীন হইয়া দিবসাগমে পুনরায় উৎপন্ন হয়।'

'কল্পান্তে সমস্ত ভূত ভগবানের প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়; আবার সৃষ্টি-কালে তিনি তাহাদিগকে উৎপাদন করেন। এই সমস্ত অবশ, প্রকৃতির বশতাপন্ন ভূতগ্রামকে ভগবান্ স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেন।'

অর্থাৎ, প্রকৃতিতে ভগবান্ অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। ইহার নাম 'ঈক্ষণ'।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥—গীতা, ৯।১০।

---

* অব্যক্ত অর্থে যে অব্যাকৃত (প্রকৃতি), ইহা অদ্বৈত-বাদীরা (শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতি) স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অব্যক্ত অর্থে ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা (প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থা)। 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ' (গীতা, ৯।১০) ইত্যাদি স্থলে কিন্তু শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন :—"মম মায়া ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ সূয়তে উৎপাদয়তি" এবং 'প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং' (গীতা, ৯।৭) এ স্থলেও প্রকৃতি অর্থে 'ত্রিগুণাত্মিকা অপরা নিকৃষ্টা' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ভগবানের অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে। আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম সংঘটিত হয়।

গীতা বলেন যে, ভগবানের দুই প্রকৃতি—অপরা ও পরা। এই উভয়ের সংযোগে সৃষ্টি।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

[গীতা, ৭।৪-৬]

ভগবান্ বলিতেছেন, 'আমার দুই প্রকৃতি, অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আট প্রকারে বিভক্ত। আর পরা প্রকৃতি—জীব-ভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি, এবং আমাতেই নিবৃত্তি।'

ভগবান্ যে ভাবে অপরা প্রকৃতির পরিচয় দিলেন, তাহাতে মনে হয় যে, ইহার দ্বারা তিনি সাংখ্যোক্ত প্রধান বা মূল প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিলেন। ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

মমযোনির্ম্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

[গীতা, ১৪।৩-৪]

অর্থাৎ, মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি)-রূপ ক্ষেত্রে তিনি যে বীজ বপন করেন, যে গর্ভাধান করেন, তাহা হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়। জগতে যে কিছু মূর্ত্তির উদ্ভব হইতেছে, প্রকৃতি তাহার জননী, এবং তিনি তাহার জনক।

এই মর্ম্মে গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন,—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥

[গীতা, ১৩।২৬]

'স্থাবর জঙ্গম যে কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ তাহার হেতু জানিবে।'

ক্ষেত্র = অপরাপ্রকৃতি বা প্রধান; এবং ক্ষেত্রজ্ঞ = পরাপ্রকৃতি বা জীব।

অন্যত্র, জগৎ ও জগদীশ্বরের সম্বন্ধনির্ণয় উপলক্ষে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥—গীতা, ৯।৪-৫।

'আমি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি। সমস্ত ভূত আমাতে স্থিত; আমি ভূতসমূহে অবস্থিত নহি। ভূত সকল আমাতে

থাকিয়াও নাই। আমার এরূপ যোগৈশ্বর্য্য,—আমি ভূতের ধারক, অথচ, ভূতস্থ নহি ; ভূত সকল আমা হইতেই উৎপন্ন।'

গীতার এই সকল বচনের কোথাও জগতের মিথ্যাত্বের উপদেশ পাওয়া গেল না। জগৎ যে কাল্পনিক পদার্থ, বিজ্ঞানের বিজৃম্ভণমাত্র,—কোথাও ত এরূপ ইঙ্গিত দেখা গেল না। বরং গীতা—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

'সতের অভাব হয় না, এবং অসতের ভাব হয় না,'—এই স্থলে পরিণাম-বাদেরই সমর্থন করিয়াছেন।* ইহা সাংখ্য-মতের অনুরূপ। সাংখ্যদিগের উপদেশ এই যে,—

নাসদ্ উৎপদ্যতে ন সদ্ বিনশ্যতি।

'অসতের উৎপত্তি নাই; সতের বিনাশ নাই।'

অতএব, জগতের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে গীতা প্রধানতঃ বিশিষ্টাদ্বৈত

---

* শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবশ্য এই গীতাবাক্যের অদ্বৈতমতানুযায়ী অর্থ করিয়া জগতের মিথ্যাত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। বিকারো হি সঃ। বিকারশ্চ ব্যভিচরতি, যথা ঘটাদিসংস্থানং চক্ষুষা নিরূপ্যমানং মৃদ্ব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসৎ তথা সর্ব্বো বিকারঃ কারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসন্। জন্মপ্রধ্বংসাভ্যাং প্রাগূর্দ্ধং চানুপলব্ধেঃ। মৃদাদিকারণস্য চ তৎকারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসত্ত্বম্। * * তস্মাদ্ দেহাদে র্দ্বন্দ্বস্য চ সকারণস্যাসতো ন বিদ্যতে ভাব ইতি। তথা সতশ্চাত্মনোঽভাবোঽবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্ব্বত্র অব্যভিচারাদ্ ইত্যবোচাম। —গীতার ২।১৬ শ্লোকের শঙ্করভাষ্য। রামানুজের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। দেহস্যাচিদ্‌বস্তুনঃ অসত্ত্বমেব স্বরূপম্, আত্মন শ্চেতনস্য সত্ত্বমেব স্বরূপমিতি নির্ণয়ো দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। বিনাশস্বভাবশ্চাসত্ত্বম্ অবিনাশস্বভাবশ্চ সত্ত্বম্ * * অত্র সৎকার্য্যবাদস্যাসঙ্গতত্বান্ন তৎপরোঽয়ং শ্লোকঃ।—ঐ শ্লোকের রামানুজভাষ্য।

মতের অনুযায়ী পরিণাম-বাদেরই অনুমোদন করিয়াছেন। অদ্বৈত-মতানুযায়ী বিবর্ত্ত-বাদের সমাদর করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্রে যে ভাবে জগতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও বিচারিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ পরিণাম-বাদের অনুযায়ী, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। অতঃপর তাহারই আলোচনা করিতেছি।

মুণ্ডক উপনিষদের একটী মন্ত্র এইরূপ,—

যৎ তদ্ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদ্ অপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদ্ অব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।—

মুণ্ডক, ১।১।৬।

'ধীরগণ কোন নিত্য বিভু সর্ব্বগত অতিসূক্ষ্ম অব্যয় ভূত-যোনিকে দর্শন করেন—যে ভূত-যোনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃ, অশ্রোত্র, অপাণি, অপাদ।'

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে এই বিষয়ের বিচার উত্থাপন করিয়াছেন ;—

অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।—১।২।২১ ব্রহ্মসূত্র।

'এই যে (মুণ্ডকোক্ত) ভূতযোনি, ইনি কে? ইনি কি সাংখ্যোক্ত প্রধান, কিংবা জীব; অথবা ইনি পরমেশ্বর? বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, ইনি পরমেশ্বর। অর্থাৎ, তাঁহার মতে, ঈশ্বরই ভূতযোনি।*

* কিময়ম্ অদ্রেশ্যত্বাদিগুণকো ভূতযোনিঃ প্রধানং স্যাদ্ উত শারীর আহোস্বিৎ পরমেশ্বর ইতি। * * তস্মাদ্ অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ভূতযোনিঃ পরমেশ্বর এব।

[১।২।২ সূত্রে শঙ্করভাষ্য।]

যোনি অর্থে কারণ। কারণ দ্বিবিধ, উপাদান ও নিমিত্ত; যেমন অলঙ্কারের প্রতি, সুবর্ণ উপাদান-কারণ, এবং স্বর্ণকার নিমিত্ত-কারণ; ঘটের প্রতি, মৃত্তিকা উপাদান-কারণ, এবং কুম্ভকার নিমিত্ত-কারণ। ব্রহ্ম জগতের কোন্ কারণ—নিমিত্ত, না উপাদান? বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি দুইই—নিমিত্তও বটেন, উপাদানও বটেন।*

ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত-কারণ, বাদরায়ণ নিম্নোদ্ধৃত সূত্রে তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন;—

জগদ্বাচিত্বাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।১৬।

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

পরমেশ্বরশ্চ সর্ব্বজগতঃ কর্ত্তা সর্ব্ববেদান্তেষবধারিতঃ।

---

* কি ক্রমে ভূত সকল উৎপন্ন হইযাছে, এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যে বিরোধ দৃষ্ট হয়। কোথাও বলা হইযাছে, প্রথম আকাশ উৎপন্ন হইল (আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্)। কোথাও বলা হইয়াছে, প্রথমতঃ তেজের সৃষ্টি হইল (তৎ তেজোঽসৃজত—ছান্দোগ্য)। কোথাও বা প্রথমেই প্রাণের উল্লেখ করা হইয়াছে (এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ—মুণ্ডক)।

বাদরায়ণ প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই:—

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥

সমাকর্ষাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।১৪-১৫।

ভারতী তীর্থ তাঁহার ন্যায়-মালায় ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ভবতু নাম সৃষ্টেষু বিযদাদিষু তৎক্রমে চ বিবাদঃ * * তাৎপর্য্যবিষয়ে তু জগৎস্রষ্টরি ব্রহ্মণি ন কাপি বিরোধোঽস্তি। অর্থাৎ, 'সৃষ্ট যে আকাশাদি তদ্বিষয়ে এবং তাহাদের ক্রম বিষয়ে বিবাদ থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, এ বিষয়ে শাস্ত্রে কোথাও বিরোধ নাই।"

শঙ্করের মতানুসারী ভারতীতীর্থ লিখিতেছেন,—

এতৎ কৃৎস্নং জগদ্ যস্য কার্য্যং স এব বেদিতব্য ইতি। কৃৎস্নজগৎকর্ত্তৃত্বঞ্চ পরমাত্মন এব।

অর্থাৎ, পরমেশ্বর, পরমাত্মাই সমস্ত জগতের কর্ত্তা (নিমিত্ত-কারণ)। তিনি যে কেবল নিমিত্ত-কারণ নহেন, উপাদান-কারণও বটেন, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বাদরায়ণ একাধিক সূত্র নিয়োজিত করিয়াছেন।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ ইত্যাদি॥

[ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৩-২৭]

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। প্রকৃতিশ্চোপাদানকারণং চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণং চ। ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব।

অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম যে কেবল জগতের নিমিত্ত-কারণ, তাহা নহে, তিনি নিমিত্ত-কারণ, এবং উপাদান-কারণ উভয়ই।'*

বাদরায়ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও ক্ষিতি—এই পঞ্চভূত যে ব্রহ্ম-কার্য্য——ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

---

* এ সম্বন্ধে ভারতীতীর্থের অধিকরণ এইরূপ,—

নিমিত্তমেব ব্রহ্ম স্যাদুপাদানং চ বীক্ষণাৎ।
কুলালবন্নিমিত্তং তন্নোপাদানং মৃদাদিবৎ॥
বহু স্যামিত্যুপাদানভাবোঽপি শ্রুত ঈক্ষিতুঃ।
একবুদ্ধ্যা সর্ব্বধীশ্চ তস্মাদ্ ব্রহ্মোভয়াত্মকম্॥

তস্মাদ্ ব্রহ্মকার্য্যং বিয়দিতি সিদ্ধম্।

[২।৩।৭ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য]

২।৩।১৩ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—

স এব পরমেশ্বরস্তেন তেনাত্মনাবতিষ্ঠমানোঽভিধ্যায়ন্ তং তং বিকারং সৃজতি। * * সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়। ইতি প্রস্তুত্য সচ্চত্যচ্চাভবৎ।

[সৎ=পুরুষঃ, ত্যৎ=প্রকৃতিঃ]

অর্থাৎ, 'পরমেশ্বরের যখন সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন তিনি সৎ (পুরুষ) ও ত্যৎ (প্রকৃতি) রূপে সংভিন্ন হন। তিনি অভিধ্যান করিয়া সেই সেই বিকার সৃষ্টি করেন।'

অনুলোম ক্রমে সৃষ্টি ও বিলোম ক্রমে প্রলয় সাধিত হয়, ইহাও বাদরায়ণ উপদেশ করিয়াছেন ;—

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ।

[ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৪]

অর্থাৎ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্ষিতি—ইহাই সৃষ্টির ক্রম।

তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আকাশঃ সম্ভূত
আকাশাদ্ বায়ু র্বায়োরগ্নি রগ্নেঃ
রাপঃ অদ্ভ্যশ্চ পৃথিবী উৎপদ্যতে।

প্রলয়ের ক্রম ইহার ঠিক বিপরীত। প্রলয়ের সময় প্রথমে ক্ষিতি অপ্-

তত্ত্বে, অপ্ অগ্নি-তত্ত্বে, অগ্নি বায়ু-তত্ত্বে, বায়ু আকাশ-তত্ত্বে বিলীন হয়, এবং সর্ব্বশেষ আকাশ ব্রহ্মে বিলীন হয়। ইহাই প্রলয়ের ক্রম।*

এ সকল কথার পর বাদরায়ণ কি জগৎ রজ্জু-সর্পের ন্যায় অলীক, মায়ার বিজৃম্ভণ, বিজ্ঞানমাত্র বলিতে পারেন ?

জগৎ যদি অলীক, মায়িক—ইহাই বাদরায়ণের অভিমত হইবে, তবে তিনি ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে নিম্নোক্ত আপত্তিসমূহের উত্থাপন ও খণ্ডনে এত সূত্র নিয়োজিত করিবেন কেন ? বাদরায়ণের বিচার-পদ্ধতি এইরূপ ;—

(ক) জগৎ অচেতন ; ব্রহ্ম চেতন। অতএব, আপত্তি হইতে পারে যে, চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, এ ব্যাপ্তির ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ নখের উদ্ভব দেখা যায় (২।১।৪-১১ ব্রঃ সূঃ)।

(খ) কুম্ভকার যে ঘট সৃষ্টি করে, তাহা দণ্ডচক্র প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যে ; ব্রহ্মের যখন উপকরণ নাই, তখন তিনি কিরূপে এই বিচিত্র

* বিপর্য্যয়েণ তু প্রলয়ক্রমোঽত উৎপত্তিক্রমাদ্ ভবিতুম্ অর্হতি। তথাহি লোকে দৃশ্যতে যেন ক্রমেণ সোপানম্ আরূঢ় স্ততো বিপরীতেন ক্রমেণ অবরোহতীতি। অপি চ দৃশ্যতে মৃদো জাতং ঘটশরাবাদ্যপ্যয়কালে মৃদ্ভাবমপ্যেতি। অদ্ভ্যশ্চ জাতং হিমকরকাদ্যব্ভাব-মপ্যেতীতি। অতশ্চোপপদ্যত এতৎ। যৎ পৃথিব্যদ্‌ভ্যো জাতা সতী স্থিতিকালব্যতি-ক্রান্তা হ্যপোঽপীয়াদাপশ্চ তেজসো জাতাঃ সত্যস্তেজোঽপীয়ুঃ। এবং ক্রমেণ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং চানন্তরমনন্তরং কারণমপীত্য সর্ব্বং কার্য্যজাতং পরমকারণং পরমসূক্ষ্মং চ ব্রহ্মাপ্যেতীতি বেদিতব্যম্। ন হি স্বকারণব্যতিক্রমেণ কারণকারণে কার্য্যাপ্যয়ো ন্যায্যঃ।

[২।৩।১৪ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য]

জগৎ সৃষ্টি করিবেন? আপত্তির উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, উপকরণ ভিন্নও সৃষ্টি দেখা যায় ;—

ক্ষীরবদ্ধি।

দেবাদিবদপি লোকে।—২।১।২৪-৫ সূত্র।

ইহাদের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

'যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতে, অনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথেহাপি ভবিষ্যতি। একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্ বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে যথা লোকে দেবাঃ পিতর ঋষয় ইত্যেবমাদয়ো মহাপ্রভাবাশ্চেতনা অপি সন্তোঽনপেক্ষ্যৈব কিঞ্চিদ্ বাহ্যং সাধনম্ ঐশ্বর্য্যবিশেষযোগাদ্ অভিধ্যানমাত্রেণ স্বত এব বহূনি নানাসংস্থানানি শরীরাণি প্রাসাদাদীনি রথাদীনি চ নির্ম্মিমাণা উপলভ্যন্তে * * এবং চেতনমপি ব্রহ্মাঽনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং স্বত এব জগৎ স্রক্ষ্যতি।

'যেমন দুগ্ধ বা জল কোন বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং দধি ও তুষাররূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ। ব্রহ্ম এক বটেন, কিন্তু তিনি বিবিধ বিচিত্র শক্তিমান্। অতএব, তাঁহার বিচিত্র পরিণাম অসঙ্গত নহে। * * আরও যেমন দেব পিতৃ ঋষি প্রভৃতি মহাপ্রভাব চেতন (পুরুষ) কোনও বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য বলে সংকল্পমাত্রেই বহুবিধ শরীর প্রাসাদ রথ প্রভৃতি সৃষ্টি করেন * * চেতন ব্রহ্মও সেইরূপ কোনরূপ বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বতই জগৎ সৃষ্টি করেন'।

(গ) আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম এবং ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব, তখনত সমস্ত ব্রহ্মই কার্য্যরূপে পরিণত (বিকারগ্রস্ত) হইবেন, অন্যথা তাঁহাকে সাবয়ব বলিতে হয়।

কৃৎস্ন প্রসক্তি র্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা।—২।১।২৬ সূত্র।

ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

শ্রুতেশ্চ শব্দমূলত্বাৎ।—২।১।২৭ সূত্র।

ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তিরস্তি কুতঃ। শ্রুতেঃ। যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে, এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোঽবস্থানং শ্রূয়তে। ** "পাদোস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যা-মৃতং দিবি" ইতি চৈবংজাতীয়কাৎ।—শঙ্করভাষ্য।

'যে শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত না হইয়া অবস্থান করেন। "তাঁহার একাংশে সমস্ত ভুত; অপর তিন অংশ অমৃত"; অতএব, ব্রহ্মের বিকারের আশঙ্কা অমূলক।

(ঘ) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যখন বিকরণ (নিরাকার) তখন তিনি কিরূপে সৃষ্টি কার্য্য সমাধা করিবেন? বাদরায়ণ উত্তরে নিম্নোক্ত শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন;—

বিকরণত্বাদ্ ইতি চেৎ তদুক্তম্।—২।৩।৩১ সূত্র।

অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা।

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।—শ্বেতাশ্বতর ৩। ১৯।

'তাঁহার হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন; পদ নাই, অথচ গমন করেন; চক্ষুঃ নাই, অথচ দর্শন করেন; কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন।'

(ঙ) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, ভগবান্ যখন আপ্তকাম, কি প্রয়োজনে—কোন অভাবের পূরণে—তিনি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্।—২। ১। ৩৩ সূত্র।

'সৃষ্টি তাঁহার লীলাবিলাসমাত্র; যেমন শিশু প্রয়োজন ভিন্নও ক্রীড়া করে, তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যও সেইরূপ'।

(চ) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যখন বৈষম্যের আধার—এখানে যখন কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ ধনী কেহ দরিদ্র, তখন এ জগৎ যদি ঈশ্বরের রচনা হয়, তবে হয় তিনি পক্ষপাতী, নয় তিনি নিষ্ঠুর। ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি।

[২। ১। ৩৪ সূত্র।]

সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে। কিম্ অপেক্ষত ইতি চেৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপেক্ষত ইতি বদামঃ।

[শঙ্করভাষ্য।]

'ভগবান্ জীবের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন। যাহার সুকৃত আছে, তাহাকে সুখী করেন; যে দুষ্কৃত, তাহাকে দুঃখী করেন। তাঁহার ইহাতে পক্ষপাত বা নিষ্করুণতার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না।'

যে বাদরায়ণ এই সকল যুক্তি তর্ক, এই সকল প্রমাণ প্রয়োগের অবতারণা

করিয়াছেন, তিনি কিরূপে জগৎকে বিজ্ঞানমাত্র, অলীক কল্পনা বলিবেন? বিশেষতঃ, যখন তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের আরম্ভেই (১।৬ সূত্রে) স্বপ্ন-সৃষ্টি ও জাগ্রৎ-সৃষ্টির ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* সেখানে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, স্বপ্নসৃষ্টিই মায়াময়।

মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ—৩।২।৩ সূত্র।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

'স্বপ্নে যে সৃষ্টি, তাহা মায়িকমাত্র। তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই। অতএব স্বপ্নদর্শন মায়ামাত্র। সুতরাং যে সৃষ্টি স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক নহে—ইহাও প্রতিপন্ন হইল।' তবে আর জগৎ মিথ্যা কিরূপে বলা যায়?

জগৎ সত্য কি মিথ্যা—এ সম্বন্ধে বাদরায়ণ আপন মত অন্যত্র স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব, এ বিষয় লইয়া বিবাদ হওয়া উচিত নহে। বাদরায়ণ বলিয়াছেন,—

নাভাব উপলব্ধেঃ।—২।২।২৮ সূত্র।

ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—

ন খল্বভাবো বাহ্যস্যার্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ। উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি।

'জগতের অভাব—জগৎ নাই, এরূপ নিশ্চয় করা যায় না। কেন?

* এ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের বেদান্ত দর্শন অধ্যায়ের ১৬৮-১৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে হেতু প্রত্যেক চিত্তবৃত্তিতেই বাহ্য বস্তুর উপলব্ধি করিতেছি—স্তম্ভ, ভিত্তি, ঘট, পট ইত্যাদি।' অন্যত্র বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

ভাবে চোপলব্ধেঃ।—২। ১। ১৫ সূত্র।

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ।—২। ২। ৩০ সূত্র।

'যে বস্তু আছে, তাহারই উপলব্ধি হয়; যে বস্তু নাই, তাহার উপলব্ধি হয় না।' অতএব বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে, তখন জগৎ আছেই। ইহাতে এ কথা বলা হইল না যে, জগৎ যেরূপে প্রতীত হইতেছে, জগৎ বস্তুতও সেইরূপ। ফুল বা পর্ব্বত আমরা যেরূপ দেখিতেছি, ফুল বা পর্ব্বত যে বাস্তবিক সেইরূপ—এ কথা কোন দার্শনিকই বলিবেন না। কিন্তু যখন পর্ব্বতের ও ফুলের উপলব্ধি হইতেছে, তখন যে ফুল ও পর্ব্বত বলিয়া কোন কিছু বস্তু আছে, ইহা সুনিশ্চিত।*

সত্য বটে, বাদরায়ণ—

তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ—২। ১। ১৪ সূত্র।

এই সূত্রে, জগৎ ও ব্রহ্ম অনন্য (অভিন্ন)—এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন; এ স্থলে তাঁহার লক্ষ্য নিম্নোদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতি—

যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।

---

* জার্ম্মান্ দার্শনিকেরা যে Noumenon ও Phenomenonএর ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে মত ইহার অনুরূপ। হারবার্ট স্পেন্সরের অনুমোদিত Transfigured Realism ইহারই প্রতিধ্বনি। শঙ্করাচার্য্য অনেক স্থলে ব্যবহার বা ব্যাবর্ত্ত এবং পরমার্থের যে প্রভেদ করিয়াছেন, তাহার সহিত এ মতের সামঞ্জস্য করা যায়।

বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। এবং সোম্য স আদেশঃ।

'যেমন একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থকে জানা যায়, কারণ, বাক্যের আরম্ভ, বিকার, নামের প্রভেদমাত্র—মৃত্তিকা ইহাই সত্য ; ব্রহ্ম বিষয়েও সেইরূপ উপদেশ।' অর্থাৎ, এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত পদার্থ জানা যায়। ইহার দ্বারা জগৎ যে বিজ্ঞানমাত্র, অলীক অবস্তু—ইহা ত বলা হইল না। এইমাত্র বলা হইল যে, জগতে ও ব্রহ্মে নাম-রূপের প্রভেদ—উভয়ে স্বরূপতঃ অভিন্ন।

যেমন কুণ্ডল বলয় প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার সকলের মধ্যে আকারের ও সংজ্ঞার প্রভেদ থাকিলেও রাসায়নিকের দৃষ্টিতে তাহারা স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছু নহে,—তাহাদের মধ্যে নাম ও রূপের মাত্র প্রভেদ—কিন্তু সে প্রভেদসত্ত্বেও তাহারা স্বর্ণ বই আর কিছু নহে, সেইরূপ জগৎ বিবিধবৈচিত্র্যময় হইলেও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে। জগৎকে ব্রহ্মের 'প্রকৃতি'—ব্রহ্মের প্রকার বা বিধা (aspect)—ইহা স্বীকার করিলেই এ কথার যথেষ্ট সমর্থন হয় ; তজ্জন্য জগৎকে অলীক বলার প্রয়োজন কি?

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রধান (matter) ও পুরুষ (spirit বা force)—যাহাদের সংযোগে এই জগৎ, সেই প্রধান ও পুরুষ—ব্রহ্মেরই পরা ও অপরা প্রকৃতি মাত্র।

যা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিস্তে সিসৃক্ষয়া।

ব্রহ্মের যখন সিসৃক্ষা (সৃষ্টির সংকল্প) হয়, তখন তাঁহার প্রকৃতি পরা ও অপরা রূপে—প্রধান ও পুরুষ রূপে—সংভিন্ন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা ত ব্রহ্মের প্রকৃতি বা প্রকার (aspect) ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে

যাহার প্রকার, সে কি তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে? তাহাকে তো তাহা হইতে অনন্য (অভিন্ন) বলাই সঙ্গত। অতএব, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে; এবং এরূপ বলাতে জগতের মিথ্যাত্ব সূচিত হয় না।

এই ভাবে দেখিলে, বাদরায়ণ অন্যত্র যে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নাই,—

তথান্যপ্রতিষেধাৎ—৩। ২। ৩৬ সূত্র।

—তাহারও সুন্দর মীমাংসা হয়। জগতে যে কিছু আছে, তাহা, হয় প্রকৃতি, না হয়, পুরুষ; যে কিছু পদার্থ—এই উভয়ের একের কোটিতে পড়িবেই। সেই প্রকৃতি ও পুরুষ যখন ব্রহ্মেরই প্রকার বা বিধা, তখন এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি আছে, বা থাকিতে পারে? তিনিই "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" তিনি ব্যতীত 'নানা' কিছু নাই; ইহা দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয় না।*

---

* 'তথান্যপ্রতিষেধাৎ' ৩।২।৩৬ সূত্র।

এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—'তথান্যপ্রতিষেধাদপি ন ব্রহ্মণঃ পরং বস্বন্তরমস্তি ইতি গম্যতে। তথাহি স এব অধস্তাৎ। * * ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্ * নেহ নানাস্তি কিঞ্চন * যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ * ইত্যেবমাদীনি বাক্যানি স্বপ্রকরণস্থান্য-স্থার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যমানানি ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্বন্তরং বারয়তি'। রামানুজ কিন্তু এ সূত্রের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন,—'যৎ পুনরুক্তং ততো যদ্ উত্তরতরং পরাৎপরং * অস্তি, তন্নোপপদ্যতে; তত্রৈব ততোঽন্যস্য পরস্য প্রতিষেধাৎ 'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদিতি'।

এইরূপ,—'তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ শব্দাদি ভ্যঃ' এই সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ বলেন,—

বিশেষতঃ, যখন ইহার পরবর্ত্তী সূত্রেই বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অনেন সর্ব্বগতত্বম্ আয়ামশব্দাদিভ্যঃ।—৩।২। ৩৭ সূত্র।

অর্থাৎ "ব্রহ্ম সর্ব্বগত—শ্রুতি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।" এখন "সর্ব্ব" (জগৎ) যদি অলীক বিজ্ঞানমাত্র হয়, তবে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইবেন কিরূপে? অথচ, শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়াছেন।

আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ।

'তিনি নিত্য, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপা।'

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।

'তিনি নিত্য, তিনি সনাতন; তিনি স্থাণু, অচল ও সর্ব্বগত।'

তস্মাৎ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বং জগত আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ। * এতানি হি বাক্যানি চিদচিদাত্মকস্য জগতঃ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বম্ উপপাদয়ন্তি * * কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং কারণাৎ কার্য্যস্য অনন্যত্বং চ হৃদি নিধায় কারণভূতব্রহ্ম-বিজ্ঞানেন কার্য্যভূতস্য সর্ব্বস্য বিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাতে সতি * * জগতো ব্রহ্মৈককারণ-তাম্ উপদেক্ষ্যন্ * * অতো ঘটাদ্যপি মৃত্তিকেত্যেব সত্যং মৃত্তিকা দ্রব্যম্ ইত্যেব সত্যং প্রমাণেন উপলভ্যত ইত্যর্থঃ।

শঙ্করের ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ—

কার্য্যমাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ; কারণং পরং ব্রহ্ম। তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতো-ঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যতে। * * তত্র শ্রুতাদ্ বাচারম্ভণশব্দাদ্ দার্ষ্টান্তিকেঽপি ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্যাভাব ইতি গম্যতে। * * যথা চ মৃগ-তৃষ্ণিকোদকাদীনাম্ উষরাদিভ্যোঽনন্যত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ স্বরূপেণ অনুপাখ্যত্বাৎ; এবমস্য ভোগ্যভোক্ত্রাদিপ্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্।

২। জীব এক না বহু,—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন ?

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে জীবই ব্রহ্ম—জীব নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য-স্বভাব, বিভু ও সর্ব্বব্যাপী ; সচ্চিদানন্দ ; এক ও অদ্বিতীয় বস্তু। জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন ;—উভয়ের ভেদ কেবল উপাধিকৃত, অবিদ্যা-কল্পিত। মায়ার যে মোহশক্তি, সেই শক্তি জীবকে মোহিত করে এবং তাহার বশে জীব ঈশ্বর ভাব হারাইয়া শোক দুঃখের অধীন হয়। অন্যপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু ; জীব ব্রহ্মের বিপরীত। জীব দুঃখত্রয়ের অধীন,—ব্রহ্ম ক্লেশ-লেশ-বিহীন। জীব নিয়মা,—ব্রহ্ম নিয়ামক। জীব ব্যাপ্য,—ব্রহ্ম ব্যাপক। ব্রহ্ম বিভু (সর্ব্বব্যাপী),—জীব অণু-পরিমাণ, প্রতি শরীরে বিভিন্ন,—অতএব এক নহে, বহু। এই মতদ্বৈধ স্থলে গীতা কোন্ মতের অনুমোদন করিয়াছেন ?

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে আত্মার অবিনাশিতা বুঝাইতে এইরূপ বলিয়াছেন,—

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুদ্ধ্যস্ব ভারত॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্-
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ [গীতা, ২।১৭-২০]

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণু রচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥
[গীতা, ২।২৪]

উদ্ধৃত শ্লোক কয়টীর ভাবার্থ এই :—

'যাহা দ্বারা নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত, তিনি অবিনাশী, তিনি অব্যয়। তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। দেহ অনিত্য, কিন্তু দেহাশ্রয়ী আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয়। যে আত্মাকে হন্তা মনে করে, যে আত্মাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই অজ্ঞ। আত্মা হতও হন না, হননও করেন না। আত্মা জন্ম-মৃত্যু-রহিত, ক্ষয়-বৃদ্ধি-হীন, অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীরের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না। * * আত্মার ছেদন নাই, দাহন নাই, ক্লেদন নাই, শোষণ নাই। আত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন ; আত্মা, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য।

ইহার দ্বারা জীবের লক্ষণ এইরূপ বলা হইল।—জীব অজ, পুরাণ ; জীব নিত্য, সনাতন, অবিনাশী ; জীব স্থাণু, অচল, শাশ্বত, অবিকার ; জীব সর্ব্বগত, অপ্রমেয় ; জীব অব্যক্ত ও অচিন্ত্য। অর্থাৎ,

(ক) জীবের উৎপত্তি বিনাশ, আদি অন্ত নাই ;
(খ) জীবের বিকার বিক্রিয়া নাই ;
(গ) জীব সর্ব্বব্যাপী ;
(ঘ) জীব অমেয়।

উৎপত্তি-বিনাশ-রহিতত্ব, বিকার-শূন্যত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং অমেয়ত্ব—এ সকল ব্রহ্মের লক্ষণ। অতএব, ব্রহ্মের লক্ষণ দ্বারা জীবকে লক্ষিত করিয়া, ভগবান্ জীব ব্রহ্মের ঐক্যই উপদেশ দিলেন। এ কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে হয় না ; যে হেতু, ভগবান্ স্বয়ং এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন। যথা,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ববভূতাশয়স্থিতঃ।

[গীতা, ১০।২০]

'হে অর্জ্জুন ! সকল ভূতের বুদ্ধিস্থিত আত্মা (জীব) আমিই।'

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেষু ভারত।

[গীতা, ১৩।২]

'হে অর্জ্জুন ! সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জানিও।'

শরীরের একটী নাম ক্ষেত্র এবং শরীরী আত্মার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥

[গীতা, ১৩।১]

'হে কুন্তীপুত্র ! এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত, এবং যিনি এই ক্ষেত্র-বেত্তা, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে।' ক্ষেত্রবেত্তা অর্থে—যিনি দেহে "অহং মম" এই অভিমান করেন, তিনি, অর্থাৎ জীব।

আবার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ জীবকে নিজের অংশ বলিয়াছেন।—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

[গীতা, ১৫।৭]

'জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ।' অংশ ও অংশী কখন ভিন্ন হইতে পারে না।

ভগবান্ নিরবয়ব; তাঁহার অংশ বস্তুতঃ সম্ভবপর নহে। তবে উপাধির অবচ্ছেদ লক্ষ্য করিয়া তাহার অংশত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে।* যেমন জলমগ্ন ঘটের অন্তর্গত জলাংশ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে পৃথক্ ভাবনা করা যাইতে পারে। কারণ, ভগবান্ বাস্তবিক অবিভক্ত হইলেও, উপাধির (দেহাদির) ভেদে তাঁহাকে বিভক্ত বলিয়া মনে হয়।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। [গীতা, ১৩।১৬]

ভগবান্ই যে জীবরূপে বিরাজিত, এ কথা শাস্ত্রের অন্যত্রও স্পষ্ট উপদিষ্ট দেখা যায়।

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥

[ভাগবত, ৩। ২৯। ২৯]

'এই সকল ভূতকে বহুমানসহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে; ভগবান্ ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীব-রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন।' অন্যত্রও উপদিষ্ট হইয়াছে,—

প্রপূজ্য পূরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিণম্।

'ভগবানের অংশরূপী দেহী (জীবকে) দেহে পূজা করিবে।'

ভগবানই যে, দেহে দেহি-রূপে অবস্থিত, ইহা গীতার অন্যত্রও দেখিতে পাই।—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

[গীতা, ১৩। ২২]

'এই দেহে পরম পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন; তিনি সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত্তা ও ভোক্তা।'

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

[গীতা, ১৭। ৬]

'যাহারা আসুরিক সাধক, তাহারা শরীরের ভূতগ্রাম এবং শরীরস্থ (জীবরূপী) আমাকে (ঈশ্বরকে), দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ক্লেশ প্রদান করে।'

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।

[গীতা, ১৫। ১১]

আত্মনি = স্বস্যাং বুদ্ধৌ।—শঙ্কর।

'যত্নশীল যোগিগণ বুদ্ধিতে অবস্থিত (জীবরূপী) পরমাত্মাকে দর্শন করেন।'

আর গীতা যে ভাবে আত্মার নির্লেপত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয় যে, আত্মার ব্রহ্ম-স্বরূপতাই গীতার অভিপ্রেত।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্মাদাকাশং নোপলিপ্যতে ॥
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥
[গীতা, ১৬। ৩১-৩২]

'সেই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ; সেই জন্য দেহস্থ হইয়াও তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্লেপ। যেমন সর্ব্বগত হইলেও সূক্ষ্মতাবশতঃ আকাশ উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সমস্ত দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা উপলিপ্ত হন না।'

আত্মা যে বহু নহেন—এক, ইহাও গীতা স্পষ্টতঃ উপদেশ দিয়াছেন।—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥
[গীতা, ১৩। ৩৩]

'যেমন এক সূর্য্য সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, সেইরূপ এক ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।'

ভাগবতও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,—

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে।
যোনীনাং গুণবৈষম্যাৎ তথাত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ ॥
[ভাগবত, ৩। ২৮। ৪৩]

প্রকৃতৌ = দেহে।—শ্রীধর।

'যেমন এক অগ্নি আধারের গুণ-ভেদে বিভিন্ন প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ দেহস্থিত আত্মা গুণের বৈষম্যে বিভিন্ন প্রতীয়মান হন।'

জীব ব্রহ্মের ঐক্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকেও বিস্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। অর্জ্জুন ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুপক্ষীয়দিগের দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে অসম্মত হইলে (তাহাতে তাহাদিগের বিনাশ করা হইবে, এই ভয়ে), ভগবান্ তাঁহা[illegible] বলিলেন,—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশম্ অব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥

'যাঁহা দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত, তিনি অবিনাশী; অব্যয়ের কে বিনাশ করিতে পারে?'

ব্রহ্মই জগদ্ব্যাপী; অতএব, জীবের বিনাশপ্রসঙ্গে তাহাকে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, ইত্যাদি বলাতে, তাঁহার সহিত ব্রহ্মের ঐক্য সূচিত হইল। ভগবান্ যে জগদ্ব্যাপী, ইহা গীতার অনেক স্থলে উপদিষ্ট দেখিতে পাই:—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

[গীতা, ১৩। ২৭-২৮]

'বিনাশী ভূতসমূহে সমভাবে অবস্থিত, অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন, তিনিই দৃষ্টিশীল; সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া তিনি আপনি আপনার হিংসা করেন না, এবং তাহার ফলে পরম গতি প্রাপ্ত হন।'

অন্যত্র গীতা বলিতেছেন,—

ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

[গীতা, ৯। ৪]

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।

[গীতা, ৭। ৭]

যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্ব মিদং ততম্।

[গীতা, ৮। ২২]

অর্থাৎ, 'অব্যক্তরূপে আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি।' 'সূত্রে যেমন মণিগণ, তেমনি আমাতে জগৎ প্রোত রহিয়াছে।' 'সমস্ত ভূত যাঁহার অন্তঃপাতী, যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন।'

উপনিষদে যে ভাবে জীব-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এ সম্বন্ধে গীতার ও উপনিষদের উপদেশে কোন ভেদ নাই। গীতার বচনে আমরা জানিয়াছি, জীব আদি-অন্ত-হীন, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত। এ বিষয়ে উপনিষদের প্রমাণ এই :—

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ।

[বৃহদারণ্যক, ৪। ৪। ২২]

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ।—কঠ, ২। ১৮।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।—কঠ, ২। ১৭।

ন জীবো ম্রিয়তে। ইত্যাদি।

[ছান্দোগ্য, ৬। ১১। ৩]

'এই আত্মা (জীব) মহান্, অজ, অজর, অমর, মৃত্যুহীন, অভয়। এই জীব জন্ম-রহিত, নিত্য, চিরন্তন, পুরাণ। জীব জন্মেও না, মরেও না। জীব মরণ-রহিত ইত্যাদি।' *

জীব যে নির্ব্বিকার, বিক্রিয়াশূন্য, ইহার প্রমাণ পূর্ব্ববাক্যেই পাইয়াছি। নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, অজর, অমর প্রভৃতি শব্দের প্রতিপাদ্যই ঐ। আরও বিস্পষ্ট উপদেশ নিম্নোদ্ধৃত উপনিষদ্‌বাক্যে :—

এতদ্বৈ তদক্ষরং ব্রাহ্মণা
অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্।
[বৃহদারণ্যক, ৩। ৮। ৮]

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।
[মুণ্ডক, ১। ১। ৫]

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।
[শ্বেত, ৬। ১৩]

'ইহা সেই অক্ষর, যাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ বলেন।'

---

* বাদরায়ণ ২। ৩। ১৬ ব্রহ্মসূত্রে (চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্‌ব্যপদেশো ভাক্তঃ তদ্‌ভাবভাবিত্বাৎ) এই প্রসঙ্গের বিচার করিয়াছেন। তাঁহারও সিদ্ধান্ত এই যে, চরাচর দেহেরই উৎপত্তি বিনাশ, জীবের জন্ম মৃত্যু নাই। দেহসম্পর্কিত জীবের যে জন্মমৃত্যু বলা হয়, তাহা ভাক্ত। 'ননু লৌকিকো জন্মমরণব্যপদেশো জীবস্য দর্শিতঃ সত্যং দর্শিতো ভাক্তস্ত্বেব জীবস্য জন্মমরণব্যপদেশঃ। কিমাশ্রয়ঃ পুনরয়ং মুখ্যো যদপেক্ষয়া ভাক্ত ইতি উচ্যতে চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ। স্থাবর জঙ্গম শরীরবিষয়ৌ জন্মমরণশব্দৌ।—শঙ্করভাষ্য।

'যে বিদ্যার দ্বারা অক্ষরকে অবগত হওয়া যায়, সেই পরা।' 'জীব নিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের মধ্যে চেতন।'*

গীতাবাক্যে আমরা জানিয়াছি, জীব সর্ব্বব্যাপী। এ বিষয়ে উপ-নিষদের প্রমাণ এই :—

আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ।
স বা এষ মহান্ অজ আত্মা।
[বৃহদ্, ৪ । ৪ । ২২]

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
[শ্বেত, ৬ । ১১] ইত্যাদি।

'জীব আকাশবৎ সর্ব্বগত ও নিত্য। সেই আত্মা (জীব) মহান্ ও অজ।' 'তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা' ইত্যাদি। †

---

* এ বিষয়ে বাদরায়ণের সূত্র এই,—নাত্মা শ্রুতে র্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।—২।২।১৭ সূত্র। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ।—২।২।৪২ সূত্র।

অর্থাৎ, আত্মার উৎপত্তি শ্রুতিসিদ্ধ নহে। শ্রুতি আত্মাকে নিত্য বলিয়াছেন। আত্মা যে জড় নহেন, চেতন (চিৎস্বরূপ বা জ্ঞাতৃস্বরূপ), বাদরায়ণ ইহাও উপদেশ করিয়াছেন। জ্ঞোঽতএব।—২ । ৩ । ১৮ ব্রহ্মসূত্র।

† জীব বিভু না অণু—বাদরায়ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১৯ হইতে ৩২ সূত্রে এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত কি, তাহা নিশ্চয় করা দুরূহ। তাঁহার একটি সূত্র এই,—'নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্ন ইতরাধিকারাৎ'। রামানুজের মতে ইহা সিদ্ধান্তসূত্র। তাহা যদি হয়, তবে বাদরায়ণের মতে, জীব অণুপরিমাণ। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বলেন, ইহা পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র। ইহার উত্তরসূত্র 'তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু তদ্‌-ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ।' অতএব, শঙ্করের মতে, বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, জীব বিভু, মহৎ

গীতার মতে আমরা জানিয়াছি যে, জীব অমেয়; মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অগোচর; অচিন্ত্য ও অব্যক্ত। এ বিষয়ে উপনিষদের প্রমাণ এই :—

তংদুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্।—কঠ, ১।২।২২।
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।
[শ্বেত, ৬। ১১]
নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো
ন চক্ষুষা।—কঠ, ৬। ১২।

'তিনি দুর্দর্শ, গহন, প্রচ্ছন্ন, গুহাহিত, গহ্বরস্থ, পুরাণ।'
'তিনি সাক্ষী, চিৎ-স্বরূপ, কেবল (নিরুপাধি) নির্গুণ।'
'তাঁহাকে বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পাওয়া সাধ্য নহে।'
তথাপি তিনি মার্জ্জিত বুদ্ধির, যোগসিদ্ধ চিত্তের লক্ষ্য হয়েন।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।
[মুণ্ডক, ৩। ১। ৯]

পরিমাণ। বাস্তবিক কিন্তু নিরাকার বস্তুর পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব নহে। তবে তাহার উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার পরিমাণের কথা গৌণভাবে বলা যায়। যদি হৃদয় বা দহর পুণ্ডরীক—যাহা আত্মার উপাধি—সেই উপাধিকে লক্ষ্য করা হয়, তবে জীবকে অণু-পরিমাণ বলা অসঙ্গত নহে। ২। ৩। ২৪ ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ জীবের হৃদয়ে স্থিতির বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন—"অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি।' হৃদিহ্যেষ আত্মা পঠ্যতে বেদান্তেষু। 'হৃদি হ্যেষ আত্মা' 'স বা এষ আত্মা হৃদি' 'কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞান-ময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ' ইত্যাদ্যুপদেশেভ্যঃ।"—শঙ্করভাষ্য।

'এই সূক্ষ্ম আত্মা (বিশুদ্ধ) চিত্তের জ্ঞেয়।'

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।—কঠ, ২। ১২।

'অধ্যাত্ম যোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ দুঃখ অতিক্রম করেন।'

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।— কঠ, ৬। ৯।

'তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়েন; তাঁহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয়।'

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।—কঠ, ৪। ২।

'কোন ধীর ব্যক্তি অমরত্ব ইচ্ছা করিয়া আবৃত্তচক্ষুঃ হইয়া (বহির্বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।'

গীতার প্রমাণে আমরা বুঝিয়াছি যে, আত্মা অকর্ত্তা, অথচ ভোক্তা। এ বিষয়ে উপনিষদের উপদেশ এইরূপ:—

ধ্যায়তীব লেলায়তীব।—বৃহদ্, ৪। ৩। ৭।

'জীব যেন ধ্যান করে, লেলায়ন করে।'

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহু র্মনীষিণঃ।—কঠ, ৩।৪।

অর্থাৎ, 'ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি উপাধিযুক্ত হইলেই জীবকে ভোক্তা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তব পক্ষে জীব অসঙ্গ, নির্লেপ।'

অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ।—বৃহদ্, ৪। ৩। ১৫।

'এই পুরুষ (জীব) অসঙ্গ।'*

গীতার প্রমাণে আমরা জানিয়াছি যে, আত্মা বহু নহেন, আত্মা এক। উপনিষদ্ স্পষ্ট ভাষায় এই উপদেশ দিয়াছেন।

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥
এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥—ব্রহ্মবিন্দু, ১১-১২।

'যেমন এক আকাশ ঘটাদিভেদে পৃথক্ হয়, যেমন এক সূর্য্য জলের আধারভেদে অনেক হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক (দেহে) থাকিয়া বিভিন্ন হইয়াছেন।'

---

* বাদরায়ণ ২।৩।২২ সূত্রে (কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ) আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন, এবং ৩৩ হইতে ৩৯ সূত্রে তাহার সমর্থক যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন। সেই যুক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, সাংখ্যেরা যে প্রকৃতিকে কর্ত্রীরূপে প্রতিপন্ন করেন, সেই মতের নিরাস করাই তাঁহার অভিপ্রেত। আত্মা যে বাস্তবিক কর্ত্তা নহেন, আত্মার কর্ত্তৃত্ব যে অধ্যাসমাত্র,—এ কথা বাদরায়ণের অনভিমত নহে। সেই জন্ত তিনি সূত্র করিয়াছেন,—যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ।—২।৩।৩০ ব্রহ্মসূত্র। ইহার ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন,—'যাবদেব চায়ং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধ স্তাবৎ জীবত্বং সংসারিত্বঞ্চ। পরমার্থতস্তু ন জীবো নাম বুদ্ধ্যুপাধিপরিকল্পিতস্বরূপব্যতিরেকেনাস্তি।' যথা চ তক্ষোভয়থা (২।৩।৪০ সূত্র)—এই সূত্রের প্রসঙ্গে ভারতী তীর্থ বলিয়াছেন :—যথা জপাকুসুম-সন্নিধিবশাৎ স্ফটিকে রক্তত্ব মধ্যস্তং তথা—অন্তঃকরণসন্নিধিবশাৎ কর্ত্তৃত্বম্ আত্মন্যধ্যস্যতে। কিন্তু কর্ত্তা হইলেও জীব যে স্বতন্ত্র নহে, ঈশ্বরপরতন্ত্র, ইহাও বাদরায়ণ উপদেশ করিয়াছেন,—পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ।—২।৩।৪১ ব্রহ্মসূত্র।

'একই (অদ্বিতীয়) ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন। জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ববৎ তিনি এক ও বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন।' এই আভাস বা প্রতিবিম্ব-বাদের সমর্থন করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

আভাস এব চ।—২।৩।৫০ সূত্র।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।—৩।২।১৮ সূত্র।

শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই স্বীকার করেন যে, উপরে যে শ্রুতি উদ্ধৃত হইল, এই সূত্রে বাদরায়ণ তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহা যদি হইল, তবে তাঁহার মতে, আত্মা যে এক, বহু নহেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে।

গীতা হইতে আমরা জানিয়াছি যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বেদের মহাবাক্য ঐ সত্যেরই প্রচার করিয়াছেন। "তত্ত্বমসি", "সোঽহং", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—চারি বেদের এই মহাবাক্যচতুষ্টয় একবাক্যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপন্ন করিতেছে।*

---

* এই প্রসঙ্গে কৌষীতকী উপনিষদের নিম্নোক্ত বচন প্রণিধান-যোগ্য ;—

এষ লোকপালঃ। এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্ব্বেশঃ। স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।—কৌষীতকী, ৩।৮।

'ইনি (ঈশ্বর) লোকপাল, ইনি লোকাধিপতি, ইনি সকলের ঈশ্বর ; ইনিই আমার আত্মা, ইনিই আমার আত্মা ;—ইহাই জানিবে।'

য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি।—ছান্দোগ্য, ৪।১১।১।

'আদিত্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, আমি সেই, আমিই সেই।'

বাদরায়ণ যে ভাবে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, জীব-ব্রহ্মের অভেদই তাঁহার অনুমোদিত। প্রথমতঃ, বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, জীব ব্রহ্মের অংশ—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ ইত্যাদি।—২।৩।৪৩ সূত্র।

অংশ ও অংশীতে স্বরূপগত কোন ভেদ সম্ভবে না, কেবল মাত্র উপাধিগত ভেদ। অতএব, ইহার দ্বারা বলা হইল যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

আপত্তি হইতে পারে যে, জীব ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন, তবে জীবের দুঃখ-দৈন্যে ব্রহ্মও দুঃখিত হইবেন। তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

প্রকাশাদিবৎ নৈবং পরঃ।—২।৩।৪৬ সূত্র।

'যেমন সূর্য্যরশ্মি উপাধিবশে সরল বক্র বোধ হইলেও সূর্য্য তদ্‌ভাবাপন্ন হন না, সেইরূপ ব্রহ্মের জীবাংশ দুঃখবোধ করিলেও ব্রহ্ম দুঃখিত হন না।'

এবমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতে বুদ্ধ্যাদ্যুপহিতে জীবাখ্যেঽংশে দুঃখায়মানেঽপি ন তদ্‌বান্ ঈশ্বরো দুঃখায়তে।—শঙ্কর।

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যদি ব্রহ্মের অংশ, তবে শাস্ত্রে তাহার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—দেহ-সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া। যেমন অগ্নি এক হইলেও শ্মশানাগ্নি হেয়, এবং হোমাগ্নি উপাদেয়—এ স্থলেও সেইরূপ।

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ।—২।৩।৪৮ সূত্র।

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যদি ব্রহ্ম, তবে কর্ম্মসাংকর্য্য হয় না কেন? এক জীবের কর্ম্ম অন্য জীবের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় না কেন? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ।

আভাস এব চ।—২।৩।৪৯-৫০ ব্রহ্মসূত্র।

উপাধিতন্ত্রো হি জীব ইত্যুক্তম্। উপাধ্যসন্তানাচ্চ নাস্তি জীবসংতানঃ। ততশ্চ কর্ম্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি। আভাস এব চৈষ জীবঃ পরস্যাত্মনো জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ। ন স এব সাক্ষান্নাপি বস্ত্বন্তরম্। অতশ্চ যথা নৈকস্মিন্ জলসূর্য্যকে কম্পমানে জলসূর্য্যকান্তরং কম্পতে। এবং নৈকস্মিন্ জীবে কর্ম্মফলসম্বন্ধিনি জীবান্তরস্য তৎসম্বন্ধঃ। এবমব্যতিকর এব কর্ম্মফলয়োঃ।—শঙ্করভাষ্য।

'জীব উপাধিতন্ত্র। যখন উপাধি বিভিন্ন, যখন উপাধি পরস্পর মিশ্রিত হইতেছে না, তখন জীবগণই বা মিশ্রিত হইবে কেন? অতএব, জীবগণের কর্ম্ম ও ফল মিশ্রিত হইয়া যায় না। যেমন জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, সেইরূপ জীবে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। জীব ঠিক ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থও নহেন। যেমন এক জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য সেই জলের কম্পনে কম্পিত হইলেও, অন্য জলে বিম্বিত সূর্য্য কম্পিত হয় না; সেইরূপ এক জীবের কর্ম্মফলসম্বন্ধ হইলেও অন্য জীবের হয় না। অতএব, জীবগণের কর্ম্ম-সাংকর্য্যের আশঙ্কা অমূলক।' *

---

* এ সম্বন্ধে অন্যান্য আপত্তির উত্তর দিয়া বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রত্রয়ের রচনা করিয়াছেন ;—

অদৃষ্টানিয়মাৎ। অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্। প্রাদেশাদিতি চেৎ নান্তর্ভাবাৎ।

[ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৫১-৫৩]

সত্য বটে, বাদরায়ণ অন্যত্র ব্রহ্মকে জীব হইতে অধিক বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে জীব যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব, ইহা বলা হয় নাই। বাদরায়ণ প্রথমতঃ এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন,—

ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ।—২।১।২১ সূত্র।

'জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হন, তবে ত তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি কেন নিজের বন্ধনাগার দেহ সৃষ্টি করিলেন? নির্ম্মল তিনি, এই মলিন দেহে কেনই বা প্রবেশ করিলেন? যদিই বা করিলেন, কেন এই দুঃখকর বস্তু ছাড়িয়া সুখকর বস্তু সৃষ্টি করেন না? অতএব, জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার হিতের অকরণ এবং অহিতের করণ স্বীকার করিতে হয়।'* ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ।—২।১।২২ সূত্র।

যৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং শারীরাদধিকম্ অন্যৎ তদ্ বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ব্রূমঃ। ন তস্মিন্ হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে। * * ন তু তং (শারীরং) বয়ং জগতঃ স্রষ্টারং ব্রূমঃ। কুত এতৎ? ভেদনির্দ্দেশাৎ।

[শঙ্করভাষ্য।]

---

* তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বং তৎ শারীরস্যৈব ইত্যতঃ স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা সন্ হিতমেবাত্মনঃ সৌমনস্যকরং কুর্য্যাৎ নাহিতং জন্মমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থজালম্। ন হি কশ্চিদ্ অপরতন্ত্রো বন্ধনাগারমাত্মনঃ কৃত্বাঽনুপ্রবিশতি। ন চ স্বয়ম্ অত্যন্তনির্ম্মলঃ সন্ অত্যন্ত মলিনং দেহম্ আত্মত্বেনোপেয়াৎ। কৃতমপি কথঞ্চিৎ যদ্ দুঃখকরং তদ্ ইচ্ছয়া জহ্যাৎ। সুখকরমেবোপাদদীত।—শঙ্করভাষ্য।

'সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্ম (সগুণ), যিনি জীব হইতে অধিক, তিনিই জগতের স্রষ্টা। জীব তো জগৎ-স্রষ্টা নহেন। কারণ, জীব হইতে তাঁহাকে ভিন্ন বলা হইয়াছে। অতএব, ব্রহ্মে হিতাকরণ প্রভৃতি দোষ উঠিতে পারে না।' পরবর্ত্তী এক সূত্রেও বাদরায়ণ ব্রহ্মকে জীব হইতে অধিক বলিয়াছেন; তাহারও এই ভাবে সমন্বয় হইতে পারে। বাদরায়ণের সূত্র এই,—

অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ।—৩।৪।৮ সূত্র।

'অধিকস্তাবৎ শারীরাদ্ আত্মনোঽসংসারী ঈশ্বরঃ কর্ত্তৃত্বাদি-সংসারিধর্ম্মরহিতোঽপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণঃ পরমাত্মা বেদ্যত্বে-নোপদিশ্যতে বেদান্তেষু। * * তথাহি তমধিকং শারীরাদ্ ঈশ্বরম্ আত্মানং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ।'—শঙ্করভাষ্য।

'জীব (দেহী আত্মা) অপেক্ষা ঈশ্বর (পরমাত্মা) অধিক। কারণ, বেদান্তবাক্য তাঁহাকে অসংসারী, কর্ত্তৃত্বাদি-সংসার-ধর্ম্মরহিত, অপহত-পাপ্মা প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বেদ্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতি ঈশ্বরকে জীব হইতে অধিক দেখাইয়াছেন।' *

---

* বাদরায়ণ অন্য প্রসঙ্গেও জীব-ব্রহ্মের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—নেতরোঽনুপপত্তেঃ। ভেদব্যপদেশাচ্চ—(ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১৬-১৭)। এই সূত্রের কিন্তু অভিপ্রায় অন্যরূপ। 'তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদ্ অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ'—তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই বচনে জীব না ব্রহ্ম কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? বাদরায়ণ বলিতেছেন,—ব্রহ্ম, জীব নহে। কেন? জীব বলিলে অনুপপত্তি হয়। আরও দেখা যাইতেছে যে, সেখানে জীব ও আনন্দময়কে ভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'যস্মাদ্ আনন্দময়াধিকারে রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি ইতি জীবানন্দময়ৌ ভেদেন ব্যপদিশতি।'—শঙ্করভাষ্য।

জীব ও ঈশ্বরের এই যে ভেদ, ইহা, স্বরূপ-গত ভেদ নহে, উপাধি-গত। এ ভাবে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন বটেন; কিন্তু অংশী ও অংশের মধ্যে, বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যে স্বরূপতঃ ভেদ থাকিতে পারেনা। অংশের অপেক্ষা অংশী অধিক বটে, প্রতিবিম্বের অপেক্ষা বিম্ব অধিক বটে, ছায়ার অপেক্ষা কায়া অধিক বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কি স্বরূপের ভেদ থাকিতে পারে? এইরূপ জীব ও ঈশ্বরের ভেদ। সেই জন্য এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" "সোঽন্বেষ্ঠব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" "শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাঽন্বারূঢ়ঃ" ইত্যেবংজাতীয়কঃ কর্তৃকর্ম্মাদি-ভেদনির্দ্দেশো জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি। নন্থ অভেদনির্দ্দেশোঽপি দর্শিতঃ 'তত্ত্বমসি' ইত্যেবং জাতীয়কঃ। কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সংভবেয়াতাম্। নৈষ দোষঃ। আকাশঘটাকাশন্যায়েনোভয় সম্ভবস্য তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। অপি চ যদা তত্ত্বমসীত্যেবং জাতীয়কেন অভেদনির্দ্দেশেনাভেদঃ প্রতিবোধিতো ভবতি অপগতং ভবতি তদা জীবস্য সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ স্রষ্টৃত্বম্।"

অর্থাৎ 'শ্রুতি কোথাও তত্ত্বমসি প্রভৃতি উপদেশ দিয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোথাও বা কর্ত্তা কর্ম্মাদির নির্দ্দেশ করিয়া, ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক, এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, যথা—"আত্মারই দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করা উচিত," "আত্মারই অন্বেষণ, অনুসন্ধান করা উচিত," "হে সোম্য! তখন (জীব) সতের (ব্রহ্মের) সহিত সংযুক্ত হয়, "দেহী আত্মা (জীব) প্রাজ্ঞ আত্মা (ব্রহ্ম) কর্ত্তৃক সংবেষ্টিত" ইত্যাদি।

জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন—ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তরে বলি যে,—এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। যেমন মহাকাশ ও ঘটাকাশ, ভিন্ন অথচ অভিন্ন, ইহাও তদ্রূপ। যখন 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি অভেদ প্রতিপাদক উপদেশ দ্বারা অভেদের উপলব্ধি হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব অপগত হয়।' তবেই প্রতিপন্ন হইল যে, জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন—তাঁহাদের মধ্যে কেবল উপাধি-গত প্রভেদ।

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জীব ব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক এই সকল শ্রুতি-বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম লোপ হওয়াতে অজ্ঞ দুর্ব্বল দুঃখক্লিষ্ট পাপ-বিদ্ধ জীব, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সর্ব্বজ্ঞ নির্ম্মল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত আপনাকে তুলিত করিয়াছে। তাহার ফলে, সমাজে নানা অনিষ্টের উপদ্রব ঘটিয়াছে। কর্ম্মহীনতা, কঠোরতা, দাম্ভিকতা, আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা, অনধিকারীর সংসার-বিমুখতা প্রভৃতি এই বীজেরই ফলবান্ বৃক্ষ *। শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন যে,—ব্রহ্ম অগ্নি, জীব বিস্ফুলিঙ্গ (spark)।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥—মুণ্ডক, ২।১।১।
[ভাবাঃ=জীবাঃ]

* ইহার একটী চরম দৃষ্টান্ত একজন সংস্কৃত-কবি রঙ্গচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, একজন স্বৈরিণীকে প্রতিবেশিনীরা গঞ্জনা দিলে, সে অদ্বৈত মতের দোহাই দিয়া উত্তর দিয়াছিল, যে পতিতে ও উপপতিতে যখন একই ব্রহ্ম বিরাজিত, তখন উভয়ের মধ্যে ভেদ-জ্ঞান করা নিতান্তই মূঢ়তার কার্য্য।

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।
[বৃহদারণ্যক, ২।১।২০]

'যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানরূপ বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ (ভগবান্) হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।'

'যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নির্গত হয়।' *

জীব যে ব্রহ্মাংশ, একথা গীতাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ;

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
[গীতা, ১৫।৭]

'আমারই (ভগবানেরই) অংশ জীবলোকে সনাতন জীবরূপে অবস্থিত।'

ব্রহ্মসূত্রেরও ঐ মত ;—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ।—২।৩।৪৩ সূত্র।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ।

---

* অথাপি স্যাৎ পরস্যৈব তাবদাত্মনোংশো জীবোঽগ্নেরিব বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তত্রৈবং সতি যথাগ্নি বিস্ফুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহনপ্রকাশনশক্তী ভবত এবং জীবেশ্বরয়োরপি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তী। * * অত্রোচ্যতে। সত্যপি জীবেশ্বরয়ো রংশাংশিভাবে প্রত্যক্ষমেব জীবস্য ঈশ্বরবিপরীতধর্ম্মত্বম্।—৩। ২। ৫ সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য।

সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্য মুক্ত স্বভাববান্।

'জীব নিত্য মুক্ত স্বভাব, সচ্চিদানন্দ-রূপ।'

জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ-গত কোন প্রভেদ নাই; উভয়ের মধ্যে এই মাত্র ভেদ যে, ব্রহ্মে সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব সুব্যক্ত, কিন্তু জীবে সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব অব্যক্ত। সেই জন্য বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ।—২। ১। ২২ সূত্র।

'ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক, যে হেতু উভয়ের ভেদ শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।'

সৎ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম সন্ধিনী, চিৎ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম সম্বিৎ এবং আনন্দ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম হ্লাদিনী। ইহাদিগেরই নামান্তর বা ভাবান্তর—জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি। সম্বিৎ=জ্ঞান-শক্তি, হ্লাদিনী=ইচ্ছা-শক্তি এবং সন্ধিনী=ক্রিয়া-শক্তি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ভগবানের পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন,—

পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ॥—শ্বেত, ৬।৮।

'তাঁহার পরমাশক্তি বহুরূপ শ্রুত হয়; তাঁহার জ্ঞান-শক্তি, বল-(ইচ্ছা) শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি স্বাভাবিক।'

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকে সর্ব্ব সংস্থিতৌ।

'এই শক্তি-ত্রয়—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—অদ্বিতীয় বিশ্বাধার ভগবানে প্রকাশিত।' কিন্তু জীবে ইহারা অব্যক্ত। জীবে যখন এই তিন শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয়, জীবের যখন সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব সম্পূর্ণ সুব্যক্ত হয়, তখন জীব ঈশ্বর হন।' তখনই জীব বলিতে পারেন,

সোঽহম্, অহং ব্রহ্মাস্মি।

'আমিই তিনি, আমি হই ব্রহ্ম।'

সত্য বটে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

'জীব, ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্ম হন্।'

কিন্তু শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্মকে জানা যায়।

ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অবৈতি।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মকে জানিবার পূর্ব্বে জীবকে ব্রহ্ম হইতে হইবে। জীবের যে অব্যক্ত শক্তি, অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ-ভাব, তাহাকে সুব্যক্ত করিতে হইবে। এক কথায়, ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গকে বৃহৎ অগ্নি হইতে হইবে। তবেই জীব ব্রহ্ম হইতে পারিবে। তবেই জীব "সোঽহং", "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিবার অধিকারী হইবে।

বলা বাহুল্য যে, সাধারণ জীব যাহাকে আত্মা বলিয়া অনুভব করে, তাহা প্রকৃত আত্মা নয়; তাহা উপাধিতে স্বরূপ-আত্মার প্রতিবিম্বের ছায়া মাত্র। এ আত্মা কখনই ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্মের সহিত ইহাকে অভিন্ন মনে করা বিষম বিড়ম্বনা। কিন্তু আমাদের হৃদয়ের দহরাকাশে ভগবান্

যে নিগূঢ় রহিয়াছেন, যাঁহাকে গুহাহিত, গহ্বরস্থ, পুরাণ প্রভৃতি বিশেষণে উপনিষদ্ বিশেষিত করিয়াছেন [গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্—কঠ], তিনিই প্রকৃত আত্মা। এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই আত্মার আবাস বলিয়া দেহকে ব্রহ্মপুর বলে *।

অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্ অন্তর্ আকাশঃ। তস্মিন্ যদন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যং তদ্ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।—ছান্দোগ্য, ৮।১।১।

'এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-রূপ গৃহ আছে; তথায় ক্ষুদ্র অন্তর্-আকাশ বিরাজিত। তাহাতে যাহা অন্তর্গত, তাহার অন্বেষণ করা, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।'

এই অন্তর্-আকাশ কি? শঙ্করাচার্য্য বলেন, এই আকাশই ব্রহ্ম। বেদান্তের পরিভাষায় হৃদয়স্থ আত্মার নাম দহরাকাশ। এই আকাশ যে আত্মা, ইহা উপনিষদ্ই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন;—

এষ আত্মাঽপহত পাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৫।

'ইনিই আত্মা, পাপ-হীন; জরাহীন, মৃত্যুহীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হীন, সত্য-কাম, সত্য-সংকল্প।'

উপাধির সূক্ষ্মতা উপলক্ষ্য করিয়া এই আত্মাকেও অণু বলা হয়;

অণুরেষ আত্মা।

---

* জার্ম্মাণ তত্ত্ববিৎ নোভ্যালিশ (Novalis) শরীরকে tabernacle of God বলিয়াছেন।

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,

অণোরণীয়ান্—

'তিনি অণু হইতেও অণু'; অথচ তিনি

মহতো মহীয়ান্।

'মহান্ অপেক্ষাও মহান্।'

কারণ, যে আত্মা দহর-পুণ্ডরীকে বিরাজিত রহিয়াছেন, তিনিই জগতের সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছেন। সেইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

যাবান্বা অয়মাকাশ স্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। উভে অস্মিন্দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যা-চন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্ ইতি।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৩।

'সেই অন্তর্-হৃদয়ের আকাশ, এই আকাশের ন্যায় বৃহৎ। তাহাতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র। যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু নাই, সমস্তই তাহার অন্তর্গত।'

ব্রহ্ম যে আত্মা-রূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন, ইহা শ্রুতি অন্যত্রও উপদেশ দিয়াছেন;

কতম আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।—বাজসনেয় সংহিতা।

'আত্মা কে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যিনি চিন্ময় অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ, প্রাণসমূহের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন।'

স বা এষ আত্মা হৃদি। তস্য এতদেব নিরুক্তম্। হৃদি অয়মিতি। তস্মাৎ হৃদয়ম্।—ছান্দোগ্য ৮।৩।৩।

'সেই আত্মা হৃদয়ে বিরাজিত। তাঁহার নিরুক্ত (etymology) এইরূপ। হৃদয়ে তিনি, সেই জন্য হৃদয়কে হৃদয় বলে।'

হৃদয়ের দহরাকাশে যে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, একথা বাদরায়ণও স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন;

দহর উত্তরেভ্যঃ।—১।৩।১৪ সূত্র।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—এই যে হৃদয় পুণ্ডরীকে দহরাকাশ, ইহার দ্বারা কি ভৌতিক আকাশকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? কিম্বা জীব, অথবা পরমাত্মা? তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, ইনি পরমাত্মা। (স উত্তরেভ্যো হেতুভ্যঃ পরমেশ্বরঃ—ইতি)।

অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি।—২।৩।২৫ ব্রহ্মসূত্র।

গীতাও একথার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন :—

হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।—গীতা, ১৩।১৭।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।—গীতা, ১৫।১৫।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

[গীতা, ১৮।৬১]

'ইনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত,' 'সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট'; 'ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে বিরাজিত।'

অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।—গীতা, ১০।২০।

'ভগবান্ আত্মারূপে সকল ভূতের আশয়ে প্রতিষ্ঠিত।'

যেমন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব, অন্য স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিফলিত হইয়া আভা বিকীর্ণ করে;—সেই আভা, সূর্য্যও নয়, সূর্য্যের প্রতিবিম্বও নয়; সেইরূপ হৃদিস্থিত (গুহাহিত) আত্মা, প্রথমতঃ বুদ্ধিতে বা আনন্দময় কোষে প্রতিবিম্বিত হন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

আভাস এব চ।—২।৩।৫০ ব্রহ্মসূত্র।

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।—৩।২।১৮ ব্রহ্মসূত্র।

অর্থাৎ জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, বুদ্ধিতে সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হয়; সেই প্রতিবিম্বই জীব।

সেই জীবরূপী প্রতিবিম্বের ছায়া আবার পর পর বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোষে পতিত হইয়া আত্মারূপে আভাসিত হয় *।

---

* Suppose, for instance, we compare the *Logos* itself to the sun. Suppose I take a clear mirror in my hand, catch a reflection of the sun, make the rays reflect from the surface of the mirror—say upon a polished metallic plate—and make the rays which are reflected in their turn from the plate fall upon a wall. Now we have three images, one being clearer than the other, and one being more resplendent than the other. I can compare the clear mirror to *karana sharira*, the metallic plate to the astral body, and the wall to the physical body. In each case a definite *bimbam* is formed, and that *bimbam* or reflected image is for the time being considered as the self. The *bimbam* formed in the astral body gives rise to the idea of self

আত্মার প্রতিবিম্বের ছায়ার এই আভাসকে আমরা প্রকৃত আত্মা মনে করি। সাধারণতঃ অন্নময় কোষের যে চিদাভাস (যাহাকে brain-consciousness বলে) তাহাই আমাদের নিকট আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। যদি আরও অগ্রসর হইয়া থাকি, তবে না হয় প্রাণময়, মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষের চিদাভাসকে (mind, intellect কিম্বা willকে) আত্মা মনে করি। ইহার ঊর্দ্ধে আমরা উঠিতে পারি না। কিন্তু ইহারা কেহই প্রকৃত আত্মা নহে। ইহারা lower self,—higher self নহে ; ইহারা চিদাভাস,—চিন্মাত্র নহে। এই চিদাভাস যদি চিন্মাত্রের সঙ্গে একীভূত হইতে পারে, এই প্রতিবিম্ব যদি বিম্বের সহিত মিলিত হইতে পারে, এই lower self যদি higher selfএ নিমজ্জিত হইতে পারে, তবেই সে বলিতে পারে,—"সোঽহং", "অহং ব্রহ্মাস্মি।" *

বাদরায়ণ বলেন যে, প্রতিবিম্ব-ভূত জীব প্রতিদিন সুষুপ্তিতে বিম্ব-ভূত ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়, আবার জাগ্রত হইয়া ব্রহ্ম হইতে বিবিক্ত হয়।

---

in it, when considered apart from the physical body; the *bimbam* formed in the *karana sharira* gives rise to the most prominent form of individuality that man possesses.

["Notes on the Bhagabadgita" by T. Subba Row—p. 19.]

* এই মর্ম্মে "Voice of the Silence"(—Translated by H. P. B.) গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে :—And now thy self is lost in Self, thyself unto Thyself, merged in that Self from which thou first didst radiate.

Where is thy individuality Lanoo, where the Lanoo himself ? It is the spark lost in the fire. the drop within the ocean, the ever-present ray become the All and the Eternal Radiance.

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ।
অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ—ব্রহ্মসূত্র। ৩।২।৭-৮।

বাদরায়ণের এই মত শ্রুতিসিদ্ধ। উপনিষদে নানাভাবে এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে;—

য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিন্ শেতে।—বৃহদ্, ২।১।১৭।
সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি।—ছান্দোগ্য, ৬।৮।১।
সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে।—ঐ, ৬।১০।২।
সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহ র্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি।
[ছান্দোগ্য, ৮।৩।২]

'অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ (ব্রহ্ম), তথায় জীব সুপ্ত হয়। তখন সতের (ব্রহ্মের) সহিত মিলিত হয়। সকল জীব প্রত্যহ সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। সেই সৎ (ব্রহ্ম) হইতে আবার ফিরিয়া আসে; তাহা তাহারা জানে না।'

কিন্তু এ মিলনে বিচ্ছেদ আছে। সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মে মিলিত হয়, আবার প্রবোধে বিচ্ছিন্ন হয়। যেমন জলমগ্নের পুনরুত্থান। যে জীব সুষুপ্তিতে ব্রহ্মে নিমজ্জিত ছিল, সুষুপ্তিভঙ্গে সেই আবার উত্থিত হয়।

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৯।

কিন্তু এ ভঙ্গুর মিলনে জীবের স্বস্তি নাই। যে সুষুপ্তির জাগরণ নাই, যে মিলনে বিচ্ছেদ নাই, যে নিমজ্জনে উত্থান নাই, তাহাই জীবের কাঙ্ক্ষণীয়। সে চির-সম্মিলন জীবের লাভ হয়, যখন জীব ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে।

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।—৪।১।৩ ব্রহ্মসূত্র।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্যৈ স্তত্ত্ববিদ আত্মত্বেনৈব ব্রহ্ম গৃহ্ণন্তি। তথা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যৈঃ স্বশিষ্যান্ গ্রাহয়ন্ত্যপি।—ভারতীতীর্থ।

'তত্ত্বজ্ঞানীরা "আমি হই ব্রহ্ম," "এই আত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে আত্মারূপে গ্রহণ করেন এবং "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা শিষ্যগণকে গ্রহণ করান।'

দ্বিতীয় মুণ্ডকে এই তত্ত্ব রূপকের ভাষায় উপদিষ্ট হইয়াছে ;

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি, অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ। অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যমীশম্ অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ॥

'দুইটী সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা। তাহাদের এক জন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে; অপর ভক্ষণ করেনা, শুধুই দেখে। একই বৃক্ষে একজন (জীব) নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বরভাবের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে; কিন্তু যখন সে অন্যকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পায়, তখন সে তাঁহার মহিমা অনুভব করিয়া শোকের অতীত হয়।'

যিনি অনীশ—শোকের অধীন, তিনিই জীব (lowerself) ; যিনি ঈশ (মহিমান্বিত), তিনিই কূটস্থ—হৃদ্-পুণ্ডরীকস্থ ব্রহ্ম (higher self)। ইহাঁদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,

'জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ ঈশানীশৌ।'

'একজন অজ্ঞ, একজন প্রাজ্ঞ; একজন অনীশ, একজন ঈশ *।'

এই প্রসঙ্গে বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

পরাভিধ্যানাৎ তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ।
[৩।২।৫ সূত্র]

দেহ যোগাদ্ বা সোঽপি।—৩।২।৬ সূত্র।

'দেহ-সম্বন্ধ প্রযুক্ত জীবের বন্ধ, এবং পরমেশ্বরের অভিধ্যান হইতে মোক্ষ; অথবা পরমেশ্বর হইতেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ।'

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

কস্মাৎ পুনর্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সংতিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি? * * সোপি তু জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবো দেহযোগাদ্ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাদ্ ভবতি। অস্তি চাত্র

* This spiritual triad, as it is called, Atma-Buddhi-Manas, the Jivatma, is described as a seed, a germ, of divine life, containing the potentialities of its own heavenly Father, its Monad, to be unfolded into powers in the course of evolution, * * He is therein as a mere germ, an embryo. powerless senseless, helpless; while the Monad on his own plane is strong, conscious, capable, so far as his internal life is concerned; the one is the Monad in eternity, the other is the Monad in time and space; the content of the Monad eternal is to become the extent of the Monad temporal and spatial.—Annie Besant's "A study in consciousness".—p. 65.

চোপমা। যথা চাগ্নের্দহনপ্রকাশনসংপন্নস্যাপি অরণিগতস্য দহনপ্রকাশনে তিরোহিতে ভবতো যথা বা ভস্মাচ্ছন্নস্য। * * অতো হনন্য এবেশ্বরাজ্জীব সন্ দেহযোগাৎ তিরোহিতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি। * * তৎ পুনস্তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরম্ অভিধ্যায়তো যতমানস্য জন্তো র্বিধূত ধ্বান্তস্য তিমির তিরস্কৃতেব দৃক্‌শক্তিরৌষধবীর্য্যাদ্ ঈশ্বর প্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কস্যচিদ্ আবির্ভবতি ন স্বভাবত এব সর্ব্বেষাং জন্তূনাং। কুতঃ। ততো হি ঈশ্বরাদ্ধেতোরস্য জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। ঈশ্বরস্বরূপাপরিজ্ঞানাদ্ বন্ধ স্তৎস্বরূপপরিজ্ঞানাৎ তু মোক্ষঃ।

অর্থাৎ, 'জীব যখন ব্রহ্মের অংশ, তখন তাহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত দেখি কেন? উত্তর—দেহ-সম্বন্ধ-বশতঃ। দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া জীবের ঈশ্বরভাব তিরোহিত হয়; যেমন কাষ্ঠগত বা ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির দহন ও প্রকাশ করিবার শক্তির তিরোভাব হয়। অতএব, জীব ঈশ্বর হইতে অন্য না হইলেও দেহযোগ বশতঃ অনীশ্বর হন। যেমন তিমিররোগগ্রস্ত নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তির ঔষধের গুণে দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরিয়া আসে, আপনা হইতে আসে না; সেইরূপ তিরোহিত-শক্তি জীব ব্রহ্মের অভিধ্যানে যত্নশীল হইয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে আপন নষ্ট ঐশ্বর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হন। কারণ, ঈশ্বর হইতেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ। ঈশ্বরের স্বরূপের অজ্ঞানে বন্ধ এবং ঈশ্বরের স্বরূপের জ্ঞানে মোক্ষ।'

গীতা নিম্নোক্ত শ্লোকে তিন পুরুষের উপদেশ দিয়া এই তত্ত্ব সুবিশদ করিয়াছেন।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌলোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

[গীতা, ১৫।১৬-১৮]

'লোকে দুই পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর। সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। আর একজন পুরুষোত্তম আছেন, যাঁহাকে পরমাত্মা বলে; যিনি অব্যয় ঈশ্বর, লোকত্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ধারণ করিতেছেন। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের উত্তম, সেইজন্য লোকে ও বেদে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলে।'

অতএব গীতার মতে পুরুষ তিন; ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষ=পরমাত্মা, ভগবান্। অক্ষর পুরুষ=অধ্যাত্মা, কূটস্থ। ক্ষর পুরুষ=জীবাত্মা, সর্ব্বভূত। উত্তম পুরুষ=চিদাকাশ, অক্ষর পুরুষ= চিন্মাত্র (monad), ক্ষর পুরুষ=চিদাভাস। উত্তম পুরুষ যেন সিন্ধু, অক্ষর পুরুষ বা চিন্মাত্র যেন তাঁহারই বিন্দু। সিন্ধুতে ও বিন্দুতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। জীব যতদিন পরমাত্মাকে ও অধ্যাত্মাকে অভিন্ন না জানিবে, ততদিনই তাহার শোক মোহ; সংসার চক্রে আবর্ত্তন। কিন্তু যখন সে আত্মাকে ঈশ্বরেরই হৃদিস্থিত অংশ বলিয়া জানিতে পারিবে, তখন তাহার সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইবে। সে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া "তত্ত্বমসি",

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য অনুভব করিবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ এই মর্ম্মে বলিতেছেন,—

* * তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে * * পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি।

হংসঃ = জীবঃ।

আত্মানং জীবং, প্রেরিতারম্ ঈশ্বরম্।—শঙ্কর।

'আত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক মনে করিয়া জীব এই সংসার চক্রে ভ্রমণ করিতেছে। যখন সে ভগবানের বরণীয় হয়, তখন তাহার অমৃতত্ব লাভ হয়।'

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতাও দেহস্থ আত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

[গীতা, ১৩।২২]

'এই দেহে পরম পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন; তিনি সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত্তা ও ভোক্তা।'

৩। ব্রহ্ম নির্গুণ না সগুণ ?

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম সমস্ত-বিশেষ-রহিত, নির্ব্বিকল্প, নিরুপাধি, নির্গুণ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, কোন লক্ষণে লক্ষিত করা যায় না, কোন চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না, কোন গুণে পরিচিত করা যায় না; তিনি বচনের, লক্ষণের, নির্দ্দেশের অতীত; তিনি মন বুদ্ধির অগোচর, অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য। অন্যপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে সবিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতি-সিদ্ধ; তিনি নির্গুণ নহেন, সগুণ; নিখিল-হেয়-প্রত্যনীক (সমস্ত-দোষ-রহিত) এবং অখিল-কল্যাণ-গুণাকর; তাঁহাকে লক্ষণে লক্ষিত, বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নে চিহ্নিত করা যায়; তিনি অজ্ঞেয় অচিন্ত্য নহেন। আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে এই সগুণ ব্রহ্ম মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র; তাঁহার পারমার্থিক সত্তা নাই; তিনি উপাধির কাল্পনিক বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন; স্বরূপতঃ নিরুপাধিক ব্রহ্ম যখন মায়া-শক্তির উপাধি-যুক্ত হন, তখনই তিনি মহেশ্বর। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে কিন্তু ব্রহ্ম পূর্ব্বাপর মায়া-শবল, সর্ব্বদাই মায়া-বিশিষ্ট; আর এই মায়া অদ্বৈত-বাদীর অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞান নহে, কিন্তু বিচিত্রার্থ-সৃষ্টিকর্ত্রী গুণাত্মিকা প্রকৃতি। আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মের তটস্থ ও স্বরূপ—এই দ্বিবিধ লক্ষণের নির্দ্দেশ করিয়া স্বরূপ লক্ষণকেই (সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম) ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ বলিয়াছেন; অন্যপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এইরূপ তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন যে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম)—ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ; কারণ, এ মতে ব্রহ্মই জগতের কর্ত্তা ও উপাদান। এই মর্ম্মান্তিক মত-দ্বৈধ স্থলে গীতার উপদেশ কি ?

আমরা দেখিয়াছি যে, উপনিষদে ব্রহ্মের দুইটী বিভাব উপদিষ্ট হইয়াছে;

একটী নির্ব্বিশেষ নিগুর্ণ ভাব, অপরটী সবিশেষ সগুণ ভাব। নিগুর্ণ ভাবের পরিচয় স্থলে শ্রুতি "নেতি নেতি"—তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন,—এইমাত্র বলিয়াছেন এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ উপলক্ষ্যে নঞের অতি-প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্রহ্মের যে সবিশেষ বা সগুণ ভাব, তাহা ইহার বিপরীত। সে ভাবের পরিচয় স্থলে শ্রুতি ব্রহ্মকে অশেষ কল্যাণ-গুণের আকর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সত্য-কাম, সত্য-সঙ্কল্প ইত্যাদি রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপনিষদের আলোচনা করিলে আরও দেখা যায় যে, উপনিষদ্ প্রায়ই নিগুর্ণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ-স্থলে ক্লীবলিঙ্গ এবং সগুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ-স্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্

[কঠ, ৩৷১৫]

—ইহা নিগুর্ণের নির্দ্দেশ; আবার—

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ

[ছান্দোগ্য, ৩। ১৪। ২]

—ইহা সগুণের নির্দ্দেশ। কোথাও কোথাও কিন্তু শ্রুতি এই দুই বিভাবের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন;

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে।—বৃহদারণ্যক, ২। ৩। ১।

'ব্রহ্মের হয় দুই রূপ।'

এতদ্ বৈ সত্যকাম পরম্ অপরঞ্চ ব্রহ্ম।—প্রশ্ন, ৫। ২।

'হে সত্যকাম, এই পর ও অপর ব্রহ্ম।'

উপনিষদের আলোচনা করিলে আরও দেখা যায় যে, এই সগুণ ও

নির্গুণ ব্রহ্ম একই বস্তু। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষে কেবল ভাবের প্রভেদ মাত্র; বস্তুগত কোন ভেদ নাই। কারণ, নির্ব্বিশেষ পর-ব্রহ্ম যখন মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া নিজেকে যেন সঙ্কুচিত করেন, তখন তাঁহার যে বিভাব হয়, তাহাই সবিশেষ বা সগুণ ভাব।

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ।
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ॥—শ্বেতাশ্বতর, ৬।১০।

'যেমন উর্ণনাভ জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, সেইরূপ স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রধানজ জালে আপনাকে আবৃত করিলেন।'

যেমন দুর্নিরীক্ষ্য তেজোমণ্ডলকে ফানুশের দ্বারা আবৃত করিলে তাহার তেজ যেন কতক সঙ্কুচিত হয়; পর-ব্রহ্মেরও তখন সেইরূপ ভাব হয়। সেইজন্য মায়াকে ব্রহ্মের যবনিকা বা তিরস্করণী বলা হইয়াছে*। পর-ব্রহ্ম যখন মায়ায় উপহিত হন, তখন তাঁহাকে মহেশ্বর বলা হয়।

---

* এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন,

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্মৃতঃ॥—২।৬।২৯।

'এই জগৎ ভগবান্ নারায়ণে নিহিত আছে। তিনি স্বভাবতঃ নির্গুণ, কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ হয়েন।'

ভাগবত অন্যত্র বলিয়াছেন,

আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্।—৪।৭।৪৮।

'হে ব্রাহ্মণ! আমি গুণময়ী নিজ মায়াকে আশ্রয় করিয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কার্য্য নিষ্পন্ন করি। তদনুসারে আমার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র) বিভিন্ন সংজ্ঞা হয়।'

মায়িনস্তু মহেশ্বরম্।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।

'যিনি মায়াযুক্ত, তিনিই মহেশ্বর।'

অনন্ত সাগরের যে নিবাত, নিষ্কম্প, প্রশান্ত, নিথর, অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব; আর সমুদ্রের যে লহরী-সঙ্কুল, বীচি-বিক্ষুব্ধ, স-ফেন, তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্ষুব্ধ; একই ব্রহ্ম কখন নির্গুণ, কখন সগুণ। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতেছে; পর-ব্রহ্ম মায়া-যবনিকার আবরণে সগুণ সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নির্গুণ নিস্তরঙ্গ হইতেছেন। পর্য্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রের ঐ দুই অবস্থা; পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্মের ঐ দুই বিভাব। তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্মজ্যোতিঃ কখন সঙ্কীর্ণ সসীম হইতেছেন, আবার তিরস্করণীর তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ পুনরায় অসীম অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন।

সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,

ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ।—শ্বেত, ৪। ১৮।

'তিনি—সৎও নহেন, অসৎও নহেন——কেবল শিব।'

সেইজন্য দেখা যায় যে, যদিও শ্রুতি নির্গুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ স্থলে ক্লীব-লিঙ্গ এবং সগুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ স্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করেন, তথাপি কোথাও কোথাও একই মন্ত্রে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়েরই প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥—ঈশ, ৮।

এখানে প্রথম অংশ নির্গুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশক, সেইজন্য ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ; আর শেষাংশ সগুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশক, সেইজন্য পুংলিঙ্গের প্রয়োগ। একই মন্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় ভাবেরই নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতি এই উপদেশ দিলেন যে, সবিশেষে ও নির্ব্বিশেষে কেবল মাত্র ভাবের প্রভেদ; সগুণ ও নির্গুণ বস্তুতঃ একই বস্তু। সেই জন্যই শ্রুতি ব্রহ্মের একটী নাম দিয়াছেন—পরাবর।

তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।—মুণ্ডক, ২।২।৮।

পর ও অবর=নির্গুণ ও সগুণ। উভয়ের সমাস করিয়া শ্রুতি বুঝাইলেন যে, পর ও অবর একই বস্তু।

শ্রুতি সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দ, তিনি সচ্চিদানন্দ (সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয়, ২।১।১), ইহা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ; এবং তিনি "তজ্জলান্" (ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১), অর্থাৎ তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতু, ইহাই তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম মায়া অঙ্গীকার করিয়া সোপাধিক হইলেও সসীম হয়েন না। কারণ, তিনি বিশ্বানুগ (Immanent) হইয়াও বিশ্বাতিগ (Transcendent); প্রপঞ্চাভিমানী হইয়াও প্রপঞ্চাতীত। সেইজন্য শ্রুতি বলেন,—

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।—ঈশ, ৫।

'তিনি সমস্ত জগতের অন্তরে আছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন।'

বৃহদারণ্যকও এই কথাই বলিয়াছেন;

অয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ।—বৃহদারণ্যক, ৪। ৫। ১৩।

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

[পুরুষসূক্ত, ৩]

'সমস্ত ভূত তাঁহার এক পাদ মাত্র, তাঁহার আর তিন পাদ অমৃত—বিশ্বাতীত।'

গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতা উপনিষদের এই সকল উপদেশের সর্ব্বাংশে সমর্থন করিয়াছেন। পর-ব্রহ্মের পরিচয়ে গীতা বলিয়াছেন,—

অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।—গীতা, ১৩।১২।

'অনাদি পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন।'

পরব্রহ্ম যে সৎ ও অসতের অতীত, গীতা অন্যত্রও এ কথা বলিয়াছেন,—

ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ।—গীতা, ১১। ৩৭।

'তিনি অক্ষর, সৎ ও অসৎ এবং সদসতেরও পরে।'

অন্যত্র, গীতা পর-ব্রহ্মকে "নির্দ্দোষসম" (absolutely homogeneous) বলিয়াছেন;

নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম।—গীতা, ৫। ১৯।

ব্রহ্মকে নির্দ্দোষরূপে সম বলাতে ইহাই বুঝায় যে, তিনি সমস্ত-ভেদ-রহিত। বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত—তাঁহাতে কোন ভেদেরই অবকাশ

নাই; অর্থাৎ তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ইহাই উপনিষদ্-উক্ত নির্ব্বিশেষ নিরুপাধি ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের সবিশেষ বা সগুণ ভাবের উপদেশে গীতা বহুতর রুচির সুন্দর শ্লোক নিয়োজিত করিয়াছেন। সেই সকল উপদেশের সংগ্রহ করিলে গীতার উপদিষ্ট সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের স্বরূপ নিম্নোক্তরূপ উপলব্ধি হয়।

গীতার মতে ভগবানের আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই। সেইজন্য গীতা অনেক স্থলে তাঁহাকে অনাদি, অমধ্য, অনন্ত বলিয়াছেন।

নান্তং ন মধ্যং ন পুন স্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।—গীতা, ১১। ১৬।

"হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ! তোমার অন্ত, মধ্য, আদি কিছুই দেখিতেছিনা।"

গীতা আরও বলিতেছেন,—

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্তুং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥—গীতা, ১১। ১৯।

'আদি মধ্য অন্ত, না দেখি, অনন্ত-
বীর্য্য-বাহু, নেত্র শশি দিবাকর,
নিরখি আনন, দীপ্ত হুতাশন
তপ্ত তব তেজে এই চরাচর॥'

তিনি অজর, অক্ষর, অমর, অমেয়, অব্যয়, সনাতন, পুরাণ পরম-পুরুষ।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং

ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা

সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥—গীতা, ১১ । ১৮।

দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।—গীতা ১১ । ১৭।

'তুমিই অক্ষর, জ্ঞেয় পরতর

তুমিই বিশ্বের পরম নিধান।

তুমিই অব্যয় নিত্য ধর্ম্মাশ্রয়,

সনাতন তুমি পুরুষ প্রধান।'

'দীপ্ত অনলের দ্যুতি, অপ্রমেয়।'

তিনি বিশ্ব-বীজ, বিশ্বের পরম-নিধান, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ। চরাচর বিশ্ব তাঁহাতে স্থিত ; সূত্রে যেমন মণি গ্রথিত, তাঁহাতে তেমনি সমস্ত গ্রথিত। স্থাবর, জঙ্গম,—তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহই নাই, কিছুই থাকিতে পারে না।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

[গীতা ৭। ১০]

ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।—গীতা, ১১ । ১৮।

নিধানং বীজমব্যয়ম্।—গীতা, ৯। ১৮।

সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব।—গীতা, ১১ । ৪০।

যেন সর্ব্বমিদং ততম্।—গীতা, ১৮। ৪৬।

ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।—গীতা, ১১ । ৩৮।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥

[গীতা, ১১।৭]

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥

[গীতা, ৭।৭]

ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ ময়া ভূতং চরাচরম্।
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন ॥

[গীতা, ১০।৩৯]

'সকল ভূতের পার্থ, আমি বীজ সনাতন।'
'তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি সর্ব্বাত্মন্,
তুমিই বিশ্বের নিধান পরম।'
'হে অনন্তরূপ! তুমি বিশ্বব্যাপী।'
'অবস্থিত এক স্থানে দেখ বিশ্ব চরাচর,
আর যাহা ইচ্ছা তব, মম দেহে নরেশ্বর।'
'আমা হ'তে পরতর নাহি কিছু ধনঞ্জয়,
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব, সূত্রে যথা মণিচয়।'
'সর্ব্বভূত বীজ যাহা, আমি তাহা, পার্থবর,
আমা বিনা কোন কিছু নাহি ভূত চরাচর ॥

তাঁহা হইতেই জীবের প্রবৃত্তি, জগতের উৎপত্তি, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়। তিনি ভূতের আদি অন্ত মধ্য।

যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাম্—গীতা, ১৮।৪৬।

ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।—গীতা, ১৩।১৬।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।—গীতা, ১০।৮।

জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।—গীতা, ৯।১৩।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।—গীতা, ১০।২০।

সর্গানামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।—গীতা, ১০।৩২।

'যাঁহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি।'

'তিনি ভূতগণের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা।'

'আমি সকলের প্রভব, আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়।'

'ভূতের কারণ অব্যয় আমারে জানিলে।'

'হে অর্জ্জুন! আমিই সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য।'

তিনি অনন্ত-বীর্য্য, অমিত-বিক্রম, অপ্রতিম-প্রভাব।

অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং।—গীতা, ১১।৪০।

লোকত্রয়েঽপ্যঽপ্রতিমপ্রভাব।—গীতা, ১১।৪৩।

'তিনি আদিদেব, দেবেশ, জগন্নিবাস, দেব ও মহর্ষির আদি, সপ্তর্ষি ও মনুগণের কারণ, ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা, সমস্ত লোকের গরীয়ান্ গুরু। তাঁহার অধিক কি, সমানই কেহ নাই।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।—গীতা, ১১।৩৮।

গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস॥—গীতা, ১১।৩৭।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥—গীতা, ১০।২৭।

মহর্ষয়ঃ সপ্তপূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥

[গীতা, ১০।৬]

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য

ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।

ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো

লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥—গীতা, ১১।৪৩।

'তুমি আদিদেব, পুরুষ পুরাণ!'

'হে অনন্তদেব ঈশ, জগতের স্থান

বিরিঞ্চির আদি কর্ত্তা গুরু গরীয়ান্।'

'দেবগণ ও মহর্ষিগণ আমার উৎপত্তি জানেন না; কারণ আমি তাঁহাদের সকলের আদি।'

'পূর্ব্ব সপ্ত মহর্ষি ও চারি মনু (যাঁহারা প্রজাগণের জনক) আমার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।'

'চরাচর লোক সকলের পিতা,

তুমি লোকপূজ্য গুরু গরীয়ান্।

অতুল-প্রভাব! নাহি তিন লোকে

শ্রেষ্ঠ দূরে থাক্, তোমার সমান ॥'

তিনি অক্ষয় কাল, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, বিশ্বতোমুখ ধাতা, শাশ্বত ধর্ম্মের গোপ্তা, অমৃতের আধার ও একান্তিক সুখের আস্পদ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ।

[গীতা, ১০।৩৩]

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্যচ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥
[গীতা, ১৪।২৭]

তিনি—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারং
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥—গীতা, ৮।৯।

'কবি পুরাতন, অণু হতে অণু,
তিনি স্মরণীয়, শাসক লোকের,
সকলের ধাতা, চিন্তাতীত রূপ
আদিত্যের বর্ণ, পারে তমসের।'

তিনি বেদবেদ্য, চরম জ্ঞেয়, বেদবিৎ ও বেদান্তের কর্ত্তা এবং সাধকের পরম ধাম।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্।—গীতা, ১১।১৮।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো।
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥—গীতা, ১৫।১৫।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম।—গীতা, ১১।৩৮।

'সকল বেদের আমি মাত্র জ্ঞেয়
কর্ত্তা বেদান্তের বেদবিৎ আর।'
'তুমি জ্ঞাতা জ্ঞেয়, ধাম শ্রেষ্ঠতম

তিনি দূরে কিন্তু নিকটে, বাহিরে কিন্তু অন্তরে, বেত্তা কিন্তু বেদ্য ; তিনি অব্যক্ত অথচ ব্যক্ত, অবিভক্ত অথচ বিভক্ত, নির্গুণ অথচ সগুণ। তিনি তমসের পার, জ্যোতির জ্যোতিঃ, পরম জ্যোতিঃ।

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।
[গীতা, ১৩।১৫]

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম।—গীতা, ১১।৩৮।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যম্।—গীতা, ১৩।১৭।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।—গীতা, ১৩।১৬।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।
[গীতা, ১৩।১৭]

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।—গীতা, ৮।৯।

'তিনি ভূতের অন্তরে ও বাহিরে * * দূরে ও নিকটে।'
'তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং পরমধাম।'
'তিনি অবিভক্ত, অথচ যেন ভূতগণে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত।'
'তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ তমসের পার।'
তিনি লোকমহেশ্বর, সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় প্রভু।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।—গীতা, ১০।৩।

'আমি আদিহীন, জন্মহীন, লোকমহেশ্বর—এইরূপ আমাকে যে জানে।'
তিনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ।

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।—গীতা, ১১।১৬।

তিনি অনন্তরূপ ;

ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।—গীতা, ১১।৩৮।

'হে অনন্তরূপ তুমি বিশ্বব্যাপী।'

তিনি—

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥—গীতা, ১১।১৯।

'অনাদি, অনন্ত-মধ্য, বীর্য্য সীমা-হীন,
বাহু অন্তহীন, নেত্র শশি-দিবাকর।
নিরখি আনন তব দীপ্ত হুতাশন
আপনার তেজে এই দীপ্ত চরাচর॥'

তিনি—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদংতৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
[গীতা, ১৩।১৪-১৫]

'সর্ব্বত্র চরণকর, মুখ শিরঃ সর্ব্বস্থান,
শ্রবণ নয়ন লোকে, ব্যাপি সর্ব্ব অবস্থান।

যেন সর্ব্বেন্দ্রিয়যুত, সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত।
নির্গুণ গুণের ভোক্তা, অনাসক্ত সর্ব্বভৃৎ॥'

তাঁহার সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম॥

[গীতা, ১৫।১২-১৪]

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥

[গীতা, ৭।৮-১১]

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥—গীতা, ৯।১৬।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥

[গীতা, ৯।১৯]

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।

[গীতা, ৯।১৭-১৮]

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥—গীতা, ১৫।১৫।

'যে আদিত্য-তেজ করে বিভাসিত ত্রিভুবন,
চন্দ্রে ও অগ্নিতে যাহা, জানিও, সে তেজ মম।
প্রবেশিয়া পৃথিবীতে বলে ভূতগণ ধরি,
রসাত্মক সোমরূপ ওষধিরে পুষ্ট করি।
বৈশ্বানর-রূপে আমি প্রাণীদের দেহগত,
প্রাণাপান যোগে পাক করি অন্ন চারিমত।
সলিলেতে রস আমি, প্রভা শশি-দিবাকরে,
প্রণব বেদেতে, শব্দ আকাশে, পৌরুষ নরে।

অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে পুণ্য-ঘ্রাণ,
তপস্বীর তপঃ আমি, আমি সর্ব্বভূতে প্রাণ।
সকল ভূতের, পার্থ, আমি বীজ সনাতন ;
বুদ্ধি বুদ্ধিমানে আমি, তেজস্বীর তেজ মম।
বল আমি বলবানে, কাম-রাগ-বিবর্জ্জিত,
ভূতগণে ধর্ম্মমত কামরূপে আমি স্থিত।
আমি ক্রতু, যজ্ঞ আমি, স্বধা ও ঔষধ আর,
মন্ত্র আমি, হোম আমি, অগ্নি আমি, আজ্যভার।
আমিই তপন, বর্ষা সৃজি ও রোধি, পাণ্ডব,
অমৃত ও মৃত্যু আমি, সদসদ্ আমি সব।
আমি জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ,
ওঁকার পবিত্র বেদ্য, ঋক্ সাম যজুঃ সহ।
গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, সুহৃদ্, শরণ-স্থান,
প্রভব, প্রলয়, স্থিতি, অব্যয়, বীজ, নিধান।
সকলের হৃদে আমি অধিষ্ঠিত,
আমি স্মৃতি জ্ঞান, অভাব তাহার ;
সকল বেদের আমি মাত্র জ্ঞেয়,
কর্ত্তা বেদান্তের, বেদবিৎ আর ॥'

গীতা দশম অধ্যায়ে ভগবানের বিশ্বরূপের পরিচয় দিয়া একাদশ অধ্যায়ে সেই বিশ্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনার সৌন্দর্য্য অনুবাদে রক্ষা করা যায় না। ধ্যানরত হইয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলে তাহার ভাব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বেদ উপনিষদেও ভগবানের বিরাট-ভাবের বর্ণনা আছে, কিন্তু গীতার মত এমন মর্ম্মস্পর্শী নহে।

ঋগ্-বেদের পুরুষ সূক্তের বর্ণনা এইরূপ :—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতম্ যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাধিরোহতি॥—ইত্যাদি।

'বিরাট পুরুষের সহস্র শির, সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ; তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং জগতের বাহিরেও আছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,—যাহা কিছু, সমস্তই সেই পুরুষ; মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য, তিনি সমস্তেরই অধীশ্বর।'

এই বিরাট পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্ত্য তিষ্ঠতি॥

[শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৬]

'তাঁহার সর্ব্বত্র কর চরণ, সর্ব্বত্র চক্ষুঃ শ্রবণ, সর্ব্বত্র শিরঃ আনন; তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন।'

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈ
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ॥—শ্বেতাশ্বতর, ৩।৩।

'তাঁহার সর্ব্বত্র চক্ষু, তাঁহার সর্ব্বত্র মুখ, তাঁহার সর্ব্বত্র বাহু, তাঁহার

সর্ব্বত্র পদ ; সেই দ্যুতিময় দেবতা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করিয়া, মনুষ্যকে বাহু-যুক্ত ও পক্ষীকে পক্ষ-যুক্ত করিয়াছেন।'

ইহাঁরই সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত হইয়াছে যে, দ্যুলোক ইহাঁর মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য ইহাঁর চক্ষুঃ, দিক্ ইহাঁর কর্ণ, বেদ ইহাঁর বাণী, বায়ু ইহাঁর প্রাণ, বিশ্ব ইহাঁর হৃদয়, পৃথিবী ইহাঁর চরণ ; ইনি সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা।'

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

[মুণ্ডক, ২।১।৪]

এই বিরাট রূপকেই বিশ্বরূপ বলা হয়। কারণ, জগৎই জগদীশ্বরের মূর্ত্তি। এখানে জগৎ অর্থে আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটুকু নহে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জনঃ, তপঃ, মহঃ, সত্য—এই সপ্ত উর্দ্ধ লোক এবং পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল ও অতল,—এই সপ্ত অধোলোক জগতের অন্তর্গত। এই সমস্ত জগৎ ও জাগতিক পদার্থ—স্থাবর জঙ্গম, তরু-লতা-গুল্ম, কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ, পশু-পক্ষী-মনুষ্য, দেব-দানব, যক্ষ-রক্ষঃ-কিন্নর-গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ-সাধ্য, যে কিছু পদার্থ আছে, ছিল বা হইবে, সেই সমস্তেরই যে বিরাট সমষ্টি—যে প্রকাণ্ড সংযোগ, তাহাই ভগবানের বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপ একাদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার আরম্ভ-মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল ;—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ!॥—গীতা, ১১।১৫-১৬।

অর্জ্জুন বলিতেছেন,—
'দেখি দেবগণ, দেব, তব দেহে,
স্থাবর জঙ্গম, যত ভূতগণে;
মহেশ্বর ব্রহ্মা পদ্মাসনাসীন
দেখি সব ঋষি দিব্য নাগ সনে॥
বহু নেত্র, বাহু, উদর, বদন
নিরখি সর্ব্বত্র, হে অনন্তরূপ;
নাহি অন্ত, মধ্য, কোথা তব আদি
না দেখি, হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ!'
গীতা আরও বলিতেছেন—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমোস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে ॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব ॥—গীতা, ১১।৩৯-৪১।

'তুমি আদিদেব পুরাণ পুরুষ,
এ বিশ্বের তুমি নিধান পরম ;
তুমি বিশ্বব্যাপী, হে অনন্তরূপ,
তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ধাম সর্ব্বোত্তম ॥
বায়ু, যম, বহ্নি, শশাঙ্ক, বরুণ,
পিতামহ-পিতা প্রজাপতি আর,
সহস্র তোমায় নম নম নম,
নম নম তোমা, নম বারবার ॥
সম্মুখে পশ্চাতে নম নম নম
সর্ব্বদিকে, সর্ব্ব! করি নমস্কার,
অমিত বিক্রম, বীর্য্য অন্ত-হীন,
সর্ব্বব্যাপী তুমি, সর্ব্ব তুমি আর ॥'

ভগবানের বিশ্বরূপ যাহাতে জীব আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার সহায়তার জন্য ভগবান্ গীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতি যোগের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কতক পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি। সে উপদেশের সার এই যে, যেখানেই শক্তি, মহিমা বা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, সেখানে ভগবানেরই প্রভাব বুঝিতে হইবে। সেই জন্য গীতা বলিতেছেন—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥—গীতা, ১০।৪১।

'যাহা কিছু বিভূতিযুক্ত, শ্রীযুক্ত, ওজোযুক্ত, সে সমস্তই আমার তেজের প্রকাশ জানিবে।'

একই ব্রহ্মবস্তু যে সগুণ ও নির্গুণ, একথা গীতা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।

অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥

[গীতা, ১৩।১৪]

অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম সকল ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত, অথচ সকল ইন্দ্রিয়ের গুণান্বিত; তিনি অনাসক্ত, অথচ বিশ্বভর্ত্তা; নির্গুণ, অথচ গুণ-ভোক্তা।'

অন্যত্র গীতা ভগবান্‌কেই পর-ব্রহ্ম এবং অপর-ব্রহ্ম (পুরুষ) রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন;

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥—গীতা, ১০।১২।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—'আপনি পর-ব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠধাম, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, অজ, বিভু, দিব্য, আদিদেব।'

গীতা আরও বলিতেছেন—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥—গীতা, ১৩।১৩।

'তাঁহার সর্ব্বত্র হস্তপদ, সর্ব্বত্র মস্তক মুখ, সর্ব্বত্র নয়ন, সর্ব্বত্র শ্রবণ; তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন।'

এই তত্ত্ব, শাস্ত্রের অন্যত্রও উপদিষ্ট দেখিতে পাই। সকলের উপদেশ একই যে, সগুণ নির্গুণ একই বস্তু; কেবল ভাবের প্রভেদ মাত্র।

সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুর্জ্ঞানগম্যো হ্যসৌ স্মৃতঃ।

'ভগবান্ সগুণ ও নির্গুণ; তাঁহাকে জ্ঞানগম্য বলা হয়।'

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্

গুণোর্ম্মিসৃষ্টিস্থিতিকালসংলয়ঃ।—১।১।২।

'যিনি প্রকৃতির ক্ষোভ-জনিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু-ভূত ঈশ্বর, তিনিই সৎ অক্ষর ব্রহ্ম।'

ভাগবত নানা ভাবে এই উপদেশ দিয়াছেন ;—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে।—১।২।১১।

'সেই অদ্বিতীয় চিৎ বস্তুকে তত্ত্বজ্ঞানীরা তত্ত্ব আখ্যা প্রদান করেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্ (মহেশ্বর)।'

সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্

নান্যৎ ত্বদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্।—ভাগবত, ৭।৯।৪৮।

'হে ভূমা! তুমিই সগুণ, তুমিই নির্গুণ; তুমিই সব। মন বুদ্ধির গোচর তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই।'

লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ।

[ভাগবত, ৩।৭।২]

'নির্গুণ ব্রহ্মে লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়ার সংযোগ হয়।'

এই সগুণ ও নির্গুণ ভাবের প্রকৃত স্বরূপ এবং নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের অভেদ উপলব্ধি না করিয়া অনেক বৈদান্তিক নাস্তিকতার প্রশ্রয় দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর মায়ার বিজৃম্ভণ, অলীক পদার্থ;—উপাধির উপঘাত মাত্র। যেমন বৃক্ষের সমষ্টি বন, জলের সমষ্টি জলাশয়, তাঁহাদের মতে সেইরূপ কারণ শরীরের সমষ্টি-উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর।

ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ একমনেকম্ ইতি চ ব্যবহ্রিয়তে। তথাহি যথা বৃক্ষাণাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ বনম্ ইত্যেকত্ব ব্যপদেশঃ যথা বা জলানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ জলাশয় ইতি, তথা নানাত্বেন প্রতিভাসমানজীবগতাজ্ঞানানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ, তদেকত্বব্যপদেশঃ। "অজামেকামিত্যাদি" শ্রুতেঃ। ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্বপ্রধানা, এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব-গুণকং, সদসদব্যক্তমন্তর্য্যামি, জগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে ॥—বেদান্তসার, ১৩।

অর্থাৎ, 'বৃক্ষের সমষ্টি বন; অতএব বৃক্ষ ব্যষ্টি, বন সমষ্টি। জলের সমষ্টি জলাশয়; অতএব জল ব্যষ্টি, জলাশয় সমষ্টি। বৃক্ষ অনেক, বন এক; জল অনেক, জলাশয় এক। এইরূপ, জীবগত ব্যষ্টি-অজ্ঞান অনেক,

কিন্তু তাহাদের সমষ্টি এক। এই সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর বলিয়া কথিত হন। তাঁহাকেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সদসৎ, অব্যক্ত, অন্তর্য্যামী, জগৎ-কারণ বলা হয়।'

এই বন ও জলাশয়ের দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রে নাস্তিকতা রূপ কু-ফল প্রসব করিয়াছে। বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র বনের, জল হইতে স্বতন্ত্র জলাশয়ের অস্তিত্ব কোথায়? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এ বিষয়ে একটা যোগ্যতর দৃষ্টান্তের সন্ধান পাইয়াছি। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, সমষ্টি একটা কাল্পনিক পদার্থ মাত্র নহে। সমষ্টির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। সে দৃষ্টান্ত—কোষাণুর (Coll) দৃষ্টান্ত। কোষাণুর সমষ্টি হইতে জীব-দেহ নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক কোষাণুর স্বতন্ত্র ও স্বাধান অস্তিত্ব আছে; অথচ কোষাণু-সমষ্টি দেহের যে অস্তিত্ব, সে অস্তিত্ব কোষাণু হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। যেমন কোষাণুব সমষ্টিতে এক একটী শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, সেইরূপ জীবগত ব্যষ্টি-উপাধির সমষ্টিতে—এই সমষ্টি-উপাধি নির্ম্মিত হইয়াছে। পর-ব্রহ্ম যখন এই উপাধি অঙ্গীকার করেন, যখন এই মায়ার দ্বারা উপহিত হন, তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর হন। যেমন স্থূলদেহের প্রত্যেক কোষাণু নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সমষ্টির পুষ্টি ও পরিণতির জন্য নিয়োজিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবের উপাধি স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবানের বিরাট সমষ্টি-উপাধির জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাই ব্যষ্টি-সমষ্টির প্রকৃত কথা। সগুণ ও নির্গুণের ভাবের ভিন্নতার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তির উপর নাস্তিকতার প্রতিষ্ঠা সঙ্গত নহে।

ভগবান্ যে বিশ্বানুগ অথচ বিশ্বাতিগ—এ কথাও গীতা স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ দিয়াছেন;—

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।—গীতা, ১৩।১৫।

'তিনি চরাচর ভূতের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থিত।'

অন্যত্র, ভগবান্ বলিতেছেন :—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥
[গীতা, ১০।৪০]

'হে অর্জ্জুন, বহু বলিবার প্রয়োজন কি? আমি একাংশ মাত্রে সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছি।'

পুরুষসূক্তে যে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের এক পাদে জগৎ আর ত্রিপাদ জগতের ঊর্দ্ধে, ইহা তাহারই অনুরূপ কথা। যেমন সূর্য্যের একাংশে মেঘের আবরণ, অপরাংশ মেঘ-নির্ম্মুক্ত জ্যোতির্ম্ময়, ভগবানেরও সেইরূপ। তাঁহার একাংশ মাত্র—যে অংশ বিশ্বানুগ—তাহাই যোগমায়া-সমাবৃত ;—সে অংশে তিনি ব্যক্ত, সেই তাঁহার অপর ভাব। কিন্তু তাঁহার অন্য (বিশ্বাতিগ) অংশ, সর্ব্বদাই অব্যক্ত ; সেই তাঁহার পর ভাব। সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন,—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।—গীতা, ৭।২৫।

'আমি যোগমায়া সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নহি।'

ভগবান্ আরও বলিতেছেন,—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥—গীতা, ৭।২৪।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥—গীতা, ৭।১৩।

'অবুদ্ধিগণ আমার অব্যয় অনুত্তম পরম ভাব না জানিয়া, অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ত (ব্যক্তি-ভাবাপন্ন) মনে করে।'

'আমার ভূত-মহেশ্বর পরম ভাব, (মূঢ়গণ) জানে না। ঐ ত্রিবিধ গুণময় ভাবে মোহিত এই জগৎ, সেই সকল ভাবের অতীত আমার অব্যয় পর ভাব জানিতে পারে না।'

এই পর ভাবকে লক্ষ্য করিয়া গীতা আরও বলিতেছেন,—

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥
[গীতা, ৮।২০-২২]

'সেই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পরতর অন্য অব্যক্ত সনাতন বস্তু আছেন, যিনি সমস্ত ভূতের নাশ হইলেও বিনষ্ট হন না; সেই অব্যক্ত অক্ষরকে পরম গতি বলা হয়। যাঁহাকে পাইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, সেই আমার পরম ধাম। হে অর্জ্জুন! সেই পরম পুরুষ একমাত্র ভক্তি-লভ্য; তাঁহার অভ্যন্তরে সমস্ত ভূতগণ; তিনি সর্ব্বব্যাপী।'

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে ভগবান্ই চরম তত্ত্ব। জড়বর্গের

উপাদান (প্রধান) তাঁহার অপরা প্রকৃতি এবং জীবরূপী পুরুষ, তাঁহার পরা প্রকৃতি।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥—গীতা, ৭।৪-৭।

ভগবান্ বলিতেছেন, 'আমার দুই প্রকৃতি—অপরা ও পরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত। আর পরা প্রকৃতি,—জীব-ভূতা,যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সমস্ত জগতের আমা হইতেই উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃত্তি। আমিই চরম তত্ত্ব, আমার পরে আর কিছুই নাই। যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।'

অন্যত্র গীতা এই অপরা ও পরা প্রকৃতিকে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষর পুরুষ=প্রধান এবং অক্ষর পুরুষ= ক্ষেত্রজ্ঞ ; ভগবান্ ক্ষরের অতীত ও অক্ষরের উত্তম—পরমাত্মা পুরুষোত্তম।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কুটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

[গীতা, ১৫।১৬-১৮]

'ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটী পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কুটস্থ অক্ষর পুরুষ। ইহা ভিন্ন আর একজন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি পরমাত্মা। সেই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোক মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত, এবং অক্ষরেরও উত্তম, সেই জন্য তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত।'

এই মর্ম্মে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।—১।৮।
ক্ষরং প্রধানম্ অমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মনৌ ঈশতে দেব একঃ।—১।১০।

'এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ক্ষর ও অক্ষর (প্রকৃতি ও পুরুষ)—(নিত্য সম্বন্ধে) জড়িত। ঈশ্বর সেই বিশ্ব পালন করেন।'

'ক্ষর প্রধান (প্রকৃতি), অক্ষর অমৃত (পুরুষ); এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর হর ঐ প্রকৃতি ও পুরুষের অধীশ্বর।'

অতএব, গীতার মতে জড় ও চেতনের সমন্বয় ভগবানে। প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ ও প্রকৃতি—ভগবানের বিভাব, বিধা বা প্রকার মাত্র।

গীতা আরও বলেন যে, ভগবান্ ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করেন।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥—গীতা, ৪।৬-৮।

'যদিও অব্যয় অজ, আমি সর্ব্বভূতেশ্বর।
স্ব-প্রকৃতি অবলম্বি তবু জন্মি মায়া-পর॥
যখনই হয় পার্থ জগতে ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনারে সৃজি আমি।
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ করি,
ধর্ম্ম সংস্থাপন তরে যুগে যুগে জন্ম ধরি।'

উপনিষদের স্থানে স্থানে অবতার-বাদের প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু বেদান্ত-দর্শনে ইহার কোনও ইঙ্গিত বা আভাস নাই। কিন্তু গীতা আমাদের শিখাইতেছেন যে, ঈশ্বর এতই করুণাময় যে, তিনি জীবের হিতার্থে—জগতের উন্নতির জন্য, একবার নহে, বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ভগবান্ বলিতেছেন,—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।—গীতা, ৪।৫।

'হে অর্জ্জুন! তোমার ও আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে।'

অবতাররূপে তাঁহার জন্ম এবং অবতাররূপী তাঁহার কর্ম্ম—উভয়ই অপ্রাকৃত, অসাধারণ।

জন্ম কর্ম্মচ মে দিব্যম্।—গীতা, ৪।৯।

বলা বাহুল্য, সে সকল জন্মকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অব্যয় নির্লিপ্ত ভাবের কোন ব্যতিক্রম হয় না। কারণ,

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।

[গীতা, ৪।১৪]

'কর্ম্ম ফলে তাঁহার স্পৃহা নাই—কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার লেপ হয় না।' সেই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনম্ অসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥—গীতা, ৯।৯।

'হে ধনঞ্জয়! সে সকল কর্ম্ম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। যে হেতু আমি উদাসীন (নির্লিপ্ত) ভাবে, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করি।'

গীতা আরও বলিতেছেন যে, ভগবান্ পক্ষপাত-রহিত—তাঁহার নিকট প্রিয় অপ্রিয় ভেদ নাই।

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।—গীতা, ৯।২৯

'আমি সকল ভূতে সমভাব; আমার দ্বেষ্য প্রিয় নাই।' বেদান্ত সূত্রেও এই ধরণের কথা আছে:—

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ।

[ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৪]

বাদরায়ণ যে ভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, গীতার সহিত এ সকল বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ একমত। আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে ভগবান্ই পরমতত্ত্ব, তিনিই পরাৎপর, তাঁহার পর আর কিছুই নাই।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।—গীতা, ৭।৭।

বাদরায়ণ এই কথা প্রতিপাদন করিবার জন্য অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, ব্রহ্মেরও অধিক কোন কিছু তত্ত্ব আছে; কারণ শ্রুতি ব্রহ্মকে কোথাও কোথাও সেতু ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেতু বলিলে এই বুঝায় যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার পারে অন্য কিছুতে উপনীত হওয়া যায়।

পরমতঃ সেতূন্মানসংবন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩১]

পরম্ অতো ব্রহ্মণঃ অন্যৎ তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। কুতঃ সেতু-ব্যপদেশাৎ।—শঙ্কর ভাষ্য।

ইহা পূর্ব্বপক্ষ। উত্তরে বাদরায়ণ প্রত্যেক আপত্তির খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন;—

সামান্যাৎ তু। বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ। স্থানবিশেষাৎপ্রকাশাদিবৎ। উপপত্তেশ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩২-৩৫।

অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মই চরম তত্ত্ব; ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই।

তথান্যপ্রতিষেধাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩৬।

'ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুর প্রতিষেধ করা হইয়াছে।' এই ভাবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন;

যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ।—শ্বেত, ৩।৯।

'তাঁহা হইতে পর, অপর কিছুই নাই।'

ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, সবিশেষ কি নির্ব্বিশেষ,—এ প্রশ্নের উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১১]

'সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ (নির্গুণ ও সগুণ ভাব) উপদেশ করা হইয়াছে। উপাধির সম্বন্ধ হইলেও তাঁহার নির্গুণ ভাবের বিলোপ হয় না।'*

---

* বাদরায়ণ তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ১১ হইতে ৩০ সূত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন। এই সকল সূত্রের অন্বয়ে ও ব্যাখ্যায় আচার্য্যদিগের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। শঙ্করাচার্য্য ঐ কয় সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্মের নির্গুণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অন্যপক্ষে, রামানুজাচার্য্য ঐ ঐ সূত্রের বলেই তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ খ্যাপন করিয়াছেন; তিনি "ব্রহ্ম সকল কল্যাণগুণের আকর এবং সমস্ত হেয় গুণের বিপরীত" এই স্ব-সিদ্ধান্তের অনুযায়ী করিয়া ঐ সকল সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্করের ব্যাখ্যা প্রায় প্রতি সূত্রের স্থলেই ইহার বিপরীত। প্রথম সূত্রই "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি" (৩।২।১১ সূত্র) উদাহরণস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছি। রামানুজের অন্বয় এইরূপ—ন স্থানতোঽপি পরস্য; সর্ব্বত্র উভয়লিঙ্গং হি। শঙ্করের অন্বয় এইরূপ:— ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গম্; সর্ব্বত্র হি (দর্শয়তি)। রামানুজের ব্যাখ্যা এইরূপ:—

আপত্তি হইতে পারে যে, যখন শাস্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ ভাবের ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম উভয়-লিঙ্গ হইতে পারেন না। উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

ন পৃথিব্যাদ্যাদিস্থানতোঽপি পরস্ত ব্রহ্মণঃ অপুকষার্থগন্ধঃ সম্ভবতি। কুতঃ। উভয়লিঙ্গম্ সর্ব্বত্র হি। যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতি-স্মৃতিষু পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্ উভয়লক্ষণমভিধীয়তে নিরস্তনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ। শঙ্করের ব্যাখ্যা এইরূপ :— 'ন তাবৎ স্বত এব পরস্ত ব্রহ্মণঃ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে। ন হ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদি-বিশেষোপেতং তদ্বিপরীতং চেত্যভ্যুপগন্তুং শক্যং বিরোধাৎ। অস্তু তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্যুপাধিযোগাদিতি। তদপি নোপপদ্যতে। * *। অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহে-ঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতং। সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্"——ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে'। ইহা হইতেই দেখা যাইবে যে, এ সম্বন্ধে আচার্য্যদিগের মধ্যে কি মর্ম্মান্তিক মতভেদ। এই মতদ্বৈধ স্থলে আমি কোন ভাষ্যেরই সর্ব্বাংশে অনুসরণ না করিয়া, মূল সূত্রের যাহা প্রকৃত অর্থ মনে হইয়াছে, তাহাই উপরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহা অনেকটা দুঃসাহসিকতার কার্য্য হইয়াছে। কৈফিয়তে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যে ব্যাখ্যা প্রকৃত মনে হইয়াছে, আমি তাহাই বিবৃত করিয়াছি মাত্র। এরূপ করাতে গীতার সহিত ব্রহ্মসূত্রের সামঞ্জস্য হইয়াছে; অতএব, এ ব্যাখ্যা সত্য হওয়াই সম্ভব।

সূত্রগত "স্থান" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? ব্রহ্মসূত্রের আর দুই এক স্থলেও স্থান শব্দের প্রয়োগ আছে। স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ—(৩৷২৷৩৪ সূত্র); এবং স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ—(১৷২৷১৪ সূত্র)। প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এইরূপ লিখিয়াছেন :—যদপি উক্তং সংবন্ধ-ব্যপদেশাৎ ভেদব্যপদেশাচ্চ পরমতঃ স্যাৎ ইতি তদপি ন সৎ। যত একস্যাপি স্থানবিশেষা-পেক্ষয়া এতৌ ব্যপদেশৌ উপপদ্যেতে। * * যথা একস্য প্রকাশস্য সৌর্য্যস্য চান্দ্রমসস্য বা উপাধিযোগাৎ উপজাতবিশেষস্য উপাধ্যুপশমাৎ সম্বন্ধব্যপদেশো ভবতি উপাধি-ভেদাচ্চ ভেদব্যপদেশঃ। ১৷২৷১৪ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এইরূপ বলিয়াছেন:—কথং পুন-

প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ। অপিচ এবম্ একে।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১২-১৩] *

"সকল স্থলে ভেদ বলা হয় নাই। কোন কোন বেদশাখায় এইরূপ (অভিন্নরূপে নির্দ্দেশ) আছে :—

এতদ্‌বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম।

'হে সত্যকাম! ব্রহ্মের পর ও অপর—এই দুই বিভাব।' †

আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি সগুণ (সোপাধিক) হন, তবে ত তিনি সাকার (সসীম) হইয়া পড়িবেন।

ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

রাকাশবৎ সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণঃ অক্ষ্যাদিং স্থানমুপপদ্যতে ইতি। ভবেৎ এষা অনবক্লৃপ্তিঃ যদি এতদেব একং স্থানমস্য নির্দ্দিষ্টং ভবেৎ। সন্তি হি অন্যানি অপি পৃথিব্যাদীনি স্থানানি অস্য নির্দ্দিষ্টানি যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ইত্যাদি। * * নির্গুণমপি সদ্‌ব্রহ্ম নামরূপগতৈঃ গুণৈঃ সগুণম্ উপাসনার্থং তত্র তত্র উপদিশ্যতে। অতএব "স্থান" অর্থে 'ন স্থানতোঽপি' এই সূত্রে 'উপাধি' স্থির করা অসঙ্গত নহে।

* প্রত্যেকম্ অতদ্‌বচনাৎ। প্রত্যুপাধিভেদং হ্যভেদমেব ব্রহ্মণঃ শ্রাবয়তি শাস্ত্রম্।—শাঙ্করভাষ্য।

তত্র তত্র স্বেচ্ছয়া নিয়মনং কুর্ব্বতস্তত্তৎপ্রযুক্তাপুরুষার্থপ্রতিষেধাৎ * * পরস্য তু ব্রহ্মণঃ স্বাধীনস্য স এব সম্বন্ধস্তত্তদ্‌বিচিত্রনিয়মরূপলীলারসায়ৈব স্যাৎ।—রামানুজ।

† নির্গুণ ব্রহ্ম উপাধিসংযোগে সগুণরূপে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য অন্যত্র এ কথা বলিয়াছেন :—নির্গুণমপি সৎব্রহ্ম নামরূপগতৈঃ গুণৈঃ সগুণম্ উপাসনার্থং তত্র তত্র উপদিশ্যতে।—২।১।১৪ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য।

অরূপবদ্ এব হি তৎপ্রধানত্বাৎ।*

[ব্রহ্মসূত্র, ৩। ২। ১৪]

রূপাদ্যাকাররহিতমেব ব্রহ্ম অবধারয়িতব্যং ন রূপাদিমৎ।

* নিরাকারমেব ব্রহ্ম অবধারয়িতব্যম্।—শাঙ্কর ভাষ্য।

'ব্রহ্মকে নিরাকার নিশ্চয় করাই উচিত। উপাধি-সম্বন্ধ হইলেও তিনি সাকার (সসীম) হয়েন না।' কারণ তাঁহার উপাধি স্বেচ্ছাকৃত।† যদি বল, তবে সগুণ-লিঙ্গ শ্রুতির কি গতি হইবে? তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন;—

প্রকাশবৎ চাবৈয়র্থ্যম্।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৫।

সগুণ ভাব উপাধিকৃত। যেমন সূর্য্যের প্রকাশ,‡ বাতায়ন প্রভৃতি

---

* দেবাদিশরীরানুপ্রবেশে তেন তেন রূপেণ যুক্তমপি অরূপবদ্ এব।—রামানুজ।

† বাদরায়ণ অন্যত্রও এই কথা বলিয়াছেন;—বিকারাবর্ত্তি চ, তথাহি স্থিতিমাহ—৪।৪।১৯ সূত্র। বিকারাবর্ত্তি অপি নিত্যমুক্তং পারমেশ্বরং রূপং ন কেবলং বিকারমাত্রগোচরম্। * * তথাহি—অস্য দ্বিরূপাং স্থিতিমাহাম্নায়ঃ এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' ইত্যেবমাদি।—শাঙ্করভাষ্য।

ইহার 'ভামতী' টীকায় বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন,—

এতাবানস্য মহিমেতি বিকারবর্ত্তি রূপমুক্তম্। ততো জ্যায়াংশ্চেতি নির্ব্বিকারং রূপম্। তথা—পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীতি বিকারবর্ত্তি রূপং, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি নির্ব্বিকারমাহ রূপম্।

অর্থাৎ ব্রহ্মের দুই ভাব—এক বিকারের অনুগ, অন্য বিকারের অতিগ। তাঁহার একপাদ বিশ্বানুগ, তিনপাদ বিশ্বাতিগ। শ্রুতি 'তাঁহার একপাদে সমস্ত বিশ্ব ও অন্য ত্রিপাদ অমৃত' এই মন্ত্রে ঐ তত্ত্বেরই উপদেশ করিয়াছেন।

‡ যথা প্রকাশঃ সৌরশ্চান্দ্রমসো বা বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠমানোঽঙ্গুল্যুপাধিসম্বন্ধাৎ

উপাধির ভেদে ঋজু বক্র প্রভৃতি ভাব ধারণ করে, ব্রহ্মেরও সেইরূপ। ব্রহ্ম যখন প্রকাশ-স্বরূপ, চিন্ময়, তখন তিনি সাকার হইবেন কিরূপে?

আহ চ তন্মাত্রম্।*—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৬।

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত বলা হয়।

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮।

যদি বল, এ দৃষ্টান্ত উপপন্ন নহে, তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্॥

দর্শনাচ্চ॥†—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২০-২১।

'উপাধিতে ব্রহ্মের অন্তর্ভাব-হেতু গৌণভাবে তাঁহার বৃদ্ধি হ্রাস উপপন্ন হয়। যেমন জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের জলকম্পনে কম্প, জলস্থৈর্য্যে নিষ্পন্দ-

---

তেষু ঋজুবক্রাদিভাবং প্রাতিপদ্যমানেষু তদ্ভাবমিব প্রতিপদ্যতে। এবং ব্রহ্মাপি পৃথিব্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তদাকারতামিব প্রতিপদ্যতে।—শাঙ্কর ভাষ্য।

যথা প্রকাশাদেঃ বিততস্য বাতায়নঘটাদিস্থানভেদৈঃ পরিচ্ছিদ্য অনুসন্ধানসম্ভবঃ।—৩।২।৩৪ সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ।

* কিঞ্চ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' ইত্যাদি বাক্যং ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্বরূপতামাত্রং প্রতিপাদয়তি।—রামানুজ। আহ চ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম। * * নাস্য আত্মনোঽন্তর্বহির্বা চৈতন্যাদন্যৎ রূপম্ অস্তি। চৈতন্যমেব তু নিরন্তরম্ অস্য রূপম্।—শঙ্কর।

† পরমাত্মা তৎতদ্‌গতবৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈরসংস্পৃষ্টঃ।—রামানুজ। কিং পুনরত্র বিবক্ষিতং সারূপ্যম্ ইতি। তদুচ্যতে। বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিতি। জলগতং হি সূর্য্যপ্রতিবিম্বং জলবৃদ্ধৌ বর্দ্ধতে, জলহ্রাসে হ্রসতি, জলচলনে চলতি, জলভেদে ভিদ্যতে ইত্যেবম্।—শাঙ্কর ভাষ্য।

ভাব। এইরূপে সগুণ ও নির্গুণ উভয় লিঙ্গেরই সামঞ্জস্য হয়।' শ্রুতিও এইরূপ দেখাইয়াছেন ;

অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য।

'প্রত্যগাত্মরূপে তিনি (উপাধিতে) প্রবেশ করিলেন।'

পরবর্ত্তী সূত্রে বাদরায়ণ বলিতেছেন, ব্রহ্ম সোপাধিক হইলেও বস্তুতঃ পক্ষে সসীম হন না ; ইহাই শ্রুতির উদ্দেশ্য।*

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি। ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২২]

শ্রুতি কোথায় এরূপ বলিয়াছেন ?

যেমন পুরুষসূক্তে বলিয়াছেন ;

অতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ ॥

পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

'পরম পুরুষ প্রপঞ্চের অতীত ; তাঁহার একপাদে সমস্ত ভূত, আর তিন পাদ প্রপঞ্চাতীত (নির্গুণ)'।

বাস্তবিক কিন্তু নির্গুণ ও সগুণের অবিশেষ ; অর্থাৎ, একই ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ও নির্গুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহেন। এই মর্ম্মে বাদরায়ণ বলিতেছেন—

প্রকাশাদিবচ্চ অবৈশেষ্যম্। প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৫]

---

* তদেতদ্ উচ্যতে প্রকৃতৈতাবত্ত্বং প্রতিষেধতীতি। প্রকৃতং যদ্ এতাবন্নিয়ত্তা-পরিচ্ছিন্নং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণো রূপং তদেব শব্দঃ প্রতিষেধতি।—শঙ্কর।

ইহার দৃষ্টান্ত—প্রকাশ। বাতায়ন-গত সূর্য্যের প্রকাশ কি আকাশ-ব্যাপী প্রকাশ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব? উভয়ের মধ্যে কেবল উপাধিকৃত ভেদ। *

উপাধির তিরোভাবে, তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত সসীম ভাবেরও তিরোভাব হইয়া তিনি অসীম, অনন্ত রূপে বিরাজিত হন। সেই জন্য বাদরায়ণ বলিতেছেন—

অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্।—ব্রহ্মসূত্র, ৩৷২৷২৫।

শ্রুতি এইরূপই ব্রহ্মের লিঙ্গ (লক্ষণ) উপদেশ দিয়াছেন ; অতএব সগুণ ও নির্গুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহেন।

বাদরায়ণ অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারাও এই তত্ত্ব বিশদ করিতেছেন :—

যেমন, অহি-কুণ্ডল—সর্প ও তাহার কুণ্ডলী।

উভয়ব্যপদেশাত্তু অহিকুণ্ডলবৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩৷২৷২৭।

অত উভয়ব্যপদেশদর্শনাদ্ অহিকুণ্ডলবদ্ অত্র তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। যথাহি—অহিরিত্যভেদঃ কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদীনি ইতি ভেদ এবমিহাপীতি।—শঙ্করভাষ্য।

'যখন ভেদ ও অভেদ উভয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন অহি-কুণ্ডলবৎ—এইরূপ তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। অহিরূপে দেখিলে অভেদ এবং কুণ্ডলের বিস্তার উচ্চতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে ভেদ ; ব্রহ্মেরও সেইরূপ।'

---

* যথা প্রকাশাকাশসবিতৃপ্রভৃতয়ঃ অঙ্গুলীকরকোদকপ্রভৃতিষু কর্ম্মসু উপাধিভূতেষু সবিশেষা ইবাবভাসন্তে ন চ স্বাঁভাবিকীম্ অবিশেষাত্মকতাং জহতি। এবম্ উপাধি নিমিত্ত এবায়ম্ আত্মভেদঃ।—শাঙ্কর ভাষ্য। আত্মা প্রকাশশব্দিতোঽজ্ঞানতৎকার্য্যে কর্ম্মণি উপাধৌ সবিশেষঃ।—আনন্দগিরি।

বাদরায়ণ এই সগুণ-নির্গুণের ভেদাভেদ বিশদ করিবার জন্য আবার বলিতেছেন :—

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ। পূর্ব্ববদ্বা।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৮-২৯]

'ব্রহ্ম যখন তেজঃ-স্বরূপ, তখন জ্যোতির দৃষ্টান্তেও সগুণ-নির্গুণের উপাধিগত ভেদ ও স্বরূপগত অভেদ প্রতিপন্ন হয়।'

যেমন শুভ্রজ্যোতিঃ রঙ্গিল কাচের সংযোগে রক্ত ও পীত বর্ণ ধারণ করে, অথবা যেমন প্রকাশ আধারের ভেদে ঋজু বক্র আকার ধারণ করে, ব্রহ্মেরও উপাধিযোগে সেইরূপ হয়। তিনি বস্তুতঃ অসীম; সোপাধিক হইলে তাঁহাকে সসীম মনে হয়। তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ, তখন তাঁহাকে সগুণ মনে হয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে নিষ্ক্রিয়, তাঁহাকে সে অবস্থাতে সক্রিয় মনে হয়। কিন্তু শাস্ত্র এই সগুণ ও নির্গুণের বস্তুগত ভেদ নিষেধ করিয়াছেন।

প্রতিষেধাচ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩০।

এই নির্গুণ ব্রহ্মের পরিচয় দিয়া বাদরায়ণ এইরূপ বলিয়াছেন :—

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।২।২১।

এই ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ নিশ্চয়ই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাবকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কারণ, ব্রহ্ম অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃ, অশ্রোত্র, অপাণি, অপাদ,—এই প্রসিদ্ধ শ্রুতি-বাক্যই এ স্থলে তাঁহার লক্ষ্য। অন্যত্র বাদরায়ণ বলিয়াছেন,—

তদব্যক্তম্ আহ হি।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৩।

অব্যক্তম্ = অনিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যম্।—শঙ্কর।

এ সূত্রেরও লক্ষ্য নির্গুণ ব্রহ্ম। 'ব্রহ্ম অব্যক্ত—ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধির অগোচর।'

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে।

[বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৩]

'এই পরমাত্মা "নেতি নেতি" এই লক্ষণের লক্ষণীয়। তিনি অগৃহ্য, গ্রহণের অতীত'—এই শ্রুতিই এ স্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু সংরাধনকালে তিনি যোগীর ধ্যানগম্য হন,—শ্রুতি স্মৃতি এই উপদেশ করিয়াছেন।

অপি সংরাধনে* প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৪।

ইহার লক্ষ্য সগুণ ব্রহ্ম।

বাদরায়ণের মতে এই সগুণ ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বধর্ম্মোপেত।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৭।

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩০।

সর্ব্বোপেতা সর্ব্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতা (পরমেশ্বরঃ)।—শাঙ্কর ভাষ্য।

'ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ; তিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প; তাঁহার বিবিধ

* সংরাধনঞ্চ ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্।—শঙ্কর। সংরাধনে সম্যক্-প্রীণনে ভক্তিরূপাপন্নে নিদিধ্যাসন এবাস্য সাক্ষাৎকারো নান্যত্র ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্ অবগম্যতে।—রামানুজ।

বিচিত্র শক্তি'। বাদরায়ণ এই সূত্রে ঐ সকল শ্রুতি-বাক্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।—শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ।—মুণ্ডক, ১।১।৯।

সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ। —ছান্দোগ্য, ৮।৭।১।

এই সগুণ ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সমাধা করেন।

জন্মাদ্যস্য যতঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২।

তিনি যে কেবল জগতের নিমিত্ত-কারণ তাহা নহে, তিনিই বিশ্বের উপাদান-কারণ।*

প্রকৃতিশ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২৩।

যোনিশ্চ গীয়তে।—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২৭।

ভগবান্ যে কেবল ভূত সৃষ্টি করেন তাহা নহে, ভূতের নাম-রূপ ব্যাকরণও তৎকৃত।

সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্তু। ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত উপদেশাদ্।

[ব্রহ্মসূত্র, ২।৪।২০]

তিনি অন্তর্যামি-রূপে জীবকে প্রেরণা করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার পক্ষপাত হয় না। কারণ, তাঁহার কৃত প্রেরণা জীবের কর্ম্মানুযায়ী।

পরাৎতু তচ্ছ্রুতেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪১।

---

* ব্রহ্মকে কেবল নিমিত্ত-কারণ বলিলে,—তাঁহাকে জগতের উপাদান-কারণ স্বীকার না করিলে,—যে সকল দোষ হয়, বাদরায়ণ ২।২।৩৭-৪১ সূত্রে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

'পরমেশ্বর হইতে জীবের প্রেরণা'—শ্রুতি এই বাক্যের অনুমোদন করিয়াছেন।'

য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানম্ অন্তরো যময়তি।

'যিনি আত্মায় থাকিয়া অন্তর্যামি-রূপে আত্মাকে যমন করেন।'

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিসিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ॥

[ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪২]

'ভগবান্ জীবের কর্ম্মানুসারে প্রেরণা করেন। তাহা না হইলে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ নিরর্থক হইয়া যায়।'

গীতাও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥—গীতা, ১৮।৬১।

'হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর মায়ার দ্বারা যন্ত্রারূঢ় ভূত সকলকে প্রবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন।'

ভগবান্ যে কর্ম্মানুসারে প্রেরণা করেন, তাহার হেতু এই যে—তিনিই ফলদাতা।

ফলমতঃ উপপত্তেঃ।
শ্রুতত্বাচ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩৮-৩৯।
অতঃ=ঈশ্বরাৎ।—শঙ্কর।

'ঈশ্বর হইতেই জীবের কর্ম্মফল—এ মত যুক্তি ও শ্রুতি সিদ্ধ।' কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন,

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা বসুদানঃ।

[বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৪।]

'সেই অনাদি পরমাত্মাই কর্ম্মফলদাতা।'

ভোক্তা ও ভোগ্য—প্রকৃতি ও পুরুষ—যে ভগবানেরই বিভাব, বাদরায়ণ নিম্নোক্ত স্থত্রে ইহারও সমর্থন করিয়াছেন ;—

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৩।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্যাস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্যাভাবপ্রসঙ্গাদযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতি চেৎ কশ্চিৎ চোদয়েৎ তং প্রতি ব্রূয়াৎ—স্যাল্লোকবদিতি। উপপদ্যত এবায়মস্মৎপক্ষেঽপি বিভাগঃ। এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। তথাহি—সমুদ্রাদুদকাত্মনঃ অনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেনবীচিতরঙ্গবুদ্বুদাদীনামিতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে। ন চ সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেনতরঙ্গাদীনাম্ ইতরেতরভাবাপত্তির্ভবতি। ন চ তেষাম্ ইতরেতরভাবানাপত্তাবপি সমুদ্রাত্মনোঽন্যত্বং ভবতি। এবমিহাপি ন চ ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ ইতরেতরভাবাপত্তিঃ।

অর্থাৎ, 'যদি কেহ আপত্তি করেন যে, ব্রহ্মকেই যদি জগতের কারণ বলা যায়, তবে প্রসিদ্ধ এই যে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ তাহার লোপ হইয়া যায়। তাহার উত্তরে বলিতেছেন, "স্যাৎ লোকবৎ"। এরূপ বলিলে ঐ বিভাগের কোন হানি হয় না ; কারণ, এরূপ লোকে দেখা

যাইতেছে। যেমন, সমুদ্রের ফেন, বীচি, তরঙ্গ, বুদ্বুদ প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু তাহারা সকলেই জলের বিকার, অতএব, জলাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন, এবং তাহাদের পরস্পর সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ দেখা যায়; সেইরূপ, ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এই ভোক্তা ও ভোগ্যের। ফেন তরঙ্গ প্রভৃতি সকলেই জলাত্মক, জল হইতে অভিন্ন হইলেও যেমন তাহাদের বিভাগ বিলুপ্ত হয় না, ফেন ফেনই থাকে, তরঙ্গ তরঙ্গই থাকে; সেইরূপ ভোক্তা ও ভোগ্য, প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েই ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও তাহাদের পরস্পরের ভেদ বিলুপ্ত হয় না।' অতএব, ব্রহ্মই একমাত্র কারণ; জড় ও চিৎ, প্রকৃতি ও পুরুষ, ভোক্তা ও ভোগ্য,—এ উভয়ই তাঁহার বিভাব বা বিধা (aspects), ব্রহ্মসূত্র হইতে এ মতেরও সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

৩ (ক)। সাধনা সগুণ না নির্গুণ ?

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে উপাসনা দ্বিবিধ,—সগুণ ও নির্গুণ; এবং উভয়ের ফলের তারতম্য আছে। সগুণ সাধক উত্তরমার্গে দেবযান দিয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপনীত হন; পরে সেখান হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন; এবং মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মার দিবাবসান হয়, তখন ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হন। ইহাই ক্রম-মুক্তি। কিন্তু যিনি নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহার প্রাণাত্যয় হইলে উৎক্রান্তি হয় না; তিনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া—পরম জ্যোতিঃ লাভ করিয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিত হন। ইহাই বিদেহ মুক্তি। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা উপাসনার এইরূপ দ্বৈবিধ্য ও ফলের তারতম্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, সগুণ ব্রহ্মই উপাসনার বিষয় এবং উপাসনার ফল একরূপই। এই মতভেদ স্থলে গীতার উপদেশ কি ?

আমরা দেখিয়াছি যে, একই ব্রহ্ম বস্তুর, নির্গুণ ও সগুণ—এই দুই বিভাব। সগুণ ও নির্গুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহে, কেবল ভাবের প্রভেদমাত্র। অতএব, গীতার মতে নির্গুণ সাধনা ও সগুণ সাধনার ফলের তারতম্য হওয়া উচিত নহে। কিন্তু, নির্গুণ ব্রহ্ম যখন সমস্ত-বিশেষ-রহিত, উপাধি-হীন, অচিন্ত্য, অব্যক্ত বস্তু, তখন নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা বড়ই কঠিন। অথচ ফল একই; কারণ, যিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ-নির্দ্দেশ উপলক্ষে নির্গুণ সাধনার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দাত ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

[গীতা, ২।৫৫-৫৭]

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

[গীতা, ২।৭১-৭২]

'হে পার্থ! যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি তুষ্ট হন, তখন তাঁহাকে স্থিত-প্রজ্ঞ বলে। দুঃখে যাঁহার চিত্ত অনুদ্বিগ্ন, সুখে যিনি স্পৃহাহীন, রাগ-ভয়-ক্রোধ-শূন্য — এইরূপ মুনিই স্থিত-প্রজ্ঞ। শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া যিনি আনন্দিত বা বিষাদিত হন না, সর্ব্বত্র মমতাশূন্য—এইরূপ সাধকই স্থিত-প্রজ্ঞ। * * যে সাধক, সমুদয় কামনার বস্তু উপেক্ষা করিয়া স্পৃহাহীন, মমতাহীন ও অহঙ্কারহীন হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন; ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। সাধক, ইহা অধিগত হইলে আর মোহ প্রাপ্ত হন না; মৃত্যুকালেও ইহাতে (দৃঢ়) থাকিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।'

গীতার পঞ্চম অধ্যায়েও এই নির্গুণ সাধনার প্রসঙ্গ আছে।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

[গীতা, ৫।১৭-১৮]

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥

[গীতা, ৫।২০-২১]

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥

[গীতা, ৫।২৪-২৫]

'তাঁহাতে (পর-ব্রহ্মে) বুদ্ধি, আত্মা, নিষ্ঠা সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকেই সার করিয়া, সাধক জ্ঞানের দ্বারা ক্ষয়িত-পাপ হইয়া মুক্তিলাভ করেন। বিদ্বান্ বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালে পণ্ডিতগণ সম দর্শন করেন। প্রিয়লাভে তিনি হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয়লাভে উদ্বিগ্ন হন না। স্থির-বুদ্ধি, মোহ-হীন সাধক ব্রহ্ম জানিয়া ব্রহ্মে স্থিত হন। বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত সাধক, আত্মাতে যে সুখ, তাহাই লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মে যোগযুক্ত হইয়া অক্ষয়

সুখ প্রাপ্ত হন। অন্তরে যাঁহার সুখ, অন্তরে যাঁহার আরাম, অন্তরে যাঁহার জ্যোতিঃ, সেই যোগী ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ক্ষীণ-পাতক, ছিন্ন-সংশয়, সংযত-চিত্ত ঋষিগণ সর্ব্বভূতের হিতে রত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।'

অন্যত্র, গীতা সগুণ সাধনার উপদেশ দিয়াছেন ;

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥—গীতা ৫।২৯।

'যে সাধক আমাকে (সগুণ ব্রহ্মকে) যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত ভূতের সুহৃদ্ বলিয়া জানেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন।'

যেষাংত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥—গীতা, ৭।২৮।

'যে সকল পুণ্যকারী জনগণের পাপ ক্ষয়িত হইয়াছে, দ্বন্দ্বমোহ-মুক্ত তাঁহারা অনন্যমনে আমাকে ভজনা করেন।'

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥—গীতা, ৮।৮।

'হে পার্থ! অভ্যাস-যোগ-যুক্ত অনন্য চিত্তে ধ্যান করিয়া সাধক দিব্য পরম পুরুষকে লাভ করেন।'

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥—গীতা, ৮।১৪।

'সতত অনন্যচিত্ত যে যোগী আমাকে নিত্য স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ।'

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ৯।১৩।

'হে পার্থ! দৈবী-প্রকৃতি-সম্পন্ন মহাত্মারা আমাকে ভূতের আদি ও অব্যয় জানিয়া একমনে ভজনা করেন।'

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

[গীতা, ১০।৯-১০]

'বুধগণ আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, পরস্পরকে (আমার তত্ত্ব) বুঝাইয়া এবং নিত্য আমার কথা কহিয়া প্রীত ও তৃপ্ত হয়েন। প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারী নিত্যযুক্ত সেই সাধকগণকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করেন।'

অতএব, গীতাতে সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ সাধনারই প্রসঙ্গ ও উপদেশ দৃষ্ট হইতেছে; এবং উভয় সাধনারই ফলে সাধক যে ভগবানে উপনীত হন, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, গীতা কোন্ প্রণালীর সাধনাকে অধিকতর প্রশস্ত বলিয়াছেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

[গীতা, ১২।১]

অর্জ্জুনের প্রশ্ন এইরূপ :—'যাঁহারা তদ্গতচিত্তে তোমার (সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের) উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা অক্ষর ও অব্যক্ত (নির্গুণ) ব্রহ্মের আরাধনা করেন, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগী?'

ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥—গীতা, ১২।২-৫।

'যাঁহারা আমাতে মনোনিবেশ করিয়া পরমশ্রদ্ধা সহকারে নিত্য নিবিষ্ট-চিত্তে আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগা; আর যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া সমস্ত ভূতের হিতে রত থাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযম-পূর্ব্বক অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই পান বটে, কিন্তু যাঁহারা অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা

করেন, তাঁহাদিগকে অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কারণ, দেহধারী জীব অতিকষ্টে অব্যক্তগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।'

অতএব, দেখা গেল যে, গীতাকারের মতে উপাসনার পক্ষে নির্ব্বিশেষ অপেক্ষা সবিশেষ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরই প্রশস্ত।

৪। ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়।

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে জীব মুক্ত-স্বভাব,—পূর্ব্বাপর মুক্ত; কারণ, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন,—জীবই ব্রহ্ম; তাহার যে বন্ধ মনে হয়, তাহা অবিদ্যার কল্পনা—ভ্রম মাত্র। এই অবিদ্যার বারণ করিতে পারিলেই ঐ ভ্রম অপনীত হইবে। জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই তত্ত্বজ্ঞান হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে। জীব "সোঽহম্", "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ উপলব্ধি করিলেই অবিদ্যার আবরণ অপসৃত হইবে, এবং সে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতএব, অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই মুক্তির উপায়। অন্যপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে অবিদ্যা ও বিদ্যা—কর্ম্ম ও ভক্তিরূপাপন্ন ধ্যান—এই উভয়ের সমুচ্চয়ই মুক্তির সাধন। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, যে সাধকের অন্তঃকরণ জ্ঞান কর্ম্ম উভয়বিধ যোগ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে, তিনি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করেন। এ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি?

গীতার আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, গীতা প্রচারের সময় ভারতবর্ষে মোক্ষলাভের জন্য চারিটী বিভিন্ন মার্গ প্রচারিত ছিল। সেই মার্গ চতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে—কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ধ্যানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। যিনি যে পথে চলিতেন, তিনি ভাবিতেন যে, সাধন মার্গের সেই এক মাত্র পথ,

দ্বিতীয় পথ নাই। ভগবান্ গীতার প্রচার করিয়া এই সকল বিভিন্ন সাধন মার্গের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। তাহার ফলে দেখা যায় যে, প্রয়াগে যেমন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী পুণ্য সঙ্গমে মিলিত হইয়া পতিত-পাবনী ধারায় দেশ প্লাবিত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেই-রূপ গীতাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তি-রূপ মার্গ চতুষ্টয় অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সমন্বিত হইয়া জগৎকে পবিত্র করিয়া ভগবানের অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে। এই সমন্বয়-বাদ গীতার নিজস্ব। শাস্ত্রের আর কোথাও এমন উজ্জ্বল ভাবে ইহার উপদেশ দেখা যায় না। অতঃপর তাহারই আলোচনা করিতেছি।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন,—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥

[গীতা, ১৩।২৪-২৫]

'কেহ কেহ ধ্যানযোগ দ্বারা আত্মাতে আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন; কেহ কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা; অন্যে কর্ম্মযোগ দ্বারা। অপরে কিন্তু এরূপ না জানিয়া অন্যের নিকট শ্রবণ করিয়া উপাসনা করেন; শ্রুতিপরায়ণ তাঁহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।'

এই শ্লোকে ভগবান্ কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ, ধ্যানবাদ ও ভক্তিবাদ এই চারি মার্গের প্রতিই লক্ষ্য করিলেন; এবং কর্ম্মবাদ কর্ম্মযোগে পরিণত

হইলে, জ্ঞানবাদ জ্ঞানযোগে পরিণত হইলে, ধ্যানবাদ ধ্যানযোগে ও ভক্তিবাদ ভক্তিযোগে পরিণত হইলে, তদ্দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, ইহারও ইঙ্গিত করিলেন।

আমরা দেখিয়াছি যে, কর্ম্ম-বাদীর মতে বেদের কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক।

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদ্ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্।

[মীমাংসাসূত্র, ১।২।১]

'যে হেতু কর্ম্মই বেদের প্রতিপাদ্য, অতএব, বেদে তদ্ভিন্ন যে জ্ঞান-অংশ দৃষ্ট হয়, তাহা নিরর্থক।'

কর্ম্ম-বাদীরা বলেন যে, জীব বেদ-বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে সুখধাম স্বর্গলোক জয় করিতে পারে। যে সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে দুঃখে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছা-মাত্র উপস্থিত হয়, স্বর্গ সেই সুখের আস্পদ। বেদ বলিতেছেন,

অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।

'চাতুর্ম্মাস্যযাগকারীর অক্ষয় পুণ্য-সঞ্চয় হয়।'

সর্ব্বান্ লোকান্ জয়তি মৃত্যুং তরতি পাপ্মানং তরতি ব্রহ্ম-হত্যাং তরতি যোঽশ্বমেধেন যজতে।

'অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে যজমান সকল লোক জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন, পাপ—ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হন।'

অপাম সোমং অমৃতা অভূম।

'আমরা সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি।'

সেই জন্য কর্ম্ম-বাদীরা বলেন যে, সংসার-তরণের, মোক্ষ-সাধনের এক মাত্র উপায়—কর্ম্ম। অন্য পক্ষে, জ্ঞান-বাদীরা বলেন যে, কর্ম্মের দ্বারা প্রকৃত শ্রেয়োলাভ সম্ভব নহে।

ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।

'অমৃতত্ব লাভের উপায়—কর্ম্ম নয়, পুত্র নয়, ধন নয়; একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায়।'

তাঁহারা আরও বলেন, কর্ম্মের ফল চিরস্থায়ী নহে; কর্ম্মের ফলে যে ভোগ হয়, তাহা ভঙ্গুর। ভোগের দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হইলে কর্ম্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম্মকে মোক্ষলাভের উপায় মনে করা মোহ মাত্র।

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।

'যজ্ঞরূপ কর্ম্ম সংসার তরণের ভঙ্গুর ভেলা।'

তাঁহারা আরও বলেন যে, কর্ম্মের ফল কেবল যে অস্থায়ী তাহা নহে, কর্ম্ম-মাত্রই বন্ধনের কারণ। কর্ম্ম করিলেই জীবকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয়।

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ।

'জীব কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হয়।'

কারণ, পাপ হউক পুণ্য হউক, জীবকে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল ভোগ

করিতেই হইবে; এবং কর্ম্মভোগের জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হইবে। অতএব, যে কর্ম্ম এত দোষের আকর, সে কর্ম্মের সন্ন্যাস করাই উচিত। সেই জন্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগই জ্ঞান-বাদীর মতে প্রকৃষ্ট পন্থা। কর্ম্মের দ্বারা কখনও মোক্ষলাভ হয় না; জ্ঞান-বাদীরা বলেন যে, মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় জ্ঞান।

জ্ঞানান্ মুক্তিঃ।

'জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়।'

কিসের জ্ঞান? জ্ঞান-বাদীরা বলেন—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-জ্ঞান; সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান।

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ।
জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

'যাঁহার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তিনি যে আশ্রমেই বাস করুন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীই হউন বা গৃহস্থই হউন বা আরণ্যকই হউন, তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত।'

সেই জন্য এই জ্ঞানকে সাংখ্য-জ্ঞান বলে; এবং জ্ঞান-বাদকে সাংখ্য বা সাংখ্যযোগ বলা হয়।

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠান শ্রেয়স্কর। গীতা আরও বলেন যে, যদিও কর্ম্ম সাধারণতঃ বন্ধের কারণ বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে কর্ম্ম করা যাইতে পারে যে, কর্ম্মও করা হইবে অথচ কর্ম্মজনিত বন্ধন ঘটিবে না। এইরূপ কর্ম্মের কৌশলকে কর্ম্মযোগ বলে।

যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, পর পর তিনটী সোপান অতিক্রম করিলে তবে গীতার উপদিষ্ট এই কর্ম্মযোগে উপনীত হইতে পারা যায়। সে সোপানত্রয় যথাক্রমে :—

(ক) ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জন ;

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।—গীতা, ২।৪৭।

'কর্ম্মেই তোমার অধিকার; ফলে কখনও নয়।'

(খ) কর্ত্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ ;

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানম্ অকর্ত্তারং স পশ্যতি॥—গীতা, ১৩।২৯।

'যিনি সকল কর্ম্মকে প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বুঝিতে পারেন এবং আত্মাকে অকর্ত্তা দেখেন, তিনিই যথার্থ-দর্শী।'

(গ) ঈশ্বরার্পণ ; ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ ; যজ্ঞার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥

[গীতা, ৯।২৭-২৮]

'যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে,—অশন, যজন,দান, তপস্যা,—সমস্তই আমাতে

(ঈশ্বরে) অর্পণ করিবে। তাহা হইলে শুভ অশুভ সমস্ত কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সন্ন্যাস-যোগ-যুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।'

কর্ম্ম যখন এইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত, অহঙ্কার-রহিত এবং ভগবানে অর্পিত হয়, তখন তাহা কর্ম্মযোগে পরিণত হয়; ভগবান্ এই কর্ম্মযোগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, সাংখ্যজ্ঞান দ্বারা যে ফললাভ হয়, কর্ম্মযোগের ফল তাহা হইতে অভিন্ন।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥
যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

[গীতা, ৫।৪-৫]

'অজ্ঞেরাই সাংখ্য ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, পণ্ডিতেরা করেন না। এই উভয়ের একটীকেও সম্যক্ আশ্রয় করিলে উভয়েরই ফল (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাংখ্যেরা যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্ম-যোগীরাও তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন, তিনিই যথার্থ-দর্শী।'

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

উভয়োর্বিন্দতে ফলম্ উভয়োস্তদেবহি নিঃশ্রেয়সং ফলম্। অতো ন ফলে বিরোধোঽস্তি। * * সাংখ্যৈঃ জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানম্ মোক্ষাখ্যং।

অর্থাৎ, 'কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ের একই ফল,—নিঃশ্রেয়স

বা মোক্ষ। অতএব, ফল সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। * * জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা যে মোক্ষরূপ স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগীদেরও তাহাই প্রাপ্য।'

শ্রীধর স্বামীও তাঁহার টীকায় এইরূপই বলিয়াছেন। অতএব, গীতার মতে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। জ্ঞানের দ্বারা হয় কর্ম্মের দ্বারা হয় না, অথবা কর্ম্মের দ্বারা হয় জ্ঞানের দ্বারা হয় না,—গীতা এ উভয় মত-বাদের কোনটীরই অনুমোদন করিলেন না।

তাহার কারণ এই যে, গীতার অনুমোদিত কর্ম্মযোগে উপনীত হইতে হইলে সাধকের পক্ষে কর্ম্মী হওয়াই যথেষ্ট নহে, তাহাকে জ্ঞানী ও ভক্তও হইতে হয়। কারণ, জ্ঞানী না হইলে কর্ম্মী কিরূপে কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিবেন এবং ভক্ত না হইলে কিরূপেই বা সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিবেন? এইরূপ কর্ম্মযোগ যে মুক্তির সোপান, ভগবান্ স্পষ্ট ভাষায় তাহার উপদেশ করিয়াছেন;

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥—গীতা, ২।৫১।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥—গীতা, ১৮।৫৬।

অর্থাৎ 'বুদ্ধিযুক্ত মনীষী ব্যক্তিগণ কর্ম্ম-জন্য ফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন-মুক্ত হইয়া অনাময় (উপদ্রবহীন) মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন।'

'সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে অব্যয় নিত্য-পদ প্রাপ্ত হন।'

গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন,—

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়।—গীতা, ১৬।৫।

'দৈবী যে সম্পদ্, তাহাই মোক্ষের হেতু।'
এই দৈবী সম্পদ্ কি কি?
গীতা এইরূপে তাহার পরিচয় দিয়াছেন :—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমাধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥—গীতা, ১৬।১-৩।

অর্থাৎ, 'নির্ভয়তা, প্রসন্নতা, জ্ঞাননিষ্ঠা, দান, সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অখলতা, সর্ব্বভূতে দয়া, নির্লোভতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শুচিতা, অদ্রোহ এবং অনভিমান—দৈবী-সম্পৎ-যুক্ত ব্যক্তির এই সকল গুণ হয়।'

ইহা হইতে বুঝা যায়, গীতার মতে মুমুক্ষু সাধককে মোক্ষ-পথের জন্য কি কি সাধন সংগ্রহ করিতে হয়। সাধক যখন অভয় প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত উচ্চ গুণগ্রামের অধিকারী হন, তখনই তিনি মুক্তি-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করেন। গীতা নানাস্থানে নানাভাবে এই সকল মোক্ষোপযোগী সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত-

প্রজ্ঞের লক্ষণের নির্দ্দেশে আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি। আবার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের বর্ণনায়ও ঐ সকল বিশিষ্ট সাধনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
নদ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণাবর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

[গীতা, ১৪।২২-২৬]

'ত্রিগুণের কার্য্য প্রকাশ প্রবৃত্তি ও মোহ, গুণাতীত ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইলেও দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি উদাসীনের মত অবস্থিত থাকেন, গুণের দ্বারা বিচলিত হন না। গুণ সকল স্ব স্ব কার্য্যে রহিয়াছে; এই মনে করিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থান করেন। তাঁহার সুখ দুঃখ সমান; তিনি আত্মাতে অবস্থিত। লোষ্ট্র প্রস্তর ও সুবর্ণে তাঁহার সমদৃষ্টি। প্রিয় ও অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি তাঁহার পক্ষে সমতুল্য। তিনি ধীর; মান ও অপমান তাঁহার পক্ষে সমান। শত্রু ও মিত্রে তাঁহার পক্ষে ভেদ নাই। তিনি গুণাতীত; সমস্ত আরম্ভ

পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একান্ত ভক্তিভাবে ভগবানের সেবা করেন। সেই গুণাতীত ব্যক্তি ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন।'

গীতা আরও বলিয়াছেন,—

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণিস্থিতঃ॥—গীতা, ৫।১৯-২০।

'যাঁহাদের মন সাম্যে স্থির হইয়াছে, তাঁহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন ; কারণ, তাঁহারা একান্ত-সম ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়াছেন। প্রিয় প্রাপ্তিতে তাঁহাদের হর্ষ নাই, এবং অপ্রিয় প্রাপ্তিতে তাঁহাদের উদ্বেগ নাই। তাঁহারা স্থির-বুদ্ধি, মোহাতীত, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মে অবস্থিত।'

অন্যত্রও গীতা বলিয়াছেন,—

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥—গীতা, ৫।২৮।
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥—গীতা, ২।৭১।
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥—গীতা, ৪।১০।
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥—গীতা, ৪।৩৯।

'মোক্ষ-পরায়ণ মুনি, যিনি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত করিয়াছেন, এবং ইচ্ছা ভয় ক্রোধ বিজিত করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদামুক্ত।'

'যে পুরুষ সমস্ত কামনা বর্জ্জন করিয়া নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন।'

'অনেক সাধক রাগ, ভয়, ক্রোধ বর্জ্জন করিয়া, ভগবানে তন্ময় হইয়া, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া, ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন।'

'শ্রদ্ধাযুক্ত, তৎপর, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন এবং তাহার ফলে অচিরে পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।'

অতএব সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে গীতার মতে সাধকের এই সকল সাধন সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সাধারণ জ্ঞানমার্গ ও গীতার অনুমোদিত জ্ঞানযোগ এক বস্তু নহে। কারণ, জ্ঞান-বাদীরা যাহাকে কৈবল্য লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা চিৎ ও জড়ের বিবেক জ্ঞান—সৎ ও অসৎ বস্তুর বিচারলব্ধ জ্ঞান। যে জ্ঞান গীতার অভিপ্রেত, তাহা তত্ত্বজ্ঞান,—যাহাকে পরাবিদ্যা বলে, যদ্দ্বারা পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। গীতা বলেন যে, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়, যদ্দ্বারা জীব সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করে।

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।—গীতা, ৪।৩৫।

যিনি এইরূপ জ্ঞানী, যিনি সর্ব্বভূতে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারই সর্ব্বত্র সাম্য-জ্ঞান বা সমতা-বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবান্ এইরূপ সাম্য-জ্ঞানীকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন,—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥—গীতা, ৬।৮-৯।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥—গীতা, ৬।৩২।

বেদবেদাঙ্গসম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥—গীতা, ৫।১৮।

'যে যোগী কূটস্থ (নির্ব্বিকার), জিতেন্দ্রিয়; যাঁহার আত্মা জ্ঞান বিজ্ঞানে তৃপ্ত; যিনি লোষ্ট্র, শিলা ও সুবর্ণে সম-দৃষ্টি; এইরূপ যোগীকে যুক্ত বলে।'

'সুহৃদ্, মিত্র, নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ, শত্রু, বন্ধু, অরি, সাধু এবং অসাধু—এ সমস্তে যিনি সমবুদ্ধি, তিনিই প্রশংসার্হ।'

'হে অর্জ্জুন! যিনি আত্ম-তুলনায় সুখ বা দুঃখ সর্ব্বত্র সমান দেখেন, তিনিই পরম যোগী।'

'বিদ্যা-বিনয়-যুক্ত ব্রাহ্মণ, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালে, পণ্ডিতগণ সমদর্শী।'

এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, প্রকৃত জ্ঞানী সর্ব্বত্র ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ করেন।

এই তত্ত্বজ্ঞানের ফলে জ্ঞান-যোগী কিরূপে মোক্ষলাভ করেন, গীতা তাহারও অনেক উপদেশ দিয়াছেন ;—

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥—গীতা, ৫।১৭।
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥—গীতা, ৪।১০।
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥—গীতা, ৫।১৯-২০।

'তাঁহাতে যাঁহাদের বুদ্ধি, তাঁহাতে যাঁহাদের আত্মা, যাঁহারা তন্নিষ্ঠ, তৎপরায়ণ, জ্ঞান-নির্দ্ধূত-পাপ সেই সাধকগণ অপুনরাবৃত্তি (মোক্ষ) লাভ করেন।'

'ঈশ্বর-পরায়ণ বহু (সাধক), ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া, রাগ ভয় ক্রোধ শূন্য হইয়া, জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন।'

'সাম্যে যাঁহাদিগের মন স্থির হইয়াছে, তাঁহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন; যেহেতু ব্রহ্ম নির্দ্দোষ-সম, অতএব ব্রহ্মে তাঁহাদের স্থিতি হইয়াছে।'

'স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন ব্যক্তি প্রিয়-লাভে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয়-লাভে উদ্বিগ্ন হন না; তিনি ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মে স্থিত।'

এইরূপ জ্ঞান-যোগীর অবস্থা ভগবান্ নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥—গীতা ১৫।৫।

অর্থাৎ, 'যাঁহারা মান-মোহ-শূন্য, যাঁহারা আসক্তি-দোষ জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠ, যাঁহারা নিবৃত্ত-কাম, সুখদুঃখরূপ-দ্বন্দ্বমুক্ত সেই মোহজয়ী (ব্যক্তিগণ) সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।'

গীতা আরও বলিতেছেন,—

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥—গীতা, ১৩।৩০।

অর্থাৎ 'যখন (সাধক) ভূতগণের পৃথক্ ভাব একস্থ (ব্রহ্মে স্থিত) দর্শন করেন এবং তাঁহা হইতেই ভূতগণের বিস্তার উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হন।'

গীতা আরও বলিয়াছেন,—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥—গীতা; ৭।১৯।

অর্থাৎ, 'জ্ঞানী বহু জন্ম অন্তে আমাকে প্রাপ্ত হন, বাসুদেবই সমস্ত— তাঁহার এই জ্ঞান হয়; সেরূপ মহাত্মা দুর্লভ।'

যিনি সর্ব্বত্র ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করেন, যিনি ভগবান্ হইতেই জগতের বিস্তার দেখেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানযোগী।

এরূপ জ্ঞানীকে ভগবদ্ভক্ত হইতেই হয়; কারণ, যিনি অহরহ ভগবান্‌কে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তিনি তাঁহার অনুরাগী না হইয়া থাকিবেন কি করিয়া? অতএব, গীতার মতে জ্ঞান ও ভক্তি অতি নিকট সম্পর্কে জড়িত।

পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় যে, ভক্তি-বাদীরা ভাব-প্রধান অন্ধ নগ্ন ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে চিরবিচ্ছেদ স্থাপন করিয়াছেন এবং জ্ঞান-গন্ধ-হীন ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাই যে, উত্তমা ভক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যসংবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুভজনং ভক্তিরুত্তমা॥

'অন্য-কামনা-শূন্য, জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা অসংবৃত, অনুকূল ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন, ইহাই পরমা-ভক্তি।'

তাহার ফলে, ব্রজগোপীই ভক্তের চরম আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছেন।

ব্রজগোপিকাদিবৎ।—নারদসূত্র।

'কিরূপ ভাবে ভগবান্‌কে ভজন করিবে? যেমন ব্রজগোপীরা করিয়াছিলেন।'

গোপ্যঃ কামাদ্।—ভাগবত, ৭।১।২৯।

'কামের দ্বারা গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন।'

গীতার মতে কিন্তু দেখা যায় যে, জ্ঞানীই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥

[গীতা, ৭।১৬-১৮]

ভগবান্ বলিতেছেন যে, 'আমার চারিশ্রেণীর ভক্ত আছে; আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। ইহার মধ্যে জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি ভগবানে একান্ত ভক্তিযুক্ত; তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবান্কেই পরমগতি জানিয়া ভগবান্কে আশ্রয় করিয়াছেন। এরূপ জ্ঞানী ভগবানের যেন আত্মা। ভগবান্ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু এবং তিনিও ভগবানের প্রিয়।'

গীতা দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, ভাব-প্রধান ভক্তি গীতার লক্ষ্য নহে।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥

[গীতা, ১২।১৩-১৯]

'আমার যে ভক্ত সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্র, কৃপালু, মমত্বহীন, অহঙ্কারশূন্য, সুখদুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত, যোগী, দৃঢ়নিশ্চয়, আমাতেই যাহার মন বুদ্ধি সমর্পিত, সেই আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, যে হর্ষ অমর্ষ ভয় ও উদ্বেগশূন্য, সেই আমার প্রিয়। শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাহীন, নিরপেক্ষ, যে সমস্ত আরম্ভ (সংকল্পপূর্ব্বক উদ্যম) পরিত্যাগ করিয়াছে, এরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যে হর্ষ করেনা, দ্বেষ করে না, শোক করে না, অহঙ্কার করে না, শুভাশুভ ত্যাগ করিয়াছে,—এরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যাহার পক্ষে শত্রু মিত্র সমান, মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখদুঃখে যাহার সমবুদ্ধি, যে আসক্তিশূন্য, নিন্দা ও স্তুতিতে যাহার তুল্য জ্ঞান, যে মৌনী, যাহা-তাহাতেই সন্তুষ্ট, আশ্রয়-হীন, স্থির-চিত্ত,—এরূপ ভক্তই আমার প্রিয়।'

জ্ঞান যে ভক্তি হইতে বিযুক্ত নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য গীতা অন্যত্র জ্ঞানের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে বলিয়াছেন,

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।—গীতা, ১৩।১০।

'অনন্যযোগে অব্যভিচারী ভক্তিই জ্ঞান।'

আমরা দেখিয়াছি যে, ধ্যানবাদীদিগের মতে চিত্তবৃত্তি-নিরোধই কৈবল্য সিদ্ধির একমাত্র উপায়। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য তাঁহারা নানা

উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন—অভ্যাস বৈরাগ্য, ঈশ্বর-প্রণিধান, প্রাণায়াম, অভিমত-ধ্যান ইত্যাদি। এবং যোগসিদ্ধির ফলে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থিতি হয়,—পুরুষ কেবল (স্বতন্ত্র) হইয়া নির্ম্মল স্বজ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত হন,—এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের অভিমত যোগ, জীবব্রহ্মের সংযোগ নহে,—পুরুষ প্রকৃতির বিয়োগ।

পুংপ্রকৃত্যোর্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতা ভূয়োভূয়ঃ মনঃসংযম করিয়া চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।—গীতা, ৬।১৪।

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, যোগের ফলে যে শান্তিলাভ করা যায় তাহা ভগবানে স্থিতির ফল।

শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি।—গীতা, ৬।১৫।

অতএব গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে এ মতে যোগ একবারেই অসম্ভব। গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ভজনা করেন।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

[গীতা, ৬।৪৭]

গীতা আরও বলেন,—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

[গীতা, ৬।৩০-৩১]

'যে আমাকে (ঈশ্বরকে) সকলেতে দেখে, এবং সকলকে আমাতে দেখে, আমি কখনও তাহার অদৃশ্য হইনা, এবং সেও আমার অদৃশ্য হয় না।'

'যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়া সর্ব্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করে, সে যে ভাবেই থাকুক না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করে।'

সেই জন্য ভগবান্ গীতাতে এইরূপে চরম যোগের উপদেশ দিয়াছেন :—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবং আত্মানং মৎপরায়ণঃ॥—গীতা, ৯।৩৪।

অর্থাৎ, 'আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এইরূপে আত্মাকে যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে।'

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥—গীতা, ৬।২৯।

'সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিশীল সমাহিত-চিত্ত যোগী, সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন।'

অতএব দেখা যাইতেছে, গীতার মতে ধ্যানযোগ দ্বারাও মোক্ষলাভ হয়; কিন্তু সে ধ্যান ভক্তি-বর্জ্জিত নহে। ধ্যানবাদে ঈশ্বরের স্থান কতদূর গৌণ এবং তাহাতে ভক্তির অবসর কত অত্যল্প, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু গীতার অনুমোদিত ধ্যানযোগের ঈশ্বরই প্রধান অবলম্বন এবং ভক্তিই

তাহাতে মুখ্য। আর তাহার ফলে যোগী সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়া সর্ব্বভূতে ভগবানের সাক্ষাৎকার-রূপ চরমজ্ঞান লাভ করেন।

তবেই দেখা গেল যে, কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, কি ধ্যান—গীতা সকলের সহিতই ঈশ্বর-ভক্তি সংযুক্ত করিয়াছেন। যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ গীতোপদিষ্ট কর্ম্ম, জ্ঞান ও ধ্যানের মধ্যে ঈশ্বর গ্রথিত রহিয়াছেন; কর্ম্ম-বাদ, জ্ঞান-বাদ ও ধ্যান-বাদ—প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বরবাদ অনুস্যূত রহিয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাদরায়ণ বিদ্যাকেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়াছেন।

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ।—৩।৪।১ সূত্র।

অস্মাদ্ বেদান্তবিহিতাদ্ আত্মজ্ঞানাৎ স্বতন্ত্রাৎ পুরুষার্থঃ সিদ্ধতি ইতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে।—শঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ, 'বাদরায়ণের মতে কেবল বেদান্তবিহিত আত্মজ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।' কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন,—

তরতি শোকম্ আত্মবিৎ। ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি॥

'আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক তরণ করেন।' 'যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন।' অতএব বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে বিদ্যাই পুরুষার্থের জননী—কর্ম্ম বিদ্যার অঙ্গ মাত্র।

জৈমিনির সিদ্ধান্ত ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহার মতে জ্ঞানই কর্ম্মের অঙ্গ। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে বাদরায়ণ কর্ম্ম ও জ্ঞানের অঙ্গাঙ্গিত্ব বিচার করিতে জৈমিনির মত পূর্ব্বপক্ষরূপে উপস্থিত করিয়াছেন।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষু ইতি জৈমিনিঃ।—৩।৪।২।

জৈমিনির মত এই যে, জ্ঞানের ফলে মুক্তি হয়, শ্রুতিতে এইরূপ যে সকল উপদেশ দৃষ্ট হয়, তাহা অর্থবাদ মাত্র। দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন, তিনিই কর্ম্মের কর্ত্তা, এই জ্ঞান দৃঢ় করিয়া কর্ম্মীকে কর্ম্মে উৎ-উৎসাহিত করাই ঐ সকল শ্রুতি-বাক্যের লক্ষ্য।

বাদরায়ণ ৩ হইতে ৭ পর্য্যন্ত সূত্রে, এ সম্বন্ধে জৈমিনির যুক্তির সংকলন করিয়া ৮ হইতে ১৭ সূত্রে এক এক করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন।

অতোঽপি ন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্বং নাপি তদ্ বিষয়ায়াঃ ফল-শ্রুতেরযথার্থত্বং শক্যম্ আশ্রয়িতুম্।—৩।৪।১৫ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।

'অতএব বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলা এবং বিদ্যার ফল-শ্রুতিকে অযথার্থ (অর্থবাদ) বলা সঙ্গত নহে।'

আশ্রমবিহিত কর্ম্ম যে জ্ঞানের অঙ্গ—জ্ঞানোৎপত্তির সহকারি কারণ,—বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রে তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন;

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতে রশ্ববৎ।*—৩।৪।২৬ সূত্র।

বিহিতত্বাদ্ আশ্রমকর্ম্মাপি। সহকারিত্বেন চ।

[৩।৪।৩২-৩৩ সূত্র।]

বিদ্যাসহকারীণি তু এতানি স্যুঃ।—শঙ্কর।

অর্থাৎ 'আশ্রমবিহিত কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির সহকারী কারণ।'

---

* উৎপন্না হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং প্রতি ন কিঞ্চিদন্যদ্ অপেক্ষতে। উৎপত্তিং প্রতি তু অপেক্ষতে। কুতঃ ? যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ।—এই সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য।

জ্ঞানোৎপত্তির অঙ্গরূপে শম দমাদিও অবশ্য-অনুষ্ঠেয়। বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রে তাহার উপদেশ করিয়াছেন।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্‌বিধেঃ তদঙ্গতয়া তেষা মবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ।—৩।৪।২৭ সূত্র।

যদি প্রতিবন্ধ না থাকে, তবে ইহজন্মেই জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে; নতুবা জন্মান্তরে হয়।

ঐহিকমপি অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্‌দর্শনাৎ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫১]

তস্মাৎ ঐহিকম্ আমুষ্মিকং বা বিদ্যাজন্ম প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়া ইতি স্থিতম্।—শঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ, 'প্রতিবন্ধ দূর হইলে ইহজন্মে বা জন্মান্তরে বিদ্যা (জ্ঞান) উৎপন্ন হইবেই।'

বাদরায়ণের মতে মুক্তি এই বিদ্যার ফল। তাহারও ঐরূপ অনিয়ম; অর্থাৎ, মুক্তিও ঐহিক বা আমুষ্মিক হইতে পারে।

এবং মুক্তিফলানিয়মঃ। তদবস্থাবধৃতেঃ।*

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫২]

কিন্তু এই শম-দমাদি এবং এই সমস্ত আশ্রম কর্ম্ম বিদ্যালাভের

---

* এই সূত্রের শঙ্করের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। আমি এস্থলে রামানুজের মত অনুসরণ করিয়াছি।

বহিরঙ্গ সাধন মাত্র। বিদ্যার অন্তরঙ্গ সাধন—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন,

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

'আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।' অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রথমতঃ আত্মবিষয়ে শ্রুতিবাক্য—শ্রবণ করিতে হইবে। পরে তাহাকে মনন এবং তাহার সম্বন্ধে নিদিধ্যাসন (একান্ত ও একাগ্রভাবে চিন্তা) করিতে হইবে। তাহার ফলে সাধক আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করিবেন। বাদরায়ণ এই শ্রুতিকে লক্ষ্য করিয়া সূত্র করিয়াছেন,—

আবৃত্তিরসকৃদ্ উপদেশাৎ ॥
লিঙ্গাচ্চ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১-২।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন,—এ সকল অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। যাবৎ না আত্মদর্শন হয়, তাবৎকাল করিতে হইবে। শাস্ত্র সেই অভিপ্রায়েই বারবার এবং শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন।

এই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কেবল পুনঃ পুনঃ নহে, দেহান্ত পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১২।

এই আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য উপনিষদে বিবিধ উপাসনাপ্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে। বাদরায়ণ তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

নানা শব্দাদিভেদাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৫৮।

এই উপাসনা প্রধানতঃ ত্রিবিধ ;—অঙ্গাশ্রিত, তটস্থ বা প্রতীক ও অহংগ্রহ। * অহংগ্রহ উপাসনাই বাদরায়ণের অনুমোদিত। এ বিষয়ে তিনি সূত্র করিয়াছেন,

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৩।

'সেই পরমাত্মাকে নিজের আত্মারূপে জানিতে হইবে।' অর্থাৎ, "সোঽহং" ভাবে উপাসনা করিতে হইবে।

প্রতীক উপাসনার দ্বারা এ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। অতএব বাদরায়ণের উপদেশ এই যে, প্রতীকে অহংজ্ঞান ন্যস্ত করিবে না।

ন প্রতাকে ন হি সঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৪।

পরন্তু, প্রতীকে ব্রহ্ম দৃষ্টি করিতে হইবে।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৫।

---

* প্রত্যেক উপাসনার নানা ভেদ উপনিষদে উপদিষ্ট থাকায় বাদরায়ণ তাহাদের বিকল্প করিতে হইবে অথবা সমুচ্চয় করিতে হইবে, এই পাদের ৫৮ হইতে ৬৬ সূত্র পর্য্যন্ত তাহার বিচার করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে অহংগ্রহ উপাসনাতেই বিকল্পের নিয়ম অর্থাৎ কোন এক বিশেষ প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে।

বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥—ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৫৯।

তটস্থ উপাসনায় সাধক ইচ্ছামত সমুচ্চয় করিতেও পারেন, নাও করিতে পারেন।

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চিয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥—ব্র, সূ, ৩।৩।৬০।

এবং অঙ্গাশ্রিত উপাসনা বিকল্পে ও সমুচ্চয়ে—যেমন ইচ্ছা করিতে পারে[illegible]।

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥—ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৬১।

কারণ, ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইলে প্রতীকও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের অধ্যাসবলে উৎকৃষ্ট ফল দান করে।

বলা বাহুল্য যে, এ সকল উপাসনা ও ভক্তিপ্রণোদিত ঈশ্বরভজন, এক বস্তু নহে। বস্তুতঃ, ব্রহ্মসূত্রে কোথাও "ভক্তি"শব্দের প্রয়োগ নাই; ভক্তির কথাও কোথাও পাওয়া যায় না। তবে তিনটী মাত্র সূত্রে ভক্তির ইঙ্গিত আছে। যথা :—

(১) অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।—৩।২।২৪ সূত্র।

অপি চৈনম্ আত্মানং সংরাধনকালে পশ্যন্তি যোগিনঃ। সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্।—শঙ্করভাষ্য।

'যোগীরা সংরাধনকালে পরমাত্মাকে দর্শন করেন; সংরাধন অর্থে ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধানাদির অনুষ্ঠান।'

(২) পরাভিধ্যানাৎ তু তিরোহিতম্।—৩।২।৫ সূত্র।

তৎপুনস্তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরমভিধ্যায়তো যতমানস্য জন্তোঃ * * * * ঈশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কস্যচিদ্ আবির্ভবতি।

'জীবের সেই তিরোহিত ঈশ্বরভাব, পরমেশ্বরের ধ্যানকারী যত্নশীল সাধক ঈশ্বরপ্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে পুনঃ প্রাপ্ত হন।'

(৩) তদোকোগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া।—৪।২।১৭

'বিদ্বান্ সাধকের ব্রহ্মাগার (হৃদয়) উজ্জ্বলিত হয়। সেই উজ্জ্বলনে

তিনি (নির্গমন) দ্বার দেখিতে পান এবং শতাধিক নাড়ী (সুষুম্না মার্গে) ‘হার্দ্দানুগৃহীত’ সাধক নিষ্ক্রান্ত হন।

হার্দ্দানুগৃহীতঃ=হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সমুপাসিতেন অনু-গৃহীতঃ।—শঙ্কর।

প্রসন্নেন হার্দ্দেন পরমপুরুষেণ অনুগৃহীতঃ।—রামানুজ।

অর্থাৎ এইরূপ সাধকের প্রতি হৃদিস্থিত উপাসিত ভগবানের অনুগ্রহ হয়।

এ ভিন্ন ব্রহ্মসূত্রের আর কোথাও ঈশ্বর ভক্তির প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না।

কিন্তু গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতাতে ভক্তির স্থান অতি উচ্চ—ভক্তিই সাধকের মুখ্য অবলম্বন—ভক্তিই সাধনপথের প্রধান সম্বল।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥—গীতা, ৭।১৪।

অর্থাৎ ভগবানের যে গুণময়ী মায়া—যদ্দারা জীবের বন্ধন—সেই মায়াতরণ অতি দুঃসাধ্য। কেবল যাঁহারা ভগবানের নিকট পঁহুছিতে পারেন তাঁহারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হন।

তাঁহার নিকট পঁহুছিবার উপায় কি?

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।
[গীতা, ১৮।৬২]

হে অর্জ্জুন! 'সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণ লও; তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে।'

গীতা নানা স্থানে, এইরূপে ভক্তিকেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির মুখ্য উপায় করিয়াছেন ;—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥—গীতা, ৯।৩৪।
মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥—গীতা, ১০।৯।
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥

[গীতা, ১১।৫৪-৫৫]

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥—গীতা, ১২।৬-৮।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥—গীতা ৮।৭-১০।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥—গীতা, ৮।১৪।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥—গীতা, ৮।২২।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥—গীতা, ১৪।২৬।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥—গীতা, ১৮।৫৬।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥—গীতা, ১৫।১৯।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যতি ॥

[গীতা, ১৮।৫৮]

'আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে ভজনা কর. আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এই রূপে আত্মার যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে।'

'যাঁহারা চিত্ত প্রাণ আমাতেই সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করিয়া এবং পরস্পরকে আমার কথা বুঝাইয়া সন্তোষ ও আরাম প্রাপ্ত হন।'

'হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যভক্তির দ্বারা এবংবিধ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। হে পাণ্ডব! যে আমার কর্ম্ম করে, আমিই যাহার পরম, যে আমার ভক্ত, যে আসক্তি-শূন্য, সর্ব্বভূতে বৈরহীন, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয়।'

'যাহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সন্ন্যাস করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য-যোগ দ্বারা আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করে, আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই সাধকদিগকে আমি অচিরে মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি। আমাতে মন সমর্পণ কর, আমাতেই বুদ্ধি স্থাপন কর,—এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই দেহান্তে আমাতে বাস করিবে।'

'অতএব, সর্ব্বদা আমাকে শরণ কর, এবং যুদ্ধ (স্বধর্ম্ম-পালন) কর। আমাতে মন বুদ্ধি অর্পণ করিলে নিঃসংশয় আমাকেই পাইবে। হে পার্থ! অভ্যাসযোগ দ্বারা, একাগ্র এবং অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা, দিব্য পরমপুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

'কবি (সর্ব্বজ্ঞ), পুরাতন, নিয়ন্তা, সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম সকলের ধাতা,

অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যবর্ণ, তমসের পারস্থিত পুরুষকে যিনি অন্তকালে নিশ্চল মনে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং যোগবলে ভ্রূযুগ্মের মধ্যে প্রাণকে সুস্থির করিয়া ধ্যান করেন, তিনি সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।'

'যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া সতত আমাকে স্মরণ করেন, সেই অনন্যচিত্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ।'

'হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ, যিনি সর্ব্বব্যাপী, সমস্ত ভূত যাঁহাতে অবস্থিত, তাঁহাকে অনন্যভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়।'

'যিনি আমাকে একান্ত-ভক্তি-যোগ দ্বারা সেবা করেন, তিনি সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হন।'

'(সাধক) সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্ম আমার আশ্রয়ে সম্পাদন করিয়া আমার প্রসাদে অব্যয় নিত্যধাম প্রাপ্ত হন।'

'মোহহীন যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সর্ব্বভাবে আমাকে ভজনা করে।'

'আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমার প্রসাদে মায়া উত্তীর্ণ হইবে।'

কিন্তু এই যে ভক্তি, যাহাকে ভগবান্ মায়াতরণের তরণীরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—সে ভক্তি জ্ঞান-কর্ম্ম-ধ্যান-বর্জ্জিত ভক্তি নহে। সে ভক্তির সহিত জ্ঞান, কর্ম্ম ও ধ্যান অপূর্ব্ব সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত। ভগবান্ বলিতেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

[গীতা, ১০।১০-১১]

'সর্ব্বদা আমাতে অর্পিতচিত্ত এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনাকারী-দিগকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। তাহাদের অনুকম্পার জন্য আমি আত্মভাবে (বুদ্ধিবৃত্তিতে) অবস্থিত হইয়া, উজ্জ্বল জ্ঞান-দীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার নাশ করি।'

তবেই দেখা যাইতেছে, ভগবদ্‌ভক্ত উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী হন। ভক্ত যে নিষ্কর্ম্মা ভাবুক মাত্র নহেন, গীতা তাহাও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥—গীতা, ১১।৫৫।

'হে অর্জ্জুন! যে আমার কর্ম্ম করে, আমি যাহার পরম, যে আমার ভক্ত, যে আসক্তিশূন্য, সর্ব্বভূতে বৈরহীন, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়।'

এইরূপ দেখা যায় যে, ভক্ত সাধক ধ্যানযোগেও বিরত নহেন ;

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥—গীতা, ৯।৩৪।
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥—গীতা, ১২।৬।

'আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এইরূপে আত্মার যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে।'

'যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সন্ন্যাস করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যযোগ দ্বারা আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন।'

গীতা আরও বলিয়াছেন :—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন-
ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্-
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥
[গীতা, ৮।৮-১০]

'হে পার্থ! অভ্যাসযোগ-দ্বারা-একাগ্র এবং অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা দিব্যপুরুষকে ধ্যান করিলে, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি অন্তকালে নিশ্চল মনে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং যোগবলে ভ্রূযুগের মধ্যে প্রাণকে সুস্থির করিয়া জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।'

অতএব গীতার অনুমোদিত ভক্তি, জ্ঞান-কর্ম্ম-ধ্যান সমন্বিত ভক্তি।

গীতায় ভগবদ্‌ভক্তি কতদূর প্রধান, শেষ অধ্যায়ের আলোচনা করিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। ভগবান্ বলিতেছেন—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

[গীতা, ১৮।৫১-৫৫]

'বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৃতির দ্বারা আত্মাকে সংযত করিয়া, শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, রাগ ও দ্বেষ অপসারিত করিয়া, বিজনবাসী ও মিতভোজী হইয়া, কায়মনঃবাক্য সংযত করিয়া, সর্ব্বদা ধ্যানযোগে রত থাকিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, অহংকার বল দর্প ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মম (মমত্বশূন্য) ও শান্ত হইয়া, সাধক ব্রহ্মভূত হন। ব্রহ্মভূত সাধক প্রসন্নাত্মা হইয়া শোকও করেন না, কামনাও করেন না; তিনি সর্ব্বভূতে সমান হন এবং আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন। ভক্তিদ্বারা আমি কে এবং কিরূপ তাহা যথার্থরূপে জ্ঞাত হন; তাহার পর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া অনন্তর আমাতে প্রবেশ করেন।'

এই যে বিশুদ্ধা ভক্তি, ভগবান্ ইহাকে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ বলিয়াছেন :—

নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।—গীতা, ১৮।৫০।

সেই পরাভক্তি সাধন নহে, সাধ্য। ভগবান্ এখানে তাহারও উপরের অবস্থার কথা বলিলেন। ব্রহ্মভূত হইয়া তবে এই ভক্তি লাভ করা যায়। এই ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন,—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্ ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

'যাঁহারা আত্মারাম, যাঁহাদের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, সেই মুনিগণ উরুক্রম (ভগবানে) অহৈতুকী ভক্তি করেন। হরির এমনই গুণ।'

সাধন সম্বন্ধে গীতার চরম উপদেশ এই :—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

[গীতা, ১৮।৬৪-৬৫]

'সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর; তুমি আমার অতি প্রিয়, এজন্য তোমার হিত বলিতেছি। আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর, এরূপ করিলে আমাকেই পাইবে; তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি।'

গীতা যে এইভাবে সাধনার পক্ষে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন, বুঝিয়া দেখিলে তাহার সবিশেষ সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়।

আমরা দেখিয়াছি যে, জীব ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্ম অগ্নি, জীব বিস্ফুলিঙ্গ; ব্রহ্ম সিন্ধু, জীব বিন্দু; ব্রহ্ম চিদাকাশ, জীব চিন্মাত্র। এই স্ফুলিঙ্গকে অগ্নিতে বিকশিত করিতে হইবে; এই বিন্দুকে সিন্ধুতে নিমজ্জিত করিতে হইবে; এই চিন্মাত্রকে চিদাকাশে প্রসারিত করিতে হইবে। এক কথায় জীবকে ব্রহ্ম হইতে হইবে। এরূপ হওয়ার উপায় সাধনা। এরূপ সাধনা আশ্রয় করিতে হইবে, যাহার ফলে জীবের ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। সে কোন্ সাধনা, যাহার এই অমৃতময় ফল?

জীব যখন ব্রহ্মের অংশ, এবং ব্রহ্ম যখন সচ্চিদানন্দ, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে এই প্রকাণ্ড প্রভেদ যে, ব্রহ্মে এই সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব সুব্যক্ত; কিন্তু জীবে ইহারা অব্যক্ত। এই অব্যক্ত সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাবকে সাধনার দ্বারা সুব্যক্ত করিতে পারিলে, তবে জীব ব্রহ্ম হইতে পারেন। বস্তুতঃ, সাধনার চরম এই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। জীব কোন্ সাধনের বলে ব্রহ্ম হইবেন?

অবশ্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

'যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন।' কিন্তু শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন যে,—

ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অবৈতি।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬।

'ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্মকে জানা যায়।'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জীবের ব্রহ্ম হওয়ার অর্থ, জীব-গত চিৎ-ভাব (যাহার প্রকাশ বিজ্ঞানময় কোশে) ও আনন্দ-ভাব (যাহার প্রকাশ আনন্দময় কোশে) এবং সৎ-ভাব (যাহার প্রকাশ হিরণ্ময় কোশে)——এই

তিন ভাবকে সুব্যক্ত করা। সাধনার ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে। যাহার চিত্ত অশুদ্ধ, সে সাধক উচ্চ সাধনার অধিকারী নহে।* সেই জন্য গীতা বলিয়াছেন,—

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥—গীতা, ১৮।৫-৬।

অর্থাৎ, 'যজ্ঞ, দান, তপঃ এ সকল কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, অনুষ্ঠান করাই উচিত। কারণ, যজ্ঞ, দান, তপঃ,—ইহারা মনীষীদিগের চিত্তশুদ্ধি করে। কিন্তু, এ সকল কর্ম্ম আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া করিতে হইবে। হে পার্থ! ইহাই আমার দৃঢ় মত।'

পরে জ্ঞান-যোগ দ্বারা আত্মার যে চিৎ-ভাব, বিজ্ঞানময় কোশের সাহায্যে তাহার বিকাশ করিতে হইবে। এবং ভক্তি-যোগ দ্বারা আত্মার যে আনন্দ-ভাব, আনন্দময় কোশের সাহায্যে তাহার বিকাশ করিতে হইবে।

---

* এই মত সমর্থনের জন্য শঙ্করাচার্য্য নিম্নোক্ত স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

কষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানন্তু পরমাগতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥

'কর্ম্ম সকল পাপ-পাচক—পাপের নাশক ; জ্ঞানই পরমাগতি। কর্ম্মের দ্বারা পাপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, পরে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।'

শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা, আত্মার যে সৎ-ভাব, হিরণ্ময় কোশের সাহায্যে * তাহার বিকাশ করিতে হইবে। এইরূপে যখন আত্মার চিৎ-ভাব, আনন্দ-ভাব ও সৎ-ভাব সম্পূর্ণ বিকশিত হইবে, তখন আর জীব—জীব থাকিবে না, ব্রহ্ম হইবে। ঈশোপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রে এই বিষয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।—ঈশ, ১৫।

'হিরণ্ময় আচ্ছাদনে সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে; হে পূষন্! সেই আচ্ছাদন অপসৃত কর; আমি সত্য-ধর্ম্মা হইয়াছি, আমি সত্যের অনাবৃত মুখ দেখিব।'

এই হিরণ্ময় আবরণে আচ্ছাদিত সত্যই মায়া-উপহিত জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা। যে জীব সত্য-ধর্ম্মা হইয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সাধনবলে স্ব-গত সর্ব্বোচ্চ সৎ-ভাব সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়াছেন, তিনিই সেই পরমাত্মার অনাবৃত স্বরূপের সাক্ষাৎ পাইবার যোগ্য। সেই জন্য তিনি বলিতেছেন,—

---

* হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণতঃ পাঁচটী মাত্র কোশের উল্লেখ পাওয়া যায়; অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। কিন্তু স্থানে স্থানে ইহার উপর হিরণ্ময় কোশের উল্লেখ দেখা যায়;—

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।—মুণ্ডক, ২।২।৯।

বোধ হয়, এই ছয় কোশকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বোপনিষদ্ "ষণ্ণাং কোশাণাং সমূহঃ"—এইরূপ বলিয়াছেন। এই হিরণ্ময় কোশই জীবের সূক্ষ্মতম ও শ্রেষ্ঠতম কোশ; সেইজন্য "পরে কোশে" এইরূপ বলা হইয়াছে।

তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি।

'তোমার যে কল্যাণ-তম জ্যোতির্ম্ময় রূপ, তাহাই আমি দেখিব, সেই পুরুষ ও আমি অভিন্ন—"সোঽহম্"।'

ঈশোপনিষদের ঐ মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কিঞ্চাহং নতু ত্বাং ভৃত্যবৎ যাচে। যোঽসৌ আদিত্যমণ্ডলস্থো ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ * * সোঽহং ভবামি।

'আমি ভৃত্যভাবে তোমার সাক্ষাৎ যাচ্ঞা করিতেছি না; কারণ, সবিতৃ-মণ্ডলে যে ওঁকার-ময় পুরুষ (নারায়ণ), আমিই তিনি,—"সোঽহম্"।'

যিনি সাধনের চরম-ফল লাভ করিয়া চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব বিকাশের পর, সৎ-ভাবও বিকশিত করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-ভূত হইয়াছেন, তিনি ভিন্ন এ কথা আর কে বলিতে পারে?

অতএব, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানের সমন্বয় উপদেশ দিয়া গীতা দেখাইয়াছেন যে, জীবের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য কেবল কর্ম্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল ভক্তি, কেবল ধ্যান, যথেষ্ট নহে; জীবকে ব্রহ্মে বিকশিত করিতে হইলে, এ মার্গচতুষ্টয়কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা আত্মার আংশিক, ঐকদেশিক বিকাশ মাত্র হইবে। সেইজন্য গীতা কর্ম্ম-বাদ, জ্ঞান-বাদ, ভক্তি-বাদ ও ধ্যান-বাদের সামঞ্জস্য করিয়া এই অপূর্ব্ব সমন্বয়-বাদের উপদেশ দিয়াছেন।

৫। ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল।

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যই মুক্তের লক্ষণ এবং ব্রহ্মের সহিত ঐক্যই (একীভাব বা অবিভাগই) মুক্তির স্বরূপ। কারণ অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" অন্য পক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে মুক্ত পুরুষ, কখনই ব্রহ্মের স্বরূপ-ঐক্য লাভ করেন না; তিনি ব্রহ্মের স্বভাব প্রাপ্ত হন বটে, ব্রহ্মোচিত গুণে ভূষিত হয়েন বটে, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত কখনই একীভূত হন না। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর অনুমোদিত মুক্তি। এই বিরোধ স্থলে গীতার উপদেশ কি?

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঋষিরা জীবের উৎক্রান্তির দুইটী মার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—উত্তরমার্গ ও দক্ষিণমার্গ। ইহাদিগকে যথাক্রমে দেবযান ও ধূমযান বলে। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের উপদেশ এইরূপ,—

অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসংভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্যান্ ষড় দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্ নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি॥

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি॥

তস্মিন্যাবৎসংপাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবতি॥

অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি। ত ইহ ব্রীহি-

যবা ঔষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেঽতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যোহ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি ॥

[ছান্দোগ্য ৫।১০।৩-৬]

'আর যাহারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ধূমকে প্রাপ্ত হয়; ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে ছয়মাস দক্ষিণায়ন (যখন সূর্য্য দক্ষিণদিকে উদিত হন) প্রাপ্ত হয়; তাহারা বৎসরকে প্রাপ্ত হয় না। মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইলে চন্দ্রমা—ইনি রাজা সোম। সে দেবতাদিগের অন্ন হয়; দেবতারা তাহাকে ভক্ষণ করেন। সেখানে কর্ম্মক্ষয় অবধি বাস করিয়া সে যে পথে আকাশে আগমন করিয়াছিল, সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইয়া ধূম হয়; ধূম হইয়া অভ্র হয়; অভ্র হইয়া মেঘ হয়; মেঘ হইয়া বৃষ্টি হয়; পরে ব্রীহি যব ওষধি বনস্পতি বা তিল মাষ রূপে উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে নির্গমন অতি দুরূহ; যে সেই অন্ন ভক্ষণ করে, সে তাহার রেতোভূত হয়।'

ইহাই ধূমযান—দক্ষিণ মার্গ। এই যানে যে সকল সাধক যাত্রা করেন, তাঁহাদের আবার মানব আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা দেবযানে যাত্রা করেন তাঁহারা ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন; সেখান হইতে তাঁহাদের আর ফিরিতে হয় না। তাঁহাদের সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এইরূপ বলিয়াছেন—

যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চিষমভিসংভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙেতি মাসাংস্তান্ ॥

মাসেভ্য সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসোবিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।—ছান্দোগ্য, ৫।১০।১-২।

অথ যদু চৈবাস্মিংচ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চিষমভি সংভবন্ত্যর্চির্ষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতিমাসাং স্তান্মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে॥—ছান্দোগ্য, ৪।১৫।৫।

'যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধারূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হন; অর্চ্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয়মাস (যখন সূর্য্য উত্তর দিকে উদিত হন), মাস হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ। এক অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকে ব্রহ্ম প্রাপ্তি করান; ইহাই দেবযান পন্থা।'

'আর এরূপ ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কেহ করুক বা নাই করুক, তিনি অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হন; অর্চ্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ন ছয়মাস (যখন সূর্য্য উত্তর দিকে উদিত হন), মাস হইতে সংবৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ। এক অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান; ইহাই দেবযান পথ। এ পথে গমনকারীকে আর মানব আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।'

গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতাও ধূমযান ও দেবযানের উল্লেখ করিয়াছেন—

যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়ণম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥—গীতা, ৮।২৩-২৬।

'হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! যে কালে যোগী দেহত্যাগ করিলে তাঁহার আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি হয়, সেই কালের বিষয় বলিতেছি। অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস—তখন প্রয়াণ করিলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দাক্ষিণায়ন ছয়মাস—তখন যোগী চন্দ্রের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া আবার আবর্ত্তন করেন। শুক্ল ও কৃষ্ণ, জগতের এই চিরন্তন দুই গতি; একের দ্বারা আবৃত্তি ও অন্যের দ্বারা অনাবৃত্তি লাভ হয়।'

অতএব, গীতাও বলিলেন যে, শুক্লপথে (উত্তর মার্গে) আবৃত্তি হয় না; কিন্তু কৃষ্ণপথে (দক্ষিণ মার্গে) আবৃত্তি হয়। দক্ষিণ মার্গীর আবৃত্তি গীতা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশাল
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥—গীতা, ৯।২০-২১।

'কর্ম্মকাণ্ডী সোমপায়ী যাজ্ঞিকেরা পাপহীন হইয়া যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তির কামনা করে; তাহারা তাহার ফলে পুণ্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ ভোগ করে। সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর, তাহারা পুণ্যক্ষয় হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আইসে। এইরূপে সকাম সাধক কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ গতাগতি করিতে থাকে।'

বাদরায়ণ চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে জীবের উৎক্রান্তির প্রকার বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশের সার এই যে, যখন মরণ উপস্থিত হয়, তখন জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তি ভূত-সূক্ষ্মে সম্পিণ্ডিত হয়। জীব সেই সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করিয়া দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ।—ব্রহ্ম সূত্র, ৪।২।৯।

'জীব মরণ কালে সূক্ষ্ম-শরীর লইয়া পরলোক যাত্রা করে।'

গীতাও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥—গীতা, ১৫।৮।

'জীবরূপী ঈশ্বর যে শরীর গ্রহণ করেন, এবং শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন; বায়ু যেমন আধার (পুষ্পাদি) হইতে গন্ধাংশ গ্রহণ করিয়া গমন করে, আত্মাও সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকলকে গ্রহণ করিয়া গমন করেন।'

বাদরায়ণের মতে বিদ্বান্ অবিদ্বান্, উপাসক অনুপাসক,—সকলেরই উৎক্রান্তি হয়। তিনি বলেন, শ্রুতি যে বিদ্বানের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে শরীর হইতে উৎক্রান্তির বারণ হয় নাই, জীব হইতে উৎক্রান্তিই প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ ভাবেই নিম্নোক্ত শ্রুতি-বাক্য বুঝিতে হইবে :—

ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি। অত্রৈব সমবনায়ন্তে।

'ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ সমূহ তাঁহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না,— এখানেই বিলীন হয়।'

সেই মর্ম্মে বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ।*—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১২।

অতএব তাঁহার মতে বিদ্বান অবিদ্বান্—সকলেরই উৎক্রান্তি হয়। কিন্তু উৎক্রান্তির প্রকারে কিছু বিশেষ আছে। অবিদ্বান্ যে সে নাড়ী দিয়া বহির্গত হয়। কিন্তু জ্ঞানী উপাসক মূর্দ্ধণ্য সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা সূর্য্য রশ্মিকে অবলম্বন করিয়া নির্গত হন।

তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষ গত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া। রশ্ম্যনুসারী॥

[ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৭-১৮]

* শঙ্কর এই সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; তাহা সঙ্গত মনে হয় না। রামানুজের মতে ইহা সিদ্ধান্ত সূত্র। আমি তাঁহারই মতানুসরণ করিয়াছি।

অর্থাৎ, 'জ্ঞানী উপাসকের হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদ্যোতিত হয়। তিনি তদ্দ্বারা নির্গমনের দ্বার অবগত হন; এবং হৃদিস্থিত ব্রহ্মের অনুগ্রহে শতাধিক (সুষম্না) নাড়ীর দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ করেন।' ইহাই দেবযান মার্গ। বাদরায়ণ তৃতীয় পাদে এই মার্গের আলোচনা করিয়াছেন; তিনি বলেন যে, সকল ব্রহ্মজ্ঞানীকেই এই অর্চ্চিরাদি মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হইতে হয়।

অর্চ্চিরাদিনা তৎ প্রথিতেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১।

এই মার্গের অনেক পর্ব্ব (stages),—অর্চ্চিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, সম্বৎসর প্রভৃতি। বাদরায়ণ বলেন যে, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি মার্গ-চিহ্ন বা ভোগ-ভূমি নহে। ইঁহারা পথপ্রদর্শক দিব্য পুরুষ;—ব্রহ্মজ্ঞানীকে স্ব স্ব অধিকৃত পর্ব্ব পার করিয়া দেন।

আতিবাহিকা স্তল্লিঙ্গাৎ।

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৪-৫।

অর্থাৎ, 'অর্চ্চিঃ, দিবা প্রভৃতি আতিবাহিক পুরুষ।' শেষ পর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞানী, এক অমানুষ পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন।

তৎপুরুষোঽমানবঃ। স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি।

'অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান।'

এ সম্বন্ধে বাদরায়ণ কিছু বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বাদরি ও জৈমিনির মত উল্লেখ করিয়া, সেই সেই মত সমীচীন নহে বলিয়া, স্ব-মতের স্থাপন করিয়াছেন। বাদরির মত এই যে, যাঁহারা কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভের উপাসনা করেন, অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মলোকে উপস্থিত

করান। সেখানে কল্পকাল অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা প্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত পর-ব্রহ্মে বিলীন হন।

কার্য্যং বাদরি রস্য গত্যুপপত্তেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৭।

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১০]

জৈমিনি এ মতের অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন যে, পর-ব্রহ্মের উপাসককেই অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোকে উন্নীত করেন।

পরং জৈমিনি মুখ্যত্বাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১২।

বাদরায়ণ উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া সূত্র করিয়াছেন :—

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ
উভয়থাহদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৫।

অর্থাৎ, 'বাদরায়ণের মতে প্রতীক-উপাসক ভিন্ন সমুদায় উপাসক অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন। এরূপ বলিলে কোন পক্ষেই দোষ হয় না। কারণ, যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার সেইরূপ প্রাপ্তি হয়।' যিনি ব্রহ্ম-ক্রতু (ব্রহ্মকে ভাবনা করেন ; সে ব্রহ্ম পর-ব্রহ্মই হউন, আর কার্য্য-ব্রহ্মই হউন) তাঁহার ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হওয়াই সঙ্গত। শ্রুতিও বলিয়াছেন,

তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি।

যে যেরূপ উপাসনা করে, সেইরূপ হয়।*

* বাদরায়ণ ৩।৩।২৯ হইতে ৩১ সূত্রে সাধারণ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উপাসক মাত্রেরই দেবযান গতি হয়।

এই দেবযান গতির চরম ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি। ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপনিষদের স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। কৌষিতকী উপনিষদ্ রূপকের ভাষায় ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকের অবস্থা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—

স এতং দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য অগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং। তস্য বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্য আরো হ্রদো মুহূর্ত্তা যেষ্টিহা বিরজা নদী ইল্যো বৃক্ষঃ সালজ্যং সংস্থানম্ অপরাজিতম্ আয়তনম্ ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ। বিভু প্রমিতং বিচক্ষণা আসন্দী অমিতৌজাঃ পর্য্যঙ্কঃ। * * স আগচ্ছতি আরং হ্রদং তং মনসাত্যেতি। তমিত্বা সংপ্রতি-বিদো মজ্জন্তি। স আগচ্ছতি মুহূর্ত্তান্যেষ্টিহান্ তে অস্মদ্ অপ-দ্রবন্তি। স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি। তৎ

অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৩১।

প্রতীক উপাসকও ইহার অন্তর্গত। কিন্তু ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পাদে বাদরায়ণ দেখাইলেন যে, যদিও সকল উপাসকেরই দেবযান গতি হয়, তথাপি ব্রহ্মোপাসকই ব্রহ্ম-লোকে গমন করেন; প্রতীকোপাসক পারেন না।

শঙ্করাচার্য্য, বাদরির ও জৈমিনির মতের বিচার উপলক্ষে জৈমিনির মতকে পূর্ব্বপক্ষ স্থির করিয়া বাদরির মতকে বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত মনে হয় না। রামানুজ সেরূপ করেন নাই। তাঁহার মতে "অপ্রতীকালম্বনান্"—ইহাই সিদ্ধান্ত-সূত্র। কিন্তু রামানুজ "উভয়থাদোষাৎ" এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন। শঙ্করের ধৃত পাঠই ("উভয়থাহদোষাৎ") শোভন মনে হয়।

সুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে * * স এষ বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি। স আগচ্ছতি ইল্যং বৃক্ষং। তং ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং তং ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি অপরাজিতম্ আয়তনং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ তৌ অস্মদ্ অপদ্রবতঃ। স আগচ্ছতি বিভুপ্রমিতং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি বিচক্ষণাম্ আসন্দীম্ * * সা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্যতি। স আগচ্ছতি অমিতৌজসং পর্য্যঙ্কম্ স প্রাণঃ * * তস্মিন্ ব্রহ্মাস্তে। তম্ ইত্থংবিৎ পাদেনৈবাগ্রে আরোহতি ইত্যাদি। [প্রথম অধ্যায়—২-৫]

'তিনি এই দেবযান পথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিলোকে উপস্থিত হন ; পরে ক্রমে বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতি-লোক, শেষে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন। সেই ব্রহ্মলোকে "আর" নামক হ্রদ, "যেষ্টিহা" নামক মুহূর্ত্ত, "বিরজা" নদী, "ইল্য" বৃক্ষ, "সালজ্য" সংস্থান (পত্তন), "অপরাজিত" আয়তন, "ইন্দ্র প্রজাপতি" দ্বারপাল, "বিভু" সভাস্থান, "বিচক্ষণা" আসন্দী (মঞ্চ), "অমিতৌজা" পর্য্যঙ্ক। তিনি আর হ্রদে উপস্থিত হন, মনের দ্বারা তাহা পার হন ; অজ্ঞানীরা এই হ্রদে নিমগ্ন হয়। তিনি যেষ্টিহা মুহূর্ত্তদিগকে প্রাপ্ত হন, তাহারা ইহাঁর নিকট হইতে পলায়ন করে। তিনি সুকৃত ও দুষ্কৃত (পাপ পুণ্য) পরিত্যাগ করেন। তিনি সুকৃত ও দুষ্কৃত মুক্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। তিনি ইল্য বৃক্ষের সমীপস্থ হন ; তাঁহাতে ব্রহ্ম-গন্ধ প্রবেশ করে। তিনি সালজ্য সংস্থান প্রাপ্ত হন ; তাঁহাতে ব্রহ্ম-রস প্রবেশ করে। তিনি

অপরাজিত আয়তন প্রাপ্ত হন ; তাঁহাতে ব্রহ্ম তেজঃ প্রবেশ করে। তিনি ইন্দ্র প্রজাপতি দ্বারপাল-দ্বয়ের সমীপস্থ হন ; ইহাঁরা তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করেন। তিনি বিভু সভাস্থলে আগমন করেন ; তাঁহাতে ব্রহ্ম-তেজঃ প্রবেশ করে। তিনি বিচক্ষণা আসন্দী (মঞ্চ) প্রাপ্ত হন ; এই আসন্দীই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার দ্বারা সমস্ত বিষয়ের দর্শন হয়। তিনি অমি-তৌজা পর্য্যঙ্কের সমীপস্থ হন ; ইহাই প্রাণ। ইহাতে ব্রহ্মা আসীন আছেন। ব্রহ্মবিৎ এক পদ দ্বারা ঐ পর্য্যঙ্কে আরোহণ করেন।'

ছান্দোগ্য উপনিষদের বর্ণনা এইরূপ ;—

অরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি তদৈরংমদীয়ং সরস্তশ্বত্থঃ সোমসবন স্তদপরাজিতা পুর্ব্রহ্মণঃ প্রভু বিমিতং হিরণ্ময়ম্। তদ্ য এষ এতৌ অরং চ ণ্যং চার্ণবৌ ব্রহ্ম-লোকে ব্রহ্মচর্য্যেনানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাম্ সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥—ছান্দোগ্য, ৮।৫।৩-৪।

এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎশরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপোনাভি নিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃপুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি। জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমানঃ স্ত্রীভির্ব্বাযানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরম্ * * স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈ-তান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে। য এতে ব্রহ্মলোকে।

[ছান্দোগ্য, ৮।১২।৩-৫]

'এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে ব্রহ্মলোক ; ব্রহ্মার বসতি স্থান। সেখানে "অর" ও "ণ্য" নামক সমুদ্রদ্বয়, "ঐরংমদীয়" সরোবর, "সোম-

সবন" নামে অশ্বত্থ বৃক্ষ, "অপরাজিতা" পুরী। যেখানে প্রভু ব্রহ্মার বিনির্ম্মিত হিরণ্ময় গৃহ আছে। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঐ অর ও ণ্য সমুদ্রদ্বয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাদেরই ঐ ব্রহ্মলোক; তাঁহাদের সমস্ত লোকে কামচার (ইচ্ছাগতি) হয়।'

'সেই সংপ্রসাদ (স্বস্থ জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে স্থিত হন। তিনিই উত্তম পুরুষ; তিনি সেখানে স্ত্রী,'যান বা জ্ঞাতিবর্গের সহিত রমণ করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, হাস্য করিয়া বিচরণ করেন। যে শরীরে তিনি জাত হইয়াছিলেন, তাহার বিষয় স্মরণ থাকে না। * * তিনি ব্রহ্মলোকে দৈব চক্ষু—মনের দ্বারা সমস্ত কাম দর্শন করিয়া প্রীত হন।'

বাদরায়ণ চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদে মুক্তের স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যের বিচার করিয়াছেন। সেখানে তাঁহার লক্ষ্য এই পূর্ব্বোদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতি।

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেনাভিনিষ্পদ্যতে।

'সেই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন।'

বাদরায়ণের মতে এখানে মুক্ত জীবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২।

এবং জ্যোতিঃ শব্দে আত্মা বুঝিতে হইবে।

আত্মা প্রকরণাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৩।

বাদরায়ণ বলেন, এই শ্রুতিতে মুক্তের অবস্থা কথিত হইয়াছে।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১।

'জীব আত্মার সহিত মিলিত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন;—তখন তাঁহার যে স্বরূপ, তাহারই আবির্ভাব হয়।'

কেবলেনৈকাত্মনাবির্ভবতি ন ধর্ম্মান্তরেণ।—শঙ্করভাষ্য।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বরূপস্য। যং দশাবিশেষমাপদ্যতে স স্বরূপাবির্ভাবরূপঃ ন অপূর্ব্বাকারোৎপত্তিরূপঃ।—রামানুজ।

সে অবস্থায় জীবের আত্মার সহিত অবিভাগ (অভেদ) হয়। অর্থাৎ জীবে ও আত্মাতে তখন কোন ভেদ থাকে না।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।*—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪।

জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই স্বরূপ কি প্রকার? অতঃপর

---

* শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, মুক্ত জীব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন। "অবিভক্ত এব পরেণাত্মনা মুক্তোঽবতিষ্ঠতে। কুতঃ দৃষ্টত্বাৎ। তথাহি তত্ত্বমসি অহং ব্রহ্মাস্মি * * ইত্যেবমাদীনি বাক্যানি অবিভাগেনৈব পরমাত্মানং দর্শয়তি।" রামানুজ বলেন যে, মুক্ত পুরুষ নিজেকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন (তাঁহারই প্রকারভূত) বলিয়া অনুভব করেন। "পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ স্বাত্মানম্ অবিভাগেনানুভবতি মুক্তঃ। কুতঃ। দৃষ্টত্বাৎ।* * অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং 'স ত আত্মা' ইত্যাদিভিশ্চ পরমাত্মাত্মকং তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রকার ভূতমিতি প্রতিপাদিতম্॥" সম্প্রসাদ অর্থে জীবাত্মা ও আত্মা অর্থে এখানে অধ্যাত্মা বুঝিলে কিরূপ হয়? জীবের মুক্তি অর্থে এখানে ইহাই সম্ভবতঃ বাদরায়ণের লক্ষ্য যে, চিদাভাস (জীবাত্মা) চিন্মাত্রে (অধ্যাত্মাতে) একীভূত হন। তখন চিদাভাসে (ক্ষরপুরুষে) ও চিন্মাত্রে (অক্ষর পুরুষে) অবিভাগ হয়। চিন্মাত্র ও চিদাকাশের যে সংমিশ্রণ, অক্ষর পুরুষ (অধ্যাত্মা) ও পুরুষোত্তম (পরমাত্মার) যে চির-সম্মিলন,—তাহা এস্থলে সম্ভবতঃ বাদরায়ণের লক্ষ্য নহে।

বাদরায়ণ তাহারই বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, জৈমিনির মতে ইহা ব্রাহ্মরূপ এবং ঔড়ুলোমির মতে ইহা চিন্মাত্র।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ।

চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদ্ ইতি ঔড়ুলোমিঃ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৫-৬।]

স্বম্ অস্য রূপং ব্রাহ্মম্ অপহতপাপ্মত্বাদিসত্যসংকল্পত্বাবসানং তথা সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বঞ্চ তেন স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। * * চৈতন্যমেবতু অস্যাত্মনঃ স্বরূপমিতি তন্মাত্রেণ স্বরূপেনাভিনিষ্পত্তির্যুক্তা * তস্মাৎ নিরস্তাশেষপ্রপঞ্চেন প্রসন্নেনাব্যপদেশ্যেন বোধাত্মনাঽভিনিষ্পদ্যত ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে।—শঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ, 'আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, মুক্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ হন; ব্রহ্ম, নিষ্পাপ, সত্য-সংকল্প, সত্য-কাম, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ। মুক্তও সেইরূপ হন। ঔড়ুলোমি আচার্য্য বলেন যে, চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। অতএব, মুক্তের স্বরূপ চিন্মাত্রই হওয়া উচিত। * * অতএব মোক্ষে সমস্ত প্রপঞ্চ তিরোহিত হইয়া জীব একান্ত প্রসন্ন ও অচিন্ত্য চৈতন্যরূপে অবস্থিত হন।'

বাদরায়ণ এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলিতেছেন;—

এবমুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধংবাদরায়ণঃ।—ব্র,সূ, ৪।৪।৭।

'আত্মা চিন্মাত্র হইলেও তাঁহার ব্রহ্মরূপ হওয়াতে কোন বিরোধ নাই, কারণ, মুক্তের ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।'

যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, মুক্তের সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয় ; তিনি কামচার হন, তিনি স্বরাট্ হন।

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ ** তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। ** সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুৎতিষ্ঠন্তি। ** সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি।

'তিনি স্বরাট্ হন। তাঁহার সমস্ত লোকে ইচ্ছাগতি হয়। তাঁহার সংকল্প মাত্রে পিতৃগণ উপস্থিত হন। সমস্ত দেবতারা তাঁহার জন্য বলি আহরণ করেন।'

বাদরায়ণ ইহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন যে, মুক্তের যে ঐশ্বর্য্য তাহা সংকল্প মাত্রে উপনীত হয়।

সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৮।

অতএব, তিনি অনন্যাধিপতি (স্বরাট্) হন।

অতএব চ অনন্যাধিপতিঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৯।

এ অবস্থায় তাঁহার শরীর থাকে কিনা? বাদরি বলেন থাকে না, জৈমিনি বলেন থাকে। বাদরায়ণের মত এই যে, শরীরের থাকা না থাকা, মুক্তের ইচ্ছাধীন। যদি শরীর থাকে, তবে জাগ্রতবৎ ভোগ হয় ; যদি না থাকে, তবে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়।

অভাবং বাদরিরাহহ্যেবম্। ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ। দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ। তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপদ্যতে। ভাবে জাগ্রদ্বৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১০-১৪।

মুক্ত ইচ্ছাবশে কায়ব্যূহ রচনা করিতে পারেন এবং সেই সমস্ত দেহে অনুপ্রবেশ করিতে পারেন।

প্রদীপবদ্ আবেশ স্তথা হি দর্শয়তি।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৫।

সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা।

'তিনি এক হন, তিন হন, পাঁচ হন, সাত হন।'

মুক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হন বটে, কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব হয় না।

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্।*—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭।

আর তাঁহার যে ভোগ হয়, তাহা এই সৌর মণ্ডলেই সীমাবদ্ধ।

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্ন আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ।†

[ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮]।

'যদি বল, মুক্তের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য শ্রুতি-উপদিষ্ট—"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্"; উত্তরে বলি যে, সে ঐশ্বর্য্য অধিকৃত মণ্ডলে সীমাবদ্ধ।'

ভগবানের সহিত মুক্তের ভোগের মাত্র সাদৃশ্য হয়।

---

* বাদরায়ণ একথা সমর্থনের জন্য বিবিধ যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন; প্রকরণাৎ অসন্নিহিতাৎ ইত্যাদি।

† অর্থাৎ, confined to the particular solar system। আধিকারিকা অধিকারেষু নিযুক্তা স্তেষাং মণ্ডলানি লোকাঃ তৎস্থা ভোগা মুক্তস্য ভবন্তি।—রামানুজভাষ্য। শঙ্করের ব্যাখ্যা অন্যরূপ,—তাহা সমীচীন মনে হয় না।

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২১।

ভোগমাত্রমেষাম্ অনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানম্।—শঙ্কর।

'মুক্তের কেবল মাত্র ভোগই ঈশ্বরের সমান হয়।'

অর্থাৎ, শক্তি সমান হয় না। সেই জন্য, মুক্ত, ঈশ্বরের মত সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে সমর্থ হন না।

বাদরায়ণ আরও বলিতেছেন যে, এইরূপ মুক্তকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদ্ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২।

'ব্রহ্মলোকগত মুক্তের আর আবৃত্তি হয় না—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।'

ব্রহ্মলোকগত সাধকের এই যে অনাবৃত্তি ইহা কি আত্যন্তিক না আপেক্ষিক ?

উপনিষদ্ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

ব্রহ্মলোকান্ গময়তি। তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি।

'তাঁহারা ব্রহ্মলোকে দীর্ঘায়ুঃ ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমিত কাল বাস করেন।'

স খলু এবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।—ছান্দোগ্য, ৮।১৫।১।

'তিনি এইরূপে থাকিয়া যতদিন ব্রহ্মার আয়ুঃ ততদিন ব্রহ্মলোকে থাকেন ; পুনরায় আবর্ত্তন করেন না।'

গীতার উপদেশে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মলোক হইতেও আবর্ত্তন হইতে পারে। গীতা বলিয়াছেন :—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

[গীতা, ৮।১৫-১৬]

অর্থাৎ, 'মহাত্মারা আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয়, অনিত্য, পুনর্জন্ম (সংসার) প্রাপ্ত হন না ; তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করেন। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও জীব পুনরায় আবর্ত্তন করে, কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।'

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকের কল্পের মধ্যে আবৃত্তি হয় না, কিন্তু কল্পক্ষয় হইলে তাঁহাকেও ফিরিতে হয়। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন :—

ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানাম্ অনুৎপন্নজ্ঞানানাম্ অবশ্যংভাবি পুনর্জন্ম। য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্র উৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাম্। মামুপেত্য বর্ত্তমানানাং তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেব।'

অর্থাৎ, 'ব্রহ্মলোক যখন বিনাশী, তখন ব্রহ্মলোকগত জীবেরও অবশ্যই পুনর্জন্ম হইবে, যদি না তাহাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যাঁহারা এইরূপে ক্রমমুক্তি-ফলদায়ী উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবেই তাঁহারা (কল্পান্তে)

ব্রহ্মার সহিত মোক্ষলাভ করেন। অপরে করিতে পারে না। কিন্তু আমাকে (ভগবান্‌কে) লাভ করিলে পুনর্জ্জন্ম কখনই হয় না।'

এখানে শ্রীধরস্বামী নিম্নোক্ত স্মৃতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন,—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানো প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

'কল্পান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে কৃতার্থ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন।'

ব্রহ্মসূত্রও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,—

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরম্ অভিধানাৎ।
[ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১০]

'কার্য্যের (ব্রহ্মাণ্ডের) অবসানে, তাহার অধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা পর-তত্ত্ব (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন,—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।'

অতএব, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, যদিও ব্রহ্মলোক-বাসীর স্থিতি স্বর্গ-বাসীর অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ, কিন্তু কল্পান্তে তাঁহারও পতন হয়, যদি না ইতি-মধ্যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন। কারণ, তাহা হইলে তাঁহাকে আর ফিরিতে হয় না, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন।

বাদরায়ণ যে সূত্র করিয়াছেন :—

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২।

সে অনাবৃত্তি এই ভাবেই বুঝিতে হইবে।

সেইজন্য পণ্ডিতবর শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় স্বকৃত শঙ্করভাষ্যের অনুবাদে এই অনাবৃত্তির প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"এই স্থানে আর একটী সিদ্ধান্ত কথা বক্তব্য। তাহা এই :—যাঁহারা বিনা ঈশ্বরোপাসনায় অর্থাৎ পঞ্চাগ্নি বিদ্যার অনুশীলন, অশ্বমেধযজ্ঞ, সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য, ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ম্মের বলে ব্রহ্মলোকে উদ্ভূত হন, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তাঁহারা কল্পক্ষয়ে বা প্রলয়াবসানে পুনর্জন্ম পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনায় ও তত্ত্বজ্ঞান নিয়মে ব্রহ্মলোকগামী হন, তাঁহারা আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তাঁহারা কল্পান্ত হইলে ব্রহ্মার সহিত উৎপন্ন-ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া পরিমুক্ত হন।"

অন্যত্র গীতা এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যদি ভগবানের সমীপে পৌঁছিতে পারে, তবেই তাহার আবৃত্তির শেষ হইবে ; নতুবা নহে।

যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম।—গীতা, ১৫।৬।

'যেখানে পৌঁছিলে আর আবর্ত্তন করিতে হয় না, আমার সেই পরমধাম।'

গীতা ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া অন্যত্রও এই কথা বলিয়াছেন,

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥—গীতা, ৮।২১।

'অব্যক্ত অক্ষর—যাঁহাকে পরম গতি বলে, যাঁহাকে পাইলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না,—আমার সেই পরমধাম।'

গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন ;—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতা।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।—গীতা, ১৪।২।
পুনর্নাবর্ত্তন্তে।—শ্রীধর।

'এই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া আমার সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া (সাধক) সৃষ্টিতেও উৎপন্ন হন না, প্রলয়েও ব্যথিত হন না।'

গীতা অনাবৃত্তি সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,—

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥—গীতা, ১৫।৪।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥—গীতা, ৫।১৭।

গুণানেতানতীত্যত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥—গীতা, ১৪।২০।

'পরে সেই পদ অন্বেষণ করিতে হইবে, যাহা পাইলে আর আবর্ত্তন করিতে হয় না। যাঁহা হইতে এই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রসৃত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষের শরণ লইলাম।'

'সেই পরমাত্মায় যাঁহাদের বুদ্ধি, তিনিই যাঁহাদের আত্মা, তাঁহাতে যাঁহাদিগের নিষ্ঠা, তিনিই যাঁহাদিগের পরায়ণ, জ্ঞান-ক্ষয়িত-পাপ তাঁহাদের আর আবৃত্তি হয় না।'

'জীব দেহজ এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া, জন্ম-মৃত্যু-জরা-রূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।'

অতএব, গীতার মতে অনাবৃত্তির এক মাত্র উপায়—ভগবৎ-প্রাপ্তি। সাধকের যতই উচ্চ গতি, উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ হউক না কেন, ভগবানের

সহিত যত দিন না মিলন হয়, ততদিন তাহার গতাগতির একান্ত-নিরোধ হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ সাধক ধূমযানে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিন লোকে কর্ম্মানুসারে গতাগতি করে। ইহাকে বলে মানব-আবর্ত্ত। উচ্চতর সাধন সাধককে এই তিন লোকের উপরে লইয়া যায়। তিনি দেবযান-পথে ত্রিলোকীর উপরে যে উচ্চতর লোক—জনঃ তপঃ মহঃ সত্য—সেই সকল লোকে গমন করেন। এই সত্য লোকেরই নামান্তর ব্রহ্মলোক। তিনি ঐ সকল উচ্চ লোকে এক কল্প কাল অবস্থান করেন। সেই কল্পের মধ্যে তাঁহাকে আর মানব-আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না। কিন্তু কল্পান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডের নাশের সহিত তাঁহারও পতন হয়। কিন্তু যে সকল উচ্চতম সাধক ইহলোকে বা পরলোকে অবস্থান কালে ভগবানের সহিত মিলিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সত্য লোকেরও পারে, ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত, ভগবানের যে পরমধাম (পুরাণের ভাষায় যাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে), সেই ধামে উপনীত হন। তাঁহাকে কল্পান্তেও ফিরিতে হয় না। তিনি ভগবানের সহিত অনন্ত মিলনে মিলিত হন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই গূঢ়রহস্য বিবৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

[গীতা, ১৮।৫৪-৫৫]

'ব্রহ্মভূত (সাধক) প্রসন্নাত্মা হন ; তিনি শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হইয়া পরা ঈশ্বর-ভক্তি লাভ করেন ; ভক্তি দ্বারা ভগবানের স্বরূপ যথার্থরূপে অবগত হন ; এবং ভগবানকে যথার্থরূপে জানিয়া অনন্তর তাঁহাতে প্রবেশ করেন।'

এ অবস্থা ব্রহ্মভূত হওয়ারও পরের অবস্থা ; গীতার স্থানে স্থানে ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, তাহারও পরের অবস্থা। ব্রহ্মভূত হওয়ার অর্থ এই যে, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের যিনি আত্মা—যাঁহাকে ব্রহ্মা বলে—তাঁহার সহিত একীভূত হওয়া। ইহা সাধনার খুব উচ্চ অবস্থা বটে, কিন্তু সাধকের চরম নহে। কারণ, আমাদের যেমন ব্রহ্মাণ্ড, এরূপ কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে।

সংখ্যা চেদ্ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।

'বরং ধূলি কণার সংখ্যা আছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা নাই।'

নারায়ণ উপনিষদ্ বলিয়াছেন,

অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশান্যনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি। চতুর্মুখ পঞ্চমুখ ষণ্মুখ সপ্তমুখাষ্টমুখাদিসংখ্যাক্রমেণ সহস্রাবধিমুখান্তৈর্নারায়ণাংশৈ রজোগুণপ্রধানৈরেকৈক সৃষ্টিকর্ত্তৃভিরধিষ্ঠিতানি বিষ্ণুমহেশ্বরাখ্যৈর্নারায়ণাংশৈঃ সত্ত্বতমোগুণপ্রধানৈরেকৈকস্থিতিসংহার কর্ত্তৃভিরধিষ্ঠিতানি মহাজলৌঘমৎস্যবুদ্বুদানন্তসংঘবদ্ ভ্রমন্তি।

'এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে এইরূপ অনন্ত কোটি সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড দীপ্তি পাইতেছে। সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারক, রজোগুণ,

সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ প্রধান, নারায়ণাংশ চতুর্মুখ হইতে সহস্রমুখ পর্য্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যেমন সমুদ্রে অনন্ত মৎস্য-বুদ্‌বুদ্‌ ভ্রমণ করে, সেইরূপ এই সকল ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিতেছে।'

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের স্বতন্ত্র ঈশ্বর। গুণভেদে তাঁহার নাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র। কিন্তু যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, যিনি এই সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর,—তিনিই মহেশ্বর, তিনিই ভগবান্‌।

কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি তু।
তত্র তত্র চতুর্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরয়োভবাঃ॥
অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ।
হরয়শ্চ হ্যসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ॥

[বিজ্ঞানভিক্ষু-ধৃত লিঙ্গপুরাণ।]

অর্থাৎ, 'ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র রহিয়াছেন। সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের সংখ্যা করা যায় না। যিনি ইহাঁদের ঈশ্বর—মহেশ্বর, তিনি একমাত্র।'

গীতার লক্ষ্য—সাধককে সেই মহেশ্বরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া। আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মসূত্র সাধককে ব্রহ্মলোক অবধি লইয়া গিয়াছেন;

আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮।

কিন্তু গীতা তাহারও পরের অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন এবং সাধনার যাহা চরমের চরম, সেই ভগবানের ধামে সাধককে উপনীত করিয়াছেন।

সাধক যে সাধনার বলে ব্রহ্মকে পাইতে পারে, একথা গীতা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন;

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।—গীতা, ৭।১৯।

'জ্ঞানবান্ বহু জন্ম অন্তে আমাকে (ভগবান্‌কে) প্রাপ্ত হন।'

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্।—গীতা, ৮।৮।

'হে পার্থ! (সাধক) ধ্যান দ্বারা দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।'

সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।—গীতা, ৮।১০।

'সেই (যোগী) দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।'

মামেবৈষ্যসিযুক্তৈ্বেবম্ আত্মানং মৎপরায়ণঃ।—গীতা, ৯।৩৪।

'ঈশ্বরপরায়ণ (যোগী) আত্মাকে এইরূপে যোগ করিয়া আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হন।'

নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।—গীতা, ১১।৫৫।

'সর্ব্বভূতে বৈরহীন (ভক্ত) আমাকে প্রাপ্ত হন।'

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।—গীতা, ১২।৮।

'আমাতে মন আধান কর, আমাতে বুদ্ধি স্থাপন কর; এরূপ করিলে নিশ্চয়ই দেহান্তে আমাতে বাস করিবে।'

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথাব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
[গীতা, ১৮।৫০]

'সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, তাহা বুঝিয়া লও।'

ব্রহ্মপ্রাপ্ত সাধক যে ব্রহ্ম হন, একথা গীতা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন:—

যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ৫।২৪।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্ত রজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥—গীতা, ৬।২৭-২৮।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥—গীতা, ৬।৩১।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥—গীতা, ১৩।৩০।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥—গীতা, ১৪।২৬।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥—গীতা, ১৮।৫৩।

'যে যোগীর অন্তরে সুখ, অন্তরে আরাম, অন্তরে জ্যোতিঃ, তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।'

'প্রশান্তচিত্ত, রজোহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মভূত যোগী উত্তম সুখ প্রাপ্ত হন। পাপহীন যোগী সর্ব্বদা আত্মাকে যুক্ত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ লাভ করেন।'

'যে যোগী সর্ব্বভূতস্থ আমাকে একত্ব আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন, সমস্ত বিষয়ে সংযুক্ত থাকিয়াও তিনি আমাতে অবস্থান করেন।'

'যখন সাধক ভূতগণের পৃথক্ ভাব একস্থ (ব্রহ্মে স্থিত) দর্শন করেন এবং তাঁহা হইতেই বিস্তার উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হন।'

'যিনি একান্ত ভক্তিযোগে আমাকে সেবা করেন, তিনি সমস্ত গুণের অতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হন।'

'সাধক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, শান্ত ও নির্ম্মম হইয়া ব্রহ্মভূত হন।'

ব্রহ্মভূত সাধকের কিরূপ অবস্থা হয়, গীতা এইরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন :—

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।—গীতা, ৪।১০।

মদ্ভাবং = মৎসাযুজ্যম্।—শ্রীধর।

মদ্ভাবং = মদ্রূপত্বং।—মধুসূদন।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥

[গীতা, ১৪।১৯]

মদ্ভাবং = ব্রহ্মত্বম্।—শ্রীধর।

মদ্ভাবং = মদ্রূপতাং।—মধুসূদন।

মদ্ভাবং = মমভাবং।—শঙ্কর।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥—গীতা, ১৪।২।

মমসাধর্ম্ম্যং=মদ্‌রূপত্বম্।—শ্রীধর।

মমসাধর্ম্ম্যং=মৎস্বরূপতাং।—শঙ্কর।

মমসাধর্ম্ম্যং=মৎসাম্যং—রামানুজ।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥—গীতা, ১১।৫৪।

প্রবেষ্টুংচ তাদাত্ম্যেন।—শ্রীধর।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

[গীতা, ১৮।৫৫]

মাং বিশতে=পরমানন্দরূপো ভবতি।—শ্রীধর।

'অনেক সাধক জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

'যখন সাধক গুণ ভিন্ন অন্য কর্ত্তা দেখেন না এবং গুণ হইতে পরতত্ত্ব অবগত হন, তখন তিনি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন।'

'যাঁহারা এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সৃষ্টিতে উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়ে ব্যথিত হন না।'

'হে অর্জ্জুন! অনন্য ভক্তির দ্বারা বিশ্বরূপ আমাকে জানা যায়, দেখা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করা যায়।'

'সাধক ভক্তির দ্বারা আমি কে এবং কিরূপ তাহা অবগত হন, অনন্তর আমাকে যথার্থরূপে জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন।'

অতএব, দেখা যাইতেছে, গীতার মতে মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্ম হন। তাঁহাতে ও ব্রহ্মে কোন ভেদ থাকে না, উভয়ে অভিন্ন হন।

উপনিষদ্ মুক্তের অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি।—প্রশ্ন, ৬।৫।

'যেমন নদীসকল সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া অস্তগত হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের এই ষোড়শ কলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্হিত হয়, তখন তাহাদের নাম বা রূপ কিছুই থাকে না। তাহাদিগকে পুরুষ—এইরূপই বলা হয়। তখন ব্রহ্মজ্ঞানী কলাহীন অমর হন।'

বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রদ্বয়ে এই শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন;

তানিপরে তথা হ্যাহ। অবিভাগো বচনাৎ॥

[ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৫-১৬]

'তত্ত্বজ্ঞানীর সেই সকল (ইন্দ্রিয় ও ভূতসূক্ষ্ম) পরেতে (আত্মায়) লীন হয়। তাঁহাদের আত্মার সহিত অবিভাগ সিদ্ধ হয়।'*

* এখানে "পর" অর্থে শঙ্করাচার্য্য পরব্রহ্ম বুঝিয়াছেন। রামানুজের মতে পর অর্থে পরমাত্মা। রামানুজ বলেন, অবিভাগ অর্থে অপৃথক্ ভাব—'পৃথগ্ব্যবহারানর্হ' সংসর্গ। অর্থাৎ, এরূপ মিশ্রণ—যে মিশ্রণে পৃথক্ বলিয়া অনুভূতি তিরোহিত হয়।

ইহা বিদেহ মুক্তির কথা। এ অবস্থার মুক্তের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ,—সমস্ত শরীরের অত্যন্ত-নাশ বা প্রবিলয় হয়।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিশ্রণের কথা বাদরায়ণ অন্য সূত্রে বলিয়াছেন ;

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪।

'মুক্ত অবস্থায় জীবের অবিভাগ হয়——শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায়।' কারণ, উপনিষদ্ এই ভাবেই মুক্তের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন ;—

যথানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

'যেমন নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া নামরূপ হারাইয়া অস্তমিত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞানী) নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।'

এই যে নদী-সমুদ্রের মিলন, ইহা কেবল মিলন নহে, ইহা মিশ্রণ। এইরূপে মিলিত হইয়া নদী আর নদী থাকে না, সমুদ্র হইয়া যায়। বিদেহ মুক্তির অবস্থায় জীবেরও সেইরূপ হয়। জীব আর জীব থাকে না, ব্রহ্ম হইয়া যায়।

আমরা দেখিয়াছি যে, জীব ও ব্রহ্মের এই অত্যন্ত-মিলনই গীতার চরম লক্ষ্য এবং ইহাই গীতার অনুমোদিত মুক্তি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

উপসংহার।

গীতায় ঈশ্বরবাদের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে ষড়্‌দর্শনের দুর্গম গহনারণ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। অনেক কষ্টে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। এখন গ্রন্থসমাপ্তির পূর্ব্বে আমাদের আয়াস-লব্ধ ফলের সার-সংকলন করিয়া এই পুস্তকের উপসংহার করি। আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছিলাম যে, দুঃখনাশ জীবের একান্ত ঈপ্সিত এবং সেই জন্য দুঃখ-হানিই জীবের পরম পুরুষার্থ। গীতা রচনা কালে প্রচলিত দর্শন সমূহে এই দুঃখনাশের উপায় বিবিধভাবে উপদিষ্ট ছিল। গীতাও দুঃখনাশের উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন। সেই উপায়ের সহিত দর্শন-শাস্ত্রের উপদিষ্ট উপায়ের একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। গীতোক্ত উপায়ের কেন্দ্রস্থানে ঈশ্বর। কিন্তু এক বেদান্ত ভিন্ন অন্যান্য দর্শনের উদ্ভাবিত দুঃখহানির উপায়ের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় নিকট নহে। আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে, দর্শন সমূহের সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমশঃ হৃদয়ে বদ্ধ-মূল হইয়া যায় যে, তাহাদের মধ্যে কি একটা অসম্পূর্ণতা, কি এক অভাব রহিয়া গিয়াছে। আর গীতা সেই সকল দর্শন শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য অঙ্গী-কার করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে এমন একটী অপূর্ব্ব বস্তুর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার ফলে সেই অভাবের মোচন হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণতার পূরণ হইয়াছে। সেই অপূর্ব্ব বস্তু ঈশ্বরবাদ। ঈশ্বরবাদ সংযোগ করিয়া দিয়া গীতা অতি সহজে দর্শন সমূহকে সুসম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমাদিগকে একে একে ষড়্‌দর্শনের সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ আমরা ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা করিয়াছিলাম। সে আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যদিও ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হন নাই, তথাপি উভয় দর্শনেই ঈশ্বরের স্থান অতি গৌণ। কারণ, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে দুঃখনাশের (অপবর্গ লাভ বা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির) যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর যাউন বা থাকুন, তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপিত হউক বা না হউক, তাহাতে ন্যায়-বৈশেষিকের কিছু যায় আসে না। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সমুদায় গীতা গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত বা আভাস দৃষ্ট হয় না। অতএব, গীতায় ঈশ্বরবাদের আলোচনায় এ দুই দর্শনের বিবরণ না দিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু বিষয়ের সম্পূর্ণতার জন্য তাহা দিতে হইয়াছে।

অপর চারি দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। গীতা সাধারণ ভাবে সেই সেই দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য অঙ্গীকার করিয়া, তাহার সহিত ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন। সেইজন্য প্রথমতঃ সেই সেই দর্শনের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হইয়াছিল। পরে গীতা কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদের অনুমোদন করিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদের অসম্পূর্ণতার পূরণ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিয়াছি। সেই আলোচনার ফল এইরূপ হইয়াছে :—

মীমাংসা দর্শনের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, সে দর্শনের মতে যজ্ঞরূপ কর্ম্মই জীবের শ্রেয়োলাভের উপায়। যজ্ঞের দ্বারা জীব অমর হইয়া জরা মৃত্যুর অতীত হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, মীমাংসকেরা

নিরীশ্বর-বাদী। মীমাংসা দর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, গীতা জীবকে যজ্ঞে প্রবৃত্তি দিয়া যজ্ঞের অনুমোদন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরোদ্দেশে যজ্ঞার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার উপদেশ দিয়া মীমাংসকের উপদিষ্ট কর্ম্মের সহিত ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে কর্ম্ম কর্ম্মযোগে পরিণত হইয়াছে। এই কর্ম্মযোগের মেরুদণ্ড ঈশ্বরার্পণ—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, অহঙ্কার-রহিত হইয়া, ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ।

অতঃপর আমরা সাংখ্য দর্শনের আলোচনায় দেখিয়াছি যে, সাংখ্য মতে প্রকৃতি পুরুষই চরম দ্বৈত এবং তাহাদের বিবেক বা পার্থক্য-জ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর। সাংখ্যেরা স্পষ্ট ভাষায় ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ, তাহার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই; এবং পুরুষ বহু ও স্বতন্ত্র, ঈশ্বর-পরতন্ত্র নহে। পরে গীতার আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার অভিপ্রেত যে জ্ঞান, তাহা তত্ত্বজ্ঞান—"তৎ" এর জ্ঞান। সে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করেন, এবং সে জ্ঞানের ফলে জ্ঞানী অন্তে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন এবং ঈশ্বরই সমস্ত, এইরূপ অনুভব করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে পুরুষ বহু নহেন, এক; এবং সেই পুরুষ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন; ঈশ্বরই জীবরূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে প্রকৃতির পরিণাম ঈশ্বরের অধিষ্ঠান-জন্য। গীতার মতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে; তিনি প্রকৃতিতে যে গর্ভাধান করেন, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে প্রকৃতি ও

পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত নহে; ইহাঁরা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরেরই বিভাব বা প্রকার মাত্র; সাংখ্যোক্ত প্রধান তাঁহার অপরা প্রকৃতি এবং সাংখ্যোক্ত পুরুষ তাঁহার পরা প্রকৃতি; তিনিই চরমতত্ত্ব, তাঁহার পরে আর কিছুই নাই। অতএব, প্রকৃতিপুরুষ স্বতন্ত্র নহেন, ঈশ্বর-পরতন্ত্র। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সাংখ্য-শাস্ত্রে কৈবল্য-লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। কারণ, সাংখ্য মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের (ঈশ্বর, যাহার অন্তর্ভূত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্য-লাভ করিবে। গীতার অনুমোদিত মুক্তিপথ, এপথ হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, ঈশ্বরকে লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার ভাবে ভাবিত না হইয়া এপথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

অতঃপর পাতঞ্জলদর্শনের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, যোগ বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-লভ্য পুরুষপ্রকৃতির বিয়োগই সে দর্শনে কৈবল্য লাভের উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই চিত্ত-নিরোধের নানা উপায়ের মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধানেরও উল্লেখ আছে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ দ্বারা যোগ সিদ্ধ হইলে জীবের যে নির্বীজ সমাধি আয়ত্ত হয়, তাহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য। তখন পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সুখ দুঃখের অতীত হইয়া কৈবল্য লাভ করেন। অতএব, এমতে সমাধির দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয় মাত্র; ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয় না। আমরা দেখিয়াছি যে, গীতা* যোগের অনুমোদন ও উপদেশ করিয়া ঈশ্বরে চিত্ত-সংযোগকেই যোগের মুখ্য উপায় বলিয়াছেন। কিন্তু পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর-প্রণিধান, যোগ সিদ্ধির নানা উপায়ের অন্যতম উপায় মাত্র; অতএব, এমতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলেও যোগের কোন হানি হয় না। গীতায় কিন্তু দেখা যায় যে, যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ। গীতার

মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভগবানে চিত্তসংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করেন। সেইজন্য গীতা চরম যোগের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে মন অর্পণ কর, ঈশ্বরকে যজন কর, ঈশ্বরকে ভজনা কর, ঈশ্বরকে প্রণাম কর, ঈশ্বরকে সার কর; এইরূপে আত্মার যোগ করিলে ঈশ্বরে মিলিত হইবে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে যোগের ফল আত্মসাক্ষাৎকার মাত্র নহে, ভগবানের সঙ্গলাভ। গীতা বলিয়াছেন, সংযত-চিত্ত যোগী ভগবানে স্থিতিরূপ মোক্ষপ্রধান শান্তিলাভ করেন; নিষ্পাপ যোগী আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।

তাহার পর আমরা বেদান্তদর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং কতকটা বিস্তৃত ভাবে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বিবরণ করিয়াছিলাম। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মই মুখ্য। গীতাতেও তাহাই। সেইজন্য বেদান্ত ও গীতার সম্বন্ধের আলোচনায় আমাদের যে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতে হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ স্থলেই গীতা ও বেদান্তদর্শনের মধ্যে ঐকমত্য পাওয়া গিয়াছে। এস্থলে সে সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও ফল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা ব্রহ্মসূত্র ও গীতার মধ্যে কোন কোন অংশে পার্থক্য দেখিয়াছি। এবং সেই প্রসঙ্গে গীতার অপূর্ব্ব সমন্বয়-বাদের আলোচনা করিয়াছি। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে মুক্তের ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়; মুক্ত ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন। বেদান্তদর্শন জীবকে ব্রহ্মলোক অবধি লইয়া গিয়াছেন; গীতা কিন্তু জীবকে ঈশ্বরের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন।

অতএব, আমরা এখন বোধ হয়, সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, প্রথম

অধ্যায়ে আমরা গীতায় ঈশ্বরবাদকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলিয়াছিলাম, গীতা ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার ফলে সে কথা প্রমাণিত হইয়াছে।

এই ঈশ্বরবাদই গীতার প্রাণ। গীতার আদি অন্ত মধ্য—সমস্তই ঈশ্বরবাদে সমুজ্জ্বল।

আদাবন্তে চ মধ্যে চ
হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।

গীতা হইতে ঈশ্বরবাদ উঠাইয়া লইলে গীতা অর্থহীন বাক্য-বিন্যাস মাত্র হইয়া পড়ে। গীতাতে ঈশ্বর এতদূর মুখ্য। সেই জন্যই গীতার এত মহিমা। গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, গীতা কল্পবৃক্ষ, গীতা উপনিষদের সারাৎসার। গীতাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীনেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া এই গ্রন্থের উপসংহার করি।

সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥

সংসার সাগর ঘোর, তরিতে যে ইচ্ছে নর।
গীতা-নৌকা আরোহিয়া, পারে যায় সুখতর॥